

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا ففِي الْجَنَّةِ﴾

আর সৌভাগ্যবানরা থাকবে জান্নাতে। (সূরা হুদ: ১০৮)

হায়াতে সাঈদ

দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক,
হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রহ. এর পূর্ণাঙ্গ
জীবনকথা এবং উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

লেখক

মুফতি মুহাম্মাদ আমিন পালনপুরি

উস্তাযুল হাদিস, দারুল উলুম দেওবন্দ

সম্পাদনা ও অনুবাদ

মুফতি মুহিউদ্দিন কাসেমী

উবায়দুল্লাহ আসআদ কাসেমী

সূচিপত্র

ভূমিকা

জীবনী

জন্ম ও নাম

শিক্ষাদীক্ষা ও বাল্যকালের শিক্ষকবৃন্দ

মাজাহিরুল উলুমে ভর্তি ও শিক্ষকবৃন্দ

প্রথম স্থানে উত্তীর্ণ

শ্রুত নয় বাস্তবতা!

রান্দিরে নিয়োগ ও পাঠদানের সূচনা

রান্দিরে তার খেদমতসমূহ

দারুল উলুম দেওবন্দে নিয়োগ

দারুল উলুম দেওবন্দে পাঠদানের খেদমতসমূহ

সহিহ বুখারির দরস ও প্রধান শিক্ষকের পদ অর্জন

বুখারি শরিফের সনদ

জামে তিরমিযির সনদ

সনদের প্রথম অংশ

সনদের দ্বিতীয় অংশ

সনদের তৃতীয় অংশ

তাহাভি শরিফের সনদ

ইফতা বিভাগের নেগরানি ও ফতোয়া প্রদান

মজলিসে খতমে নবুওয়াতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব

অন্যান্য খেদমতসমূহ

রচনাবলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পুনঃনিরীক্ষণ ও সম্পাদিত কিতাবের বিবরণ

ইলমি ব্যস্ততা ও স্বীকৃত যোগ্যতার ওপর প্রজাতন্ত্র পুরস্কার

তার তাকওয়া ও আমাদের কর্মপদ্ধতি

দাওয়াহ, আত্মশুদ্ধি ও বক্তব্যের আন্দাজ

.....

বহির্বিশ্বের ভ্রমণ
 লিখন ও রচনাইশেলীর বৈশিষ্ট্য
 ইলমি মজলিসের আলোচনা
 সমৃদ্ধির কারণ
 নিজের চোখে দেখা ব্যস্ততা
 গ্রহণযোগ্যতা ও সফলতার মূলে
 মুতালার ধরন এবং পাঠদানের পদ্ধতি
 কুরআনে কারিমের প্রতি প্রেম ও সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা
 তার পোশাক ও চেহারা-সুরত
 শিক্ষার্থীদের সাথে মহানুভবতা
 ব্যবসায় দক্ষতা ও লেনদেনে পরিচ্ছন্নতা
 তাওয়াক্কুল ও বদান্যতা
 বেতন বন্ধের আবেদনপত্র ও এর অনুমোদন
 তিনি দীনি খেদমতের বিনিময় গ্রহণ করতেন না কেন?
 বাইআতের অনুমতি
 বাইতুল্লার জিয়ারত
 পিতা-মাতার আলোচনা
 ভাই-বোনদের আলোচনা
 ভাই হাবিবুর রহমানের সংক্ষিপ্ত জীবনী
 পরিবার-পরিজনের আলোচনা
 সহধর্মিণীর মৃত্যুবরণ
 হাজরতওয়ালার সমস্ত ছেলে-মেয়েদের নাম, জন্মসন ও সংক্ষিপ্ত জীবনী
 একটি মর্মন্তুদ ঘটনা
 একটি গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়ত, যার আলোচনা ফায়দাহীন নয়!
 আধ্যাত্মিক সন্তানদের আলোচনা
 তীব্র অসুস্থতা ও চিকিৎসা
 অসুস্থতার বিবরণ
 বুখারি শরিফের শেষ দারস
 বোম্বের সর্বশেষ সফর
 সর্বশেষ অসুখ ও বেদনাদায়ক তিরোধান

কাফন-দাফন এবং সর্বশেষ বিশ্রামাঘার
বিদায়ী সফরের সেবকগণ

শোকবার্তাসমূহ

ইউপি ও দিল্লির বার্তাসমূহ

শোকবার্তা-১

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম সাহেব নুমানি বেনারসি,
মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ

শোকবার্তা- ২

প্রেরক: হযরত মাওলানা সাইয়েদ আরশাদ মাদানি সাহেব, সভাপতি
জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ

শোকবার্তা- ৩

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সুফিয়ান সাহেব কাসেমী, মুহতামিম দারুল
উলুম (ওয়াকফ) দেওবন্দ

শোকবার্তা- ৪

প্রেরক: হযরত মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ শাহেদ সাহেব সাহারানপুরি
প্রধান নাজিম, জামেআ মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুর

শোকবার্তা- ৫

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সাইদি সাহেব
নাজিম ও অভিভাবক মাজাহিরুল উলুম (ওয়াকফ) সাহারানপুর

শোকবার্তা- ৬

প্রেরক: মাওলানা আতিক আহমাদ সাহেব
নাজিম ও অভিভাবক মাদরাসা ফয়জে হেদায়াত গুলজারে রাহিমি
(খানকাহ), রায়পুর, জেলা সাহারানপুর (ইউ.পি)

শোকবার্তা- ৭

প্রেরক: হযরত মাওলানা সাঈদুর রহমান সাহেব আজমি
পরিচালক, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা লখনৌ (ইউ.পি)

.....
শোকবার্তা- ৮

প্রেরক: হযরত মাওলানা ডক্টর তাকি উদ্দিন নদবি সাহেব
শিক্ষাসচিব, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা লখনৌ

শোকবার্তা- ৯

প্রেরক: মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া সাহেব সান্ভলি
শিক্ষক, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা (ইউ.পি)

শোকবার্তা- ১০

প্রেরক: শ্রদ্ধেয় জনাব প্রফেসর মুহাম্মাদ সালিম সাহেব
প্রধান, ইসলামিয়াত শাখা আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি

শোকবার্তা- ১১

প্রেরক: শ্রদ্ধেয় জনাব নাসিমুদ্দিন সিদ্দিকি সাহেব
(এম.এল. সি) সাবেক মন্ত্রী উত্তরপ্রদেশ

শোকবার্তা- ১২

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সাদ সাহেব
বাংলাওয়ালি মসজিদ নিজামুদ্দিন, নয়াদিল্লি

শোকবার্তা- ১৩

প্রেরক: শুরার সাথীবন্দ, দাওয়াত ও তাবলিগ আলিগড়

শোকবার্তা- ১৪

শুরার সাথীবন্দ, দাওয়াত ও তাবলিগ আলিগড়

শোকবার্তা- ১৫

প্রেরক: অল ইন্ডিয়া মিল্লি কাউন্সিল

শোকবার্তা- ১৬

প্রেরক: ইসলামিক ফিকহ একাডেমি (ইন্ডিয়া)

শ্রদ্ধেয় জিদা মাজদুকুম!

শোকবার্তা- ১৯

প্রেরক: হযরত মাওলানা সাইয়েদ আশহাদ রশিদি সাহেব
মুহতামিম, জামিআ কাসেমীয়া মাদরাসা শাহি মোরাদাবাদ

শোকবার্তা- ২০

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আসজাদ কাসেমী নদবি
জামেআ আরাবিয়া ইমদাদিয়া মুরাদাবাদ (উত্তর প্রদেশ)

.....
শোকবার্তা- ২১

প্রেরক: জহির আনোয়ার সাহেব কাসেমী (মুহতামিম, দারুল উলুম ইসলামিয়া বস্তি, উত্তর প্রদেশ)

শোকবার্তা- ২২

প্রেরক: মাওলানা মুহাম্মাদ আসআদ কাসেমী
নাজিম ও সম্পাদক, ফিকরে ইসলামি ম্যাগাজিন, দারুল উলুম আলইসলামিয়া বস্তি (উত্তর প্রদেশ)

শোকবার্তা- ২৩

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুফতি আবদুল কাইয়ুম কাসেমী (মুহতামিম, জামিআ আরাবিয়া খাদেমুল ইসলাম হাপুড়, উত্তর প্রদেশ)

বিসমিহি তাআলা

বখেদমতে মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম সাহেব দামাত বারাকাতুহুম
(মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ, উত্তর প্রদেশ, ইন্ডিয়া)

শোকবার্তা- ২৪

প্রেরক: মজলিসে দাওয়াতুল হক হারদুঈ, উত্তর প্রদেশ

শোকবার্তা- ২৫

শোকবার্তা- ২৬

প্রেরক: এদারায়ে তালিমুদ্দিন মাউনাথবাঞ্জন, উত্তর প্রদেশ

শোকবার্তা- ২৭

প্রেরক: শুরা সদস্যবৃন্দ, মাদরাসায়ে তালিমুদ্দিন পুরানাপুল, বেনারস, উত্তর প্রদেশ

শোকবার্তা- ২৮

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুফতি হাবিবুল্লাহ সাহেব কাসেমী
শায়খুল হাদিস, প্রধান মুফতি ও প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম, জামেআ ইসলামিয়া দারুল উলুম মুহাজ্জাবপুর, সঞ্জরপুর, আজমগড়, উত্তর প্রদেশ

শোকবার্তা- ২৯

প্রেরক: মাওলানা আবদুল হাই মিসফতাহি
প্রধান নাজিম, মাদরাসায়ে আরাবিয়া মানবাউল উলুম খায়রাবাদ, মউ, উত্তর প্রদেশ

শোকবার্তা- ৩০

.....
 প্রেরক: হযরত মাওলানা হামিদ হাসান সাহেব
 মুহতামিম, মাদরাসায়ে ইসলামিয়া আরাবিয়া খাদেমুল উলুম বাগুওয়ালি,
 বাবোড়ি, মুজাফফরনগর, উত্তর প্রদেশ, ইন্ডিয়া

শোকবার্তা- ৩১

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের নদবি
 প্রিন্সিপাল, জামেআ ইমাম ওলিউল্লাহ আলইসলামিয়া মুজাফফরনগর,
 ফুলাত, উত্তর প্রদেশ

শোকবার্তা- ৩২

প্রেরক: হযরত মাওলানা সাইয়েদ আনজার হুসাইন মিয়া সাহেব
 রোকনে শুরা, দারুল উলুম দেওবন্দ ও শিক্ষাসচিব, মাদরাসায়ে ইসলামিয়া
 আসগারিয়া দেওবন্দ

শোকবার্তা- ৩৩

প্রেরক: জনাব মাওলানা আহমাদ সাদ সাহেব
 মুহতামিম, আলমাহাদুল ইলমি আলইসলামি দেওবন্দ

শোকবার্তা- ৩৪

প্রেরক: মাওলানা আনোয়ার হুসাইন সাহেব
 মুহতামিম, জামেআ আরাবিয়া ইমদাদুল ইসলাম কামালপুর, বুলন্দশহর,
 উত্তর প্রদেশ

শোকবার্তা- ৩৫

প্রেরক: মাওলানা মুহাম্মাদ সাদ উল্লাহ কাসেমী
 মাহাদুশ শরিয়া আলইসলামিয়া মোয়ানা, মিরঠ, উত্তর প্রদেশ

শোকবার্তা- ৩৬

প্রেরক: জামেআ ফালাহে দারাইন আলইসলামিয়া ব্লাসপুর, মুজাফফরনগর,
 উত্তর প্রদেশ

শোকবার্তা- ৩৭

প্রেরক: মাওলানা মুহিউদ্দীন কাসেমী নদবি
 মুহতামিম, দারুল উলুম ফয়জে মুহাম্মাদি হাতিয়াগড়, লাকশমিপুর,
 মেহরাজগঞ্জ, উত্তর প্রদেশ

রাজস্থান ও গুজরাটের বার্তাসমূহ

শোকবার্তা- ৩৮

প্রেরক: হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব
মুহতামিম, জামেআ বারাকাতুল ইসলাম খেরোয়া, রাজস্থান
শুরা সদস্য, দারুল উলুম দেওবন্দ, সাহারানপুর

শোকবার্তা- ৩৯

প্রেরক: হযরত মাওলানা আহমাদ বুজুর্গ সাহেব
মুহতামিম, জামেআ ইসলামিয়া তালিমুদ্দিন ডাবিল, গুজরাট

শোকবার্তা- ৪০

প্রেরক: দারুল উলুম আশরাফিয়া আরাবিয়া রান্দির, সুরাট, গুজরাট

শোকবার্তা- ৪১

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুফতি আব্বাস দাউদ বিসমিল্লাহ সাহেব
প্রধান মুফতি, জামেআ ইসলামিয়া তালিমুদ্দিন ডাবিল, গুজরাট এবং শায়খুল হাদিস,
জামেআতুল কিরাআত কাফলিতা, সুরাট, গুজরাট

শোকবার্তা- ৪২

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুফতি শফিকুর রহমান সাহেব
উস্তাযে হাদিস ও তাফসির, দারুল উলুম জামেআ জাকারিয়া জুগোয়াড়, নোসারি,
গুজরাট

শোকবার্তা- ৪৩

প্রেরক: মাদরাসায়ে মিসবাহুল উলুম তেরাজ, সুরাট, গুজরাট

শোকবার্তা ও দোয়া- ৪৪

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুফতি আহমাদ সাহেব দেউলভি
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জামেআ উলুমুল কুরআন জাম্বুসর, ভারুচ, গুজরাট

শোকবার্তা- ৪৫

প্রেরক: হযরত মাওলানা ইমতিয়াজ ওলনভি
মুহতামিম, দারুল উলুম সাআদাদে দারাইন সাতপুন, ভারুচ, গুজরাট

শোকবার্তা- ৪৬

প্রেরক: জনাব মুহাম্মাদ ইউসুফ রশিদ সাহেব
মুহতামিম, দারুল উলুম মাদরাসায়ে আরাবিয়া তালিমুল মুসলিমিন লুনাওড়া, পঞ্জমহল,
গুজরাট

.....
শোকবার্তা- ৪৭

প্রেরক: দক্ষ ডাক্তার হযরত মাওলানা আবদুল কুদ্দুস সাহেব পালনপুরি
মাদরাসা ইসলামিয়া আরাবিয়া মজলিসে দাওয়াতুল হক পালনপুর, উত্তর গুজরাট

শোকবার্তা- ৪৮

প্রেরক: হযরত মাওলানা নিজাম উদ্দিন খামোশ সাহেব
মুহতামিম, দারুল উলুম ছাপি, বনসকণ্ঠ, উত্তর গুজরাট
রোকনে শুরা, দারুল উলুম দেওবন্দ

শোকবার্তা- ৪৯

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াসিন সাহেব কাকুসি
মুহতামিম, দারুল উলুম জামেআ নজিরিয়া কাকুসি, পাটনা, উত্তর গুজরাট

শোকবার্তা- ৫০

প্রেরক: হযরত মাওলানা আবদুল আহাদ সাহেব সিন্ধনি
মুহতামিম, জামেআ কাসেমীয়া রতনপুর (দাস্তা) বনসকণ্ঠ, উত্তর গুজরাট

শোকবার্তা- ৫১

প্রেরক: হযরত মাওলানা সাইফুদ্দিন ইসলামপুরি
প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম, জামেআতুল উলুম গড়হা, হিম্মতনগর, সাবরকণ্ঠ, উত্তর গুজরাট

শোকবার্তা- ৫২

প্রেরক: মাওলানা আবদুল হাসিব সাহেব
শিক্ষাসচিব, মাদরাসায়ে আরাবিয়া সুব্বামুল উলুম কালিড়া, বনসকণ্ঠ, উত্তর গুজরাট

শোকবার্তা- ৫৩

প্রেরক: মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব
জামেআ নুরুল উলুম গঠামন, বনসকণ্ঠ, উত্তর গুজরাট

শোকবার্তা- ৫৪

প্রেরক: মাদরাসা জামিউল উলুম দাসাড়া, সিরিন্দরনগর, কাঠিয়াওয়াড়,
গুজরাট

মধ্য প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের বার্তাসমূহ

শোকবার্তা- ৫৫

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুফতি আবদুর রাজ্জাক খান সাহেব

.....
প্রিন্সিপাল, জামেআ ইসলামিয়া আরাবিয়া মসজিদ তরজমাওয়ালি ভূপাল, মধ্য
প্রদেশ

শোকবার্তা- ৫৬

প্রেরক: হযরত মাওলানা আশফাকুর রহমান সাহেব মিফতাহি
উপদেষ্টা, মজলিসে তহাফফুজে খতমে নবুওয়াত ইন্দোর (মধ্য প্রদেশ)

শোকবার্তা-৫৭

মাওলানা মুহাম্মাদ সাদেক খান সাহেব
মুহতামিম, জামেআ আরাবিয়া মেরাজুল উলুম বোম্বে

শোকবার্তা-৫৮

প্রেরক: কারি আবদুল কাদের ইশাআতি
পরিচালক, জামেআ মুহাম্মাদিয়া বারা বাভালি, আহমাদনগর (মহারাষ্ট্র)

শোকবার্তা- ৫৯

প্রেরক: মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ মুহসিন কাসেমী আওরঙ্গাবাদি
মুহতামিম, আসাবে কাহাফ আওরঙ্গাবাদ, মহারাষ্ট্র

হায়দারাবাদ, কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুর বার্তাসমূহ

শোকবার্তা- ৬০

প্রেরক: মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ সাহেব রহমানি
পরিচালক, আলমাহাদুল আলি আলইসলামি হায়দারাবাদ

শোকবার্তা- ৬১

প্রেরক: মাওলানা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল কাভি সাহেব
পরিচালক, আশরাফুল উলুম হায়দারাবাদ

শোকবার্তা- ৬২

প্রেরক: মাওলানা মুহাম্মাদ শুআইবুল্লাহ খান সাহেব
প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম, জামেআ ইসলামিয়া মাসিহুল উলুম বেঙ্গালুর, কর্ণাটক

শোকবার্তা- ৬৩

পরগামে শুআইব

প্রেরক: মাওলানা মুহাম্মাদ শুআইবুল্লাহ খান সাহেব
প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম, জামেআ ইসলামিয়া মাসিহুল উলুম বেঙ্গালুর

শোকবার্তা- ৬৪

প্রেরক: ফুজালায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ উত্তর কর্ণাটক
(গুলবার্গা, রায়চুর, বাইদার, ইয়াদগির, কোপ্পাল এবং বেঙ্গারী)

.....

শোকবার্তা-৬৫

হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর মৃত্যু
উপলক্ষে

প্রেরক: জমিয়তে উলামা দক্ষিণ বেঙ্গালুর

শোকবার্তা- ৬৬

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ জয়নুল আবেদিন রাশাদি মাজাহিরি
মুহতামিম, দারুল উলুম শাহ ওয়ালিউল্লাহ বেঙ্গালুর, কর্ণাটক

শোকবার্তা- ৬৭

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ শফিক আহমাদ সাহেব কাসেমী
পরিচালক, জামেআতুল ইমাম আবু হানিফা বেঙ্গালুর, কর্ণাটক

শোকবার্তা- ৬৮

প্রেরক: হযরত মাওলানা আবুল খায়ের সাইয়েদ হামদুল্লাহ বখতিয়ারি
সাহেব

পরিচালক, মাদরাসায়ে আরাবিয়া নুমান বিন সাবেত ট্রাস্ট, মাইসুর দক্ষিণ ভারত

বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং উড়িষ্যার বার্তাসমূহ

সবর ও আত্ম-প্রশান্তির দোয়া- ৬৯

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়ালিউর রহমান সাহেব
হুলাভিষিক্ত, খানকায়ে রহমানি মুঙ্গির, বিহার

শোকবার্তা- ৭০

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুফতি আবদুল হাই সাহেব
সভাপতি জমিয়তে উলামা ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড

শোকবার্তা-৭১

প্রেরক: মাওলানা মুহাম্মাদ ফারুক কাসেমী সাহেব
জামিআ আশরাফুল আলম মাহমুদাবাদ, কেন্দ্রাপড়া ওড়িশা

আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের বার্তাসমূহ

শোকবার্তা-৭২

প্রেরক: জামেআ ইসলামিয়া জালালিয়া হোজাই, আসাম

শোকবার্তা-৭৩

.....
 প্রেরক: আবদুস সালাম সাহেব

নাজিম, রাবেতা মাদারিসে আরাবিয়া পশ্চিমবঙ্গ

শোকবার্তা-৭৪

প্রেরক: কাজিপাড়া, জামেআ ইসলামিয়া দারুল উলুম কলকাতা
 (পশ্চিমবঙ্গ)

পাকিস্তানের বার্তাসমূহ

শোকবার্তা-৭৫

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুফতি তাকি উসমানি সাহেব

জামিআ দারুল উলুম করাচি, পাকিস্তান

শোকবার্তা-৭৭

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ সাহেব

শিক্ষক, দারুল ইফতা জামেআতুর রশিদ করাচি, পাকিস্তান

শোকবার্তা-৭৬

প্রেরক: জামেআতুল উলুম আলইসলামিয়া আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানুরি

টাউন করাচি, পাকিস্তান

শোকবার্তা- ৭৮

জনাব হাফেজ মুহাম্মাদ ইরফানুল হক হক্কানি

পরিচালক, জামআ দারুল উলুম হক্কানিয়া আকুড়া খটক, পাকিস্তান

শোকবার্তা- ৭৯

মাওলানা উসামা সামি হক্কানি

শিক্ষক, জামেআ দারুল উলুম হক্কানিয়া আকুড়া খটক, পাকিস্তান

শোকবার্তা- ৮০

হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব (পাকিস্তান)

শোকবার্তা- ৮১

হযরত মাওলানা ইলিয়াস ঘুন্মান সাহেব

আমির, আন্তর্জাতিক ইত্তেহাদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সরগুদা,
 পাকিস্তান

শোকবার্তা- ৮২

শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা ড. মনজুর আহমাদ মেঞ্জল

.....
পরিচালক, জামেআ সিদ্দিকিয়া করাচি, পাকিস্তান

আফগানিস্তান এবং ইরানের বার্তাসমূহ

শোকবার্তা- ৮৩

প্রেরক: মাওলানা মুহাম্মাদ শরিফ কাসেমী

পরিচালক, দারুল উলুম দোয়াবা এবং সভাপতি, ইত্তেহাদে ফুজালায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ উত্তর আফগানিস্তান

শোকবার্তা- ৮৪

প্রেরক: মুহাদ্দিসে আফগান ফজিলাতুশ শায়খ মাওলানা জালিলুল্লাহ

মৌলবিজাদা হাফিজাহুল্লাহ

শায়খুল হাদিস ওয়াত তাফসির, জামেআ ইসলামিয়া আলিয়া দারুল উলুম হেরাত

শোকবার্তা- ৮৫

প্রেরক: হযরত মাওলানা আবদুল হামিদ ইসমাইল সাহেব

পরিচালক, জামেআ দারুল উলুম জাহেদান, ইরান

শোকবার্তা- ৮৫

প্রেরক: মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম কাসেমী

উস্তাযে হাদিস, জামেআ দারুল উলুম জাহেদান, ইরান

শোকবার্তা- ৮৭

প্রেরক: হাইআতু উলামায়িল মুসলিমিন ইরাক

শোকবার্তা- ৮৮

প্রেরক: সাইয়েদ আবু বকর আদনি ইবনে আলি মাশহুর (ইয়েমেন)

শোকবার্তা- ৮৯

প্রেরক: জনাব আমির বিন মুহাম্মাদ ফেদা বাহজাত (মদিনা মুনাওয়ারা)

বাংলাদেশ, মিয়ানমার এবং নেপালের বার্তাসমূহ

শোকবার্তা- ৯০

প্রেরক: হযরত মাওলানা আহমাদ শফি সাহেব

মুহতামিম, দারুল উলুম হাটহাজারি, বাংলাদেশ

শোকবার্তা- ৯১

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল হালিম বুখারি সাহেব

.....
মুহতামিম, জামেআ ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

শোকবার্তা- ৯২

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ উমর ফারুক সাহেব সন্দ্বীপি

মাদানিনগর, নারায়ণগঞ্জ (বাংলাদেশ)

শোকবার্তা- ৯৩

মসজিদে কাকরাইল (বাংলাদেশ) মারকাজ নিজামুদ্দেনর অধনিস্থ শুরা
সদস্যদের পক্ষ থেকে

শোকবার্তা- ৯৪

প্রেরক: মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দিন ইয়াঙ্গুনি

জামেআ সাইয়েদুনা আবু বকর সিদ্দিক ইয়াঙ্গুন, মিয়ানমার

শোকবার্তা- ৯৫

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ খালেদ সিদ্দিকি

সাধারণ সেক্রেটারি, জমিয়তে উলামা নেপাল

যুক্তরাজ্য এবং আফ্রিকার বার্তাসমূহ

শোকবার্তা- ৯৬

প্রেরক: শাইখে তরিকত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সালিম দহোরাত সাহেব
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, ইসলামিক দাওয়াহ একাডেমি লেস্টার (যুক্তরাজ্য)

শোকবার্তা- ৯৬

প্রেরক: হযরত মাওলানা ইসমাইল সাহেব সাদিউত রাভিদারভি

পরিচালক, জামেআ সিরাজুল উলুম লণ্ডন (ইউ/কে)

শোকবার্তা- ৯৮

প্রেরক: হযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ সাহেব সালুজি

প্রিন্সিপাল, দাবুল উলুম জাকারিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা

শোকবার্তা-৯৯

মাওলানা আব্বাস আলি জিনা (সভাপতি, জমিয়তে উলামা সাউথ আফ্রিকা)

এবং মাওলানা জহির আহমাদ রাকি (মুহতামিম, জামেআতুল উলুম
আলইসলামিয়া সাউথ আফ্রিকা, জোহানসবার্গ)

মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

দারুল উলুম দেওবন্দের মতাদর্শ

দেওবন্দিয়াত কী?

একটি যথার্থ ঘটনা

একটি নেহায়েত সমন্বয়কারী লেখা

উলামায়ে দেওবন্দের শিক্ষার মৌলিক উৎস হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ

উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে

আলাদা কোনো কিতাব রচনার প্রয়োজন নেই

দুটি কারণে স্বতন্ত্র রচনার প্রয়োজন হয়েছে

সকল ফুজালা মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দের সহিহ মুখপাত্র হতে পারেন না

দেওবন্দিয়াত: মাসলাকে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অপর নাম

দেওবন্দিয়াতের সংক্ষিপ্ত ও সমন্বিত সারসংক্ষেপ

প্রথম ঘটনা: (কালেকশন করে কুরবানি করা):

দ্বিতীয় ঘটনা: (সূর্যাস্তের সময় সম্মিলিত দোয়া):

তৃতীয় ঘটনা: (কি আল্লাহর কাছে কোনো ছুটি নাই?):

চতুর্থ ঘটনা: (আল্লাহ তালাকে খোদা তাআলা বলা জায়েয):

একটি ভুল খুতবা

একটি ব্যাপক ভুল

একটি মাসআলা থেকে মত প্রত্যাহার

ভুল-ভ্রান্তির আলোচনা

তুহফাতুল আলমায়ি (পূর্ণ) তুহফাতুল কারির প্রথম আট খণ্ড তাকরির-সমগ্র

فقه البخاري في تراجمه এর মতলব

স্বচ্ছ পাথরের উপর শিকল টানার মতো যে বানবান শব্দ শোনা যেত, তা কীসের আওয়াজ ছিল এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরআনে কারিমের ওহি কীভাবে আসত?

নাসিরুদ্দিন তুসি ইসলামের সর্বপ্রথম অবজারভেটরি (মানমন্দির) কোন বাদশার যুগে আবিষ্কার করেছিলেন?

.....

বুখারি শরিফে হেরাক্লিয়াসের হাদিস কতবার এসেছে?
 কিবলা পরিবর্তনের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু সালামা গোত্রে
 কোন সাহাবির জানাজায় গমন করেছিলেন?
 একটি হাদিস দ্বারা ইমাম বুখারির যুক্তি প্রদান এবং এর জবাব: সহিহ নয়
 দুই হাদিসে দুই ঘটনা, একটি নয়
 মুসলিম শরিফের বাবে **عَلَى النَّاصِيَةِ** শব্দ থাকায় ধোঁকা লেগেছে
 অজুর বেঁচে থাকা পানি দাঁড়িয়ে পান করাতে দুটি হেকমত না একটি?
 দোয়া সূচনা ও সমাপ্তিতে ইমাম এক-আধ বাক্য উচ্চ আওয়াজে বলবে না, যাতে
 সম্মিলিত অবস্থা ও আবশ্যিকতা খতম হয়
 “আমার চক্ষুর শীতলতা শপথ” উম্মে রোমান খেয়েছিলেন, আবু বকর নয়
 যে নারীর একাধিক বিবাহ হবে, তাকে পাবে কে?
 ঘটনাটি হযরত শায়খুল হিন্দ ও কালিদ মাসনাবির রচনার
 যেখানে সন্দেহ হবে তাহকিক করবে এবং সত্যের অনুসরণ করবে
 খানপুরির শুদ্ধকরণ
 কিলোমিটারের হিসাবে সফরের দূরত্ব কতটুকু
 একটি ভুল বোঝাবুঝির অপনোদন
 একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আবেদন
 মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রহ. এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা মানবতার হেদায়াতের জন্য এবং তাদেরকে ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে পৃথিবীতে নবী-রাসুলদের প্রেরণ করেন। এই ধারাবাহিকতার সর্বশেষ নবী ও রাসুল হলেন বিশ্বজাহানের গর্ব ও উভয় জগতের বাদশা হযরত মুহাম্মাদ মুসতাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি মানুষের কাছে আল্লাহর বার্তা পৌঁছিয়েছেন এবং প্রকৃত মারুদের সাথে মানুষের বন্ধন জুড়ে দিয়েছেন। বিশ্বনবী দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর এই জিম্মাদারি আলেমদের ওপর প্রত্যাগত হয়, তারা প্রত্যেক যুগে এই দায়িত্ব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন, কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষাদানের সাথে সাথে ওয়াজ-নসিহত দ্বারাও মানুষের আত্মশুদ্ধি করেছেন। তারা ‘উলামাগণ নবীদের উত্তরাধিকার’ এর বাস্তব নমুনা দুনিয়ার সামনে পেশ করেছেন।

এই মহান আলেমদের মধ্য থেকে একজন জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্ব ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক, মুফাসসিরে কুরআন, মুহাদ্দিসে কাবির, ফকিহুন নাফস, মুতাকাল্লিমে ইসলাম, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার ব্যাখ্যাকার হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ। হযরতকে আল্লাহ তাআলা অনেক সৌকর্য ও পরাকাষ্ঠা দ্বারা ধন্য করেছিলেন। তার রুচি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, স্বভাব সাধাসিধে ও মনোরম ছিল। মেজাজে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও মধ্যপন্থা ছিল, তিনি হক-বাতিল এবং সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকরণের পরিপূর্ণ যোগ্যতা রাখতেন, হাকায়িক-মাআরিফের বোধগম্যে তিনি ছিলেন কালের অদ্বিতীয় ব্যক্তি। শরিয়তের দর্শনজ্ঞানে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। সুতরাং তার সমস্ত পাঠদান, বক্তব্য ও সমস্ত রচনা জ্ঞানগত সূক্ষ্মতা, সরস উক্তি ও দর্শন-হেকমতে ভরপুর ছিল। তিনি কুরআনের আয়াত ও হাদিসে নববীর অন্তর্নিহিত মর্ম এভাবে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতেন, মনে হত এ যেন জ্ঞানের এক দোলায়িত স্ফীত দরিয়া। এছাড়াও আল্লাহ তাআলা তাকে জ্ঞানে পরিপক্বতার সাথে সাথে বিন্যস্ত কথা বলার যোগ্যতাও দান করেছিলেন, যার দৃষ্টান্ত সমসাময়িকদের মাঝে না বরং অতীতকালেও কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হত। তার সমস্ত বক্তব্য ও রচনা কঠিন বিষয়কে সহজ বানাতে অপূর্ব শৈলীর মর্যাদা রাখে এবং জ্ঞান ও দর্শনের ভাণ্ডার হয়ে থাকে। তার যাদুময়ী, জ্ঞান-দর্শনে ভরপুর অতুলনীয় ও

.....
অদ্বিতীয় বক্তব্য সাধারণ ও বিশেষ শ্রেণীভ্রমবাহী খুব আগ্রহ ও মনোযোগ দিয়ে শুনত।

তিনি আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর মাঝেও বুঝানো ও দর্শনমূলক বয়ানের কারণে বিশেষভাবে সমাদৃত ছিলেন। তার বয়ানে না থাকত বাহ্যিক উত্তেজনা-চিৎকার, না তিনি কৃত্রিমতার স্বরে বয়ান করতেন, আর না তিনি সাধারণ বক্তাদের কণ্ঠে উচ্চারণ করতেন, তবুও তার বক্তব্য এ পরিমাণ প্রভাবশালী ও যাদুময়ী হত যে, শ্রোতারা পুরো বয়ান খুব মনোযোগ দিয়ে শুনত এবং আহলে ইলমরা বাহ বাহ দিতে লাগত।

এমন মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বের জীবনচরিত বাস্তবিক আমাদের এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নিঃসন্দেহে আলোকসুস্ত প্রমাণিত হবে, এজন্য তার গুণাবলি বাস্তব অবস্থা সঙ্কলন করে মুসলিম উম্মাহর সামনে পেশ দরকার; কিন্তু আমি তো কোনো সাহিত্যিক নই, কেবল একজন শিক্ষক। এজন্য সাধাসিধে ও সাধারণ বোধগম্যে তার জীবনকথা বিন্যস্ত করে পেশ করার চেষ্টা করেছি। সঙ্কলনটির নাম দিয়েছি ‘হায়াতে সাঈদ’।

জন্ম থেকে মৃত্যু পুরো জীবনকথা উল্লেখ করেছি। সর্বপ্রথম শিক্ষাজীবন ও তার শিক্ষকবৃন্দের আলোচনা, তারপর পাঠদান জীবনের অবস্থা, তার রচনাবলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়, যা পঞ্চাশের কাছাকাছি। তারপর মাতা-পিতা, ভাইবৃন্দ, বোন, পরিবার-পরিজন এবং তার রহানি সন্তানদের আলোচনা রয়েছে। অতঃপর দুরারোগ্য ব্যাধি ও মৃত্যুশয্যার বিশদ বিবরণী। অতঃপর কাব্য আকারে তার কৃতিত্বের সাক্ষর এবং শোকবার্তাসমূহ উল্লেখ করেছি, তারপর উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, যা তার বিভিন্ন প্রবন্ধের সমষ্টি। এরপর তুহফাতুল কারি, তুহফাতুল আলমায়ি এবং ইলমি খুতবাতে থাকা ভুলভ্রান্তির আলোচনা, পরিশেষে হযরত থেকে সুহবতপ্রাপ্ত ফুজালায়ে কেরামের সমীপে একটি গুরুত্বপূর্ণ নসিহত রয়েছে।

তার এই জীবনীগ্রন্থের রচনা-সঙ্কলন ও সংশোধন-শোভিতকরণে যেসব বন্ধু ও সাথী অধমকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন কিংবা সহযোগিতা করেছেন, তারা হলেন:

১. হযরত মাওলানা মুফতি খুরশিদ আনোয়ার সাহেব গায়াবি, শিক্ষাসচিব দারুল উলমু দেওবন্দ।
২. জনাব মাওলানা মুফতি ইশতিয়াক আহমাদ সাহেব, শিক্ষক দারুল উলমু দেওবন্দ।

-
৩. জনাব মাওলানা মুফতি নুমান সাহেব সিতাপুরি, সহকারী মুফতি দারুল উলুম দেওবন্দ।
৪. জনাব হাফেজ হাসান আহমাদ সাহেব, রওশন কম্পিউটার, দেওবন্দ।
৫. জনাব হাফেজ মাওলানা মুফতি হুসাইন আহমাদ সাহেব, প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষাসচিব মাহাদুল ফিকহিন নুমানি।
৬. জনাব হাফেজ মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ সাঈদ সাহেব, উস্তাযে হাদিস জামেআতুল ইমাম মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ কাশমিরি দেওবন্দ।
৭. জনাব হাফেজ মাওলানা আহমাদ সাঈদ সাহেব, উস্তাযে হাদিস জামেআতুশ শায়খ হুসাইন আহমাদ মাদানি দেওবন্দ।
৮. জনাব হাফেজ কাসেম আহমাদ সাহেব, ম্যানেজার মাকতাবায়ে হিজাজ দেওবন্দ।
৯. আমরা ছেলে মুফতি মুসতাকা আমিন, সহ-বিন্যস্তকারী ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ; তিনি কম্পোজ ও সংশোধনের পর পুরা কিতাব গভীর নজরে পড়ে অনেক সংশোধন ও পরিমার্জন করেছেন, আল্লাহ তাআলা তাকে নিরাপদে রাখুক!
১০. পালপুরি রহ. এর বিশেষ খাদেম মৌলবি মুহাম্মাদ তোফায়েল দরভঙ্গি, শিক্ষার্থী দারুল উলুম দেওবন্দ। তিনি আরবি চাহারম থেকে দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত হযরতের খেদমত করে আসছেন এবং মৃত্যুর বছর হযরতের কাছে সহিহ বুখারি প্রথম খণ্ডের পাঠ গ্রহণ করেছেন। রমজানুল মুবারক ১৪৪১ হিজরির হযরতের বয়ানসমগ্র লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এই কিতাবের রচনা, সঙ্কলন ও সংশোধনে অধমের খুব সহযোগিতা করেছেন।
- আমি অন্তর থেকে তাদের সকলের কৃতজ্ঞতা আদায় করছি এবং দোয়া প্রার্থী যেন আল্লাহ তাআলা তাদের ইলম-আমলে বরকত দান করেন এবং সুস্থতা ও নিরাপত্তার সাথে দীর্ঘায়ু করেন! আর যেন মুহতারাম ভাইজান হযরত আকদাস মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেবকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেন! তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং আমাদেরকে তার মতো সফল জীবন গড়ার তওফিক নসিব করেন! আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

মুহাম্মাদ আমিন পালনপুরি

উস্তাযুল হাদিস, দারুল উলুম দেওবন্দ

২৬ শাওয়াল ১৪৪১ হিজরি, ১৯ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

মুফাসসিরে কুরআন, মুহাদ্দিসে কাবির, ফকিহুন নাফস, বেনজির খতিব, অতুলনীয় লেখক, তুমুল জনপ্রিয় শিক্ষক, উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শের আপোষহীন পতাকাবাহী, দীন ও শরিয়তের পাহারাদার, মুতাকাল্লিমে ইসলাম, সাবেক শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক দারুল উলুম দেওবন্দ, হযরতে আকদাস মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রহ. এর ছাত্র ও শুভাকাঙ্ক্ষী সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে, তার ইনতিকালের পরে তার শিষ্যবৃন্দ ও বন্ধুমহল তার জীবনচরিত জানার খুব আগ্রহ পোষণ করেন, এজন্য তার বাস্তব অবস্থা তুলে ধরার দুঃসাহস দেখাচ্ছি। আমি তার অধিকাংশ জীবনচরিত তার জীবদ্দশায় লিখে তাকে দেখিয়েছিলাম, তিনি সংযোজন-বিয়োজন করে তা প্রকাশ করার অনুমতি প্রদান করেছেন। যা আলফাউজুল কাবির এর উর্দু ব্যাখ্যাগ্রন্থ আলখাইরুল কাসির এর শুরুতে রয়েছে, কিন্তু সেখানে ১৪২০ হিজরি পর্যন্তের জীবনী আছে; বাকি জীবনকথা নেই। এজন্য এখন উল্লিখিত জীবনকথার পরে ঘটিত অবস্থা এবং আরো কিছু অতিরিক্ত বিষয় উপস্থাপন করার চেষ্টা করব।

জন্ম ও নাম

তার জন্ম-তারিখ সংরক্ষিত নাই; হ্যাঁ, যখন তার তার বয়স দেড় বা পৌনে দুই বছরের কোঠায়, তখন সম্মানিত পিতা ডাবহাডের (তার বর্তমান জন্মস্থান) জমি কিনেছেন, এর দলিলপত্র বিদ্যমান আছে। এর আলোকে সম্মানিত পিতা অনুমান করত তার জন্ম-সন ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের শেষদিক, মোতাবেক ১৩৬০ হিজরি বলেছেন। তিনি বনসকণ্ঠ জেলার (উত্তর গুজরাট) কালিড়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বনস হল একটি নদীর নাম এবং গুজরাটি ভাষায় কাঁঠা অর্থ প্রান্ত। আর বনসকণ্ঠ হচ্ছে একটি এলাকার নাম, তবে তা একটি জেলার নাম, যা বনসনদীর দক্ষিণে অবস্থিত। এই জেলার কেন্দ্রীয় শহর হল পালনপুর, যা স্বাধীনতার পূর্বে মুসলিম নবাবের স্টেট ছিল। আর কালিড়া পালনপুর থেকে আনুমানিক ত্রিশ মাইল দূরে দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এবং পালনপুরের প্রসিদ্ধ একটি

.....
বসতি, সেখানে ‘সুল্লামুল উলুম’ নামে একটি মাদরাসা রয়েছে। মাদরাসাটি দাওরা পর্যন্ত।

পিতা-মাতা পালনপুরি সাহেবের নাম শুধু আহমাদ রেখেছিলেন, কেননা তার একজন বড় মা-শরিক ভাই আহমাদ নামে ছিলেন, যিনি জীবিত ছিলেন, কিন্তু মায়ের কাছে ছিলেন না। এজন্য তার স্মরণ তাজা করতে সম্মানিত মাতা তার নামও আহমাদ রাখেন। সাঈদ আহমাদ এই নাম তিনি নিজেই রেখেছেন, যখন তিনি মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুরে ভর্তি হন, তখন নিজের নাম সাঈদ আহমাদ লিখিয়েছেন। তখন থেকে তিনি এ নামেই প্রসিদ্ধ হয়েছেন, অতঃপর এই খ্যাতি বৈশ্বিক খ্যাতির রূপ নেয়। কিন্তু পালনপুর পড়াকালে তিনি যেসব বই পুরস্কার পেয়েছিলেন, তাতে লেখা “পুরস্কার : আহমাদ ইউসুফ কালিড়া” আর বংশের বয়স্ক বৃদ্ধরা তাকে আহমাদ ভাই নামে ডাকতেন। তার সম্মানিত পিতার নাম ইউসুফ এবং দাদার নাম আলি, যাকে সম্মানার্থে আলিজি বলা হত। তার বংশ ‘চুকা’ এবং ভ্রাতৃত্ব ‘মুমান’, যার বিশদ বিবরণী “মুমান কওম আপনি তারিখ কে আয়নে মে” (লেখক : মুফতি মুহাম্মাদ সাহেব সাহেব পালনপুরি) বইয়ে রয়েছে।

শিক্ষাদীক্ষা ও বাল্যকালের শিক্ষকবৃন্দ

তার বয়স পাঁচ কিংবা ছয় হলে সম্মানিত পিতা- যিনি ডিবহাডে কৃষিকাজে থাকতেন- তার শিক্ষাদীক্ষার সূচনা করেন, কিন্তু সম্মানিত পিতা ক্ষেত-খামারের কাজের কারণে ছেলের দিকে পরিপূর্ণ খেয়াল রাখতে পারেননি। এজন্য তাকে স্থায়ী জন্মস্থান কালিড়ার মজ্জবে ভর্তি করিয়ে দেন। তার মজ্জবের উস্তাযগণ হলেন: (১) মাওলানা দাউদ সাহেব চৌধুরি রাহিমাছল্লাহ। (২) মাওলানা হাবিবুল্লাহ সাহেব চৌধুরি রাহিমাছল্লাহ। (৩) মাওলানা ইবরাহিম সাহেব জোনকিয়াহ রাহিমাছল্লাহ, যিনি দারুল উলুম আনন্দ (গুজরাট) এর শায়খুল হাদিস ছিলেন।

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে স্থায়ী মামু মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব রাহিমাছল্লাহুর সাথে ছাপি চলে যান এবং দারুল উলুম ছাপিতে স্থায়ী মামুসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দের কাছে ফারসির প্রাথমিক কিতাবাদির পাঠ

.....
 গ্রহণ করেন। ছ'মাস পরে মামু দারুল উলুম ছাপি ছেড়ে নিজের বাড়ি ফিরে আসলে তিনিও চলে আসেন এবং ছ'মাস পর্যন্ত মামুর কাছে তার জন্মস্থান 'জোনি সিনদি' এলাকায় ফারসির কিতাবাদির পাঠ গ্রহণ করেন।

এরপর মুসলিহে উম্মাহ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ নজির মিয়া সাহেব পালনপুরি রহ. এর মাদরাসা ইসলামিয়া আরাবিয়ায় ভর্তি হন, যা পালনপুর শহরে অবস্থিত এবং চার বছর পর্যন্ত হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আকবর মিয়া সাহেব পালনপুরি এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাশেম সাহেব বুখারি রাহিমাহুল্লাহুর কাছে আরবির প্রাথমিক ও মাধ্যমিক কিতাবসমূহের পাঠ গ্রহণ করেন।

মুসলিহে উম্মাহ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ নজির মিয়া সাহেব রহ. ঐ মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি এই শেষ যুগেও 'মুমান ভ্রাতৃত্বদের'কে বিদআত, কুসংস্কার এবং সকল প্রকার অনৈসলামিক রীতিনীতি থেকে বের করে হেদায়েত ও সুনাতের পথে এনেছেন। আজ পালনপুর এলাকায় দীনি যে পরিবেশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, তা মাওলানারই অবদান। আর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আকবর মিয়া সাহেব রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন তার ছোট ভাই ও তার ডান হাত। আর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাশেম সাহেব বুখারি রাহিমাহুল্লাহ বুখারা থেকে দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আগমন করেছিলেন। ফারেগ হওয়ার পরে তিনি প্রথমে পালনপুর, পরে ইমদাদুল উলুম ওয়াডালি গুজরাট, তারপর জামেআ হুসাইনিয়া রান্দির (সুরত), সর্বশেষ দারুল উলুম দেওবন্দে পাঠদানের খেদমত আঞ্জাম দেন। জীবনের শেষদিকে তিনি হযরত করে মদিনা শরিফ চলে যান। সেখানে তার মৃত্যু হয়, তিনি বকিউল গারকাদে শায়িত আছেন।

মাজাহিরুল উলুমে ভর্তি ও শিক্ষকবৃন্দ

তিনি শরহে জামি পর্যন্ত পালনপুরে শিক্ষার্জনের করে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যে ১৩৭৬ হিজরিতে সাহারানপুর (উত্তর প্রদেশ) ভ্রমণ করেন এবং মাজাহিরুল উলুমে ভর্তি হয়ে তিন বছর পর্যন্ত ইমামুন নাহু ওয়াল মানতিক হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমাদ সাহেব জমোভি রাহিমাহুল্লাহুর কাছে নাহু, মানতিক ও ফালসাফার অধিকাংশ কিতাবের পাঠ গ্রহণ করেন। এছাড়াও

.....
 হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়ামিন সাহেব সাহারানপুরি, হযরত মাওলানা মুফতি ইয়াহয়া সাহেব সাহারানপুরি, হযরত মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেব রায়পুরি এবং হযরত মাওলানা ওয়াকার আলি সাহেব বিজনুরি রাহিমাহুল্লাহুর কাছে মাধ্যমিকের কিতাবসমূহ পড়েন।

দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি ও শিক্ষকবৃন্দ

অতঃপর তিনি ফিকহ, হাদিস, তাফসির এবং অন্যান্য বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্যে ১৩৮০ হিজরিতে দারুল উলুম দেওবন্দে যান। সেখানে ভর্তি হয়ে প্রথম বছর হযরত মাওলানা নাসির আহমাদ খান সাহেব বুলন্দশহরি রাহিমাহুল্লাহুর কাছে তাফসিরে জালালাইন (আলফাউজুল কাবিরসহ), হযরত মাওলানা সাযিদ্ আখতার হুসাইন সাহেব দেওবন্দি রাহিমাহুল্লাহুর কাছে হেদায়া প্রথম দুই খণ্ড এবং হযরত মাওলানা বশির আহমাদ খান সাহেব বুলন্দশহরি রাহিমাহুল্লাহুর কাছে তাসরিহ, বসতে বাব, শরহে চোগমেনি, রিসালায়ে ফতহিয়া এবং রিসালায়ে শামসিয়াসহ দেহবিজ্ঞানের অন্যান্য কিতাবসমূহ পড়েন এবং পরের বছর মিশকাতুল মাসাবিহ, হেদায়া আখেরাইন, তাফসিরে বাইজাবি ইত্যাদি কিতাবের পাঠ গ্রহণ করেন। আর ১৩৮২ হিজরি, মোতাবেক ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে দারুল উলুম দেওবন্দের শতবার্ষিকীর বছর ছিলড়াওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন।

তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে যেসব শিক্ষক থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তারা হলেন: (১) হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আখতার হুসাইন সাহেব দেওবন্দি। (২) হযরত মাওলানা বশির আহমাদ খান সাহেব বুলন্দশহরি। (৩) হযরত মাওলানা সাঈদ হাসান সাহেব দেওবন্দি। (৪) হযরত মাওলানা আবদুল জলিল সাহেব কিরানভি। (৫) হযরত মাওলানা আসলামুল হক সাহেব আজমি। (৬) হাকিমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারি মুহাম্মাদ তায়্যিব সাহেব দেওবন্দি। (৭) হযরত মাওলানা ফখরুল হাসান সাহেব মুরাদাবাদি। (৮) হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ জহুর সাহেব দেওবন্দি। (৯) ফখরুল মুহাদ্দিসিন মাওলানা ফখরুদ্দিন আহমাদ মুরাদাবাদি। (১০) ইমামুল মাকুল ওয়াল মানকুল আল্লামা মুহাম্মাদ ইবরাহিম বলয়াবি। (১১) মুফতিয়ে আজম হযরত মাওলানা মুফতি সাযিদ্

.....
 মাহদি হাসান সাহেব শাহজাহানপুরি। (১২) শায়েখ মাহমুদ আবদুল
 ওয়াহহাব মাহমুদ সাহেব মিসরি। (১৩) হযরত মাওলানা আবদুল আহাদ
 সাহেব দেওবন্দি। (১৪) হযরত মাওলানা নসির আহমাদ খান সাহেব
 বুলন্দশহরি কাদাসাল্লাহু আসরারাহুম।

মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রহ. নিজের কিছু অবস্থা এবং হাদিসের
 কিতাবের উস্তাদদের বিবরণী উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন:

“খাকপায়ে উলামা সাঈদ আহমাদ বিন ইউসুফ বিন আলি বিন জিওয়া
 (অর্থাৎ ইয়াহিয়া) বিন নুর মুহাম্মাদ পালনপুরি, গুজরাটি, দেওবন্দি। ১৩৭৯
 হিজরিতে দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হয়েছে এবং ১৩৮২ হিজরিতে
 ফারেগ হয়েছে। সহিহ বুখারি হযরত ফাখরুল মুহাদ্দিসিনের কাছে,
 মুকাদ্দিমায়ে সহিহ মুসলিম ও সহিহ মুসলিম (কিতাবুল ইমান) এবং সুনানে
 তিরমিযি প্রথম খণ্ড হযরত আল্লামা ইবরাহিম বলয়াবির কাছে। আর
 অবশিষ্ট সহিহ মুসলিম হযরত মাওলানা বশির আহমাদ খান সাহেব
 বুলন্দশহরির কাছে, সুনানে তিরমিযি দ্বিতীয় খণ্ড কিতাবুল ইলাল ও
 শামায়েলসহ এবং সুনানে আবু দাউদ হযরত মাওলানা ফখরুল হাসান
 মুরাদাবাদির কাছে, সুনানে নাসাঈ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ জহুর সাহেব
 দেওবন্দির কাছে, হযরত মুফতি সাযি়দ মাহদি হাসান সাহেব
 শাহজাহানপুরির কাছে তাহাবি শরিফ এবং মিশকাতুল মাসাবিহ হযরত
 মাওলানা সাযি়দ হাসান সাহেব দেওবন্দির কাছে পড়ার তাওফিক হয়েছে।
 তার মৃত্যুর পরে প্রথম খণ্ড হযরত মাওলানা আবদুল জলিল সাহেব
 কিরানভির কাছে এবং দ্বিতীয় খণ্ড হযরত মাওলানা আসলামুল হক
 আজমির কাছে পড়েছি। সে বছর মুয়াত্তা ইমাম মালেক ছিল হাকিমুল
 ইসলাম কারি মুহাম্মাদ তায়্যিব সাহেব রহ. এর কাছে এবং মুয়াত্তা ইমাম
 মুহাম্মাদ ছিল হযরত মাওলানা আবদুল আহাদ সাহেব দেওবন্দির কাছে।” (১)

(১) মাশাহির মুহাদ্দিসিন ওয়া ফুকাহায়ে কেরাম, পৃ. ২৭-২৮।

প্রথম স্থানে উত্তীর্ণ

হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ বাল্যকাল থেকেই ছিলেন প্রখর মেধাবী ও সমঝদার, কিতাব পাঠ ও পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছিলেন। সাথে উল্লিখিত আসাতিজায়ে কেরামের শিক্ষাদীক্ষা তার যোগ্যতাকে বাইশ বছর বয়সে চূড়ান্তে পৌছিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং দারুল উলুম দেওবন্দের মতো বিরাট বিদ্যাপীঠে বাৎসরিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থানে উত্তীর্ণ হন, অথচ সে বছর যোগ্যতাসম্পন্ন অনেক ফারোগ ফুজালাগণ শুধু প্রথমস্থান অধিকারের লক্ষ্যে দাওরায়ে হাদিসে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি বার্ষিক পরীক্ষায় হাদিসের কিতাবসমূহে যে নম্বর পেয়েছিলেন এবং এর ওপর যে পুরস্কার পেয়েছিলেন, তা নিম্নরূপ:

প্রথম স্থান: মৌলবি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি : সহিহ বুখারি : ৫০, সুনানে তিরমিযি: ৫০, সুনানে আবু দাউদ : ৫০, সুনানে নাসাই: ৫০, সুনানে ইবনে মাজা: ৫০, তাহাভি শরিফ: ৫০, শামায়েল : ৫০, মুয়াত্তা ইমাম মালেক: ৫০, মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ: ৫০, সহিহ মুসলিম: ৪৫। সাধারণ পুরস্কার: কুরআন মাজিদ, শরহে আকায়িদে নাসাফি, মুত্তা হাসান। বিশেষ পুরস্কার: তাফসিরে বয়ানুল কুরআন। (১)

দারুল ইফতায় ভর্তি এবং তার প্রথম ছাত্র

তিনি দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করে শাওয়াল ১৩৮২ হিজরিতে ইফতা বিভাগে ভর্তির জন্য আবেদন করেন, প্রথম ডজলকদ ১৩৮২ হিজরিতে দারুল ইফতায় তার ভর্তির কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। ফলে তিনি হযরত মুফতি সায়্যিদ মাহদি হাসান সাহেব শাহজাহানপুরির তত্ত্বাবধানে ফাতাওয়ার কিতাবাদি মুতালাআ ও ফতোয়া অনুশীলনের সূচনা করেন। তিনি তার ভাই-বোনদের মাঝে সবচে বড় ছিলেন, এজন্য দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করে আপন ভাইদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হন। তিনি অধমকে ১৩৮২ হিজরিতে নিজের সাথে দেওবন্দ নিয়ে যান এবং

(১) রুদাদ দারুল উলুম দেওবন্দ ১৩৮২ হিজরি।

.....
 হযরত কারি কামিল সাহেব দেওবন্দির দরসে আমাকে হিফজে কুরআনের জন্য ভর্তি করিয়ে দেন, কিন্তু নিজের অযোগ্যতার কারণে হযরত কারি সাহেব থেকে ঠিকভাবে উপকৃত হতে পারিনি, তাই আমার কুরআন হিফজের জিম্মাদারি তিনি নিজেই গ্রহণ করেন এবং দেড় বছরে আমাকে হাফেজ বানিয়ে দেন।

ঐ বছরেই তিনি শায়খ মাহমুদ আবদুল ওয়াহহাব মাহমুদ মিসরি রাহিমাহুল্লাহুর কাছে কুরআনে কারিমের হিফজ শুরু করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভালো একজন হাফেজ ও মিসরি কারি, তিনি জামেয়া আজহার কায়রোর তরফে দারুল উলুম দেওবন্দে প্রেরিত শিক্ষক ছিলেন।

মোটকথা, ১৩৮২-১৩৮৩ হিজরিতে তিনি একদিকে ফতোয়ার কিতাব মুতালাআ করতেন, অপরদিকে অধমকেও কুরআনে কারিম মুখস্থ করাতেন এবং নিজেও কুরআনে কারিম মুখস্থ করতেন। তিনি এসব কাজে এতটা ব্যস্ত ও নিমগ্ন ছিলেন যে, সে বছর রমজানের ছুটিতে বাড়িও যাননি, আমিও যাইনি। রমজানের পর নিজের আরেক ভাই মৌলবি আবদুল মাজিদকেও দেওবন্দে নিয়ে আসেন।

এদিকে দারুল ইফতার দায়িত্বশীলগণ তার যোগ্যতাকে চূড়ান্তে পৌঁছানোর লক্ষ্যে তাকে দারুল ইফতায় আরেক বছর পড়ার অধ্যয়নের সুযোগ করে দেন। সুতরাং ১৪৮৩-৮৪ হিজরিতে তিনি ছোট ভাই মৌলবি আবদুল মাজিদ সাহেবকে ফারসির কয়েকটি কিতাব পড়াতেন, আমাকে কুরআনে কারিম মুখস্থ করাতেন। নিজেও একদিকে কুরআন মুখস্থ করতেন, অপরদিকে ফাতোয়া প্রদানের অনুশীলনও করতেন। তিনি ফাতওয়ার অনুশীলনে এতটা যোগ্যতা রাখতেন যে, মাত্র ছ'মাস পর দারুল উলুম দেওবন্দের পরিচালনা কমিটি তাকে সহকারী মুফতির মর্যাদায় দারুল উলুম দেওবন্দে নিয়োগ দিয়ে দেয়, অথচ তখন সহকারী মুফতি রাখার নিয়ম ছিল না, যেমনটা বর্তমানে রয়েছে। মুফতি সায্যিদ মাহদি হাসান সাহেব রাহিমাহুল্লাহ নিজের একটি রিপোর্টে লিখেন:

১৩৮৩ হিজরিতে আমার অনুপস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ বারোজন ছাত্র নির্বাচন করেছিল, যাদের পাঁচজন ছিলেন মাদরাসা থেকে ফ্রি খাবার পেত এবং সাতজন ফ্রি খাবার পেত না। আমি এসে তাদেরকে অনুশীলন করিয়েছি, তাদেরকে শরহু উকুদি রাসমিল মুফতি পুরাটা পড়িয়েছি, তারা বার্ষিক

পরীক্ষায় পাশ করেছে। তাদের নাম হল: মৌলবি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি: সে ঐ তালেবে ইলম, যাকে ফতোয়া অনুশীলনের জন্য বেতন দিয়ে রাখা হয়েছে, সে মুফতি মাহমুদ হাসান সাহেব নানুতাবির ফতোয়া ও ফিকহের কিতাবাদি থেকে মাসায়েল বেরকরণে তার সহকারী ছিল।
ওয়াস সালাম।

সায়্যিদ মাহদি হাসান গুফিরলাহ
খাদেম, দারুল ইফতা দারুল উলুম দেওবন্দ।
৫/১/১৩৮৫ হিজরি

শ্রুত নয় বাস্তবতা!

১৩৮৩ হিজরিতে যেহেতু মুফতি সায়্যিদ মাহদি হাসান শাহজানপুরি রাহিমাল্লাহ অসুস্থ হয়ে নিজের বাড়ি শাহজানপুরে চলে যান, এজন্য দারুল ইফতায় একজন নতুন মুফতি হযরত মাওলানা মুফতি মাহমুদ হাসান সাহেব নানুতাবিকে নিয়োগ দেওয়া হয়, তখন মুফতি সাঈদ আহমাদ পালপুরিকে তার সহযোগী বানানো হয়। তিনি মুফতি সাহেবের এতটা সাহায্য করেছেন এবং নিজের যোগ্যতা এতটা প্রমাণ করেছেন যে, মুফতি মুফতি মাহমুদ হাসান সাহেব নানুতাবি রহ. ১৩৮৪ হিজরির শেষদিকে মুহতামিম হযরত মাওলানা কারি মুহাম্মাদ তায়্যিব সাহেবের নামে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেন এবং তার নিয়োগের ব্যাপারে সুপারিশ করেন। হযরত কারি সাহেব মুফতি সাহেবের ইঙ্গিতে দারুল ইফতার দায়িত্বশীলদের বরাবর একটি চিঠি লিখেন এবং প্রেরণের জন্য দপ্তরে দেন। কিন্তু কিছু লোক ঐ চিঠি আটকে দেয়, ফলে মুফতি সাহেব নিয়মতান্ত্রিক নিয়োগ পাননি। যখন হযরত আল্লামা ইবরাহিম বলয়াবি কুদ্দিসা সিরবুহু তাকে এ সম্পর্কে অবগত করেন, তখন তিনি স্বভাবত মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন, এর ওপর হযরত আল্লামা বললেন: “মৌলবি সাহেব! হতাশ হয়ো না, এরচে উত্তম অবস্থায় আসবেন”। আলহামদুল্লাহ, নয় বছর পরে এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে।

রান্দিরে নিয়োগ ও পাঠদানের সূচনা

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দারুল উলুম দেওবন্দের দারুল ইফতায় ফতোয়া অনুশীলনীর যে পথ সুগম হয়েছিল, তা দয়াবানদের চেষ্টায় বন্ধ হয়ে যায়। তারপর হযরত আল্লামা বলয়াবি রহ. এর মাধ্যমে দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দির (সুরত) এ উচ্চ স্তরের শিক্ষক হিসেবে মুফতি সাহেবের নিয়োগ হয়ে যায়।

সুতরাং ২১শাওয়াল ১৩৮৪ হিজরিতে মাদরে ইলমি দারুল উলুম দেওবন্দকে বিদায় জানিয়ে তিনি প্রথমে বাড়িতে যান। এক সপ্তাহ অবস্থান করে পিতা-মাতার জিয়ারতে ধন্য হন। অতঃপর ছোট ভাই মৌলবি আবদুল মাজিদ সাহেব রাহিমাহুল্লাকেঈযিনি অধমের দুই বছরের বড় ছিলেন; মৌলবি হাবিবুর রহমান সাহেবকেঈযিনি আমার থেকে আনুমানিক সাত/আট বছরের ছোট ছিলেনঈএবং অধমকে সাথে নিয়ে সুরত এলাকার রান্দিরে রওনা করেন। সেখানকার দারুল উলুম আশরাফিয়ায় পাঠদানের সূচনা করেন।

রান্দিরে তার খেদমতসমূহ

তিনি ১৩৮৪ হিজরির জিলকদ থেকে শাবান ১৩৯৩ হিজরি পর্যন্ত (নয় বছর) দারুল উলুম আশরাফিয়ায় সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযি, তাহাভি শরিফ, শামায়েল, মুয়াত্তাইন, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজা, মিশকাতুল মাসাবিহ (আলফাওজুল কাবিরসহ), তরজমায়ে কুরআন কারিম, হেদায়া আখিরাইন, শরহুল আকায়িদিন নাসাফিয়া, হুসামি ইত্যাদি কিতাবের দরস প্রদান করেছেন। লেখালেখির ময়দানেও সরব ছিলেন। তখনকার সময়ে তিনি দাড়ি আওর আমবিয়া কি সুনাত, হুরমতে মুসাহারাত এবং আলআওনুল কাবির এবং মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের পাটনি রহ. এর আলমুগনির আরবি ব্যাখ্যা ইত্যাদি রচনা করেন। প্রথম তিনটি প্রকাশিত এবং শেষোক্ত কিতাব এখনো প্রকাশিত হয়নি। এছাড়াও তখন কাসেমুল উলুমি ওয়াল খাইরাত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতাবি রাহিমাহুল্লাহুর রচনাবলি ও উলুম-মাআরিফের ব্যাখ্যা ও সহজিকরণের সূচনা করেন এবং একটি প্রবন্ধ ইফাদাতে নানুতাবি

.....
শিরোনামে লখনো থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা আল-ফুরকানে কিস্তি
আকারে প্রকাশ হয়েছিল, যা ছিল অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়বস্তু।^১

দারুল উলুম দেওবন্দে নিয়োগ

মুফতি সাহেবের উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাশেম সাহেব বুখারি রাহিমাহুল্লাহুয়িনি প্রথমে জামেআ হুসাইনিয়া রান্দিরে পড়াতেন; অতঃপর দারুল উলুম দেওবন্দে তার নিয়োগ হয়েছিল, তিনি একটি চিঠির মাধ্যমে তাকে অবহিত করেন যে, দারুল উলুম দেওবন্দে একজন শিক্ষকের স্থান শূন্য আছে। অতএব, আপনি শিক্ষকতার আবেদন পাঠিয়ে দিন। তিনি হযরত জনাব মাওলানা হাকিম মুহাম্মাদ সাদ রশিদ সাহেব আজমিরি রাহিমাহুল্লাহুর সাথে পরামর্শক্রমে আবেদনপত্র পাঠিয়ে দেন, সাথে আরেকটি পত্র হযরত কারি মুহাম্মাদ তায়্যিব সাহেব এর নামে পাঠান। হাকিমুল ইসলাম রহ. জবাবে যে পত্র পাঠিয়েছেন, তা নিম্নরূপ:

সশ্রদ্ধ জিদা মাজদুকুম

সালাম মাসনুন! আবেদনপত্র পৌঁছেছে, হযরত নানুতাবি রাহিমাহুল্লাহুর কিতাবসমূহের ওপর কাজ করার কথা শুনে অসাধারণ আনন্দবোধ করছি, আপনি যে পদ্ধতি এখতিয়ার করেছেন, তা যথাযথ। স্বয়ং আমার অন্তরে এসব কিতাবের খেদমতের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে এও একটি পদ্ধতি ছিল। আলফুরকানে পড়ার সুযোগ হয়নি, ইনশাআল্লাহ ম্যাগাজিন সংগ্রহ করে উপকৃত হব এবং স্থায়ী মতামত পেশ করব।

যুক্ত আবেদনপত্র শিক্ষাদপ্তরে প্রেরণ করছি, যেখান থেকে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হবে অবশ্যই। এ সম্পর্কে আপনাকে অবগত করা হবে, দোয়ার আবেদন রইল।

আমার কাছে কাসিমুল উলুম এর দুটি কপি ছিল, একটি কপি এই প্রয়োজনেই সেখানে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু আর ফিরে আসেনি। এখন

(১) কিন্তু হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিরবুহু মৌলিক রচনার দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে এর কাজ আর সামনে অগ্রসর হয়নি। হায়! যদি এই মহতি কাজটি হজরতের হাতে করে মোম হয়ে আসত, তাহলে আমরা কতই না উপকৃত হতাম!- অনুবাদক।

বাকি আছে মাত্র একটি, যে নকল করে নিতে চায়, সে একটি সময় নির্ধারণ করে আমার কুতুবখানায় বসে নকল করতে পারবেন। আর এখানের সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। ওয়াস সালাম।

মুহাম্মাদ তায়্যিব, দেওবন্দ থেকে।

৭/৭/১৩৯৩ হিজরি

এই চিঠি ১৩৯৩হিজরির ৭ রজবে লেখা, সে বছরই শাবান মাসে মজলিসে শুরার মিটিংয়ে আরবি বিভাগের জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগের আলোচনা আসে, তখন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনজুর নুমানি সাহেব রহ. মুফতি সাহেবের নাম প্রস্তাব করেন এবং ঐ বৈঠকেই তার নিয়োগ সম্পন্ন হয়ে যায়। তাকে শাবানেই এ সম্পর্কে অবগত করা হয় যে, রমজানুল মুবারকের পর তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে আগমন করেন। তখন থেকে মৃত্যু অবধি দারুল উলুম দেওবন্দে পাঠদানের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

দারুল উলুম দেওবন্দে পাঠদানের খেদমতসমূহ

শাওয়াল ১৩৯৩হিজরি থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে যেসব কিতাবের পাঠদান করেছেন, এর ধারাবাহিক বিবরণী নিম্নরূপ:

১৩৯৩-৯৪হিজরিতে: মুসাল্লামুস সুবুত, হেদায়া প্রথম খণ্ড, সুল্লামুল উলুম, হাদিয়ায়ে সাইদিয়া, জালালাইন (প্রথম অর্ধেক, আলফাওজুল কাবিরসহ) এবং মুল্লা হাসান।

১৩৯৪-৯৫হিজরি: মুসাল্লামুস সুবুত, শরহে আকায়িদে জালালি, মুল্লা হাসান, জালালাইন (২য় অর্ধেক) এবং আলফাওজুল কাবির।

১৩৯৫-৯৬হিজরি: মুসামারাহ, দিওয়ানে মুতানাব্বি, মাইবুজি এবং তাফসিরে বাইজাবি (২১-২৫ পারা)।

১৩৯৬-৯৭হিজরি: দিওয়ানে মুতানাব্বি, তাফসিরে বাইজাবি (২৬-৩০পারা), মুল্লা হাসান এবং মিশকাতুল মাসাবিহ (সাময়িক)।

.....
১৩৯৭-৯৮ হিজরি: মিশকাতুল মাসাবিহ (দ্বিতীয় খণ্ড, শরহু নুখবাতিল ফিকারসহ) হুসামি (শুধু কিয়াসের অধ্যায়) মুল্লা হাসান, সাবয়ে মুআল্লাকা, হেদায়া এবং মুয়াত্তা লিল ইমাম মালেক।

১৩৯৮-৯৯ হিজরি: দিওয়ানে হামাসা, সাবয়ে মুআল্লাকা, তাফসিরে বাইজাবি (সূরা বাকারা) মিশকাতুল মাসাবিহ (২য় খণ্ড, শরহু নুখবাতিল ফিকারসহ) তাফসিরে মাজহারি (১৬-২০ পারা) মুয়াত্তা লিল ইমাম মালেক, সিরাজি ফিল মিরাস এবং সুনানে নাসাঈ।

১৩৯৯-১৪০০ হিজরি: মিশকাতুল মাসাবিহ (২য় খণ্ড, শরহু নুখবাতিল ফিকারসহ) তাফসিরে বাইজাবি (২১-২৫ পারা) দিওয়ানে হামাসা, সাবয়ে মুআল্লাকা, মুয়াত্তা লিল ইমাম মালেক এবং সিরাজি।

১৪০০-১৪০১ হিজরি: মিশকাতুল মাসাবিহ (২য় খণ্ড, শরহু নুখবাতিল ফিকারসহ) তাফসিরে বাইজাবি (২৬-৩০ পারা) তাফসিরে মাদারিকুত তানজিল (৬-১০) সিরাজি এবং মুয়াত্তা মুহাম্মাদ।

১৪০১-২ হিজরি: সুনানে তিরমিযি (১ম খণ্ড) তাফসিরে বাইজাবি (সূরা বাকারা) সুনানে আবু দাউদ, সহিহ বুখারি (দ্বিতীয় খণ্ড) মুয়াত্তা মালেক এবং মুয়াত্তা মুহাম্মাদ।

১৪০২-৩ হিজরি: সুনানে তিরমিযি (১ম খণ্ড) তাফসিরে বাইজাবি (সূরা বাকারা) এবং সহিহ মুসলিম (১ম খণ্ড) মুকাদ্দিমাতুবনিস সালাহ, রশিদিয়া এবং সুনানে ইবনে মাজা।

১৪০৩-৪ হিজরি: সুনানে তিরমিযি (১ম খণ্ড) তাফসিরে বাইজাবি (বাকারা) হেদায়া (চতুর্থ খণ্ড) এবং তাহাভি শরিফ।

১৪০৪-৫ হিজরি: সুনানে তিরমিযি (১ম খণ্ড) তাফসিরে বাইজাবি (সূরা বাকারা) হেদায়া (তৃতীয় খণ্ড) সহিহ বুখারি (১ম খণ্ড) এবং তাহাভি শরিফ।

১৪০৫-৬ হিজরি: সুনানে তিরমিযি (১ম খণ্ড), তাফসিবুল কুরআন, হেদায়া (চতুর্থ খণ্ড) এবং তাহাভি শরিফ।

১৪০৬-৭ হিজরি: তালখিসুল ইতকান, সুনানে তিরমিযি (১ম খণ্ড), তাফসিবুল কুরআন, হেদায়া (চতুর্থ খণ্ড) এবং তাহাভি শরিফ।

১৪০৭-৮ হিজরি: সুনানে তিরমিযি (১ম খণ্ড), তাফসিবুল কুরআন, হেদায়া (চতুর্থ খণ্ড), তাহাভি শরিফ এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা।

.....
১৪০৮-৯ হিজরি: সুনানে তিরমিযি (১ম খণ্ড), তাফসিরুল কুরআন, হিদায়া চতুর্থ খণ্ড, তাহাভি শরিফ এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা।

১৪০৯-১০ হিজরি: তিরমিযি (১ম খণ্ড), তাফসিরুল কুরআন, হেদায়া (তৃতীয় খণ্ড), তাহাভি শরিফ এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা।

১৪১০ হিজরি থেকে ১৪২৮ হিজরি পর্যন্ত সুনানে তিরমিযি (১ম খণ্ড), তাহাভি শরিফ এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার পাঠদান করেছেন।

১৪২৯ হিজরি-১৪৩০ হিজরিতে সহিহ বুখারি প্রথম খণ্ড এবং সুনানে তিরমিযি প্রথম খণ্ড পড়িয়েছেন।

সহিহ বুখারির দরস ও প্রধান শিক্ষকের পদ অর্জন

১৪০২ হিজরি যা ছিল ক্যাম্পের বছর, তিনি সে বছর সহিহ বুখারি দ্বিতীয় খণ্ড পুরোটা পড়িয়েছেন। অতঃপর ১৪০৫ হিজরিতে যখন হযরত মাওলানা নাসির আহমাদ খান সাহেব রাহিমাল্লাহু চক্ষু অপারেশনের কারণে দীর্ঘদিনের ছুটি নেন, তখন মজলিসে তালিমি সহিহ বুখারি প্রথম খণ্ডের পাঠদান তাকে সোপর্দ করে। এই প্রস্তাবের কপি নিম্নরূপ:

হযরত মুহতারাম মাওলানা সাঈদ আহমাদ সাহেব জিদা মাজদুকুম
 মাসনুন সালামের পর: হযরত মাওলানা নাসির আহমাদ খান সাহেব জিদা মাজদুহুমের চিঠির ওপর চিন্তা-ফিকির করে ১৮/১/১৪০৫ হিজরিতে অনুষ্ঠিত মজলিসে তালিমি সহিহ বুখারি প্রথম খণ্ডের পাঠদান সাময়িকভাবে আপনাকে অর্পণ করেছে। চতুর্থ ঘণ্টায় শুরু করে দিবেন। দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন আপনার ইলমে-আমলে উন্নতি দান করেন, আমিন!

(হযরত মাওলানা) রিয়াসত আলি (সাহেব)
 ১৮/১/১৪০৫ হিজরি

অতঃপর ১৪২৯ হিজরিতে হযরত মাওলানা নাসির আহমাদ খান সাহেব রাহিমাল্লাহু অসুস্থতার দরুন পাঠদান থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন এবং প্রধান শিক্ষকের পদ থেকেও দায়ত্বমুক্ত হয়ে যান, তখন মজলিসে তালিমি পুনরায় তাকে সহিহ বুখারি প্রথম খণ্ডের পাঠদান সোপর্দ করে। প্রস্তাবের কপি নিম্নরূপ:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

পর সালাম: প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা নাসির আহমাদ খান সাহেব মুদা জিল্লুহুর পত্রনামা মজলিসে তালিমিতে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে তিনি অসুস্থতার দরুন সহিহ বুখারির পাঠদান থেকে ওজর পেশ করেছেন, মজলিসে তালিমি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যেহেতু প্রধান শিক্ষক অতীতের অসুস্থতায়ও বুখারি শরিফের পাঠদান আপনাকে সোপর্দ করেছিলেন, এজন্য বুখারি শরিফ প্রথম খণ্ডের পাঠদান আপনাকে সোপর্দ করেছে। ১৭ রবিউল আউয়াল ১৪২৯ হিজরি বুধবার থেকে আপনি সহিহ বুখারির পাঠদান চতুর্থ ঘণ্টায় শুরু করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞ করবেন, বড় মেহেরবানি হবে।

ওয়াস-সালাম

হযরত মাওলানা সায্যিদ আরশাদ সাহেব মাদানি

১৬/৩/১৪২৯ হিজরি

অতঃপর ঐ বছরেই শাবানে শুরার বৈঠক অনুষ্ঠিত হলে শুরাকমিটিও এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে এবং শায়খুল হাদিসের পদের সাথে সদরুল মুদাররিস তথা প্রধান শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্যও তাকে নির্বাচন করে। এই সিদ্ধান্তের পত্র এরকম ছিল:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নামে

সম্মানিত হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব জিদা মাজদুক

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ

আশা করি আপনার মেজাজ সুস্থ আছে, অবগতির জন্য পত্র যে, ২১ শাবান ১৪২৯ হিজরিতে অনুষ্ঠিত শুরা কমিটি তার প্রথম বৈঠকে আপনাকে দারুল উলুমের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নির্বাচন করেছে। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে মজলিসে শুরার সদস্য হন, এজন্য আপনি সামনের বৈঠকসমূহে অংশগ্রহণ করবেন। শুরার সামনের বৈঠক আজই মাগরিবের নামাযের পর দারুল উলুমের মেহমানখানায় অনুষ্ঠিত হবে, আপনি সেখানে অংশ নিবেন।- ওয়াস সালাম।

(হযরত মাওলানা) মারগুবুর রহমান সাহেব আফল্লাহু আনহু

মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ।

তখন থেকে মৃত্যু অবধি তিনি বুখারি শরিফ ১ম খণ্ডের পাঠদান এবং প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব আদায় করে আসছিলেন। তিনি বুখারি শরিফের শেষ দরস ২২-২৩ রজব ১৪৪১ হিজরি, মোতাবেক ১৮-১৯ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার এবং বৃহস্পতিবারের মধ্যরাতে এশার পরে শায়খুল হিন্দ লাইব্রেরিতে দিয়েছিলেন।

বুখারি শরিফের সনদ

শায়খুল হাদিস ও সদরুল মুদাররিসিন হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি রহ. তুহফাতুল কারি প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেন :

১- আমি দুইজন থেকে বুখারি শরিফ রেওয়ায়েত করছি:

ক. ফখরুল মুহাদ্দিসিন হযরত মাওলানা সায্যিদ ফখরুদ্দিন আহমাদ সাহেব মুরাদাবাদি কুদ্দিসা সিররুহু (জন্ম: ১৩০৭, ওফাত: ১৩৯৬ হিজরি) তিনি ১৩২৮ হিজরিতে ফারেগ হয়েছেন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে শায়খুল হাদিস এর মহান পদে ছিলেন এবং আল্লামা ইবরাহিম বলয়াবি রহ. এর ওফাতের পরে প্রধান শিক্ষকও হয়েছেন।

খ. জামেউল মাকুল ওয়াল মানকুল হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ ইবরাহিম বলয়াবি কুদ্দিসা সিররুহু (জন্ম: ১৩০৪, ওফাত: ১৩৮৭ হিজরি), তিনি ১৩২৭ হিজরিতে ফারেগ হয়েছেন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। আমি তার কাছে সহিহ মুসলিম এর ভূমিকা কিতাবুল ইমানসহ এবং সুনানে তিরমিযি প্রথম খণ্ড পড়েছি। হাদিসের কিতাবসমূহের গুরু-অংশ পড়ে সাধারণ অনুমতিও গ্রহণ করেছে।

২- উপরিউক্ত উভয় হযরত রেওয়ায়েত করেছেন স্বাধীনতার নেতা, শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান বিন জুলফিকার আলি সাহেব দেওবন্দি রাহিমাহুমালাহ (জন্ম: ১২৬৮, ওফাত: ১৩৩৯ হিজরি) থেকে। তিনি ১৩০৮ হিজরি থেকে মৃত্যু অবধি

.....
দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সহিহ বুখারি এবং জামে তিরমিযির পাঠদান করতেন। তার থেকে দারুল উলুম দেওবন্দের চারজন আকাবির সহিহ বুখারিসহ অন্যান্য হাদিসের কিতাব রেওয়ায়েত করেন :

- ক. মুহাদ্দিসুল আসর আল্লামা মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ বিন মুহাম্মাদ মুআজ্জাম শাহ কাশমিরি কুদ্দিসা সিররুহু (জন্ম: ১২৯২, ওফাত: ১৩৫২ হিজরি)। তিনি ১৩১৪ হিজরিতে ফারেগ হয়েছেন।
- খ. শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সায্যিদ হুসাইন আহমাদ সাহেব বিন সায্যিদ হাবিবুল্লাহ সাহেব ফয়েজাবাদি মাদানি দেওবন্দি কুদ্দিসা সিররুহু (জন্ম: ১২৯৬, ওফাত: ১৩৭৭ হিজরি)। তিনি ১৩১৬ হিজরিতে ফারেগ হয়েছেন।
- গ. ফখরুল মুহাদ্দিসিন হযরত মাওলানা সায্যিদ ফখরুদ্দিন আহমাদ সাহেব মুরাদাবাদি কুদ্দিসা সিররুহু (জন্ম: ১৩০৭, ওফাত: ১৩৯৬ হিজরি) তিনি ১৩২৮ হিজরিতে ফারেগ হয়েছেন।
- ঘ. হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ ইবরাহিম বলয়াবি কুদ্দিসা সিররুহু (জন্ম: ১৩০৪, ওফাত: ১৩৮৭ হিজরি)। তিনি ১৩২৭ হিজরিতে ফারেগ হয়েছেন। হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ সাহেব কুদ্দিসা সিররুহুর যুগ তো এখন খতম হয়ে গেছে, এখন দুনিয়ায় শাহ সাহেবের কোনো ছাত্র বেঁচে নাই, অবশ্য শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানি, ফখরুল মুহাদ্দিসিন হযরত মুরাদাবাদি এবং আল্লামা বলয়াবির ছাত্রবৃন্দ এখনো বিদ্যমান। বর্তমানে এই দারুল উলুম দেওবন্দের দারুল হাদিসের পাঠদানক্ষে যেসব আসাতিজায়ে কেরাম হাদিস পড়াচ্ছেন, তারা হয়তোবা হযরত মাদানির ছাত্র কিংবা হযরত মুরাদাবাদি এবং আল্লামা বলয়াবি রাহিমাহুমুল্লাহুর ছাত্র।
- ৩- হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. রেওয়ায়েত করেছেন হুজাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব নানুতাবি কুদ্দিসা সিররুহু (জন্ম: ১২৪৮, ওফাত: ১২৯৭ হিজরি) থেকে। হযরত নানুতাবি বুদ্ধিবৃত্তিক ও বর্ণনাভিত্তিক জ্ঞানার্জনের পর দিল্লির একটি প্রকাশনীতে কিতাব নিরীক্ষণের কাজ করেছেন, যা ছিল হযরত

.....
 মাওলানা আহমাদ আলি বিন শায়খ লুতফুল্লাহ সাহেব মুহাদ্দিসে সাহারানপুরির। ১২৭৩ হিজরিতে শামেলির ময়দানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সৎঘটিত জিহাদে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। এই আন্দোলন বিফল হলে তিনি আত্মগোপন করেন, কেননা তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ছিল। অতঃপর ১২৭৭ হিজরিতে হজের ভ্রমণে গমন করেন এবং ভ্রমণকালে কুরআনে কারিম মুখস্থ করেন। হারামাইন শরিফাইন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মিরাঠে অবস্থান করেন এবং মুমতাজ আলি খান সাহেবের প্রকাশনীতে কিতাব নিরীক্ষণের কাজ করেন।

যখন দেওবন্দে হাজি আবেদ হুসাইন সাহেব কুদ্দিসা সিরবুহু দারুল উলুমের ভিত্তি স্থাপন করেন তখন হযরত নানুতাবি কুদ্দিসা সিরবুহু মিরাঠে ছিলেন, তার পরামর্শক্রমে দারুল উলুম দেওবন্দের গোড়াপত্তন করা হয় এবং তিনি এর মজলিসে শুরার প্রধান সদস্য ছিলেন। এর কিছু দিন পরে তিনি দেওবন্দে চলে আসেন, তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম ছিলেন না। শিক্ষকবৃন্দ কোনো জটিলতার সম্মুখীন হলে তার কাছে আসতেন। হযরত নানুতাবি মিরাঠে অবস্থানকালে তাঁর কাছে হযরত শায়খুল হিন্দ দাওরায়ে হাদিসের সমস্ত কিতাবের পাঠ গ্রহণ করেছেন।

- ৪- হযরত নানুতাবি রহ. হযরত শাহ আবদুল গনি বিন শাহ আবু সাঈদ মুজাদ্দিদি দেহলবি মাদানি (জন্ম: ১২৩৫, ওফাত: ১২৯৬ হিজরি) থেকে হাদিস রেওয়ায়েত করেন।

হযরত শাহ আবদুল গনি সাহেব মুজাদ্দিদি হলেন হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানি শায়খ আহমাদ বিন আবদুল আহাদ সারহিন্দি রাহিমাহুল্লাহুর বংশের। যখন ইংরেজদের শামন পুরা হিন্দুস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং বালাকোটের ময়দানে আন্দোলন অকার্যকর হয়ে যায়, তখন ইংরেজশাসন তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। কেননা তিনি এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এজন্য তিনি ১২৭৩ হিজরিতে হযরত করে প্রথমে মক্কা মুকাররামায় গমন করেন, তারপর মদিনায় মুনাওয়ারায় অবস্থান করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

৫- হযরত শাহ আবদুল গনি মুজাদ্দিদি হযরত আবু সুলাইমান মুহাম্মাদ ইসহাক বিন মুহাম্মাদ আফজাল উমারি দেহলবি মাক্কি রাহিমাহুল্লাহ (জন্ম: ১১৯৬, ওফাত: ১২৬২ হিজরি) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক ছিলেন সিরাজুল হিন্দ হযরত শাহ আবদুল আজিজ বিন শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেবের দৌহিত্র। শাহ আবদুল আজিজ সাহেব তাকে নিজের ছেলে ও স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছিলেন এবং নিজের সমস্ত বইপত্র, ঘরবাড়ি ইত্যাদি তাকে দান করেছিলেন। সুতরাং তিনি নানার স্থলাভিষিক্ত হয়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মানুষকে ধন্য করছিলেন। অতঃপর ১২৪০ হিজরিতে হজের ভ্রমণে গমন করেন এবং শায়খ উমর বিন আবদুল কারিম মাক্কি রাহিমাহুল্লাহু (ওফাত: ১১৪৭ হিজরি) থেকে হাদিসের অনুমতি গ্রহণ করেন। তারপর হিন্দুস্থান প্রত্যাবর্তন করে ষোল বছর পর্যন্ত পাঠদানে নিয়োজিত থাকেন, তারপর ১২৫৮ হিজরিতে সপরিবারে মক্কায় হযরত করেন। তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন এবং জান্নাতুল মুআল্লা কবরস্থানে হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহার পাশে সমাধিস্থ হন।

৬- শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ সিরাজুল হিন্দ হযরত শাহ আবদুল আজিজ বিন শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব দেহলবি কুদ্দিসা সিরবুহু (জন্ম: ১১৫৯, ওফাত: ১২৩৯ হিজরি) থেকে রেওয়ায়েত করেন।

হযরত শাহ আবদুল আজিজ সাহেব জুহদ-তাকওয়ায়, জ্ঞানে-মেধায়, উপলব্ধি-বিচক্ষণতায় এবং স্মরণশক্তিতে সমকালীনদের মাঝে স্বতন্ত্র ছিলেন। তার জন্মগত নাম ‘গোলাম হালিম’ ছিল, তিনি পনেরো বছর বয়সে ফারেগ হয়ে পাঠদানে নিয়োজিত হন। আলেমদের বড় একটি দল তার থেকে উপকৃত হয়েছেন, হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব মুহাদ্দিসে দেহলবি কুদ্দিসা সিরবুহুর ওফাতের সময় তার বয়স ছিল ষোল বছর। পিতার ওফাতের পরে তিনি শায়খ নুরুল্লাহ বাডহানভি, শায়খ মুহাম্মাদ কাশমিরি এবং শায়খ মুহাম্মাদ আশেক বিন উবায়দুল্লাহ ফলতি রাহিমাহুল্লাহ

.....
থেকে ইলম অর্জন করেছেন এবং হাদিসের অনুমতি গ্রহণ করেছেন, তারা পিতার নামকরা ছাত্র ছিলেন।

- ৭- হযরত শাহ আবদুল আজিজ রাহিমাছল্লাহ মুসনিদুল হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ আহমাদ বিন আবদুর রাহিম উমারি দেহলবি কুদ্দিসা সিরবুতু (জন্ম: ১১১৪, ওফাত: ১১৭৬ হিজরি) থেকে বর্ণনা করেন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব হলেন মুসনিদুল হিন্দ, উপমহাদেশের হাদিসের সমস্ত সনদ তার মাধ্যমে উপরের দিকে যায়। তিনি প্রচণ্ড মেধাবী ছিলেন, সাত বছর বয়সে কুরআনের হাফেজ হয়েছেন এবং পনেরো বছর বয়সে সমস্ত সাধারণ শাস্ত্র অর্জন করে ফেলেন। এরপর আনুমানিক তেরো বছর দিল্লিতে পাঠদানে লিপ্ত ছিলেন। অতঃপর ১১৪৩ হিজরিতে পবিত্র হিজাজের ভ্রমণ করেন। সেখানে দুই বছর অবস্থান করে প্রত্যেক মতাদর্শের আলেমদের থেকে ইলম অর্জন করেন এবং তাদের থেকে হাদিসের অনুমতি গ্রহণ করে দুই বছর পরে হিন্দুস্থান প্রত্যাবর্তন করেন এবং পাঠদানসহ রচনা-সঙ্কলনে মনোনিবেশ করেন।

- ৮- হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. শায়খ আবু তাহের মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম বিন হাসান কুরদি কুরানি শাহরাজুরি মাদানি শাফেয়ি রাহিমাছল্লাহ (জন্ম: ১০৮১, ওফাত: ১১৫৪ হিজরি) থেকে হাদিস রেওয়ায়েত করেছেন।

- ৯- শায়খ আবু তাহের কুরদি রহ. আপন পিতা শায়খ আবু ইসহাক শিহাবুদ্দিন ইবরাহিম বিন হাসান কুরদি কুরানি শাহরাজুরি মাদানি শাফেয়ি রাহিমাছল্লাহ (জন্ম: ১০২৫, ওফাত: ১১০১ হিজরি) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি শাফেয়ি ফকিহদের মাঝে ইজতেহাদের স্তরে পৌঁছেছিলেন, তিনি আশির্ধ কিতাবের লেখক, তন্মধ্যে ‘আলউমাম লি ইকাজিল হিমাম’ মুদ্রিত হয়েছে।

- ১০- শায়খ ইবরাহিম কুরদি রহ. শায়খ আবু ইসহাক সফিউদ্দিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইউনুস দাজানি কুশাশি মালেকি শাফেয়ি রাহিমাছল্লাহ (ওফাত: ১০৭১ হিজরি) থেকে রেওয়ায়েত করেন। তিনি ‘দাজানি’ গোত্রের একজন সদস্য, তার দাদা ইউনুস

.....
কুদস থেকে মদিনায় স্থানান্তর হয়েছিলেন এবং তিনি قشاشه
(পুরাতন জীর্ণ আসবাব) বিক্রি করতেন, এজন্য এই সম্বন্ধ যুক্ত
হয়। তিনি সত্তরটি কিতাবের লেখক, তন্মধ্যে الدرة الثمينة فيما
المدينة প্রকাশিত।

- ১১-কুশাশি রাহিমাহুল্লাহ আবুল মাওয়াহিব আহমাদ বিন আলি বিন
আবদুল কুদ্দুস শান্নাভি মিসরি মাদানি (জন্ম: ৯৭৫, ওফাত:
১০২৮ হিজরি) থেকে বর্ণনা করেন, শান্নু মিসরের পশ্চিমাঞ্চলের
একটি এলাকার নাম।
- ১২-শান্নাভি রাহিমাহুল্লাহ আল্লামা শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন শিহাবুদ্দিন
আহমাদ বিন হামজা রামলি, মেনুফি, মিসরি, মাদানি (জন্ম: ৯১৯,
ওফাত: ১০০৪ হিজরি) থেকে বর্ণনা করেন। রামলা হচ্ছে
মেনুফিয়ার (মিশরের একটি রাজ্য) একটি এলাকা। ফিকহে
শাফেয়িতে নেহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজসহ তার
অনেক কিতাব রয়েছে।
- ১৩-রামলি রাহিমাহুল্লাহ শায়খুল ইসলাম কাজিউল কুজাত যয়নুদ্দিন
জাকারিয়া বিন মুহাম্মাদ আনসারি কাহেরি আজহারি শাফেয়ি
(জন্ম: ৮২৩, ওফাত: ৯২৬ হিজরি) থেকে রেওয়ায়েত করেন।
তার রচিত তাফসিরে ফাতহুর রাহমান, তুহফাতুল বারি আলা
সাহিহিল বুখারি ইত্যাদি কিতাব মুদ্রিত।
- ১৪-শায়খুল ইসলাম জাকারিয় আনসারি রাহিমাহুল্লাহ ইমামুল আইম্মা,
হাফেজুদ্দুনিয়া আবুল ফজল আহমাদ বিন আলি কেনানি
আনকালানি কাহেরি শাফেয়ি, ইবনে হাজার আসকালানি নামে
খ্যাত (জন্ম: ৭৭৩, ওফাত: ৮৫২ হিজরি) থেকে বর্ণনা করেন।
তিনি ফাতহুল বারি শরহে বুখারি, তাহজিবুত তাহজিব, শরহে
নুখবাতুল ফিকার ইত্যাদি কিতাবের লেখক এবং ইলমের জগতে
চেনা ব্যক্তিত্ব। সাখাভির বর্ণনানুসারে তার রচনা ২৭০টি।
- ১৫-হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ মুসনিদুল কাহেরা
শায়খ ইবরাহিম বিন আহমাদ বিন আবদুল ওয়াহেদ তান্নুখি, বালি

.....
শামি কাহেরি (জন্ম: ৭১০, ওফাত: ৮০০হিজরি) থেকে
রেওয়ায়েত করেন।

১৬-তানুখি রাহিমাহুল্লাহ শিহাবুদ্দিন আবুল আব্বাস আহমাদ বিন
তালেব মাকরিনি সালেহি (জন্ম: ৬২৩, ওফাত: ৭৩০হিজরি)
থেকে বর্ণনা করেন। তিনি একশ সাত বছর বয়সে ইনতিকাল
করেন এবং ইনতিকালের দিনেও সহিহ বুখারির পাঠদান
করেছেন।

১৭-শায়খ শিহাবুদ্দিন আবু আলি হুসাইন বিন মুবারক জাবিদি বাগদাদি
হানাফি (জন্ম: ৫৪৬, ওফাত: ৬৩১হিজরি) থেকে বর্ণনা করেন।

১৮- শায়খ আবু আলি রাহিমাহুল্লাহ শায়খ আবদুল আউয়াল
বিন ইসা বিন শূআইব সিজজি হারাভি (জন্ম: ৪৫৮, ওফাত:
৫৫৩হিজরি) থেকে বর্ণনা করেন। সিজজি হচ্ছে সিসতানের দিকে
সম্বন্ধ।

১৯-শায়খ সিজজি রাহিমাহুল্লাহ আবুল হাসান আবদুর রাহমান বিন
মুহাম্মাদ বিন মুজাফফর দাউদি বুসানজি (জন্ম: ৩৭৪, ওফাত:
৪৬৪হিজরি) থেকে বর্ণনা করেন। বুসানজি হারাত অঞ্চলের একটি
এলাকা। তিনি ৩৮১ হিজরিতে ইবনে হাম্মুয়ার কাছে বুখারি
শরিফে পড়েছেন।

২০- দাউদি রাহিমাহুল্লাহ আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন
আহমাদ বিন হাম্মুয়া হামাভি সারাখসি (জন্ম: ২৯৩, ওফাত:
৩৮১হিজরি) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি ৩১৬ হিজরিতে ফেরাবরি
রাহিমাহুল্লাহু থেকে বুখারি শরিফ শুনেছেন।

২১-ইবনে হাম্মুয়া রাহিমাহুল্লাহ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ
বিন মাতার ফেরাবরি রাহিমাহুল্লাহ (জন্ম: ২৩১, ওফাত:
৩২০১হিজরি) থেকে বর্ণনা করেন। ফেরাবর: বুখারা অঞ্চলের
একটি এলাকার নাম।

২২- ফেরাবরি রাহিমাহুল্লাহ হযরত ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ
থেকে রেওয়ায়েত করেন। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ থেকে নব্বই
হাজার ছাত্র বুখারি শরিফ শুনেছেন, কিন্তু সকলের সনদ বিচ্ছিন্ন

.....
হয়ে যায়, শুধু ফেরাবরির সনদ বাকি আছে। তিনি ইমাম বুখারির
ইনতিকালের বছর নিজের যৌবনকালে বুখারি শরিফ পড়েছেন।

জামে তিরমিযির সনদ

শায়খুল হাদিস ও সদরুল মুদাররিসিন হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ
আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ তুহফাতুল আলমায়ি প্রথম খণ্ড, কিতাবুত
তাহরাতের শুরুতে লিখেন :

আমার থেকে ইমাম তিরমিযি রাহিমাহুল্লাহ পর্যন্ত সনদ তিন অংশে বিভক্ত :
প্রথম অংশ হযরত শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ পর্যন্ত। দ্বিতীয় অংশ
শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ থেকে উমর বিন তাবারজাদ বাগদাদি
রাহিমাহুল্লাহ পর্যন্ত। আর তৃতীয় অংশ ইবনে তাবারজাদ থেকে ইমাম
তিরমিযি পর্যন্ত। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অংশ কিতাবে বিদ্যমান, শাহ মুহাম্মাদ
ইসহাক থেকে ইবনে তাবারজাদ পর্যন্ত সনদ বিসমিল্লাহর উপরে লেখা
আছে এবং ইবনে তাবারজাদ থেকে ইমাম তিরমিযি পর্যন্ত সনদ
বিসমিল্লাহর পরে লেখা আছে।

সনদের প্রথম অংশ

০১. আমি জামে তিরমিযি প্রথম খণ্ড পড়েছি জামেউল মাকুল ওয়াল মানকুল
হযরাতুল উস্তায আল্লামা মুহাম্মাদ ইবরাহিম বলয়াবি রাহিমাহুল্লাহর
(জন্ম: ১৩০৪, ওফাত: ১৩৮৭ হিজরি) কাছে, তিনি ১৩২৭ হিজরিতে
ফারেগ হয়েছেন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে প্রধান শিক্ষক ছিলেন।
০২. হযরত আল্লামা বলয়াবি রেওয়ায়েত করেন স্বাধীনতার নেতা, শায়খুল
হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান বিন জুলফিকার আলি সাহেব
দেওবন্দি রাহিমাহুল্লাহ (জন্ম: ১২৬৮, ওফাত: ১৩৩৯ হিজরি)
থেকে। তিনি ১৩০৮ হিজরি থেকে মৃত্যু অবধি দারুল উলুম
দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সহিহ বুখারি এবং জামে তিরমিযি
তার পাঠদানে ছিল, তার থেকে দারুল উলুম দেওবন্দের চারজন

.....
আকাবির সহিহ বুখারিসহ অন্যান্য হাদিসের কিতাব রেওয়ায়েত করেন:

ক. মুহাদ্দিসুল আসর আল্লামা মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ বিন মুহাম্মাদ মুআজ্জাম শাহ কাশমিরি কুদ্দিসা সিরবুহু (জন্ম: ১২৯২, ওফাত: ১৩৫২ হিজরি)। তিনি ১৩১৪ হিজরিতে ফারেগ হয়েছেন।

খ. শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সায্যিদ হুসাইন আহমাদ সাহেব বিন সায্যিদ হাবিবুল্লাহ সাহেব ফয়েজাবাদি মাদানি দেওবন্দি কুদ্দিসা সিরবুহু (জন্ম: ১২৯৬, ওফাত: ১৩৭৭ হিজরি)। তিনি ১৩১৬ হিজরিতে ফারেগ হয়েছেন।

গ. ফাখরুল মুহাদ্দিসিন হযরত মাওলানা সায্যিদ ফখরুদ্দিন আহমাদ সাহেব মুরাদাবাদি কুদ্দিসা সিরবুহু (জন্ম: ১৩০৭, ওফাত: ১৩৯৬ হিজরি) তিনি ১৩২৮ হিজরিতে ফারেগ হয়েছেন।

ঘ. হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ ইবরাহিম বলয়াবি কুদ্দিসা সিরবুহু (জন্ম: ১৩০৪, ওফাত: ১৩৮৭ হিজরি)। তিনি ১৩২৭ হিজরিতে ফারেগ হয়েছেন।

০৩. হযরত শায়খুল হিন্দ: হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব নানুতাবি কুদ্দিসা সিরবুহু (জন্ম: ১২৪৮, ওফাত: ১২৯৭ হিজরি) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

০৪. হযরত নানুতাবি কুদ্দিসা সিরবুহু: হযরত শাহ আবদুল গনি বিন শাহ আবু সাঈদ মুজাদ্দিদি দেহলবি মাদানি কুদ্দিসা সিরবুহু (জন্ম: ১২৩৫, ওফাত: ১২৯৬ হিজরি) থেকে হাদিস রেওয়ায়েত করেন।

০৫. হযরত শাহ আবদুল গনি মুজাদ্দিদি: হযরত আবু সুলাইমান মুহাম্মাদ ইসহাক বিন মুহাম্মাদ আফজাল উমারি দেহলবি মাক্কি রাহিমাহুল্লাহ (জন্ম: ১১৯৬, ওফাত: ১২৬২ হিজরি) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

সনদের দ্বিতীয় অংশ

০১. শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ: মুসনিদুল হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ আহমাদ বিন আবদুর রাহিম উমারি দেহলবি কুদ্দিসা সিরবুহু (জন্ম: ১১১৪, ওফাত: ১১৭৬ হিজরি) থেকে বর্ণনা করেন।

.....
০২. হযরত শাহ আবদুল আজিজ রাহিমাল্লাহ: মুসনিদুল হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ আহমাদ বিন আবদুর রাহিম উমারি দেহলবি কুদ্দিসা সিরবুহু (জন্ম: ১১১৪, ওফাত: ১১৭৬ হিজরি) থেকে বর্ণনা করেন।

০৩. হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব রাহিমাল্লাহ: শায়খ আবু তাহের মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম বিন হাসান কুরদি, কুরানি, শাহরাজুরি, মাদানি, শাফেয়ি রাহিমাল্লাহ (জন্ম: ১০৮১, ওফাত: ১১৫৪ হিজরি) থেকে হাদিস রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি আপন পিতা শায়খ আবু ইসহাক শিহাবুদ্দিন ইবরাহিম বিন হাসান কুরদি, কুরানি, শাহরাজুরি, মাদানি শাফেয়ি রাহিমাল্লাহ (জন্ম: ১০২৫, ওফাত: ১১০১ হিজরি) থেকে বর্ণনা করেন।

০৪. তিনি আবুল আজায়িম বাহরুল উলুম শায়খুল কুররা সুলতান বিন আহমাদ মাজ্জাহি (মাজ্জাহ: মিশরের একটি বস্তি) মিসরি শাফেয়ি (জন্ম: ৯৮৫, ওফাত: ১০৭৫ হিজরি) থেকে রেওয়ায়েত করেন।

০৫. তিনি শিহাবুদ্দিন আহমাদ বিন খলিল মিসরি শাফেয়ি সুবকি (সুবক: মিসরের একটি বস্তির নাম) (ওফাত: ৯৮১ কিংবা ৯৮৪ হিজরি)

০৬. তিনি শায়খুল ইসলাম নাজমুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ গাইতি (গাইতা: মিসরের একটি গ্রাম) ইসকান্দারি মিসরি শাফেয়ি (ওফাত: ৯৮১ কিংবা ৯৮৪ হিজরি) থেকে রেওয়ায়েত করেন।

০৭. তিনি শায়খুল ইসলাম কাজিউল কুজাত যয়নুদ্দিন জাকারিয়া বিন মুহাম্মাদ আনসারি, কাহেরি আজহারি শাফেয়ি (জন্ম: ৮২৩, ওফাত: ৯২৬ হিজরি) থেকে রেওয়ায়েত করেন।

০৮. তিনি মুসনিদে মিশর, কাজিউল কুজাত ইজ্জুদ্দিন আবদুর রাহমান বিন নাসিরুদ্দিন মিসরি হানাফি রাহিমাল্লাহ (জন্ম: ৭৫৯, ওফাত: ৮৫১ হিজরি) থেকে রেওয়ায়েত করেন।

০৯. তিনি মুসনিদে আসর উমর বিন হাসান মারাগি, হালবি, দিমাশকি, মিজ্জি রাহিমাল্লাহ রাহিমাল্লাহ (জন্ম: ৬৭৯, ওফাত: ৭৭৮ হিজরি) থেকে রেওয়ায়েত করেন।

১০. তিনি আবুল হাসান ফখরুদ্দিন আলি বিন আহমাদ মাকদিসি (বাইতুল মাকদিসের দিকে সম্বন্ধ) সালেহি (সালেহিয়া গ্রামের

.....
 দিকে সম্বন্ধ) হামবলি রাহিমাছল্লাহ, ইবনুল বুখারি নামে খ্যাত
 (জন্ম: ৫৯৫, ওফাত: ৬৮৯হিজরি) থেকে রেওয়ায়েত করেন।

১১. তিনি মুহাদিসে কাবির আবু হাফস উমর বিন মুহাম্মাদ বাগদাদি,
 ইবনু তাবারজাদ নামে খ্যাত (জন্ম: ৫১৬, ওফাত: ৬০৭হিজরি)
 থেকে রেওয়ায়েত করেন।

সনদের তৃতীয় অংশ

০১. উমর বিন তাবারজাদ বাগদাদি রাহিমাছল্লাহ সুনানে তিরমিযি
 বর্ণনা করেছেন শায়খ আবুল ফাতুহ আবদুল মালেক বিন
 আবদুল্লাহ হারাভি কারুখি (জন্ম: ৪৬২, ওফাত: ৫৪৮হিজরি)
 থেকে। উমর বিন তাবারজাদ বাগদাদি ৫৪৭ হিজরির জিলহজ
 মাসের প্রথম দশকে তার শাইখের কাছে এই কিতাব পড়েছেন।
০২. শায়খ কারুখি রাহিমাছল্লাহ তিনজন উস্তায থেকে সুনানে তিরমিযি
 বর্ণনা করেন :
- ক. তিনি কাজি আবু আমের মাহমুদ বিন কাসেম আজদি মুহাল্লাবি
 রাহিমাছল্লাহুর (জন্ম: ৪০০, ওফাত: ৪৮৭ হিজরি) কাছে এই
 কিতাব পড়েছেন।
- খ. আবু নসর আবদুল আজিজ বিন মুহাম্মাদ তিরযাকি হারাভি
 রাহিমাছল্লাহুর (ওফাত: ৪৮৩ হিজরি) কাছেও পড়েছেন।
- গ. এছাড়াও আবু বকর বিন আবদুস সামাদ গুরজি হারাভি
 রাহিমাছল্লাহুর (ওফাত: ৪৮১ হিজরি) কাছেও ৪৮১ হিজরির
 রবিউল আখের মাসে পড়েছেন।
০৩. উপরিউক্ত তিনজন শায়খ আবু মুহাম্মাদ আবদুল জব্বার বিন
 মুহাম্মাদ আবুল জাররাহ জাররাহি মারওয়াজি মারজিবানি
 রাহিমাছল্লাহ (জন্ম: ৩৩১, ওফাত: ৪১২ হিজরি) থেকে বর্ণনা
 করেন।

-
০৪. শায়খ জাররাহি রাহিমাহুল্লাহ মুহাদ্দিসে মারভ, আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন মাহবুব মাহবুবি মারওয়াজি রাহিমাহুল্লাহ (ওফাত: ৩৪৬ হিজরি) থেকে বর্ণনা করেন।
০৫. আর মাহবুবি রাহিমাহুল্লাহ ষোল বছর বয়সে (২৬৫ হিজরিতে) ইমাম তিরমিযি রাহিমাহুল্লাহুর কাছে সুনান গ্রন্থ পড়েছেন।

তাহাভি শরিফের সনদ

হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি কুদ্দিসা সিরবুহু শরহু মাআনিল আসার (তাহাভি শরিফ) পড়েছেন হযরত মাওলানা মুফতি সায্যিদ মাহদি হাসান সাহেব শাহজানপুরি রহ. এর নিকট। তিনি হযরত মাওলানা মুফতি কেফায়েতুল্লাহ সাহেব দেহলবি থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব দেওবন্দি থেকে রেওয়ায়েত করেন। আর তিনি হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব নানুতভি থেকে রেওয়ায়েত করেন।^১

ইফতা বিভাগের নেগরানি ও ফতোয়া প্রদান

উপরিউক্ত পাঠদান ও খেদমত ছাড়াও তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে যেসব খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তন্মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু খেদমতের আলোচনা করা হচ্ছে :

১৪০২ হিজরিতে হযরত মাওলানা মুফতি নেজামুদ্দিন সাহেব কুদ্দিসা সিরবুহু দীর্ঘদিনের জন্য ছুটি গ্রহণ করেন, হযরত মাওলানা মুফতি মাহমুদ হাসান সাহেব গাঙ্গুহি কুদ্দিসা সিরবুহুও সাহারানপুরে চলে গেলেন এবং আরো কয়েকজন মুফতি দারুল উলুম থেকে পৃথক হয়ে গেলেন, এজন্য পরিচালনা কমিটি তাকে ও আমাকে সংশ্লিষ্ট কিতাবাদির সাথে ইফতা বিভাগের নেগরানি ও ফতোয়া লেখার নির্দেশ দেয়, যা তিনি ও অধম সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিয়েছি, উভয় নোটিশ নিম্নরূপ:

^১ আলকালামুল মুফিদ ফি তাহরিরিল আসানিদ, পৃ. ৫৪৫।

নোটিশ নম্বর: ৩৫৩২

তারিখ: ৪/১০/১৪০২ হিজরি

বিষয় : দারুল ইফতা

দারুল ইফতার নাজিম তথা তত্ত্বাবধায়ক হযরত মাওলানা মুফতি নেজামুদ্দিন সাহেব দীর্ঘদিনের অব্যাহতি নিয়েছেন, তার অনুপস্থিতিতে হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি এই বিভাগের নেগরানি করবেন এবং সমস্ত ফতোয়া তার সত্যায়নের পরে প্রকাশ হবে, এজন্য তার দস্তখত ছাড়া কোনো ফতোয়া দারুল ইফতা থেকে পাঠানো যাবে না।

(মাওলানা) নাসির আহমাদ, নায়েবে মুহতামি দারুল উলুম দেওবন্দ

নোটিশ নম্বর: ৩৫৭২

মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব, উস্তায দারুল উলুম দেওবন্দ। বাদ সালাম! দারুল ইফতায় ফতোয়ার ডাক এবং উত্তরের কাজের সুবিধার্থে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, আপনি প্রতিদিন দুই ঘণ্টা দারুল ইফতায় এসে ফতোয়া লিখবেন।

(মাওলানা) নাসির আহমাদ, নায়েবে মুহতামি দারুল উলুম দেওবন্দ।

৬ শাওয়াল ১৪০২ হিজরি

ইতিপূর্বে ১৩৯৫ হিজরিতেও হযরত মুফতি সাহেবকে দারুল উলুম দেওবন্দের দারুল ইফতার নেগরানির দায়িত্ব সোপর্দ করা হয়েছিল, এর কপি এরকম :

বরাবর: মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ, শিক্ষক দারুল উলুম দেওবন্দ
বাদ সালাম! এই সময়ে দারুল ইফতায় না আছেন হযরত মাওলানা মুফতি মাহমুদ হাসান সাহেব, না বাকি দুই মুফতি সাহেব; এজন্য অবসর সময়ে আপনি দারুল ইফতায় তাশরিফ এনে কাজের তদারকি করা উচিত মনে করছি, দারুল ইফতায়ও এর ফটোকপি প্রেরণ করা হচ্ছে।

.....
 (মাওলানা) নাসির আহমাদ, নায়েবে মুহতামি দারুল উলম দেওবন্দ।
 ৭/২/১৪৯৫ হিজরি

মজলিসে খতমে নবুওয়াতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব

যখন থেকে দারুল উলুম দেওবন্দে মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত নামক শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন মুফতি সাহেব এর প্রধান ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৪১৯ হিজরিতে তিনি এই পদ থেকে অব্যাহতির আবেদন মজলিসে শুরা বরাবর করলেও মজলিসে শুরা তা গ্রহণ করেনি, বরং ভাতা হিসেবে মাসে এক হাজার রুপি নির্ধারণ করেছে। কিন্তু তিনি ভাতা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দায়িত্ব পালন করেন। প্রস্তাবের কপি এরকম:

মুহতারাম হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি জিদা মাজদুকুম!

বাদ সালাম! সফর ১৪১৯ হিজরিতে অনুষ্ঠিত শুরা কমিটির বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব আপনার খেদমতে প্রেরণ করা হচ্ছে।

প্রস্তাব: ৬. সভাপতির অনুমতিক্রমে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াতের প্রধান ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির ব্যাপারে জনাব মুহতারাম হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরির চিঠি পৌঁছেছে.....। শুরা তার এ সংক্রান্ত খেদমতসমূহকে ভালো চোখে দেখছে এবং শাখার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে অব্যাহতিপত্র গ্রহণ না করত প্রধান ব্যবস্থাপক হিসেবে এই শাখার সাথে তার সম্পৃক্ততা বহাল রাখছে। এছাড়াও তার ব্যস্ততার কারণে মাসিক এক হাজার রুপি ভাতা মঞ্জুর করা হল।

(মাওলানা) নাসির আহমাদ, নায়েবে মুহতামি দারুল উলম দেওবন্দ।
 ৬/৩/১৪১৯ হিজরি

আমি ভাতা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছি।

অন্যান্য খেদমতসমূহ

উল্লিখিত খেদমত ছাড়াও হযরতে আকদাস মুহতামিম সাহেব কারি মুহাম্মাদ তায়্যিব রাহিমাহুল্লাহ তাকে লিখিত ও মৌখিক খেদমত সোপর্দ করতেন, তিনি তা সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতেন। সুতরাং হযরত শায়খুল হিন্দেব আলোচিত কিতাব আদিল্লায়ে কামেলার সহজীকরণ, ইজাহুল আদিল্লার টীকা সংযোজনের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং অধমের বিন্যাসকৃত ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দের খণ্ডগুলো পুনঃনিরীক্ষণ ও সংশোধন করেছেন।

যখন মজলিসে শুরা দারুল উলুম দেওবন্দে বিভিন্ন বিষয়ে ইলমি লেকচারের পরম্পরা শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন মজলিসে শুরার সিদ্ধান্তনুযায়ী প্রত্যেক লেকচারার নিজের লেকচার লিখে মুফতি সাহেবের কাছে জমা দিতেন, তিনি নিরীক্ষণ করে কিছু শিক্ষককে পুনরায় লেখার পরামর্শ দেন। তারা দ্বিতীয়বার কিংবা তৃতীয়বার লিখে জমা দিলে তিনি এগুলো সংশোধন করেন, তারপর তারা এগুলো ছাত্রদের সামনে পেশ করেন। অতঃপর যখন মজলিসে শুরা প্রত্যেক বিষয়ের লেকচার একত্রিত করে কিতাব আকারে প্রকাশ করার প্রস্তাব অনুমোদন করে, তখন যেসব লেকচারার নিজেদের লেকচার কিতাবের বিন্যাসে সাজিয়ে তার কাছে পেশ করেন, তিনি এগুলো পুনরায় দেখে কিতাব আকারে প্রকাশের অনুমতি প্রদান করেন।

এছাড়াও নায়েবে মুহতামিম হযরত মাওলানা আবদুল খালেক সাহেব সাম্বলি এবং অধম প্রকাশিত ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ এর কয়েকটি খণ্ড মনোযোগের সাথে পাঠ করে বর্ধিতাংশ লিখি, তখন তিনি এগুলো দেখে প্রকাশযোগ্য বানিয়েছেন। তিনি কমিটির অনুরোধে মাবাদিউল ফালসাফা লিখেছেন, যা দারুল উলুম দেওবন্দসহ অন্যান্য মাদরাসায় পাঠ্যভুক্ত। মোটকথা, কমিটির অনুরোধে তিনি এরকম অনেক কাজ তিনি করেছেন; কিন্তু এর কোনো বিনিময় গ্রহণ করেননি।

.....

এছাড়াও প্রয়োজনে এহতেমামের স্থলাভিষিক্ততা ও প্রশাসনিক দায়িত্বও আদায় করেছেন এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত দারুল উলুম দেওবন্দের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষাকমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। ১৪০২ হিজরি থেকে ১৪৪১ হিজরি পর্যন্ত দারুল উলুম দেওবন্দে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ মাহফিল কিংবা পুরস্কার বিতরণী জলসায় শিক্ষক-ছাত্রদেরকে তিনিই নসিহত করতেন। তার বিদ্যামানে তালেবে ইলমরা অন্য কারো নসিহত শুনতে আগ্রহী ছিল না, তারা তার নসিহত মনোযোগের সাথে শুনত এবং নসিহত চলাকালে কেউ উঠে যাওয়ার নামও নিত না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা দান করেন।

রচনাবলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

উপরিউক্ত খেদমতের বাইরে তিনি বড় ধরনের ইলমি কৃতিত্ব রচনাবলির আকৃতিতে রেখে গেছেন, এজন্য ইলম পিপাসীরা হযরতের মৃত্যুতে গুধু আফসোস না করে তার রচনাবলি থেকে উপকৃত হয়ে তার জন্য সওয়াব পৌঁছানো উচিত। তার রচনাবলি অত্যন্ত সহজলভ্য, সাধারণ বোধগম্য, ইলমি সূক্ষ্মতায় পরিপূর্ণ, দর্শন ও হেকমতে ভরপুর এবং জ্ঞান-অনুসন্ধানের ভাণ্ডার। তার ব্যক্তিত্ব ‘পসে মরণে জিন্দা’র প্রত্যয়ন অর্থাৎ তার তিনি রচনাবলির কারণে মরেও জীবিত। ইলম ইলম পিপাসুরা তার কিতাবাদি থেকে খুব উপকৃত হতে পারবেন, এজন্য নিচে তার রচনাবলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করা হল।

- ১- তাফসিরে হেদায়েতুল কুরআন: এটি কুরআনে কারিমের সহজ ও সাধারণ বোধগম্য একটি তাফসির, যা ১০ খণ্ডে সমাপ্ত। তিনি তাফসিরটি ইবারাতুন নাস সামনে রেখে লিখেছেন, এতে কুরআনে কারিমের প্রতিটির বাক্যের আলাদা আলাদা তরজমা রয়েছে, টীকায় শাব্দিক বিশ্লেষণ এবং আবশ্যকীয় তারকিবও রয়েছে। আর এই তাফসিরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল সূরা, আয়াত এবং আয়াতের টুকরার

পরস্পর বন্ধন ও সম্পর্কের বিশ্লেষণ রয়েছে। কুরআনে কারিম বুঝার জন্য গ্রন্থটি কেমেস্ত্রি এবং উলুম ও জ্ঞানের ভাণ্ডার।^১

- ২- **আলফাউজুল কাবিরের আধুনিক আরবি:** আলফাউজুল কাবির ফি উসুলিত তাফসির হচ্ছে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহিমাল্লাহুর অত্যন্ত মূল্যবান পস্তিকা, তিনি তা ফারসি ভাষায় লিখেছেন। অতঃপর কোনো একজন হিন্দুস্তানি আলেম একে আরবিতে রূপান্তর করেন, এই পুরাতন আরবি ভাষার পাঠ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু পুরাতন আরবিতে অনেক বিচ্যুতি ছিল, ফলে পড়ানোর সময় শিক্ষকরা বিভ্রমনার সম্মুখীন হতেন। অধম যখন দারুল উলুম দেওবন্দে আলফাউজুল কাবির পড়াতাম, তখন আমি হযরত মুফতি সাহেবকে এর আধুনিক আরবি করার দরখাস্ত করেছিলাম। তিনি আমার অনুরোধে এর আধুনিক আরবি করেন, যা তখনই দারুল উলুম দেওবন্দের পাঠ্যভুক্ত করা হয়। আর এখন অধিকাংশ মাদরাসায় এই আধুনিক আরবি ভাষার পাঠ্যভুক্ত, অধম এর উর্দু ব্যাখ্যাগ্রন্থ আলাখাইরুল কাসির নামে লিখেছি, যা প্রকাশিত ও প্রচলিত।
- ৩- **আলআউনুল কাবির:** এটা আলফাউজুল কাবিরের আরবি ব্যাখ্যাগ্রন্থ, প্রথমে আগের আরবি অনুযায়ী ছিল, এখন নতুন আরবির মতো করে দেয়া হয়েছে।
- ৪- **রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ:** এটা হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. এর সাড়া জাগানো রচনা হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার বিশদ উর্দু শরাহ। মুফতি সাহেব রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ নামে বিশাল কলেবরের পাঁচ ভলিউমে এর বিশদ শরাহ লিখেছেন। তিনি হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে ওয়ালিউল্লাহি চিন্তার বাহকদের পক্ষ থেকে ইলমি ঋণ পরিশোধ করেছেন।

(১) তাফসিরটির বাংলা অনুবাদ *মাদানি কুতুবখানা ঢাকা* থেকে প্রকাশিতব্য। প্রথম খণ্ড, ৫ম খণ্ডের অর্ধাংশ এবং শেষ খণ্ডের একাংশ অধমের অনূদিত।—উবায়দুল্লাহ আসআদ কাসেমী।

এই শরাহ পূর্ণ হলে দারুল উলুম দেওবন্দের সম্মানিত মজলিসে শুরা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে এবং এ বিষয়ে একটি প্রস্তাবও পাশ করেছে, যার পাঠাংশ নিম্নরূপ। এই অভিনন্দন ব্যাখ্যাকারীর জন্য বিরাট প্রাপ্তি ও সম্মানের বিষয়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি জিদা মাজদুকুম!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
১৩-১৪ সফর ১৪২৫ হিজরিতে অনুষ্ঠিত মজলিসে শুরার মিটিংয়ে অনুমোদিত প্রস্তাবের নকল আপনার খেদমতে পেশ করা হচ্ছে:

সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রস্তাব নম্বর: ৫।

দারুল উলুম দেওবন্দের গৌরবান্বিত উস্তায়ে হাদিস হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি জিদা মাজদুকুম মুসনিদুল হিন্দ, হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহিমাহুল্লাহুর প্রসিদ্ধ রচনা হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার ব্যাখ্যা ও শরাহ রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ নামে যে বিরাট কাজ সম্পাদন করেছেন; মজলিসে শুরা মাওলানার এই বিরাট ইলমি খেদমতের কারণে অভিনন্দন পেশ করছে। হযরত শাহ সাহেব রাহিমাহুল্লাহু ঐ গাছের মূল, যার ফলপাতা হলেন আকাবিরে দেওবন্দ ও দারুল উলুম দেওবন্দের মতাদর্শীরা। তার এই বেনজির রচনার মহত্ত্ব স্বীকার করা সত্ত্বেও এ থেকে উপকৃত হওয়া আলেমদের পক্ষেও সহজ ছিল না।

হযরত মুফতি সাহেব পুরা জামাআতের পক্ষ থেকে ফরজে কেফায়া আদায় করেছেন, ফলে তিনি পুরা জামাআতের পক্ষ থেকে শোকরিয়া ও অভিনন্দনের উপযুক্ত।

আল্লাহ তাআলা তার হায়াতে বরকত দান করুন এবং তার মাধ্যমে দারুল উলুম ও সমস্ত উম্মতকে উপকৃত করার ধারা অব্যাহত রাখুন, আমিন।

.....

মারগুবুর রহমান (উফিয়া আনহু)

মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ।

১৬/২/১৪২৫ হিজরি

- ৫- কামিল বুরহানে এলাহি: রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআর সংক্ষেপণ, চার খণ্ডে প্রকাশিত। এটা মূলত জনসাধারণের বোধগম্যের লক্ষ্যে মূল কিতাবের পাঠাংশ বাদ দিয়ে শুধু বিষয়বস্তুগুলো আলাদা করেছেন।
- ৬- হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা: তালিক ওয়া তাহকিক: এটা হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার ওপর আরবি টীকা, যা দুই খণ্ডে মুদ্রিত।^১
- ৭- তুহফাতুল কারি শরহে উর্দু সহিহুল বুখারি: এটা সহিহ বুখারির গ্রহণীয় শরাহ, যা বারো খণ্ডে মুদ্রিত। এতে প্রত্যেক হাদিসের তরজমা এবং ব্যাখ্যা ছাড়াও তরজমাতুল বাবের ওপর অনুসন্ধানী আলোচনা করা হয়েছে। যার কোনো তুলনা হয় না।
- ৮- তুহফাতুল আলমায়ি: এটা সুনানে তিরমিযির গ্রহণীয় শরাহ, যা আট খণ্ডে প্রকাশিত। এটা তার সারা জীবনের ইলমি সাধনা ও বিস্তারিত পড়াশোনার সারাংশ।
- ৯- মুকাদ্দিমায়ে তুহফাতুল আলমায়ি: এ কিতাবে ওহির প্রকারভেদ এবং হাদিস সঙ্কলনের ইতিহাসের ওপর বিশদ আলোকপাত করা হয়েছে।
- ১০- শরহু ইলালিত তিরমিযি আরবি: এটা ইমাম তিরমিযির কিতাবুল ইলালের আরবি শরাহ।
- ১১- শরহু ইলালিত তিরমিযি উর্দু: এটা কিতাবুল ইলালের উর্দু শরাহ, যা তুহফাতুল আলমায়ির শুরুতে যুক্ত।
- ১২- শামায়িলুন নাবি صلى الله عليه وسلم: এটা শামায়েলে তিরমিযির সংক্ষিপ্ত উর্দু শরাহ, যা তুহফাতুল আলমায়ির শেষে যুক্ত।
- ১৩- জুবদাতুত তাহাভি: এটা শরহু মাআনিল আসার অর্থাৎ তাহাভি শরিফের কিতাবুত তাহরাতের আরবি শরাহ।
- ১৪- ফয়জুল মুনইম: এটা মুকাদ্দিমায়ে সহিহ মুসলিমের উল্লেখযোগ্য উর্দু শরাহ, যা তারকিব, শাব্দিক বিশ্লেষণ এবং হাদিসশাস্ত্রের জরুরি

^১ বইটি সায্যিদ সাবেক রাহিমাতুল্লাহুর তাহকিক সহ মিসর থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

.....
আলোচনা ধারণকারী। এর সঙ্কলন ও বিন্যাসে হযরত মাওলানা মুফতি খুরশেদ আনোয়ার সাহেব গায়াভি এবং হযরত মাওলানা সাইফুল্লাহ সাহেব সেহেরসাভি (সাবেক সহকারী শিক্ষক, দারুল উলুম দেওবন্দ) অনেক সহযোগিতা করেছেন। এই কিতাবের রেফারেন্সগুলো হযরত মাওলানা মুফতি খুরশেদ আনোয়ার সাহেব গায়াভি জিদা মাজদুহুর পরিশ্রমের ফল।

- ১৫-ইজাহুল মুসলিম: এটা মুসলিম শরিফের কিতাবুল ইমানের বিশদ উর্দু শরাহ, তা তার ছেলে জনাব মাওলানা মুফতি হুসাইন আহমাদ সাহেব পালনপুরি বিন্যস্ত করেছেন; এ কিতাবে হযরত মুফতি সাহেবের ইফাদাত একত্র করা হয়েছে।^১
- ১৬-তুহফাতুদ দুয়ার: এটা নুখবাতুল ফিকারের উর্দু শরাহ, হাদিসের কিতাব পাঠকারী বিশেষত মিশকাত শরিফ পাঠকারীদের জন্য নেহায়েত মূল্যবান তোহফা। হযরতের নির্দেশনুযায়ী হযরত মাওলানা মুফতি খুরশেদ আনোয়ার গায়াভি এর মতন মুখস্থ করেন, অতঃপর এর তরজমা করে তার কাছে সোপর্দ করেন। তিনি তার অনুবাদে শিরোনাম ও শাস্ত্রীয় পরিভাষার সংজ্ঞা যোগ করে মূল্যবান মুক্তার তোহফা বানিয়েছেন।
- ১৭-হায়াতে ইমাম আবু দাউদ: এ কিতাবে ইমাম আবু দাউদ সাজিস্তানি রাহিমাহুল্লাহুর পরিপূর্ণ জীবনকথা, সুনানে আবু দাউদের বিশদ পরিচিতি এবং এর সমস্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও টীকার বিস্তারিত আলোচনা চমৎকারভাবে পেশ করা হয়েছে।
- ১৮- হায়াতে ইমাম তাহাভি: এ কিতাবে ইমাম আবু জাফর তাহাভি রাহিমাহুল্লাহুর বিস্তারিত জীবনী, সমালোচকদের খণ্ডন, তার রচনাবলির বিবরণ, নজরে তাহাভির বিশ্লেষণ এবং শরহে মাআনিল আসারের বিশদ পরিচিতি রয়েছে।

^১ শরাহটি অনুমানিক ১০ খণ্ডে সমাপ্ত হবে, ইতিমধ্যে দুই/তিন খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।—
অনুবাদক।

-
- ১৯-মাশাহির মুহাদ্দিসিন ওয়া ফুকাহায়ে কেরাম আওর তাজকির রাভিয়ানে কুতুবে হাদিস: এ কিতাবে রয়েছে খুলাফায়ে রাশেদিন, আশারায়ে মুবশশারা, নবীজির পবিত্র পত্নীগণ, পবিত্র মেয়েগণ, মদিনার সাত ফকিহ, উম্মাহর মুজতাহিদগণ, হাদিসের কিতাবের বর্ণনাকারীগণ, হাদিসের ব্যাখ্যাকারীগণ, ফুকাহায়ে মিল্লাত, সম্মানিত মুফাসসিরগণ, মুতাকাল্লিমিনে ইসলাম এবং প্রতিযশা ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত ও সমন্বয়কারী আলোচনা। তাফসির, হাদিস ও ফিকহের সমস্ত উস্তায ও তালেবে ইলমের কাছে বইটি থাকা জরুরি।
- ২০- তাসহিলে আদিল্লায়ে কামিলা: এটা হযরত শায়খুল হিন্দ রাহিমাহুল্লাহুর প্রসিদ্ধ কিতাব “আদিল্লায়ে কামিলা”র উৎকৃষ্ট শরাহ। এতে গায়ের মুকাল্লিদিনের চ্যালেঞ্জকৃত দশটি প্রসিদ্ধ মাসআলার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা রয়েছে; তিনি এই কিতাব আমাকে লিখিয়েছিলেন। আমি তা বিন্যাস করেছি, এটা শায়খুল হিন্দ একাডেমি থেকে প্রকাশিত।
- ২১-ইজাহুল আদিল্লা: তাহকিক ওয়া তালিক: ইজাহুল আদিল্লা হযরত শায়খুল হিন্দ রাহিমাহুল্লাহুর প্রসিদ্ধ কিতাব, এতে তিনি অতি উপকারী টীকা সংযোজন করেছেন এবং উপশিরোনাম বৃদ্ধি করেছেন। এই সংযোজনাও আমাকে দিয়ে লিখিয়েছেন, আমি এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছি। এই বইটিও শায়খুল হিন্দ একাডেমি থেকে প্রকাশিত।
- ২২- হাওয়াশি ইমদাদুল ফাতাওয়া: তিনি রান্দিরে থাকাকালীন সময়ে এই টীকা লিখতে শুরু করেন, শুধু প্রথম খণ্ডের কাজ সমাপ্ত করেছিলেন, যা মুদ্রিত। বাকি খণ্ডগুলোর ওপর কাজ হয়নি, এই টীকাও আলেমরা গুরুত্বের চোখে দেখেন।
- ২৩- দাড়হি আওর আমবিয়া কি সুন্নাতে: এতে রয়েছে নখ কাটা, বগলের লোম উৎপাটন করা, নাভির নিম্নাংশ মুণ্ডানো, পানি দিয়ে ইসতিনজা করা, চুলে সিঁথি বের করা, গৌফ কর্তন করা এবং দাড়ি রাখার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধি-বিধান, মাসায়েল, দালায়েল ও ফাজায়েল। দাড়ির ওপর আরোপিত অভিযোগের সমাধানও এতে রয়েছে।

-
- ২৪- **হুরমতে মুসাহরত:** শ্বশুর-জামাই সম্বন্ধীয় আত্মীয়দের বিশদ বিধান এবং অবৈধ উপভোগের যুক্তিভিত্তিক হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে।
- ২৫- **কিয়া মুজাদি পর ফাতেহা ওয়াজেব হে?:** এটা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব নানুতভি কুদ্দিসা সিররুহুর কিতাব ‘তাওসিকুল কালাম’র অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ বোধগম্য ব্যাখ্যা।
- ২৬- **আপ কেইসে ফাতওয়া দে:** এটা আল্লামা মুহাম্মাদ আমিন বিন আবেদিন শামি রাহিমাহুল্লাহুর প্রসিদ্ধ কিতাব ‘শরহু উকুদু রাসমিল মুফতি’র অতি উত্তম একটি শরাহ।
- ২৭- **জলসায়ে তাজিয়াত কা শরয়ি হুকুম:** শোকের নামে নিয়মতান্ত্রিক মাহফিলের আয়োজন করা বৈধ কিনা? বিশ্লেষকদের অভিমত হল, শোকের নামে নিয়মতান্ত্রিক মাহফিল করা বৈধ নয়। এই বইয়ে এর যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ রয়েছে।^১
- ২৮- **মাবাদিউল উসুল:** এতে উসুলে ফিকহের মূলনীতিসমূহ আরবি ভাষায় নেহায়েত উত্তম বিন্যাসে একত্র করা হয়েছে। বইটি অনেক মাদরাসার পাঠ্যভুক্ত।
- ২৯- **মুইনুল উসুল:** এটা মাবাদিউল উসুলের শানদার উর্দু শরাহ।
- ৩০- **মাবাদিউল ফালসাফা:** এতে ফালসাফার সমস্ত পরিভাষা আরবি ভাষায় সংক্ষিপ্ত ও চমৎকারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বইটি দারুল উলুম দেওবন্দসহ অনেক মাদরাসার পাঠ্যভুক্ত।
- ৩১- **মুইনুল ফালসাফা:** এটা মাবাদিউল ফালসাফার শ্রেষ্ঠতম উর্দু শরাহ। হেকমত ও ফালসাফার জটিল মাসআলাসমূহের চমৎকার ওয়াজাহতের ধারণকারী একটি কিতাব।
- ৩২- **ইরশাদুল ফুহুম:** এটা ‘সুল্লামুল উলুম’র অত্যন্ত সহজ উর্দু শরাহ। এটা তার পাঠদানের তাকরির, ছেলে মাওলানা মুফতি হুসাইন আহমাদ

^১ এটি হজরতুল উসতাজ কুদ্দিসা সিররুহুর সর্বশেষ রচনা। বইটি শোকসভাকে কেন্দ্র করে লিখলেও এতে আমাদের মতাদর্শ ফুটে উঠেছে। বইটি অধর্মের অনুবাদে *চেতনার মশাল* নামে মাকতাবাতুস সুন্নাহ বাংলাবাজার থেকে প্রকাশিত।— অনুবাদক।

.....
সাহেব বইটি তার কাছে বিশেষভাবে পাঠকালীন বিন্যাস করেন।
অতঃপর হযরতের পুনঃনিরীক্ষণ ও সংশোধনের পরে প্রকাশিত হয়।

- ৩৩- **মিফতাহুত তাহজিব:** এটা আল্লামা তাফতাজানির ‘তাহজিবুল মানতিক’র এমন উত্তম শরাহ যে, এর দ্বারা মাদরাসার পাঠ্যভুক্ত ‘শরহে তাহজিব’ ভালো করে বোধগম্য হয়ে যায়। এটাও তার পাঠদানের তাকরির, যা প্রথমে তার প্রেমাস্পদ সন্তান রশিদ আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ পাঠকালীন সময়ে একত্র করেন, পরে হযরত মাওলানা মুফতি খুরশেদ আনোয়ার সাহেব গায়াভি (পরিচালক, শিক্ষাবিভাগ দারুল উলুম দেওবন্দ) একে বিন্যস্ত করে প্রকাশযোগ্য করেন।
- ৩৪- **আসান মানতিক:** এটা তাইসিরুল মানতিক (লেখক: মাওলানা আবদুল্লাহ গাঙ্গুহি) এর মার্জিতকরণ। দারুল উলুম দেওবন্দসহ অনেক মাদরাসায় তাইসিরুল মানতিকের বদলে এটা পাঠ্যভুক্ত।
- ৩৫- **হাদিয়া শরহে কাফিয়া:** কাফিয়া (১) নাহশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ও গ্রহণীয় মৌলিক একটি কিতাব, এর পাঠ সহজবোধ্য ও সরল, কিন্তু পাঠদানপদ্ধতি (২) এই সহজ কিতাবকে কঠিন বানিয়ে দিয়েছে। মুফতি সাহেব কাফিয়াকে বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করেছেন এবং নম্বরযুক্ত করেছেন, এর প্রতিটি মাসআলা ও কায়দা পৃথক করে বয়ান করেছেন। আর পুরাতন পদ্ধতি ব্যতিরেকে কাফিয়া কীভাবে ছাত্রদের বোধগম্য হতে পারে, সে জন্য “অনুশীলনমূলক প্রশ্ন” সংযুক্ত করেছেন।
- ৩৬- **ওয়াফিয়া শরহে কাফিয়া:** এটা কাফিয়ার সংক্ষিপ্ত আরবি শরাহ।
- ৩৭- **আসান নাহ (দুই খণ্ড):** নাহবের প্রাথমিক আরবি কিতাবগুলোতে ক্রমোন্নতি বজায় রাখা হয়নি, এই কিতাব এর আবশ্যিকতার পূরণার্থে

১ কাফিয়া কিতাবের মূল নাম: কাফিয়াতু জাভিল আরাবি ফি মারিফতি কালামিল আরাব।- অনুবাদক।

২ খুরাসানি আলেমদের বাতলানো পদ্ধতি, তাহরিরে সাখট ইত্যাদির পদ্ধতি।- অনুবাদক।

.....
লেখা হয়েছে। এই খণ্ডগুলো পড়িয়ে নাহবের যে কোনো আরবি কিতাব শুরু করানো যাবে। ভাষা সহজ এবং প্রকাশরীতি বোধগম্য।

- ৩৮- আসান সরফ (তিন খণ্ড): আসান নাহবের পদ্ধতিতে ক্রমোন্নতি সামনে রেখে এই পুস্তিকাগুলো বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অংশে গর্দান, কায়েদা নামে মাত্র, দ্বিতীয় অংশে কায়েদা গর্দানসহ এবং আবওয়াবের সরফে সাগির দেয়া হয়েছে। আর তৃতীয় অংশে তালিল এবং সাত প্রকারের গর্দান। বইটি অনেক সহজ ও উপকারী।
- ৩৯- মাহফুজাত (তিন খণ্ড): এটা আয়াত ও হাদিসের সমষ্টি তরজমাসহ, যা ছাত্রদের মুখস্থ করার জন্য বিন্যাস করা হয়েছে। অনেক মাদরাসা ও মকতবে পাঠ্যভুক্ত।
- ৪০- আসান ফারসি কাওয়ায়েদ (দুই খণ্ড): এতে প্রাথমিক তালাবাদের জন্য ফারসি ভাষার নীতিমালা সরল ভাষায় উল্লেখ করেছেন, এটাও কিছু মাদরাসা ও মকতবে পাঠ্যভুক্ত।
- ৪১- ইসলাম তাগাইউর পজির দুনিয়ে মে: এটা আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি ও জামেআ মিল্লিয়া দিল্লির সেমিনারে পঠিত চারটি মূল্যবান নিবন্ধের সমষ্টি। এতে রয়েছে হযরতের তিনটি নিবন্ধ এবং হযরত মাওলানা রিয়াসত আলি জুফর বিজনুরি রাহিমাহুল্লাহুর একটি নিবন্ধ।
- ৪২- নবুওয়াত নে ইনসান কু কিয়া দিয়া?: এই গ্রন্থ জামেআ মিল্লিয়া দিল্লির একটি সেমিনারে পঠিত। প্রথমে পৃথক ছেপেছিল, এখন ‘ইসলাম তাগাইউর পজির দুনিয়ে মে’ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ৪৩- দীনকি বুনিয়াদে আওর তাকলিদ কি জরুরত: এই পুস্তিকায় “দীনকি বুনিয়াদে আওর তাকলিদ কি জরুরত” ইলমি আন্দাজে উপস্থাপন করা হয়েছে। পুস্তিকাটি উলামা-তালাবাদের জন্য নেহায়েত উপকারী।
- ৪৪- আসরি তালিম: এই পুস্তিকায় ছেলে-মেয়েদের জন্য হাইস্কুলের শিক্ষা জরুরি কিনা? জরুরি হলে এর সীমা ও শর্ত কী? তা সুস্পষ্ট করেছেন।
- ৪৫- ইলমি খুতবাত (দুই খণ্ড): এ কিতাবটি হযরতের বক্তব্যসমগ্র, যা তার ছেলে জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদ পালনপুরি (উস্তাযে হাদিস,

.....
জামেআতুল ইমাম মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ কাশমিরি দেওবন্দ) বিন্যাস করেছেন। এটা অতি মূল্যবান এবং জ্ঞানগর্ভ বয়ানসমগ্রের সমষ্টি।

- ৪৬- **ইফাদাতে নানুতভি:** এটা হযরতের একটি নেহায়েত মূল্যবান প্রবন্ধ, যা তিনি দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দিরে শিক্ষকতাকালে রচনা করেছিলেন এবং সেসময় লখনৌ থেকে প্রকাশিত আলফুরকানে কিস্তি আকারে প্রকাশিত হয়।
- ৪৭- **ইফাদাতে রশিদিয়া:** এটা তার দ্বিতীয় নেহায়েত উপকারী প্রবন্ধ, যা দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষকতার সূচনাকালে লিখেছিলেন এবং সেসময় দারুল উলুম দেওবন্দের ম্যাগাজিনে কিস্তি আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।
- ৪৮- **মুসলিম পাসোনা ল' আওর নফকায়ে মুতাল্লাকা কা মাসআলা:** এটা তার অতি মূল্যবান প্রবন্ধ, এতে মুসলিম পাসোনা ল'র ব্যাপারে সাধারণত এবং ভরণপোষণের ব্যাপারে বিশেষভাবে শরয়ি হুকুম সুস্পষ্ট করা হয়। দারুল উলুম দেওবন্দের সমস্ত শিক্ষকদের দস্তখতের সহকারে ১৪০৬ হিজরিতে দফতরে ইহতেমাম থেকে প্রকাশিত হয়।
- ৪৯- **মাসআলায়ে খতমে নবুওয়াত আওর কাদিয়ানি ওয়াসয়াসে:** এটা তার ঐ মূল্যবান বক্তব্য, যা তিনি কোর্সের শেষ বৈঠকে (১৪০৯ হিজরিতে অনুষ্ঠিত) দারুল হাদিসের নিচতলায় প্রদান করেছিলেন। এতে তিনি খতমে নবুওয়াতের মাসআলা ও হায়াতে ইসা আলাইহিস সালামের ওপর বিশদ আলোকপাত করেছেন এবং কাদিয়ানিদের ভ্রষ্টতা ও ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। এই দামি পুস্তিকা অল ইন্ডিয়া মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত দারুল উলুম দেওবন্দ প্রকাশ করেছে, মাকতাবায়ে দারুল উলুম থেকে বইটি সংগ্রহ করা যেতে পারে।^১
- ৫০- **ফিকহে হানাফি আবরাব ইলান নুসুস:** এই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ একটি মূল্যবান কিতাব 'হাদিস আওর আহলে হাদিস' (লেখক: হযরত

^১ বইটি অধর্মের অনুবাদে 'খতমে নবুওয়াত ও কাদিয়ানি ষড়যন্ত্র' নামে ফজর পাবলিকেশন থেকে (ই-বুক) প্রকাশিত।- অনুবাদক।

.....
 মাওলানা আনোয়ার খুরশেদ সাহেব) এর ভূমিকা, যা মাকতাবায়ে
 মাদানিয়া দেওবন্দ প্রকাশ করেছে। প্রবন্ধটি হযরতের কিতাব ‘কিয়া
 মুজাদি পর ফাতেহা ওয়াজেব হে’ এর শুরুতেও সংযুক্ত করা হয়েছে।^১
 এগুলো হযরতের ঐ রচনাবলি, বক্তব্যসমগ্র এবং প্রবন্ধ, যা প্রকাশিত।
 এগুলো ছাড়াও আরো কিছু রচনা ও বক্তব্য রয়েছে, যা এখনো আলোর মুখ
 দেখেনি। এখন আমরা হযরতের অপ্রকাশিত কিছু রচনা নিয়ে কথা বলব।

৫১- তাহজিবুল মুগনি: আল্লামা মুহাম্মাদ বিন তাহের পাটনি রাহিমাহুল্লাহুর
 লেখা রিজালশাত্তের ওপর উৎকৃষ্ট একটি কিতাব হল আলমুগনি। তিনি
 হযরত মুফতি সাহেব রহ. এ কিতাবের একটি শরাহ লিখেছিলেন যার
 নাম তাহজিবুল মুগনি। তা সম্পূর্ণ না হওয়ায় প্রকাশিত হয়নি। লিখিত
 অংশের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

৫২- তার ফতোয়াসমগ্র: তার অনেক ফতোয়া দারুল উলুম দেওবন্দের
 রেজিস্টারে এবং কিছু অতি মূল্যবান ফতোয়া তার ব্যক্তিগত
 রেজিস্টারে সংরক্ষিত, কিন্তু এখনো প্রকাশিত হয়নি।

৫৩- তার অগণিত বয়ানের ক্যাসেট ছেলেদের কাছে সংরক্ষিত আছে,
 যদি কোনো ছেলে সাহস করে এগুলোকে প্রকাশযোগ্য করতেন,
 তাহলে উম্মতের বড় ফায়দা হত এবং অনেক বড় জ্ঞানভাণ্ডার
 জনসম্মুখে আসত।

পুনঃনিরীক্ষণ ও সম্পাদিত কিতাবের বিবরণ

উপরিউক্ত রচনাবলি ছাড়াও হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ অনেক
 কিতাবের পুনঃনিরীক্ষণ ও সম্পাদনা করেছেন, এর বিশদ বিবরণ নিচে
 দেয়া হল :

১- আসান বয়ানুল কুরআন: মুকাম্মাল বয়ানুল কুরআন হচ্ছে হাকিমুল
 উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি সাহেব
 থানবি রহ. এর মূল্যবান রচনা, কিন্তু এর ভাষাজ্ঞান উচ্চাঙ্গের ও সূক্ষ্ম
 এবং শিরোনাম ফারসি ভাষায় হওয়ার কারণে কিতাবটি সহজীকরণের

^১ দেখুন: কিয়া মুজাদি পর ফাতেহা ওয়াজেব হে, পৃ. ৩৩-৪৪।- অনুবাদক।

.....
 প্রয়োজন ছিল। দারুল উলুম দেওবন্দের একজন পুরাতন ফাজেল, জনাব মাওলানা আকিদাতুল্লাহ সাহেব কাসেমী (ফারাগত: ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ) একে সহজ করেছেন। আর হযরত রাহিমাউল্লাহ তার এই সহজীকরণ আদ্যোপান্ত দেখেছেন, কোথাও পাঠ সূক্ষ্ম হলে এবং সহজীকরণেও সুস্পষ্ট না হলে তিনি তা বোধগম্য করে প্রকাশযোগ্য করেছেন। কিতাবটি তিনি নিজের মাকতাবায়ে হিজাজ দেওবন্দ থেকে পাঁচ ভলিউমে প্রকাশ করেছেন।

- ২- **ফাতাওয়া রহিমিয়া নতুন:** কিতাবটি হযরত মাওলানা মুফতি সাযিদ্ আবদুর রহিম সাহেব লাজপুরি গুজরাটি রহ. এর ফতোয়াসমগ্র, যা তার জীবদ্দশায় দশ খণ্ডে প্রকাশ হয়। কিন্তু (একই অধ্যায়ের) মাসায়েল বিভিন্ন খণ্ডে বিক্ষিপ্ত থাকায় তারই অনুমতিক্রমে পাকিস্তানের কোনো এক আলেম নতুন করে বিন্যাস করে প্রকাশ করেন, কিন্তু মুহতারাম ভাইজানের কাছে এই বিন্যাস পছন্দ হয়নি। এজন্য তিনি এ কিতাবকে নতুন বিন্যাসে সাজান এবং প্রয়োজনবোধে টীকা সংযোজন করেন। আর আমি তা পরিপূর্ণ সংশোধন করে পাঁচ ভলিউমে নিজের মাকতাবায়ে ইহসান দেওবন্দ থেকে প্রকাশ করি।
- ৩- **বাকিয়াতে ফাতাওয়া রশিদিয়া:** হযরত মাওলানা নুরুল হাসান রাশেদ সাহেব কান্দালবি জিদা মাজদুহু এ কিতাবে হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. এর ঐসব ফতোয়া একত্রিত করেছেন, যা ফাতাওয়া রশিদিয়ায় নাই। হযরত সমস্ত ফতোয়া গভীরভাবে দেখে এর বিন্যাসে কিছুটা পরিবর্তন আনেন এবং পাঠকালে প্রয়োজনীয় জায়গায় টীকা সংযোজন করেন। কিতাবটি ‘হযরত মুফতি এলাহি বখশ একাডেমি’ কান্দালা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
- ৪- **ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ:** হযরত মাওলানা মুফতি জফিরুদ্দিন সাহেব রাহিমাউল্লাহ মুকাম্মাল ওয়া মুদাল্লাল ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ- এর বারো ভলিউম বিন্যস্ত করেছিলেন। আর ১৩ থেকে ১৮ পর্যন্ত ছয় খণ্ড আমি বিন্যস্ত করেছি। অতঃপর মুফতি জফিরুদ্দিন সাহেবের বিন্যস্ত খণ্ডগুলো থেকে চার খণ্ডও আমি পুনরায় বিন্যাস করি। আর মুহতারাম ভাই সাহেব মজলিসে শুরার প্রস্তাব অনুযায়ী আমার বিন্যস্ত খণ্ডগুলো গভীর নজরে দেখে জায়গায় জায়গায় মূল্যবান

.....
 টীকা লিখেছেন। শেষের ছয় খণ্ড ও প্রথম চার খণ্ড তিনি নিরীক্ষণ করেন। সামনে কাজ চলমান, কিন্তু হযরতুল উস্তায় দুনিয়া থেকে চলে গেলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

- ৫- **মিফতাহুল আওয়ামেল:** এ কিতাবটি শরহে মিয়াতে আমেলের শ্রেষ্ঠতম শরাহ, কিতাবটি দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা ফখরুদ্দিন আহমাদ মুরাদাবাদি রহ. এর রচনা, কিন্তু বিবিধ কারণে উপকৃত হওয়ার যোগ্য ছিল না। হযরত মাওলানা মুফতি খুরশেদ আনোয়ার সাহেব গায়াভি (নাজিমে তালিমাত, দারুল উলুম দেওবন্দ) অনেক পরিশ্রম ও সাধনা করে কিতাবটিকে বিন্যস্ত ও পূর্ণাঙ্গ করে উপকৃত হওয়ার যোগ্য করেন; অতঃপর হযরত মুফীত সাহেব পুনঃনিরীক্ষণ করে প্রকাশযোগ্য করেন।
- ৬- **গঞ্জিনায়ে সরফ:** এটা পাঞ্জগঞ্জের সরল উর্দু শরাহ। এটাও হযরত শায়খ ফখরুদ্দিন আহমাদ মুরাদাবাদি রহ. এর রচনা, কিন্তু তা অসম্পূর্ণ ছিল। হযরত মুফতি সাহেব কিতাবটি বিন্যস্ত ও পরিপূর্ণ করে প্রকাশযোগ্য করেছেন। এই উভয় কিতাব মাকতাবায়ে হিজাজ দেওবন্দ প্রকাশ করেছে।
- ৭- **আল-খাইবুল কাসির উর্দু শরহে আলফাউজুল কাবির:** কিতাবটি আমার রচনা। মুহতারাম ভাই সাহেব রহ. পুনঃনিরীক্ষণ করে প্রকাশযোগ্য বানিয়েছেন। এটা আলফাউজুল কাবিরের অত্যন্ত উৎকৃষ্ট শরাহ, বইটি আলআমিন কিতাবস্থান দেওবন্দ প্রকাশ করেছে।
- ৮- **ইসলাহে মুআশারা:** এটাও আমার রচনা। মুহতারাম ভাই তা সংশোধন করে প্রকাশযোগ্য বানিয়েছেন এবং দারুল ইরফান দেওবন্দ তা প্রকাশ করেছে।
- ৯- **আদাবে আজান ওয়া ইকামত:** এটাও আমার রচনা। মুহতারাম ভাইজান কিতাবটিকে প্রকাশযোগ্য বানিয়েছেন এবং আলআমিন কিতাবস্থান দেওবন্দ তা প্রকাশ করেছে।
- ১০- **রেজাখানিয়াত কা তাআরুফ ওয়া তাআকুব:** এটাও আমার রচনা। মুহতারাম ভাইজান কিতাবটি সম্পাদনা করেছেন এবং মাকতাবায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ তা প্রকাশ করেছে।

-
- ১১- **তিরাজি শরহে সিরাজি:** এটা জনাব মাওলানা ইশতিয়াক আহমাদ কাসেমী সাহেব (উস্তায, দারুল উলুম দেওবন্দ) এর রচনা। মুহতারাম ভাইজান কিতাবটি যোগ-বিয়োগ করে প্রকাশযোগ্য বানিয়েছেন। এটা পূর্ণ সিরাজির অতি সহজ ও উৎকৃষ্ট শরাহ। মাকতাবায়ে হিজাজ দেওবন্দ তা প্রকাশ করেছে।
- ১২- **মালা বুদা মিনহু উর্দু:** এটা জনাব মাওলানা ইশতিয়াক আহমাদ কাসেমী সাহেবের অনূদিত, হযরত তা সংশোধন করে প্রকাশযোগ্য করেছেন। বইটি দারুল উলুম দেওবন্দে হাফসে উর্দু দ্বিতীয় বর্ষের পাঠ্যভুক্ত, মাকতাবায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ তা প্রকাশ করেছে। এছাড়াও তিনি আরো দুটি পুস্তিকা ‘মুখতাসার খাসিয়াতে আবওয়াব’ ও ফুসুলে আকবরি কে খাসিয়াতে আবওয়াব’ হযরতের নেগরানিতে বিন্যাস করেছেন। মাকতাবায়ে হিজাজ দেওবন্দ এগুলো প্রকাশ করেছে।
- ১৩- **ফিকহি জাওয়াবেত:** এটা হযরতের বড় জামাতা জনাব মাওলানা মুফতি উসামা পালনপুরি (উস্তায, জামেআ ইসলামিয়া তালিমুদ্দিন ডাবিল, গুজরাট) সাহেবের রচনা। এ কিতাবে ফিকহি নীতিমালা বয়ান করা হয়েছে, হযরত মুফতি সাহেব তা পুনঃনিরীক্ষণ করে প্রকাশযোগ্য করেছেন। বইটি দুই খণ্ডে মাকতাবায়ে হিজাজ দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত।
- ১৪- **ফিকহি উসুল:** এটা হযরতের জামাতা জনাব মাওলানা মুফতি উসামা পালনপুরি সাহেবের রচনা, মুফতি সাহেব তা পুনঃনিরীক্ষণ করে প্রকাশযোগ্য বানিয়েছেন। এটা আবু জাইদ দাবুসির কিতাব “তাসিসুন নাজার” এর উর্দু শরাহ। বইটি মাকতাবায়ে হিজাজ দেওবন্দ প্রকাশ করেছে।
- ১৫- **মাসায়েলুল মিজান:** এটা হযরতের জামাতা মুফতি উসামা পালনপুরির রচনা। এ কিতাবে ঐসব ফিকহি নীতিমালা বয়ান করা হয়েছে, যার সম্পর্ক ওজন, জমিমাপ, পরিমাণ ও সংখ্যার সাথে। বইটিও হযরত মুফতি সাহেব পুনঃনিরীক্ষণ করে প্রকাশযোগ্য করেছেন এবং প্রকাশ করেছে মাকতাবায়ে হিজাজ দেওবন্দ। মুফতি উসামা সাহেবের এই তিনটি অত্যন্ত উপকারী।

.....

১৬- আউনুল গাফফার: এটা হযরতের বিশেষ খাদেম, জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ মুরশেদ সাহেব কাসেমী (উস্তায, জামেআ ইসলামিয়া মাসিহুল উম্মাহ বেঙ্গালুর) সাহেবের রচনা। এটা ‘তানভিরুল আবসার’ কিতাবুল ওয়াকফের উর্দু শরাহ, হযরত মুফতি সাহেব পুনরায় দেখে একে প্রত্যয়ন করেছেন। কিতাবটি মাকতাবায়ে হিজাজ দেওবন্দ প্রকাশ করেছে।

১৭- সাওয়ানেহে নাজিরি: এটা মুসলিহে উম্মত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ নজির মিয়া সাহেব পালনপুরি রহ. (জন্ম: ১ রমজান ১৩০০ হিযর, মোতাবেক: ৭ জুলাই ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শনিবার এবং ওফাত: ২০ রমজান ১৩৮৫ হিজরি, জুমুআর রাতে চারটা বেজে, ৮৫ বছর বয়সে) এর জীবনচরিত। তার ছেলে হযরত মাওলানা হাকিমুল আবদুল কাইয়ুম সাহেব পালনপুরি কুদ্দিসা সিরবুহু (জন্ম: ১৩৫৩ হিজরি, ওফাত: ২৭ শাবান ১৪০৬ হিজরি, মোতাবেক: ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ, ৫৩ বছর বয়সে) তা বিন্যাস করেছিলেন, কিন্তু তা নতুন বিন্যাসের প্রয়োজন ছিল। এই কাজ দুজন করেছেন: মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ কায়েস কাসেমী গঠামনি এবং মাওলানা জাইদ ফালাহি গঠামনি। আর হযরত মুফতি সাহেব সাওয়ানেহে নাজিরির নতুন বিন্যাস গভীরভাবে দেখে উপকারী যোগ-বিয়োগ করেছেন। অতঃপর কিতাবের সূচনায় অত্যন্ত মূল্যবান ভূমিকা লিখেছেন। এটা হযরতের সর্বশেষ লিখন, ইনশাআল্লাহ, গঠামনবাসী তা প্রকাশ করবে।

ইলমি ব্যস্ততা ও স্বীকৃত যোগ্যতার ওপর প্রজাতন্ত্র পুরস্কার

উল্লিখিত ইলমি খেদমতসমূহ, রচনা ও সঞ্চালনের ভিত্তিতে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রতিভা দেবী সিং পাটিল তাকে আরবি ভাষায় জ্ঞানচর্চা ও স্বীকৃত যোগ্যতার সনদ দেন, যাতে লেখা ছিল:

আমি ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রতিভা দেবী সিং পাটিল সাঈদ আহমাদকে
আরবি ভাষায় জ্ঞানচর্চা ও স্বীকৃত যোগ্যতার জন্য এই সনদ প্রদান করছি।
নয়া দিল্লি, ১৯ জুন ২০১২ খ্রিস্টাব্দ।

এই কথাগুলো উপরে হিন্দিতে, নিচে উর্দুতে লেখা এবং শেষে রাষ্ট্রপতির দস্তখত রয়েছে।

তার তাকওয়া ও আমাদের কর্মপদ্ধতি

বর্তমানে অনেক মানুষ নামায, রোযা, যাকাত, দান-খয়রাত এবং হজ-উমরার ইহতেমাম করেন এবং এ সকল কাজে যে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র হয়, তাকে সৎ ও পরহেযগার মনে করা হয়। কিন্তু গুনাহ থেকে বাঁচার যেরকম ইহতেমাম থাকা উচিত, সেরকম থাকে না। হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাল্লাহুর বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি ফরজ, সুন্নাত এবং নফলের যে পরিমাণ ইহতেমাম করতেন, গুনাহমুক্ত থাকতেও সে পরিমাণ ইহতেমাম করতেন এবং অন্যদেরকেও এর তাগিদ দিতেন। এ সম্পর্কে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা এখানে উল্লেখ করা উপযুক্ত মনে করছি:

তিনি বিনা প্রয়োজনে ছবি উঠানোকে হারাম ও বড় গুনাহ মনে করতেন এবং এ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতেন। কেউ তার ফটো তুললে প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হতেন এবং কঠিনভাবে নিষেধ করতেন। যখন তাকে ভারতের সরকার আরবি ভাষার স্বীকৃত যোগ্যতা এবং এ ভাষায় মহান খেদমতের ভিত্তিতে অ্যাওয়ার্ড প্রদানের ঘোষণা দিয়ে দিল্লিস্থ রাজভবনে নিমন্ত্রণ জানায়, তখন তিনি অ্যাওয়ার্ড গ্রহণে এজন্য যাননি যে, সেখানে গেলে ছবি উঠানো হবে এবং মিডিয়া খুব প্রচার করবে। দণ্ডর রাষ্ট্রিয়ী সংস্কৃত স্থান জনকপুরি নয়া দিল্লি থেকে দুবছর পর্যন্ত ফোন আসতে থাকে যে, রাষ্ট্রপতি থেকে যে অ্যাওয়ার্ড আপনার পাবেন, তা এখানে আছে, আপনি এখানে দণ্ডরে এসে নিজের অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করুন। তারপরও তিনি যাননি, দুবছর পরে ছেলে মাওলানা মুফতি হুসাইন আহমাদ সাহেব পালনপুরিকে প্রেরণ করেন। তিনি পৌঁছলে দণ্ডরওয়ালা বলতে লাগল, আপনি আজীব লোক! বারবার বলা সত্ত্বেও অ্যাওয়ার্ড নিতে আসছেন না, অথচ মানুষ এর পিছনে ধাক্কাই থাকে। অতঃপর অনেক সম্মানের সাথে রেশমি কাপড়ে লেখা, ফ্রেম করা উপরিউক্ত অ্যাওয়ার্ড, একটি আলোয়ান এবং দেড় লাখ টাকার তিনটা চেক ছেলের মাধ্যমে পৌঁছায়। ছেলে ট্রেনে করে গিয়েছিলেন, তারা

.....
 টেক্সিতে করে ভাড়াসহ প্রেরণ করে। অতঃপর প্রতি বছর পঞ্চাশ হাজার রুপি তার একাউন্টে আসতে থাকে।

এই ছিল হযরতের তাকওয়া ও পরহেযগারি, কিন্তু আমার অনেক আফসোস ও দুঃখ হয়, তার ওফাতের পরে কিছু বন্ধু তার বিভিন্ন ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করছেন এবং তা খুব প্রচার করছেন, এটা নেহায়েত খারাপ কাজ, মুফতি সাহেব নিজে যেহেতু ছবি তুলতে পছন্দ করতেন না; তাই তার মতের প্রতি সম্মান জানিয়ে ছবি প্রচার না করা উচিত ছিল। তাদের কাছে আমার সবিনয় আবেদন হল, আপনার কাছে তার কোনো ছবি থাকলে ডিলেট করে দিন, সোশ্যাল মিডিয়ায় কখনো আপলোড করতে যাবেন না; আর কোনো ছবি আগে আপলোড করে থাকলে ডিলেট করে দিন।

দাওয়াহ, আত্মশুদ্ধি ও বক্তব্যের আন্দাজ

উল্লিখিত পাঠদান এবং রচনার ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও মুফতি সাহেব রহ. দেশ ও বিদেশে ভ্রমণ করতেন এবং দীনের কথা শুনার আগ্রহীদেরকে নিজের মাণিক্য দ্বারা ধন্য করতেন। এর বিশদ বিবরণ অনেক দীর্ঘ। সংক্ষেপে কথা হল, তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষকতা সুষ্ঠুভাবে পালন করে এবং রচনাকাজ চলমান রেখে, বছরের মাঝখানে কিংবা শেষদিকে ক্লাস বন্ধ থাকাকালে সময়ে সময়ে দেশ ও দেশের বাইরে সংক্ষিপ্ত সফরও করতেন। রমজানুল মুবারকের দীর্ঘ ছুটিতে কখনো বৃটেনে, কখনো কানাডায়, কখনো আফ্রিকায় এবং কখনো আমেরিকায় সফরে যেতেন। একেক দিনে কয়েক জায়গায় নসিহত করতেন, সৌভাগ্যবান শ্রোতাদেরকে আল্লাহর এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য, আল্লাহর ভয়, পরকালের ফিকির, বিশুদ্ধ আকিদা ও সৎ আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। হারাম ও অশ্লীল জিনিস থেকে নেহায়েত ফলপ্রসূ আন্দাজে বিরত থাকার জ্ঞানদান করতেন।

তার যাদুময়, জ্ঞান ও দর্শনের ভরপুর, দৃষ্টান্তহীন ও বেনজির বক্তব্য সাধারণ ও বিশেষ শ্রেণীর সকলে অত্যন্ত আগ্রহ ও মনভরে শুনতেন। তিনি তার বুঝ-বুঝানো ও সহজ প্রকাশরীতির কারণে আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর

কাছেও বিশেষভাবে সমাদৃত ছিলেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বক্তব্যে না ছিল উদ্বেজনা বা চিৎকার, না ছিল শব্দ ও প্রকাশরীতির বুনন, না কৃত্রিম স্বর ও আওয়াজ এবং না ছিল বক্তাদের আন্দাজে উচ্চারণ, তবুও বক্তব্যগুলো এই পরিমাণ প্রভাব বিস্তারকারী ও যাদুময়ী ছিল যে, শ্রোতারা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনত এবং জ্ঞানীরা বাহ বাহ দিত।

বহির্বিশ্বের ভ্রমণ

তিনি বহির্বিশ্বের ভ্রমণ আনুমানিক চল্লিশ বছর থেকে করে আসছেন, সর্বপ্রথম বুটেনের বুন্টন সফর করেছেন। এই সফরের উদ্যোক্তা ছিলেন জনাব মাওলানা কারি ইয়াকুব সাহেব নানজি, তিনি ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক ছাত্র। তিনি বুন্টনের মসজিদে তায়্যিবার ইমাম ছিলেন। হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাল্লাহ কয়েক বছর পর্যন্ত সেখানে সফর করেন এবং নসিহতের পরম্পরা জারি ছিল। আর লন্ডন শহরে হযরতের দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দির (সুরত) এর একজন ছাত্র জনাব মাওলানা ইসমাইল সাহেব রয়েছেন, যিনি স্টাম ফোরহেলের মসজিদে কুবার ইমাম ছিলেন; প্রত্যাবর্তনকালে হযরত তার বাসায় একদিন বিশ্রাম নিতেন, তিনি তার মসজিদে এক রমজান অবস্থান করতে আবেদন করেন। হযরত অস্বীকার করে বললেন, বুন্টনবাসী কোনোক্রমে এর অনুমতি দিবে না, আপনি তাদের সাথে কথা বলে দেখুন। সুতরাং মসজিদে কুবাবাসী বুন্টনবাসীর সাথে আলোচনা করেন এবং পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, হযরতওয়ালা এক বছর বুন্টনে থাকবেন এবং আরেক বছর থাকবেন লন্ডনে। কয়েক বছর পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকে।

অতঃপর কানাডার টরেন্টোতে হযরতের একজন পুরাতন ছাত্র মাওলানা ইবরাহিম সাহেব শাজি বাস করেন, তিনি সেখানেও এক রমজান অতিবাহিত করতে নিবেদন করেন। তিনি তাদেরকেও একই জবাব দেন যে, টরেন্টো এবং লন্ডনবাসীর সাথে কথা বলেন। তিনি কথা বললে মঞ্জুর হয়ে যায়, এরপর থেকে আমেরিকায় রমজান কাটানোর পরম্পরা শুরু হয়। সেখানে বিশেষ কোনো জায়গায় অবস্থান না করে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতেন, বিভিন্ন স্থানে আত্মশুদ্ধিমূলক বয়ান হত। বিশেষ করে আলেমদের

.....
মনোযোগ অনেক বেশি হত, তিনি যেখানে তাশরিফ নিতেন, আলেমরা গুরুত্বের সাথে তার ওয়াজে অংশগ্রহণ করতেন এবং তার জ্ঞানগর্ভ বয়ান দ্বারা খুব উপকৃত হতেন।

উপরিউক্ত ভ্রমণ ছাড়াও তিনি কয়েকবার আফ্রিকায় গিয়েছেন এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ ও শহরে ঘুরে বয়ান করেছেন। বেশ কয়েকবার বাংলাদেশেও যান, সেখানকার আলেমরা ছিলেন তার ভক্ত। বারবার দরখাস্ত করতেন, কিন্তু তিনি নিজের ব্যস্ততার দরুন ওজর পেশ করতেন।

লিখন ও রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য

যেভাবে হযরতের বক্তব্যের ধরন নেহায়েত কার্যকর, পাঠদান অতি সমাদৃত ও সাধারণ বোধগম্য ছিল, এমনিভাবে তার সমস্ত রচনাবলি অত্যন্ত সহজবোধ্য, সাদাসিধে এবং সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণীয়। তার বক্তব্যও অত্যন্ত প্রসারিত ও ইলমি সূক্ষ্মতায় পরিপূর্ণ ছিল। লিখনীও নেহায়েত গোছানো, স্পষ্ট ও সমন্বয়কারী। তাইতো তার কয়েকটি রচনা দারুল উলুম দেওবন্দ এবং অন্যান্য মাদরাসার পাঠ্যভুক্ত। আর এ সব বৈশিষ্ট্যের কারণে হযরত মাওলানা সায্যিদ আরশাদ মাদানি সাহেব দামাত বারাকাতাহুম (সাবেক শিক্ষাপরিচালক, দারুল উলুম দেওবন্দ) তার নামে প্রেরিত একটি চিঠিতে লিখেন:

আল্লাহ তাআলার নামে
মুহতারাম হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি জিদা মাজদুহুম
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকতুহ
আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম কর্মফল দান করুন! আপনি ফালসাফার পরিভাষাগুলো একত্রিত করে দিয়েছেন, এর দ্বারা প্রাথমিক জামাআতের ছাত্রদের বড় ফায়দা হবে, এগুলো মুখস্থ ও বুঝে নিলে শাস্ত্রের অধ্যায়গুলোও বোধগম্য হবে। অন্যান্য শাস্ত্র নাহ্, সরফ ইত্যাদির মূলনীতিসমূহ ও পরিভাষাগুলোও এভাবে সংক্ষিপ্তকারে বিন্যস্ত করে দিন, যাতে শিক্ষকগণ এগুলো মুখস্থ করান এবং যাতে এসব শাস্ত্রে ছাত্রদের যোগ্যতা তৈরি হয়। আমি কিছু দিন আগে মাওলানা খুরশেদ সাহেবকে বলেছিলাম ফিকহের লেনদেন অধ্যায়ে বিশেষভাবে যে পরিভাষাগুলো এসে থাকে, সেগুলোর সংজ্ঞা একত্রিত করে দিন, যাতে করে

.....

ছাত্ররা এগুলো বুঝে ও মুখস্থ করে কিতাবে পাঠকালে শাখা মাসায়েলগুলোর ওপর প্রয়োগ করতে থাকে এবং শিক্ষকও সতর্ক করতে থাকেন।

আলহামদুলিল্লাহ, সালাফে সালাহে রাহিমাহুল্লাহ সব কাজ করে গেছেন, এগুলো তালাশ-অনুসন্ধান করে একত্রিত করলে এর দ্বারা অনেক উপকারের আশাবাদী। আপনি তো চমৎকারভাবে ফালসাফার পরিভাষাগুলো একত্রিত করেছেন, এখন এই পরম্পরাকে সামনে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, তাই প্রত্যেক শাস্ত্রের নীতিমালাগুলো একত্রিত করে ফেলুন। শিক্ষা-দীক্ষার জন্য এই পদ্ধতি অনেক ফলদায়ক হবে। এই আবেদন করুলের আশাবাদী। -ওয়াসসালাম।

আরশাদ মাদানি
৭/৩/১৪১৮ হিজরি

ইলমি মজলিসের আলোচনা

হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ সর্বক্ষণ কিতাব পাঠ ও রচনায় ব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু আসরের পর ইলমে নববি অন্বেষণকারীদের বড় একটা সংখ্যা তার বাসায় আসত এবং সব ধরনের প্রশ্ন করত, তিনি প্রত্যেক প্রশ্নের তাত্ক্ষণিক উত্তর প্রদান করতেন। এছাড়াও তিনি বৃটেন, কানাডা, আমেরিকা এবং আফ্রিকায় গেলে সব জায়গায় প্রশ্নোত্তরের মজলিস হত। আর হযরতওয়ালা সকল প্রশ্নের এমন সমাধান দিতেন যে, উপস্থিত সকলে প্রশান্তচিত্ত হয়ে যেত এবং আহলে ইলমরা তার অভূতপূর্ব জ্ঞানের প্রশংসা করত। হায়! যদি কেউ এসব আলোচনা লিপিবদ্ধ করত, তাহলে উম্মতের জন্য অনেক বড় জ্ঞানভাণ্ডার হত। কিন্তু আফসোস শত আফসোস! কেউ এই কাজ করেনি, না তিনি এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হযরতের পুরা মনোযোগ ছিল রচনা ও সঙ্কলনের দিকে, নিজের বক্তব্য ও ইলমি মজলিসের আলোচনাকে তেমন একটা গুরুত্ব দিতেন না। তার হাজারো ওয়াজ ও ওয়াজ পরবর্তী প্রশ্নোত্তর পর্বের ক্যাসেট সংরক্ষিত আছে, কিন্তু এগুলো প্রকাশের সুযোগ হয়ে ওঠেনি। তার ছেলে মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদ তার কিছু বক্তব্য পত্রস্থ করে “ইলমি খুতুবাৎ” নামে দুই ভলিউমে প্রকাশ করেছেন। যদি কাজটি তার জীবদ্দশায় হয়ে যেত, তাহলে কতইনা ভালো

.....
 হত! এখন এগুলো পত্রস্থ করে প্রকাশ করা জটিল বিষয়, কেননা তিনি নিজের বক্তব্য প্রকাশের আগে মনোযোগসহ নিরীক্ষণ করতেন এবং কমবেশি করে এগুলোকে প্রকাশযোগ্য বানাতেন। বক্তব্য হুবহু প্রকাশ করা তিনি পছন্দ করতেন না, অন্যের পুনঃনিরীক্ষণও যতেষ্ট মনে করতেন না।

সমৃদ্ধির কারণ

ভাইজান হযরত মুফতি সাহেবকে আল্লাহ তাআলা অনেক সৌকর্য এবং পরাকাষ্ঠা দ্বারা ধন্য করেছিলেন। তার বুচি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, স্বভাব সাধাসিধে ও মনোরম ছিল। মেজাজে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও মধ্যপন্থা ছিল, স্বভাবে সুস্থতা ও আগন্তুক স্মৃতির অধিকারী ছিলেন, অকস্মাৎ লিপিকার ও সচ্ছল লেখক ছিলেন। তিনি হক-বাতিল, সঠিক-বেঠিকের মধ্যে পার্থক্যকরণের পরিপূর্ণ যোগ্যতা রাখতেন, হাকায়িক-মাআরিফের বোধগম্যে কালের অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন।

আর সবচে বড় উৎকৃষ্টতা ছিল, তিনি নিজের কাজে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও বিবেচনার অধিকারী এবং তার মাঝে সাহস ও হিম্মত ছিল। আর ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী। অলস ছিলেন না। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতেন না। আমি তার মতো দিনরাত পরিশ্রমকারী মানুষ স্বচক্ষে দেখিনি।

নিজের চোখে দেখা ব্যস্ততা

হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহর যেসব ব্যস্ততা আমি স্বক্ষে দেখেছি, এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

তিনি যে বছর দারুল ইফতার ছাত্র ছিলেন, তখন তিনি স্বয়ং কুরআন মুখস্থ করতেন, আমাকে হিফজ করাতেন, ভাই আবদুল মাজিদকে ফারসি কয়েকটি কিতাব পড়াতেন, নিজে ফতোয়ার অনুশীলন করতেন, ফিকহের কিতাবাদি মুতালাআ করতেন এবং নিজের শিক্ষকবৃন্দ হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ ইবরাহিম সাহেব বলয়াবি, হযরত মুফতি সায্যিদ মাহদি হাসান সাহেব শাহজানপুরি এবং হযরত শায়খ মাহমুদ আবদুল ওয়াহাব মিসরি রাহিমাহুল্লাহর খুব খেদমত করতেন। প্রতিদিন তাদের খেদমতে হাজিরা দিতেন এবং তাদের জরুরি কাজগুলো করে দিতেন। আর বৃহস্পতিবারে

.....
ভাই আবদুল মাজিদ এবং আমাকেও এ সকল বুজুর্গদের কাছে নিয়ে যেতেন।

দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দির (সুরত) এ শিক্ষকতার যুগে ভাই আবদুল মাজিদ, ভাই হাবিবুর রহমান এবং আমি আমরা তিনজনকে নিজে পড়াতেন। এ ছিল তার আজব ব্যস্ততার অবস্থা। আমরা তিন ভাই যেহেতু তার কাছে পড়তাম, এজন্য দুপুরে পাঠদান শেষে কামরায় আসলে আমাদের পিছনের সবক শুনতেন, সামনের সবকও পড়াতেন। তারপর খানা সেরে অল্প সময় বিশ্রাম নিতেন এবং জোরের পরে মাদরাসায় পুনরায় পাঠদানে চলে যেতেন। আসরের পরে পুনরায় আমাদেরকে পড়াতেন, বাদ মাগরিব মুতালাআ করতেন। ইশার পরে আমরা তিন ভাই খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে যেতাম। আর তিনি অনেক রাত পর্যন্ত মুতালাআ করতেন। কিতাব পাঠকালে প্রত্যেক কিতাবের টীকায় কিংবা আলাদা কাগজে প্রয়োজনীয় ও উপকারী কথাগুলো নোট করে নিতেন। তিনি আমরা তিন ভাই এবং নিজের জন্য তরকারি রান্না করতেন, কিন্তু সপ্তায় মাত্র দুইবার, যাতে করে সময় অপচয় না হয়। রুটি কখনো আবদুল মাজিদ ভাই, কখনো তিনি বানাতেন। আর অধম প্লেট ইত্যাদি ধৌত করতাম।

অতঃপর যখন তিনি শিক্ষক হিসেবে দারুল উলুম দেওবন্দে যোগদান করেন, তখন আমি ছিলাম আদব বিভাগের শিক্ষার্থী। সেসময় তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি আসরের পরে মসজিদে কাদিমে, কাসেমুল উলুমি ওয়াল খাইরাত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব নানুতবি রহ. এর কিতাবাদির পাঠদান শুরু করেন, এতে আমিসহ মেধাবী শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করত। ভাইজান পাঠদানে অনেক পরিশ্রম করতেন এবং ভালো করে বুঝাতেন। তার গুণ এই ছিল যে, তিনি সূক্ষ থেকে সূক্ষ বিষয়কে এমন সরল আন্দাজে বুঝাতেন যে, যারাই তার দরসে হাজির হতেন, তারা কাসেমুল উলুমি ওয়াল খাইরাতের কথাগুলো ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হতেন।

ফলকথা, তিনি অর্পিত সবকের ওপর ক্লান্ত হতেন না, বরং নিজের উলুম ও ফুয়ুজ দ্বারা জ্ঞান পিপাসুদেরকে তৃপ্ত করার চেষ্টা করতেন। ছাত্রদেরকে নিজের সন্তান মনে করতেন। তার এই পাঠদান এতটা মকবুল হয় যে, কিছু দিনের ভিতরে দারুল উলুম দেওবন্দের চৌহদ্দিতে তার জ্ঞান ও

.....
পাঞ্জিত্যের চর্চা হতে লাগে। আল্লাহ তাআলা তাকে বিভিন্ন ধরনের উন্নতি
দ্বারা মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্বে পৌছে দিয়েছিলেন।

গ্রহণযোগ্যতা ও সফলতার মূলে

আল্লাহ তাআলা তাকে পাঠদান, বক্তব্য ও রচনার ময়দানে যে অসাধারণ
গ্রহণযোগ্যতা ও সফলতা দান করেছিলেন, এর কারণ হচ্ছে, তিনি সারাক্ষণ
ইলমি কাজে ব্যস্ত ও নিবিষ্ট থাকতেন। কারো দুর্ঘটনা, কোনো হাঙ্গামা,
কোনো অসুস্থতা তার জন্য বাধা হতে পারেনি। তার ইলমি নিবিষ্টতা ছিল
ঈর্ষণীয়, এ ব্যাপারে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

১- যখন তিনি দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দির (সুরত) এ পাঠদানের
খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছিলেন, তখন এক বছর সেখানে বন্যা হয়, রান্দির
শহর ও আশরাফিয়া মাদরাসায় পানি উঠে যাওয়ায় মাদরাসার পাঠকার্য
স্থগিত থাকে। তিনি মাদরাসার অদূরে মাদরাসার বিল্ডিংয়ে থাকতেন
এবং সর্বদা মুতালাআয় ব্যস্ত ও নিবিষ্ট থাকতেন। একদিন দুপুরবেলা
মাদরাসার শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ রেজা সাহেব
আজমিরি এবং কিছু শিক্ষক তার কাছে আসেন, তাদের ধারণা ছিল
যে, তিনি অসুস্থ থাকায় পড়ানোর জন্য আসছেন না, কিন্তু শিক্ষকবৃন্দ
এসে তাকে মুতালাআয় নিবিষ্ট দেখেন, তারা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা
করলেন, আপনি পড়ানোর জন্য মাদরাসায় আসছেন না কেন? আমরা
তো আপনাকে অসুস্থ মনে করে আপনাকে দেখার জন্য এসেছি, অথচ
আপনি তো বিলকুল সুস্থ আছেন। হযরতওয়ালা বললেন, সব জায়গায়
পানি উঠে গেছে, মাদরাসায়ও কোমর পর্যন্ত পানি, যাব কী করে?!
সকলে মুচকি হেসে বললেন, পানি তো অনেক আগেই চলে গেছে
এবং তিন দিন থেকে পাঠদান চলছে!

এই ছিল তার ইলমি নিবিষ্টতার অবস্থা যে, আশেপাশের কোনো খবর
নাই, মুতালাআয় নিমগ্ন আছেন।

২- যেদিন তার ছোট মেয়ে ফাতেমার শুভ বিবাহ ছিল, আমি আসরের
নামাযের কিছু আগে তার কাছে যাই। গিয়ে দেখি তিনি লিখছেন, আমি
সালাম করলাম, তিনি জবাব দিয়ে বললেন, এখন আসলেন কেন?

.....

আমি আরজ করলাম, আসরের পরে ফাতেমার বিয়ে, তাই এসেছি। বললেন, আচ্ছা! তারপর উঠে দ্রুত অজু করে আসলেন। আমরা মসজিদে পৌঁছে দেখি নামাযের সময় হয়ে গেছে এবং লোকেরা তার অপেক্ষা করছেন। নামাযান্তে উপস্থিত মানুষের সামনে বিয়ে সম্পর্কে কিছু ওয়াজ করতে আমাকে নির্দেশ দেন এবং নিজে মেয়ে থেকে অনুমতি আনতে ঘরে চলে যান, তারপর ফিরে এসে বিবাহ পাঠ করান। এই হল তার ইলমি নিমগ্নতা যে, ঘরে চলছে বিয়ের আয়োজন, সবদিকে শাদির খুশি বিরাজ করছিল আর তিনি নিজের কাজে ব্যস্ত।

- ৩- যখন তিনি “বাকিয়াতে ফাতওয়া রশিদিয়া” এর পুনঃনিরীক্ষণ ও সংশোধনের কাজ করছিলেন এবং মুফতি হুসাইন আহমাদ সাহেবকে দিয়ে টীকা লিপিবদ্ধ করাচ্ছিলেন, সেসময় তার ছোট মেয়ে ফাতেমার আকদ হওয়ার কথা ছিল। বরযাত্রী বোম্বে থেকে এসেছিলেন এবং দারুল উলুম দেওবন্দ দেখার আগ্রহে বরযাত্রীতে নির্ধারিত সংখ্যা থেকে ত্রিশজন লোক বেশি এসেছিলেন। তারা পাঁচ দিন পর্যন্ত তার বাসায় অবস্থান করেন, তার ঘর মেহমানে পরিপূর্ণ ছিল। প্রত্যেক দিকে আনন্দ বিরাজ করছিল, কিন্তু মেহমানদের ভিড় এবং বিয়ে-শাদির ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি নিজের ইলমি নিবিষ্টতায় ছিলেন। মেহমানদের সাথে খাবার গ্রহণ করতেন, তাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করতেন, কিছু সময় পর্যন্ত তাদের সাথে খোশালাপ করতেন। তারপর ছেলেদেরকে জরুরি দিকনির্দেশনা দিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। মেহমানদের ভিড় এবং বিয়ের ব্যস্ততাও তার অধ্যয়ন ও রচনায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।
- ৪- যখন তিনি হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার শরাহ “রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ” লিখছিলেন, তখন তার চেহারায় পক্ষাঘাতের প্রভাব ছিল। একটি চক্ষুকোটর খসে পড়ে, পুত্তলী অগ্নিদলার মতো হয়ে যায়, দেখতে ও মৃত্যুলাভ করতে কষ্ট হত। চিকিৎসা চলমান ছিল। এই অবস্থায়ও ‘রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ’র দ্বিতীয় খণ্ডের বেশিরভাগ লিখেছেন, ছেলে মাওলানা মুফতি হুসাইন আহমাদ সাহেব কিছু সময় বিশ্রামের কথা বললে তিনি বলেন, জীবনের কোনো ভরসা নাই, একটি চোখ তো

.....
কাজ করছে” বলে নিয়মানুযায়ী কাজ করে যেতেন, অসুস্থতার বিলকুল পরোয়া করতেন না।

এই ছিল তার উদ্যমতা, অসুস্থতার মোকাবেলায় হিম্মত ও ঈর্ষান্বিত ইলমি নিবিড়তা।

৫- যখন তিনি এবং আমি হযরত শায়খুল হিন্দের রচনা আদিল্লায়ে কামেলা এবং ইজাহুল আদিল্লা দুটি কিতাবের কাজ করছিলাম, তখন আমি ইশার পরে তার কাছে যেতাম। তিনি বলতেন এবং আমি লিখতাম, প্রতিদিন রাত দুইটা পর্যন্ত কাজ করতাম। তারপর আমি ঘরে ফিরতাম এবং তিনি বিশ্রাম নিতেন।

৬- যখন ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দের কোনো ভলিউমের কাজ সমাপ্ত করে হযরতওয়ালার খেদমতে পুনঃনিরীক্ষণের জন্য পেশ করতাম, তখন তিনি পাঠদান ও রচনার ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও দুই-তিন দিনে আদ্যোপান্ত দেখে আমার কাছে সোপর্দ করতেন এবং এমন এমন সূক্ষ বিষয় চিহ্নিত করতেন যে, আমরা তাজ্জব হয়ে যেতাম।

৭- যখন তিনি “আসান বয়ানুল কুরআন” এর পুনঃনিরীক্ষণ ও সংশোধন করছিলেন, তখন বৃদ্ধ ও কষ্টকর রোগ বিদ্যমা থাকা সত্ত্বেও এতটা মনোযোগ ও দ্রুত কাজ করতেন যে, তার ছেলে মাওলানা হাসান আহমাদ সাহেবভূযিনি কিতাব কম্পোজ করতেন এবং খুব দ্রুত কম্পোজ করতে পারতেন। জারাবাহিক কাজের দরুন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপরও হযরতওয়ালার অভিযোগ ছিল, সে কাজে অলসতা করে, সময়মতো কম্পোজ করে আমাকে দেয় না।

ফলকথা, তিনি অবিচ্ছেদ্য সাধনা ও অবিরত পরিশ্রমে অভ্যস্ত এবং বীরত্বের সাথে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলাকারী ছিলেন, আমি তার মতো মর্যাদাবান ও সাহসী মরদে মুজাহিদ স্বচক্ষে দেখিনি।

یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم

جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کا شمشیر

আল্লাহ তাআলা তার উত্তম কর্মসমূহ ও ইলমি সাধনাসমূহ কবুল করুন! তার ফুয়ুজ ও বরকত ব্যাপক করুন! আর তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিন! আমিন।

মুতালাআর ধরন এবং পাঠদানের পদ্ধতি

মুহতারাম ভাইজান যখন শিক্ষক হয়ে রান্দির (সুরত) যাচ্ছিলেন, তখন হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ ইবরাহিম সাহেব বলয়াবি রহ. তাকে নসিহত করেছিলেন : “মৌলবি সাহেব! শাস্ত্র দেখে পড়াবেন, শরাহ দেখে পড়াবেন না, তাহলে জ্ঞান বাড়বে। ছাত্রদেরকে নিজের সন্তান করবেন, তাহলে তারা তোমাকে মহব্বত করবে। আর সুন্নাহের অনুসরণ করবেন, মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধা পয়দা হবে।”

এজন্য হযরতের মুতালাআর তরিকা এরকম ছিল, তিনি যে কিতাবের পাঠদান করতেন, শুধু এর ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহের ওপর নির্ভর করতেন না, বরং পুরো শাস্ত্র পাঠদান করতেন। আল্লাহ তাআলা তাকে সহজীকরণ ও বুঝানোর দারুণ যোগ্যতা দান করেছিলেন, এজন্য যে কিতাবই পড়াতেন, সেটা নেহায়েত সরল সুবিন্যস্ত পদ্ধতিতে বুঝাতেন। পাঠদানকালে এমন এমন দর্শন বয়ান করতেন যে, ছাত্ররা তার প্রেমিক হয়ে যেত। তারা মনে করত যে, আল্লাহ তাআলা তাকে ইলমে লাদুন্নি দ্বারা ভূষিত করেছেন, কিন্তু এই ইলমে লাদুন্নি অধিক পাঠ ও চিন্তাফিকিরের ফল ছিল। মূর্খ ও অলসকে আল্লাহ তাআলা ইলমে লাদুন্নি দ্বারা ভূষিত করেন না।

কুরআনে কারিমের প্রতি প্রেম ও সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা

তার অন্তরে কুরআনে কারিমের এই পরিমাণ মহত্ত্ব ছিল যে, দাওরা পাশের পরে প্রথমে নিজে কুরআন মুখস্থ করেন, আমাকে হাফেজ বানান, ভাই হাবিবুর রহমাকেও হাফেজ বানান। আর বিয়ের পরে নিজের সহধর্মিনীকে হাফেজা বানান এবং স্ত্রীর সহযোগিতায় নিজের এগারো ছেলে, দুই মেয়ে এবং তার ছেলে মরহুম মুফতি রশিদ আহমাদ সাহেবের দুইজন ছেলেকেও হাফেজ বানান। তাদের সকলের সবক ও আমোখতা আগে আহলিয়া মুহতারাম শুনতেন, তারপর হযরত নিজে শুনতেন অথবা মাওলানা খুরশেদ আনোয়ার সাহেব গায়াভি শুনতেন। হিফজে কুরআন সম্পন্নের পর সমস্ত ছেলেদেরকে ঘরেই উর্দু, ফারসি এবং আরবি দ্বিতীয় শ্রেণী কিংবা তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়েছেন। অতঃপর উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যে দারুল উলুম

.....
 দেওবন্দে ভর্তি করান এবং শেষ পর্যন্ত সকলের নেগরানি করেন। আর মেয়েদেরকে ঘরেই দীনের জরুরি শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। ছেলেদের শিক্ষাদীক্ষায় হযরত মাওলানা খুরশেদ আনোয়ার সাহেব গায়াভি (নাজিমে তালিমাত, দারুল উলুম দেওবন্দ) এবং হযরত মাওলানা কারি শফিকুর রহমান সাহেব বুলন্দশহরি (শিক্ষক, তাজভিদ বিভাগ দারুল উলুম দেওবন্দ) হযরতের খুব সহযোগিতা করেছেন। প্রথমজন হিফজে কুরআন এবং উর্দু, ফারসি ও আরবির পাঠদানে এবং দ্বিতীয়জন কিরাআত ও তাজবিদের শিক্ষায় অভিজ্ঞ। এছাড়াও মাওলানা ইশতিয়াক আহমাদ কাসেমী (শিক্ষক, দারুল উলুম দেওবন্দ) এবং আমিও কয়েকজন ছেলের শিক্ষাদীক্ষায় তার সহযোগিতা করেছি।

এছাড়াও মুহতারাম ভাইজানের অভ্যাস ছিল, দেওবন্দে থাকাকালে রমজানুল মুবারকে সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে দিবারাত্র কুরআনে কারিম তিলাওয়াত করতেন এবং রমজানের রাতে না নিজে ঘুমাতে এবং না পরিবারকে ঘুমাতে দিতেন। সকলে রাতভর কুরআনে কারিম তিলাওয়াত করতেন। আর যখন থেকে রমজানে বৃটেন, কানাডা, আমেরিকা এবং আফ্রিকায় যেতেন, তখনও অধিকাংশ সময় তিলাওয়াত করতেন। আর বলতেন, রমজানুল মুবারকে একাত্তর সাথে তিলাওয়াত করতে সফরে এসেছি।

পোশাক ও চেহারা-সুরত

তিনি সর্বদা সাদা পোশাক পরতেন, আমি তাকে সাদা ছাড়া অন্য রঙের পোশাক পরতে দেখিনি, তবে শীতকালে অন্য রঙের গরম কাপড় পরতেন। তিনি সর্বদা গোল জামা পরতেন, যা ছিল অর্ধ গোছা পর্যন্ত। আর পাজামা একটু নিচে হত, কিন্তু গিঠের উপরে থাকত। তার টুপি ছিল গোলাকার, কিন্তু বাজারের টুপি পরতেন না, আহলিয়া মুহতারামার সেলাইকৃত টুপি পরতেন। কখনো টুপির উপর সাদা রুমাল দিতেন, কখনোবা পাগড়ি বাঁধতেন, এর উপর রুমাল পরতেন। গৌফ একেবারে ছেটে নিতেন এবং দাড়ি এক মুষ্টিরচে একটু বেশি রাখতেন। যখন থেকে পশম সাদা পায়, তখন থেকে তিনি পাবন্দির সাথে মাথা ও দাড়িতে মেহদির খিজাব

.....
 লাগাতেন। মৃত্যু পর্যন্ত এর ওপর আমলকারী ছিলেন। শেষ বয়সে মাথার চুল মুণ্ডাতেন, যৌবন এবং পৌঢ় বয়সে কানের লতি পর্যন্ত চুল রাখতেন। অর্ধ ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেলে কাটিয়ে নিতেন, এর নিচে যেতে দিতেন না। এছাড়াও খানাপিনা, উঠাবসা এবং কথাবার্তা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি সুন্নাতের প্রতি পূর্ণ যত্নবান ছিলেন।

শিক্ষার্থীদের সাথে মহানুভবতা

হযরতওয়ালা তালিবুল ইলম ও শিক্ষার্থীদেরকে নিজের সন্তান করতেন, বিশেষকরে যেসব ছাত্র সুস্থ মেজাজের ও মেধাবী হয়, তাদের প্রতি খুব খেয়াল রাখতেন। তাদের শিক্ষাদীক্ষায় কোনো ধরনের ত্রুটি করতেন না, তাদেরকে টাকা-পয়সা দিয়েও সাহায্য করতেন এবং ফারেগ হওয়ার পরে তাদেরকে ভালো মাদরাসায় পাঠদানের জন্য পাঠাতেন। শিক্ষক হওয়ার পরেও তাদের প্রতি খেয়াল রাখতেন এবং তাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে হযরতের বিশেষ খাদেম, জনাব মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ মুরশেদ সাহেব কাসেমী (উস্তায, জামেআ ইসলামিয়া মাসিহুল উলুম বেঙ্গালুর) এর রচিত কিতাব “মেরে মুহসিন মেরে শায়খ” পাঠ করা যেতে পারে^১ অথবা হযরত মাওলানা মুফতি খুরশেদ আনোয়ার সাহেব গায়াবি (শিক্ষাসচিব, দারুল উলুম দেওবন্দ), জনাব মাওলানা মুফতি নুমান সাহেব সিঁতাপুরি (সহকারী মুফতি, দারুল উলুম দেওবন্দ), জনাব মাওলানা মুফতি ইশতিয়াক আহমাদ সাহেব (শিক্ষক, দারুল উলুম দেওবন্দ) এবং হযরত মাওলানা আবদুর রউফ সাহেব গজনভি (সাবেক শিক্ষক, দারুল উলুম দেওবন্দ) তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন। শেষোক্ত হযরত বর্তমানে জামেআতুল উলুম আলইসলামিয়া আল্লামা ইউসুফ বানুরি টাউন করাচি (পাকিস্তান) এর একজন খ্যাতনামা শিক্ষক।

^১ বইটি মাকতাবায়ে হিজাজ দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত। -অনুবাদক।

ব্যবসায় দক্ষতা ও লেনদেনে পরিচ্ছন্নতা

হযরতের ব্যাপারে সাধারণত মানুষের ধারণা ছিল, তিনি নিরেট একজন ইলমি লোক ছিলেন, তিনি সর্বদা পাঠদান ও রচনায় নিবিষ্ট থাকতেন, তিনি কখনো মাছও কিনেননি। কথাটি এক হিসেবে সত্য, তিনি নিজের ঘরের আসবাবপত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারে যেতেন না, যতক্ষণ তার ছেলেরা শিক্ষারত, ঘরের সামান্য আমি আনতাম অথবা কোনো খাদেম কিনে এনে দিত। আমি বয়সে ন্যূন হয়ে গেলে ছেলেরা হাল ধরে, তিনি এসব কাজের দিকে বিলকুল দৃষ্টিপাত করতেন না। ঘরে যা কিছু প্রয়োজন হত, ভাবী সাহেবা আমাকে বলতেন, আমি খরিদ করে নিয়ে আসতাম। আর ছেলেরা বড় হওয়ার পর তারাই করত এসব।

কিন্তু ব্যবসায় তিনি অনেক দক্ষ ও বিচক্ষণ ছিলেন, যখন তিনি মাকতাবায়ে হিজাজ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন আমি এবং মাওলানা রইস সাহেব পুনোরি বাজার থেকে কিতাব নিয়ে আসতাম। আর তিনি নিজ হাতে কিতাব প্যাকেট করতেন এবং ডাকফরম ইত্যাদি পূরণ করে মৌলবি রইস সাহেব, হযরত মাওলানা মুফতি খুরশেদ আনোয়ার সাহেব গায়াভি এবং আমার কাছে সোপর্দ করতেন। আমরা খাদেমরা তা ডাকঘরে পর্যন্ত পৌঁছে দিতাম।

তিনি কোনো কিতাব প্রকাশের ইচ্ছা করলে স্বয়ং দিল্লি চলে যেতেন এবং ভালো কাগজ কিনে দিল্লির সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রেসে ছাপাতেন। শুরুদিকে কিছুটা বেগ পোহাতে হয়েছে, অতঃপর ভাই আবুল কালাম দিল্লির দরিয়াগঞ্জে প্রকাশনার কাজ শুরু করলে তার ওখানে প্রকাশ করতে শুরু করেন। তারপর কাগজ ক্রয়ের লক্ষ্যে তিনি বারবার দিল্লি গমন করতেন এবং মনোমতো কাগজ সংগ্রহ করতেন। দ্রুত কাজ শেষ করার লক্ষ্যে রিকশা তালাশ না করে পদব্রজে দিল্লির অলিগলি ঘুরে সব কাজ আঞ্জাম দিতেন।

যখন আমিও একটি প্রকাশনী প্রতিষ্ঠা করি, তখন আমাকেও নিজের সাথে দিল্লি নিয়ে যেতেন এবং প্রকাশনার কাজে আমাকে পথনির্দেশনা করতেন। তিনি প্রকাশনাজগতে এতটা দক্ষ ছিলেন যে, দারুল উলুম দেওবন্দের

.....
কোনো কিতাব প্রকাশ করতে হযরত মাওলানা মারগুবুর রহমান সহেব (সাবেক মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ) তার সাথে পরামর্শ করতেন এবং তার পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করতেন।

ফলকথা, হযরতওয়ালা নিজের রচনা নিজে প্রকাশ করতেন, অন্যদের মাধ্যমে প্রকাশ করাকে পছন্দ করতেন না। এ ব্যাপারে তার বুচি অনেক সুউচ্চ ছিল। তিনি লেনদেনে এতটা স্বচ্ছ ছিলেন যে, কখনো কোনো কিতাব বাকিতে প্রকাশ করেননি। কাগজের মূল্য আগে পরিশোধ করতেন, মুদ্রণের বিনিময় পরিশোধে বিলম্ব করতেন না। অথচ তার কিছু কিতাব বৃহত্তর ভলিউমে রয়েছে (যেমন: রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ, তুহফাতুল কারি, তুফফাতুল আলমায়ি এবং হেদায়েতুল কুরআন ইত্যাদি), এগুলোর মুদ্রণে মোটা অঙ্কের টাকার প্রয়োজন হত। কিন্তু তিনি আগে সব টাকার ব্যবস্থা করতেন, তারপর প্রকাশের এরাদা করতেন। তার নতুন কোনো রচনা প্রকাশিত হলে প্রেসের কর্মচারীবৃন্দকে মিষ্টি খাওয়াতেন এবং তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন।

হযরতের লেনদেন এতটা স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ছিল যে, পুরা জীবনে কেউ তার সম্পর্কে সামান্য অভিযোগ করতে হয়নি। কেননা তিনি বাণিজ্যে আমানত ও সততার প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখতেন। তিনি পবিত্র হাদিস “অতিশয় সত্যবাদী আমনতদার ব্যবসায়ীর হাশর হবে নবীগণ, সিদ্দিকগণ ও শহিদগণে সাথে” এর বাস্তব নমুনা ছিলেন।

তাওয়াক্কুল ও বদান্যতা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

“আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করল, তিনি তার জন্য যথেষ্ট।”
(সূরা তালাক, আয়াত: ৩)

এই আয়াতের প্রতি হযরতের এতটা বিশ্বাস ছিল যে, ১৪২৪ হিজরিতে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে বেতন গ্রহণ বন্ধ করে দেন। এমনকি ১৩৮৪

.....

হিজরি থেকে ১৪২৩ অবধি দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দির ও দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে গ্রহণকৃত বেতন ফিরিয়ে দেন। পরে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কোনো খেদমতের বিনিময় গ্রহণ করেননি। এতৎসঙ্গেও তার বদান্যতার অবস্থা এই ছিল যে, তিনি তার শিক্ষকদের প্রতি খুব খেয়াল রাখতেন, তাদেরকে প্রতি বছর মোটা অঙ্কের টাকা হাদিয়া দিতেন। উস্তাযগণ আনন্দের সাথে কবুল করতেন এবং শোকরিয়া আদায় করতেন। অসহায় আত্মীয়দেরকে সাহায্য করতেন, নিজের সন্তানদেরকে দিতে থাকতেন। নিজের খাদেম ও ছাত্রদেরকেও সাহায্য করতেন। তার কোনো কিতাব প্রকাশিত হলে উলামায়ে কেরাম ও দোস্ত-আহবাবকে হাদিয়া প্রদান করতেন। কোনো অভাবী তার কাছে আসলে যথাসম্ভব প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন।

বেতন বন্ধের আবেদনপত্র ও এর অনুমোদন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

হযরতে আকদাস মুহতামিম সাহেবের সমীপে
সালাম মাসনুনের পরে নিবেদন করছি, এখন আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে আমার কিতাবের ব্যবসায় এতটা বরকত হয়েছে যে, এর দ্বারা পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতে পারি। অতএব, মুহররম ১৪২৪ হিজরি থেকে আমার বেতন বন্ধ করার আবেদন করছি।

সাঈদ আহমাদ [উফিয়া আনহু]

৭/১/১৪২৪ হিজরি

হিসাব রক্ষক!

মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি জিদা মাজদুহুমের বেতন মকুফ করার আবেদনপত্র মঞ্জুর করা হল। আল্লাহ তাআলা এই নিঃস্বার্থতার বদলে তাকে উভয় জাহানে উত্তম বিনিময় দান করুক, ব্যবসা-বাণিজ্যে আরো বরকত দান করুক এবং ইহকাল-পরকালে নিজের অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য করুক।

মারগুবুর রহমান

২০/১/১৪২৪ হিজরি

তিনি দীনি খেদমতের বিনিময় গ্রহণ করতেন না কেন?

আমাদের মুহতারাম পিতার মনে আশা ছিল, তার একজন ছেলে আলেম-ফাজেল হওয়ার পাশাপাশি চিকিৎসাবিদ্যায়ও দক্ষতা অর্জন করবে, যাতে সে পাঠদান ও অন্যান্য দীনি খেদমত পারিশ্রমিক ছাড়া সম্পাদন করতে পারে এবং নিজের পরিবারের খরচ ফার্মেসির আয় দ্বারা পূরা করবে। পালনপুর এলাকার প্রসিদ্ধ বুজুর্গ ও উম্মাহর সংস্কারক হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ নজির মিয়া সাহেব রহ. মুমান ভ্রাতৃহের ওপর তার বিরাট অবদান রয়েছে। আর আজ পালনপুর এলাকায় দীনি যে পরিবেশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, তা হযরতের মেহনতের ফসল। তিনি আলেম-ফাজেল হওয়ার সাথে সাথে ভালো একজন হাকিমও ছিলেন, তিনি সমস্ত দীনি কাজ ও পাঠদানের খেদমত পরিশ্রম ছাড়া করতেন এবং পরিবারের প্রয়োজনসমূহ ফার্মেসির আমদানি দ্বারা পূরা করতেন।

আমাদের মুহতারাম পিতারও এই আকাঙ্ক্ষা ছিল। সুতরাং যখন মুহতারাম ভাইজান হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব দাওরায়ে হাদিস পাশের পরে রমজানুল মুবারকে বাড়িতে গমন করেন, তখন ঈদুল ফিতরের একদিন পরে মুহতারাম পিতা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আগামী বছর কী করার সঙ্কল্প? তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে ইফতা বিভাগে ভর্তির ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন পিতা আলিগড়ে গিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। কিন্তু তিনি আলিগড়ে যেতে অস্বীকার করে বলেন, আমি দারুল উলুম দেওবন্দে গিয়ে ইফতায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক, আলিগড় যেতে চাই না। তবে পারিশ্রমিক ছাড়া দীনের খেদমত করা আপনার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

.....

সুতরাং প্রথম দিন থেকেই তিনি পাঠদানের পাশাপাশি রচনা-সঙ্কলনের দিকে মনোযোগী হন এবং দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষক হওয়ার পরে নিজস্ব লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার রচনাবলিকে গ্রহণযোগ্যতা দান করেন এবং মাকতাবা থেকে প্রয়োজনীয় খরচার ব্যবস্থা হয়ে গেল, তখন ১৪২৩ হিজরিতে তিনি বাইতুল্লাহর হজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে বেতন গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেন। আর অতীতে দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দির এবং দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে যে বেতন গ্রহণ করেছিলেন, তা ফিরিয়ে দেন। অতঃপর মৃত্যু পর্যন্ত কোনো প্রতিদান গ্রহণ করেননি এবং মুহতারাম পিতার মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন।

ایں سعادت بزور بازو نیست * تانہ بخشد خدائے بخشدہ

বাইআতের অনুমতি

তিনি যেভাবে ইলমে জাহেরির ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা রাখতেন, ইলমে বাতেনি দ্বারাও তিনি সিজ্জ হন। কিন্তু তা এই পরিমাণ গোপন রাখতেন যে, সাধারণত মানুষ মনে করত তিনি শুধু বাহ্যিক জ্ঞানে-ই দক্ষতা রাখতেন। অথচ বাস্তবতা হল, তিনি ছাত্রকাল থেকেই হযরত শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া সাহেব রহ. এর কাছে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। যে বছর তিনি ইফতা বিভাগের তালেবে ইলম ছিলেন, সে বছর অন্তরে বাইআত হওয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হলে তিনি দেওবন্দ থেকে সাহারানপুর চলে যান এবং পুরাতন মাদরাসার মসজিদে জোহরের নামায পড়ার পর হযরত শায়খ মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া সাহেব এর কাছে বাইআত হয়ে যান। বাইআতের পরে হযরত জিজ্ঞাসা করলেন: প্রেমাস্পদ! তুমি কী কর? তিনি বললেন, হযরত! কুরআনে কারিম হিফজ করি, বাল্যকালে হিফজ করিনি। পালনপুর এলাকায় হিফজে কুরআনের প্রচলন ছিল না এবং একজন ভাইকে (মুহাম্মাদ আমিন পালনপুরি) হিফজ পড়াই, অপর একজন ভাইকে (মৌলবি আবদুল মাজিদ) ফারসি পড়াই। আর নিজে ইফতা বিভাগের

.....
 তালেবে ইলম, এর কাজও পূরণ করতে হয়। হযরত বললেন: ব্যস! ব্যস!!
 প্রিয়, এগুলোই করতে থেকো। তিনি কোনো ওজিফা বাতলে দেননি।
 এছাড়াও অন্যান্য বুজুর্গানে দীনেরও সহচর্যে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি
 মাজাহেরুল উলুমে ছাত্র থাকাকালে বিশেষকরে হযরতে আকদাস মাওলানা
 আবদুল কাদের সাহেব রায়পুরি রাহিমাহুল্লাহুর মজলিসে অংশগ্রহণ
 করতেন। তিনি হযরত মাওলানা মুফতি মুজাফফর হুসাইন সাহেব
 মাজাহেরি রাহিমাহুল্লাহুরও মুজাজ ও খলিফা ছিলেন। হযরত মুফতি সাহেব
 এর জন্য প্রদত্ত অনুমতিপত্র নিম্নরূপ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মুহতারাম ও মুকাররাম জনাব মাওলানা আলহাজ মুফতি সাঈদ আহমাদ
 সাহেব, উস্তায়ে হাদিস দারুল উলুম দেওবন্দ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করে আন্তরিক প্রশান্তি ও উন্মুক্ত বক্ষের
 সাথে আপনাকে বাইআতের অনুমতি প্রদান করছি। আলহামদুলিল্লাহ!
 আপনার মাঝে ইলম ও আমল সর্বদিক বিবেচনায় এর যোগ্যতা ও যথার্থতা
 বিদ্যমান, যা মূলত অনুমতির ভিত্তি। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে
 ইচ্ছা দান করেন।

আল্লাহ তাআলার ওপর নির্ভর ও ভরসা করে ইসলাম-তরবিয়াত ও শিক্ষা-
 দীক্ষার সূচনা করে দিন। আর হযরত থানবি রাহিমাহুল্লাহুর রচনাসমগ্র,
 মাওয়াযিজ ও মালফুজাত নিজেও পাঠ করতে থাকবেন, কখনো পাশে
 উপবিষ্টদেরকেও শুনাবেন। অন্তর থেকে দোয়া রইল, আল্লাহ তাআলা
 আপনাকে দৃশ্য-অদৃশ্য উন্নতি দ্বারা ধন্য করুন। অধমকেও দোয়ায় শরিক
 রাখবেন। ডুয়াসসালাম।

মুজাফফর হুসাইন মাজাহিরি

২১ জুমাদাল উলা ১৪১৮ হিজরি

মুহতামিম, জামেআ ইসলামিয়া মাজাহিরুল উলুম (ওয়াকফ) সাহারানপুর

(উত্তর প্রদেশ), ভারত

এছাড়াও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাযিদ্ হুসাইন আহমাদ সাহেব
 মাদানি এর খলিফা হযরত মাওলানা সাযিদ্ মাহমুদ সাহেব পঠেরভি

.....
রাহিমাল্লাহুর সূত্রেও তিনি খলিফা ও মুজাজ ছিলেন। মাওলানা মাহমুদ সাহেব রাহিমাল্লাহুর অনুমতিপত্র নিম্নরূপ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মাখদুমুনালা মাকাম জুল মাজদি ওয়াল কারাম জনাব হযরত মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি দামাত বারাকাতুহুম

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আপনার জ্ঞান-গুণের মোকাবেলায় বান্দা আপনার জুতার ধুলোর সমতুল্যও নয়, এতৎসত্ত্বেও কিছু কথা আরজ করতে চাচ্ছি, আপনি সুনিশ্চিত কবুল করবেন এই আশায়।

দীর্ঘদিন থেকে অন্তরে এই কথা আসছে যে, আপনার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন শরিয়তের অনুসারী আলেমে দীন তাসাউফের লাইনে কাজ করলে উম্মতের জন্য অনেক অনেক উপকারী হবে, এজন্য বান্দা আপনাকে হযরত শায়খুল ইসলাম মাওলানা সায্যিদ হুসাইন আহমাদ সাহেব মাদানি রহ. এর যে সম্বন্ধ অধর্মের অর্জিত আছে, এর ওপর আপনাকে বাইআতের অনুমতি দিচ্ছি। ইনশাআল্লাহু তাআলা, আপনার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার মাখলুক অনেক বেশি উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ডুওয়াসসালাম।

খাদেম সায্যিদ মাহমুদ

বর্তমানে অবস্থানরত, মাদানি মনজিল দেওবন্দ, জেলা: সাহারানপুর

বাইতুল্লাহ জিয়ারত

হযরত মুফতি সাহেব বেশ কয়েকবার হারামাইন শরিফাইনের জিয়ারতে ধন্য হয়েছেন। সর্বপ্রথম ১৪০০ হিজরি, মোতাবেক ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে সস্ত্রীক পানির জাহাজে ভ্রমণ করেন এবং ফরজ হজ আদায় করেন। অতঃপর ১৪০৬ হিজরিতে আফ্রিকা থেকে দ্বিতীয়বার হজ আদায় করেন, যেহেতু তিনি আগেরবার নিজের ফরজ হজ আদায় করে নিয়েছিলেন, এজন্য এই দ্বিতীয় হজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে বদলি হজ হিসেবে করেন। তারপর ১৪১০ হিজরি, মোতাবেক ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে সৌদি আরবের হজ মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে তৃতীয়বার হজ আদায় করেন, তারপর

.....
 ১৪২৩ হিজরিতে চতুর্থ হজ করেন। সে সফরে হযরতের সাথে ছেলে মাওলানা মুফতি হুসাইন আহমাদ সাহেব এবং আমি লেখকও ছিলাম। আর এই হজের পরেই দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে বেতন গ্রহণ না করার এবং দারুল উলুম আশরাফিয়া ও দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে নেয়া বেতন ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সুতরাং ১৪২৪ হিজরিতে অতীতে নেয়া সমস্ত বেতন ফিরিয়ে দেন।

তিনি মোট চারবার উমরা করেছেন, প্রথমবার ১৪২১ হিজরির শাবান মাসে সত্বীক করেছেন, দ্বিতীয়বার ১৪৩১ হিজরির মহররম মাসে। সে উমরায় হযরত মাওলানা সায্যিদ আরশাদ মাদানি সাহেব সফরসঙ্গী ছিলেন। তৃতীয়বার রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ হিজরিতে করেন, সে সফরে সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন তার ছেলে মুফতি হুসাইন আহমাদ সাহেব এবং দুবাইয়ের ইবরাহিম ভাই। আর চতুর্থবার রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ হিজরিতে করেন, সে উমরায় তার দুই ছেলে মাওলানা মুফতি হুসাইন আহমাদ সত্বীক, মাওলানা আহমাদ সাঈদ সাহেব সত্বীক এবং বাংলাদেশ থেকে হযরতওয়ালার বিশেষ খাদেম হযরত মাওলানা আবুবকর সাহেব মাদানিনগরীও গমন করেন। তিনি এই উমরায় হযরতওয়ালার খেদমত ও আরাম পৌঁছাতে কোনো কসুর করেননি, তিনি হযরতের এতটা নিকটবর্তী ছিলেন যে, তাকে একান্ত বিষয়ও বলতেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করতেন এবং তার পরামর্শের ওপর আমল করতেন। যখন তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন, কিছু দিন পরে কিছুটা হুঁশ ফিরে আসে। আইসিইউ থেকে বেরিয়ে আমরা ভাইকে বলেন: আমাদের মোবাইল এনে দাও, আমি ফোন করতে চাচ্ছি। তিনি মোবাইল এনে দিলে হযরতওয়ালার মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক সাহেবের সাথে কথা বলেন এবং তাকে নিজের অবস্থা সম্পর্কে জানান।

পিতা-মাতার আলোচনা

যে সময় শায়খুল ইসলাম আব্বাস শাকির আহমাদ উসমানি, মাওলানা বদরে আলম মিরাসি সাহেব এবং মুহাদ্দিসে কাবির হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানুরি রাহিমাহুমুল্লাহ ডাবিলে পড়াতেন, সেসময় পিতাজি

.....
সেখানে পড়তেন। তিনি হযরত মাওলানা বদরে আলম সাহেব মিরাসি মুহাজিরে মাদানি রাহিমাহুল্লাহুর বিশেষ খাদেম ছিলেন, কিন্তু পারিবারিক দুরবস্থার কারণে শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেননি। এজন্য তিনি তার ছেলেদেরকে মাওলানা শাকির আহমাদ উসমানি, মাওলানা বদরে আলম মিরাসি এবং মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানুরি রাহিমাহুল্লাহুর মতো রত্ন বানানোর স্বপ্ন দেখতেন। মাওলানা বদরে আলম রাহিমাহুল্লাহ ওয়ালিদ সাহেবকে এই নসিহত করেছিলেন যে :

“ইউসুফ! যদি তুমি নিজের ছেলেদেরকে ভালো আলেম বানাতে চাও, তাহলে হারাম ও নাজায়েয সম্পদ থেকে বিরত থেকে এবং সন্তানদেরকেও হারাম না জায়েজ ও হারাম সম্পদ থেকে বাঁচিয়ে রেখো। কেননা ইলম একটি নুর, যে শরীর নাজায়েয ও হারাম মাল দ্বারা লালিত হয়, সে শরীরে এই নুর প্রবেশ করে না।” হযরত মাওলানা রাহিমাহুল্লাহ সম্মানিত পিতাকে এই নসিহত এজন্য করেছিলেন যে, তখন আমাদের পুরা বংশ ব্যবসায়ীদের সুদে জর্জরিত ছিল। আমাদের দাদাও এক ব্যবসায়ী থেকে সুদের ওপর ঋণ করে একটি জমি কিনেছিলেন, সম্মানিত পিতা তখন ছিলেন ডাবিলের ছাত্র। এ ব্যাপারে দাদার সাথে তার মতবিরোধ করলে দাদা তাকে পৃথক করে দেন। অতঃপর সম্মানিত পিতা হারাম সম্পদ থেকে বাঁচার লক্ষ্যে বাধ্য হয়ে শিক্ষা ছেড়ে পরিবারের লাগাম ধরেন। আর পাক্ষা প্রতিজ্ঞা করেন যে, প্রয়োজনে অনাহারে থাকব, তবুও হারাম মাল স্পর্শ করব না। যাতে করে যদিও আমি লেখাপড়া করতে পারিনি-আল্লাহ তাআলা আমার সন্তানদেরকে ইলমে দীন দান করেন।

সুতরাং সম্মানিত পিতা রাহিমাহুল্লাহ অবৈধ ও হারাম সম্পদ, এমনকি সন্দেহপূর্ণ সম্পদ থেকে বেঁচে থাকতেন এবং নিজের সন্তানদেরও বাঁচিয়ে রাখতেন। তাদের শিক্ষাদীক্ষার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি রাখতেন, নামায-রোযার এতটা পাবন্দি করতেন যে, আমার জানামতে তার কোনো নামায কাজা হয়নি। সম্মানিত মাতার ইনতিকালের পর তিনি কুরআনে কারিম মুখস্থ করতে শুরু করেন। সাত/আট পারা মুখস্থ করেও ছিলেন, কিন্তু আয়ু আর সাড়া দেয়নি!

তিনি ১৯ জিলকদ ১৪১২ হিজরি, মোতাকেব ২৩ মে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ শনিবার রাতে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য উঠেন। একটু গরম অনুভব হলে

.....

গোসল করেন এবং কাপড় পরিবর্তন করতে করতে বুকে ব্যথা শুরু হয়। ভাই আবদুল মাজিদকে ডাক দেন, তিনি দ্রুত তার খেদমতে উপস্থিত হন, দেখেন তার সমস্ত শরীর ঘামে ভর্তি। তিনি নিজেই বুক দাবিয়ে চোকির উপর বসে আছেন। ভাই এই অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে ভাই আবদুর রহমানকে ডাকতে গেলেন। যিনি এক/দেড় মাইল দূরে থাকতেন। এবং ডাক্তার আনার ফিকির করতে লাগলেন। পিতা বললেন, ডাক্তার আনার প্রয়োজন নাই। এ কথা বলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আমাদের সম্মানিত মাতাও দীনের জরুরি বিষয়ে অবগত ছিলেন, তিনি পারিবারিক বিষয়ে দক্ষ, অত্যন্ত পরিপাটি, নামায-রোযার গুরুত্বদানকারিণী সালেহা, আবেদা, সাবেরা ও শাকেরা একজন নারী ছিলেন। তিনি ১০ মুহররম ১৩৯৯ হিজরিতে আশুরার রোযা রেখে নিজের সবচে বড় ভাই হযরত মাওলানা ওয়ালি মুহাম্মাদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর সাক্ষাতে যান, যিনি হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ. যুগে এর ডাবিলের ছাত্র ছিলেন। মাগরিবের সময় ইফতার করে নামায পড়েন, তারপর সকলে আহার করে খাটে বিশ্রাম নেন। ইশার সময় হলে পিতা এবং ভাই আবদুল মাজিদকে ডাক দিয়ে উঠিয়ে নামাযে পাঠান, ছোট বোন সারা খাতুন নিজের মেয়েকে নিয়ে শুয়েছিল, তাকেও ইশার নামাযের জন্য জাগান। সেও উঠে নামায পড়তে লাগল। ওয়ালিদ সাহেব ইশার নামায পড়ে এসে দেখেন যে, ওয়ালিদা সাহেবার চুল খাটের নিচে ঝুলে আছে। তিনি দুই-তিনবার আওয়াজ দিয়ে বললেন, এভাবে শুয়ে আছ কেন? তারপর তিনি চুলগুলো ঠিক করতে হাত লাগালে বুঝেন যে, প্রাণপাখি বেরিয়ে গেছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতাকে ক্ষমা করে দিন, জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিবাসী করেন, তাদের কবরকে নূর দ্বারা ভরে দিন! আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

এই বিরাট বিপদের পরে হাকিমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারি মুহাম্মাদ তায়্যিব সাহেব রহ. মুহতারাম ভাইজানের নামে যে শোকবার্তা প্রেরণ করেছিলেন, তা নিম্নরূপ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

তারিখ: ২৪/১/৯৯ হিজরি

মুহতারাম ও মুকাররাম মাওলানা সাঈদ আহমাদ সাহেব

পর সালাম! আপনার চিঠির মাধ্যমে ওয়ালিদা মাজেদার আচমকা মৃত্যুর ঘটনা শুনে বিষণ্ণতা হয়েছে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মাতা-পিতার ছায়া বাস্তবে একটি বড় সম্পদ ও মহা সৌভাগ্য, এ থেকে বঞ্চিত হলে যতই ছটফটানি ও দুঃখ হোক, তা স্বল্পই। এতৎসত্ত্বেও নিয়তির ওপর সন্তুষ্ট থাকা ও ধৈর্যধারণ করার ব্যাপারে আপনার সামনে কি আর পেশ করব। আল্লাহ তাআলা মরহুমাকে সেখানের সুখ-শান্তি দান করেন এবং হিতাকাজক্ষী ও আত্মীয়দেরকে তার উত্তম কর্ম ও বরকতের খাঁটি উত্তরাধিকারী করুন। দারুল উলুমে খতমে কুরআন ও ইসালে সওয়াবের এহতেমাম করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। আমাদের সকলের তরফে শোকবার্তার কথা আত্মীয়দের পর্যন্ত পৌঁছে দিবেন। ওয়াসসালাম।

মুহাম্মাদ তায়্যিব

মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ।

ভাই-বোনদের আলোচনা

হযরত মুফতি সাহেব রহ. এর একজন মা-শরিক ভাই, চারজন আপন ভাই এবং চারজন আপন বোন ছিল। মা-শরিক ভাইয়ের নাম ছিল আহমাদ, তিনি সবচে বড় ছিলেন, তিনি ১৭/৪/২০০৫ সালে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তার মর্যাদা বুলন্দ করুন, আমিন!

আর নিজস্ব ভাই-বোনদের মাঝে হযরত মুফতি সাহেব বড় ছিলেন, যার জীবনচরিত লিখছি। তার ছোট বোন হলেন ‘হাওয়া’, তিনি বিধবা ও জীবিত আছেন। বোন হাওয়ার ছোট ছিলেন আবদুর রহমান, তিনি আলেম ছিলেন না, কিন্তু মাতা-পিতা ও ভাই-বোনদের কাজে আগে আগে থাকতেন। ১ মার্চ ২০১৩ সালে জুমুআর দিনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী করুক, আমিন!

ভাই আবদুর রহমানের ছোট হলেন বোন রহিমা, তিনি কয়েক বছর থেকে বিধবা, তিনি এখনো জীবিত। তার ছোট ছিলেন ভাই আবদুল মাজেদ। তিনি নিজ ভাই হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেবের কাছে ফারসি পড়েছেন এবং আরবির প্রাথমিক শিক্ষা দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দির (সুরত) এ ভর্তি হয়ে অর্জন করেন। পরে এক বছর মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুরে পড়েন, পরে অসুস্থ হয়ে বাড়ি চলে যান। অতঃপর দারুল উলুম আশরাফিয়া থেকে দাওরা পাশ করেন। ফারেগ হওয়ার পরে ক্ষেত-কৃষির কাজ করতেন। অবশেষে ১ জানুয়ারি ২০১৫ সালে বৃহস্পতিবারে ইহকাল ত্যাগ করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তার মর্যাদা বুলন্দ করুন, আমিন!

তার ছোট আমি অধম লেখক মুহাম্মাদ আমিন, আমার ছোট বোন হলেন আয়েশা, তার ছোট হলেন সারা খাতুন। তারা উভয়জন জীবিত আছেন।

ভাই হাবিবুর রহমানের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ভাই-বোনদের মাঝে সবচেয়ে ছোট হলেন হাবিবুর রহমান, তার জন্মসন ৭/২/১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ। তিনি ভালো একজন কুরআনের হাফেজ, দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দিরের উচ্চ স্তরের সফল একজন শিক্ষক। তিনি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কামরুজ্জামান সাহেব এলাহাবাদি দামাত বারাকতুহুমের সম্মানিত খলিফা, তার অনুমতিপত্রের পাঠ এরকম:

باسمہ تعالیٰ

আমার সম্মানিত প্রিয় হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব পালনপুরি জিদা মাজদুহু

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

আপনার অবস্থা জেনে হঠাৎ অন্তরে আপনাকে অনুমতি দেয়ার কথা জেগে ওঠে, সুতরাং আপনাকে তাসাউফের চার তরিকায় বাইআত করার অনুমতি দিচ্ছি। আপনি কবুল করবেন। দোয়া রইল, যেন আল্লা তাআলা আপনার দ্বারা তাসাউফেরও খুব কাজ নেন এবং কবুল করেন। আমিন! এই অধমও দোয়ার মুখাপেক্ষী। ডুয়াসসালাম।

মুহাম্মাদ কামরুজ্জামান এলাহাবাদি

২৭ রমজানুল মুবারক ১৪২৬ হিজরি, ৪ নভেম্বর ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ

.....
 তিনি কুরআন মুখস্থ করে ফারসি ও আরবির প্রাথমিক শিক্ষা আপন ভাই হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ সাহেব থেকে অর্জন করেন। আরবি দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থের কিতাবসমূহ দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে পড়েন, তারপর চলে যান মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুর, সেখানে অবশিষ্ট শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৪০১ হিজরি, মোতাবেক ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে দাওরায়ে হাদিস পাশ করে ঐ বছরই জামেআ আরাবিয়া ইসলামিয়া গুলজারে হুসাইনিয়া উজরাড়া (মিরঠা) এ শিক্ষকতার সূচনা করেন। আট বছর পর্যন্ত সেখানে মিশকাতুল মাসাবিহ, তাফসিরে জালালাইন, শরহুল আকায়িদি, নুরুল আনোয়ার ইত্যাদি কিতাবের পাঠদান করেছেন।

অতঃপর ১৪০৮ হিজরিতে দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দিরে চলে যান এবং সেখানে মিশকাতুল মাসাবিহ, হেদায়া দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড, নুরুল আনোয়ার, হুসামি, শরহুল আকায়িদিন নাসফিয়া, তাফসিরে বাইজাভি, সাফিনাতুল বুলাগা, মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে তিরমিযি, শামায়েলে তিরমিযি, সহিহ মুসলিম ইত্যাদি কিতাবের পাঠদান করেছেন। বর্তমানে সেখানে সুনানে তিরমিযি, শামায়েলে তিরমিযি, সহিহ মুসলিম, সুনানে নাসাই, মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ, তাফসিরে বাইজাভি এবং সাফিনাতুল বুলাগা পড়াচ্ছেন। আর সুফিবাগ সুরতে পূর্ণ সহিহ বুখারির পাঠদান করেন।

পরিবার-পরিজনের আলোচনা

হযরত মুফতি সাহেব রহ. এর বৈবাহিক সম্পর্ক ও সুন্নাতে আকদ ১৬ জুলহিজ্জা ১৩৮৪ হিজরি, মোতাবেক ১৯ এপ্রিল ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে, মামা হাফেজ মৌলবি হাবিবুর রহমান সাহেব শাইরার বড় মেয়ে ‘সাকিনা খাতুন’র সাথে সম্পন্ন হয়। মামা সাহেব কুরআনে কারিমের ভালো একজন হাফেজ ছিলেন, ডাবিল থেকে শিক্ষার্জন করেছিলেন। তিনি আপন মাতার ইনতিকালের পর অধিকাংশ সময় চব্বিশ ঘণ্টায় কুরআনে কারিম খতম করে ইসালে সওয়াব করতেন। কিন্তু যৌবনকালেই দুই মেয়ে এবং এক ছেলে রেখে মৃত্যুবরণ করেন। তার ইনতিকালের পরে তার সন্তানদেরকে

.....
তাদের দাদা, আমাদের নানা এবং মামা আবদুর রহমান সাহেব শাইরা
লালনপালন করেন এবং তাদেরকে বিবাহ দেন।

তার সহধর্মিণী অত্যন্ত শাকেরা, সাবেরা, আবেদা ও জাহেদা একজন নারী
ছিলেন। তিনি কুরআনে কারিমের একজন ভালো হাফেজাও ছিলেন।
নিজের সমস্ত ছেলে-মেয়েদের হেফজের শিক্ষিকাও ছিলেন। বিবাহের পর
ঘরের কাজকর্ম আঞ্জাম দেয়ার পাশাপাশি হযরত মুফতি সাহেব রহ. এর
কাছে কুরআনে কারিম মুখস্থ করেছিলেন।

সহধর্মিণীর মৃত্যুবরণ

১৯ জুমাদাল উথরা ১৪৩২ হিজরি, মোতাবেক ২৩ মে ২০১১ খ্রিস্টাব্দ,
রোজ সোমবার, সকাল চারটা বেজে দশ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশেষ ত্যাগ
করেন। রাত দুইটার সময় অসুখ শুরু হয়, ফজরের নামাযের শুরু ওয়াক্তে
বসে ইশারা করে নামায পড়েছেন। নামাযান্তে তিন-চার মিনিটের ভিতরে
প্রাণপাখি উড়ে যায়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! তিনি
মাকবারায়ে কাসেমীতে শায়িত আছেন। তার ওফাতে হযরত মাওলানা
সায়্যিদ আবদুল আজিজ জুফর সাহেব জুনাকপুরি কাসেমী সাহেব
রাহিমাহুল্লাহ একটি শোকগাঁথাও আবৃত্ত করেন।

হাজরতওয়ালার সমস্ত ছেলে-মেয়েদের

নাম, জন্মসন ও সংক্ষিপ্ত জীবনী

১- জনাব হাফেজ মুফতি রশিদ আহমাদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ:

জন্ম: ৪ জুমাদাল উথরা ১৪৩৩ হিজরি, মোতাবেক ২০ সেপ্টেম্বর
১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ, রোজ মঙ্গলবার। মৃত্যু: ৫ শাওয়াল ১৪১৫ হিজরি,
মোতাবেক ৭ মার্চ ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ, রোজ মঙ্গলবার। তিনি দারুল
উলুম দেওবন্দ থেকে দাওরা পাশ করার পরে একবছর জামেআ
হুসাইনিয়া রান্দির (সুরত) এ মাধ্যমিকের কিতাবাদি পড়ান, তারপর
শিক্ষকতা ছেড়ে বাড়িতে চলে আসেন এবং ভাইদের শিক্ষাদীক্ষায়
পিতার সহযোগিতা করেন। অবশেষে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় শাহাদত

.....
বরণ করেন। তিনি মাকবারায়ে কাসেমীতে শায়িত আছেন, বিস্তারিত
সামনে আসছে।

- ২- জনাব হাফেজ সাঈদ আহমাদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ: (এই ছেলে পিতার
সমনামের ছিলেন)

জন্ম: ১ জিলকদ ১৩৮৭ হিজরি, মোতাবেক ১ম ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮
খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। মৃত্যু: ২৮ রবিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরি,
মোতাবেক ২৬ নভেম্বর ২০১৯, রোজ মঙ্গলবার। তিনি হেদায়া পর্যন্ত
পড়ে শিক্ষার্জন ছেড়ে দেন। কিছু দিন ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন,
তারপর ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে মৃত্যু অবধি সুরতের রামপুরা এলাকার
দারুল উলুমে হিফজের শিক্ষক ছিলেন। তিনি সেখানে ইনতিকাল
করেছেন এবং রান্দিরের কবরস্থানে শায়িত হন। তিনি সন্তীক একবার
হজ করেছিলেন।

- ৩- জনাব হাফেজ মৌলবি ওয়াহিদ আহমাদ সাহেব:

জন্ম: ১৭ জুমাদাল উলা ১৩৮৯ হিজরি, মোতাবেক ২ আগস্ট ১৯৬৯
খ্রিস্টাব্দ, রোজ শনিবার। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের ফাজিল, তিনি
বর্তমানে ‘দামান’ এ জামেআ নুরুল ইসলাম এ পাঠদানের খেদমত
আঞ্জাম দিচ্ছেন। জীবিত ভাই-বোনদের মাঝে তিনি সবচে বড়, তিনিই
নিজের পিতা হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেবের
জানাজার ইমামতি করেছেন। তিনিও সন্তীক একবার হজ পালন
করেছেন।

- ৪- মরহুমা আয়েশা:

জন্ম: ১৩ জুমাদাল উলা ১৩৯১ হিজরি, মোতাবেক ৭ জুলাই ১৯৭১
খ্রিস্টাব্দ, রোজ বুধবার। মৃত্যু: ১৬ রবিউল আউয়াল ১৪৯৩ হিজরি,
মোতাবেক ২০ এপ্রিল ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার রান্দিরে
ইনতিকাল করেন। তিনি রান্দিরের ঐ কবরস্থানে শায়িত, যেখানে
হাফেজ সাঈদ আহমাদ সাহেব শায়িত।

- ৫- জনাব হাফেজ মৌলবি হাসান আহমাদ সাহেব:

জন্ম: ১৪ মুহররম ১৩৯৩ হিজরি, মোতাবেক ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩
খ্রিস্টাব্দ, রবিবারে। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের ফাজিল, বাসায়
কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে কাজ করছেন। এই কিতাবটি তিনিই

.....
কম্পোজ করেছেন, এছাড়াও হযরতওয়ালার সমস্ত কিতাব তিনিই কম্পোজ করেছেন। তিনি সস্ত্রীক একবার হজ এবং একবার উমরা পালন করেছেন।

৬- জনাব হাফেজ মৌলবি মুফতি হুসাইন আহমাদ সাহেব:

জন্ম: ২ জুমাদাস সানিয়া ১৩৯৪ হিজরি, মোতাবেক ২৪ জুন ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজ মঙ্গলবার। তিনিও দারুল উলুম দেওবন্দের ফাজিল, ফারেগ হওয়ার পরে দুবছর জামেআ আশরাফিয়া রান্দিরে মাধ্যমিক স্তরে পড়ান, তারপর পাঠদান ছেড়ে পিতার কাছে ইফতা পড়েন। তারপর জামে মসজিদ আমরোহায় হাদিসের কিতাবসমূহের পাঠদান করেন, অতঃপর দারুল উলুম জাকারিয়া দেওবন্দে সহিহ মুসলিম, সুনানে তিরমিযি, আব্দুররুল মুখতার ইত্যাদি কিতাবের পাঠদান করেন। বর্তমানে দেওবন্দে নিজ বাসভবনে ‘মাহাদুল ফিকহিন নুমানি’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান কয়েম করে ‘তাখাসসুস ফিল ফিকহি’র শিক্ষাকার্য আঞ্জাম দিচ্ছেন। তিনি পূর্ণ তুহফাতুল আলমায়ি, তুহফাতুল কারির প্রথম আট খণ্ডের বিন্যাসকারী। সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘ইজাহুল মুসলিম’ নামে বিন্যস্ত করেছেন, যার প্রথম খণ্ড সম্মানিত পিতার তত্ত্বাবধানে প্রকাশ হয়েছে। তিনি চারবার হজ এবং তিনবার উমরা পালন করেছেন। তার স্ত্রী বিয়ের আগে প্রথম হজ করেছিলেন, পরে একটি উমরা স্বামী ও শ্বশুর মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেবের সাথে করেছেন। ভালো লাগার কথা হল, হযরতওয়ালার এই ছেলে শাইখে তরিকত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কামরুজ্জামান সাহেব এলাহাবাদি দামাত বারকাতুহুমে মূজাজ ও খলিফা। তার অনুমতিপত্র নিম্নরূপ:

বিসমিহি তাআলা

প্রিয় মাওলানা হুসাইন আহমাদ সাহেব সালামাতুল্লাহ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াব্বারাকাতুহ।

অন্তরের তাকাজা অনুযায়ী আপনাকে তাসাউফের চার তরিকায় তালিম-তাজকিরের শর্তে বাইআত করণের অনুমতি প্রদান করছি। আল্লাহ তাআলা সিলসিলার বুজুর্গদের বরকত দ্বারা আমাদের সকলকে ধন্য করুন, আমাদেরকে কবুল করুন এবং আপনার দ্বারা তরিকার কাজও নেন, আমিন! ওয়াসসালাম।

মুহাম্মাদ কামরুজ্জামান এলাহাবাদি

২৭ শাওয়াল ১৪৩৭ হিজরি

৭- জনাব হাফেজ মৌলবি ইবরাহিম সাইদি সাহেব:

জন্ম: শাবান ১৩৯৬ হিজরি, মোতাবেক ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ। তিনিও দারুল উলুম দেওবন্দের ফাজিল, দাওরায়ে হাদিস পাশের পরে এখন পর্যন্ত জেলা হাপুরের নাফেউল উলুম কুরানা মাদরাসায় মিশকাতুল মাসাবিহ, হেদায়া ইত্যাদি কিতাব পড়াচ্ছেন। তিনিই ঐ মাদরাসার প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষাসচিব। তিনি একবার স্ত্রীক হজ করেছেন।

৮- জনাব হাফেজ কাসেম আহমাদ সাহেব:

জন্ম: ১৫ মার্চ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ, রোজ বুধবার। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে কাফিয়া পর্যন্ত শিক্ষার্জন করেন। অতঃপর পড়াশোনা ছেড়ে ভাই-বোনদেরকে পড়াতেন। তারপর কিতাব ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে যান। তিনিই মাকতাবায়ে হিজাজের ম্যানেজার। হযরতওয়ালার অধিকাংশ রচনা এই মাকতাবা থেকেই প্রকাশ হচ্ছে। তিনিও সস্ত্রীক একবার হজ পালন করেছেন।

৯- হাফেজা আয়েশা:

জন্ম: জানুয়ারি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ। তিনি দীনের মৌলিক বিষয়ে শিক্ষিত ও কুরআনের হাফেজা। তিনি নিজের সমস্ত মেয়েকে হাফেজা বানিয়েছেন। তার বিয়ে হয়েছে জনাব মৌলবি মুফতি উসামা পালনপুরির সাথে, যিনি বর্তমানে জামেআ তালিমুদ্দিন ডাবিলে পাঠদানের দায়িত্ব আদায় করছেন। তিনি ‘ফিকহি জাওয়াবেত’, ‘মাসায়েলুল মিজান’, তুহফাতুল ফিকহ’ এবং ‘ফিকহি উসুল শরহে তাসিসিন নাজার’ ইত্যাদি কিতাবের লেখক। তিনি আপন স্বামীর সাথে একবার হজ পালন করেছেন।

১০- জনাব হাফেজ মৌলবি মুফতি মুহাম্মদ সাঈদ সাহেব:

জন্ম: ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ। তিনি নিজের নামের সাথে পিতার নাম বৃদ্ধি করে মুহাম্মদ সাঈদ লিখেন। তিনিও দারুল উলুম দেওবন্দের ফাজিল। ফারেগের পরে জেলা মুজাফফরনগরের কিশোনগঞ্জস্থ বাহরুল উলুম মাদরাসায় পাঁচ বছর পাঠদান করেন। গত এগারো বছর থেকে জামেআতুল ইমাম মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ কাশমিরি দেওবন্দে সুনানে

.....
 তিরমিযি, সুনানে নাসাঈ, হুসামি ইত্যাদি পড়াচ্ছেন। তিনি সস্ত্রীক একবার হজ এবং একবার উমরা পালন করেছেন।

১১- জনাব জনাব হাফেজ মৌলবি আহমাদ সাঈদ সাহেব:

জন্ম: ৪ সফর ১৪০৩ হিজরি মোতাবেক ২১ নভেম্বর ১৯৮২, রবিবার দিনে। তিনিও তিনিও দারুল উলুম দেওবন্দের ফাজিল। তিনিও নিজের নামের সাথে পিতার নাম বৃদ্ধি করে আহমাদ সাঈদ লিখে থাকেন। ফারেগ হওয়ার পর থেকে তিনি এখনও জামেআতুশ শায়খ হুসাইন আহমাদ মাদানি দেওবন্দে পাঠদানের খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। বর্তমানে তিনি সেখানে সুনানে তিরমিযি, সুনানে নাসাঈ, জালালাইন শরিফ, এবং শরহে তাহজিব ইত্যাদি কিতাবসমূহ পড়াচ্ছেন। তিনি সস্ত্রীক একবার হজ এবং একবার উমরা করেছেন।

১২- হাফেজা ফাতেমা:

তার জন্মসন পাওয়া যায়নি। তিনি কুরআনে কারিমের হাফেজা এবং দীনের মৌলিক বিষয়ে শিক্ষিত। তার সুন্নাতে আকদ জামেআ নুরুল উলুম গঠামন (পালনপুর) এর প্রতিষ্ঠাতা ও মুহতামিম মরহুম জনাব মুহাম্মাদ হানিফ ভাই কারোডিয়া সাহেবের ছেলে জনাব হাফেজ বিলাল সাহেবের সাথে হয়েছে। হযরতওয়ালা যখন অসুস্থ হয়ে বোম্বে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন, তখন এই মেয়ের বাসায় অবস্থান করেছিলেন। তিনি এবং তার স্বামী হযরতওয়ালা খুব খেদমত করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

১৩- জনাব হাফেজ কারি আবদুল্লাহ সাহেব:

জন্ম-তারিখ পাওয়া যায়নি। তিনি কুরআন মুখস্থ করার পরে সাহারানপুরের মাদরাসায়ে ইসলামিয়া রেডি তাজপুরায় কিরাআত ও তাজভিদের শিক্ষার্জন করেন, এর চেয়ে অতিরিক্ত শিক্ষার্জন করেননি, তারপর ব্যবসা-বাণিজ্য লেগে যান। হযরতওয়ালা অসুস্থ হয়ে বোম্বে গেলে এই ছেলেই তার সাথে ছিলেন এবং হযরতের মৃত্যু পর্যন্ত হযরতের খেদমত করতে থাকেন। হযরতের দাফনেও তিনি শরিক ছিলেন। তিনি একবার উমরা করেছেন।

১৪- জনাব হাফেজ উবায়দুল্লাহ:

.....
 জন্ম: ৯ সফর ১৪০৯ হিজরি মোতাবেক ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ
 বৃহস্পতিবার দিনে। তিনি হযরতের ছেলে-মেয়েদের মাঝে সবচে
 ছোট। তিনি কুরআন হিফজের পরে দীনের আবশ্যিক শিক্ষার্জন করেন,
 তারপর কিতাবের ব্যবসায় জড়িয়ে যান এবং বর্তমানেও একই পেশায়
 লিপ্ত।

একটি মর্মভুদ ঘটনা

হযরতের সবচে বড় ছেলে হাফেজ মৌলবি মুফতি রশিদ আহমাদ
 রাহিমাল্লাহ, যার বিবাহ ১৪১২ হিজরিতে হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ
 আদম সাহেব ভেলুনির জৈষ্ঠ কন্যার সাথে হয়েছিল। বিয়ের পরে দুই ছেলে
 জন্মগ্রহণ করে: (১) প্রিয় মাসিহুল্লাহ (২) প্রিয় সামিউল্লাহ। তো, মরহুমের
 স্ত্রী পিত্রালয়ে ছিলেন এবং মুহতারাম পিতা হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ
 সাহেব রাহিমাল্লাহ ছিলেন লন্ডনে, এমতাবস্থায় ৪ শাওয়াল ১৪১৫
 হিজরিতে মুফতি রশিদ আহমাদ কোনো প্রয়োজনে মুজাফফরনগর যান।
 ফিরতে দেরি হয়ে যায়, দেওবন্দগামী বাস মিলেনি। দেওবন্দগামী রাস্তায়
 দাঁড়িয়েছিলেন, হঠাৎ দেওবন্দগামী একটি ট্রাক আসছিল। এতে এসিডের
 ড্রাম লোড ছিল, মরহুমের সাথে দেওবন্দগামী আরও ৩০-৪০ জন যাত্রী
 ছিলেন। সবাই ট্রাক ড্রাইভারকে ইশারা করলেন, ড্রাইভার গাড়ি বন্ধ করে
 দেওবন্দের সমস্ত যাত্রীদের গাড়িতে উঠায়। ট্রাকে এসিড ভর্তি থাকায় সমস্ত
 মানুষ একদিকে দাঁড়ায়। ট্রাক রওনা করল, কিন্তু সমস্ত যাত্রী গাড়ির
 একদিকে দাঁড়ানোর কারণে ট্রাকের ওজনের সমতা বাকি থাকেনি। কিছুদূর
 যাওয়ার পর ট্রাক একদিকে ঝুঁকে পড়ে, ঝুঁকতেই সমস্ত যাত্রী নিচে পড়ে
 যান এবং এসিডের ড্রামগুলো তাদের উপর পতিত হয়। মুহূর্তেই এগুলোর
 বেদী খুলে যায় এবং সমস্ত যাত্রী এসিডে ঝলসে যান। মুজাফফরনগরের
 সরকারি হাসপাতাল যেহেতু দুর্ঘটনাস্থলের অনেক নিকটবর্তী ছিল, তাই
 সকল আহতদেরকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। অধিকাংশ যাত্রী
 হাসপাতালে পৌঁছার সাথে সাথে মারা যান। মরহুম মুফতি রশিদ আহমাদ
 সাহেবও মারাত্মকভাবে আহত ছিলেন, তারপরও ঘরের ফোন নম্বর বলেন,
 রাত ১১ টার কাছাকাছি ফোন আসে যে, মৌলবি রশিদ আহমাদ সাহেবের

.....

অবস্থা আশঙ্কাজনক, আপনারা দ্রুত মুজাফফরনগর সরকারি হাসপাতালে আসেন। বাসার লোকজন ত্বরিত আমাকে ডেকে অবস্থা সম্পর্কে ওয়াক্কেফহাল করেন। অধম দ্রুত মরহুম হাফেজ সাঈদ আহমাদ, হাফেজ আমির আলম সাহেব এবং ভাই গাইউবকে সাথে নিয়ে ট্যাক্সিযোগে রাত বারোটায় মুজাফফরনগর পৌঁছাই। গিয়ে দেখি মুফতি রশিদ আহমাদ সাহেবের যবান বন্ধ হয়ে গেছে, পাশে ডাক্তার দণ্ডায়মান এবং আরও দুজন লোক মুফতি রশিদ আহমাদকে ধরে আছেন। আমাদের দেখামাত্র তারা নিজেদের রোগীদের পাশে চলে যান। পুরা হাসপাতাল আহতদের দ্বারা ভরপুর ছিল এবং সমস্ত আহতরা ছুটফুট করছিলেন। একজন তালেবে ইলম মারাত্মকভাবে চিল্লাইতে ছিল এবং তার মাথার রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। কেয়ামতের দৃশ্য মনে হচ্ছিল। আহতদের মৃত্যুতে চতুর্দিকে আহাজারি ও কান্নাকাটির আলম ছিল। আমরা মুফতি রশিদ আহমাদকে কথা বলানোর অনেক চেষ্টা করি, কিন্তু কোনো জবাব দেননি। ডাক্তার আমাদেরকে ওষুধের একটি প্রেসক্রিপশন দিয়ে বলল, ওষুধগুলো দ্রুত নিয়ে আসেন। মরহুম সাঈদ আহমাদ এবং ভাই গাইউব মুফতি রশিদ আহমাদের কাছে থাকলেন এবং আমি ও হাফেজ আমির আলম সাহেব ওষুধ কিনতে বাজারে যাই। কিন্তু তখন অর্ধ-রাত হয়ে যাওয়ায় সমস্ত মেডিকেল স্টোর বন্ধ ছিল। অনেক কষ্ট করে একটি মেডিকেল স্টোর খুলিয়ে ওষুধ নিয়ে যাই। হাসপাতালে পৌঁছে দেখি ভাই গাইউব এবং মরহুম সাঈদ আহমাদ সাহেব বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, আমাদেরকে দেখামাত্রই উভয়জন কান্নারত হয়ে বলতে লাগলেন, মুফতি রশিদ আহমাদ আল্লাহর রহমতে চলে গেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আমি মরহুম সাঈদ আহমাদ এবং হাফেজ আমির আলম সাহেবদ্বয়কে বাসায় পাঠাই, যাতে করে তারা পরিবারকে ওফাতের খবর দেন এবং তাদেরকে সামলে রাখেন। অধম এবং ভাই গাইউব রাতভর হাসপাতালে ছিলাম, সকাল ১১ টায় পোস্টমর্টেমের পরে লাশ নিয়ে দেওবন্দে যাই। দ্রুত গোসল দেওয়া হয় এবং জোহরের পরে দারুল উলুমের এহাতায়ে মৌলসুরিতে জানাজার নামায পড়ে মাকবারায়ে কাসেমীতে হযরত মাওলানা শরিফুল হাসান সাহেব দেওবন্দি রাহিমাহুল্লাহুর পাশে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাআলা তার কবরকে নুর দ্বারা ভরপুর করে দিন, তার ওপর

.....
 রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন এবং তার উভয় বাচ্চাকে তার পুণ্য ও
 পূর্ণতার স্থলাভিষিক্ত করুন। আমিন ইয়া রব্বাল আলামিন! এই মৃত্যুর
 দুঃসংবাদে দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিসে আমেলা যে শোকপ্রস্তাব মঞ্জুর
 করেছিল, তা নিম্নরূপ:

بِسْمِ اللَّهِ تَعَالَى

শ্রদ্ধেয় ও মুহতারাম হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি
 জিদা মাজদুহুম

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবাকাতুহ
 আশা করি কুশলে আছেন, দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিসে আমেলা
 অনুষ্ঠিত ২৩ জিলকদ ১৪১৫ হিজরি এর বৈঠকে মাওলানা রশিদ আহমাদ
 পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর মৃত্যুর ঘটনায় গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশ করত
 মাগফেরাত কামনা করেছে এবং শোকবার্তা মঞ্জুর করেছে, যার কপি সমস্ত
 আত্মীয়দের খেদমতে পেশ করা হল। আপনি মজলিসে আমেলার পক্ষ
 থেকে সমস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ও আত্মীয়দের খেদমতে মাসনুন শোকবার্তা পেশ
 করলে কৃতজ্ঞ থাকব। ওয়াসসালাম।

(মাওলানা) মারগুবুর রহমান [উফিয়া আনহু]

মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ

৫/১/১৪১৬ হিজরি

শোকপ্রস্তাব: জনাব মাওলানা রশিদ আহমাদ পালনপুরি বিন হযরত
 মাওলানা সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি
 মজলিসে আমেলার এই বৈঠক দারুল উলুম দেওবন্দের কৃতি ফাজিল
 হযরত মাওলানা রশিদ আহমাদ পালনপুরি মরহুমের ওফাতে দুঃখ ও
 বেদনা প্রকাশ করেছে এবং আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে মরহুমের
 মাগফেরাত ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দোয়া প্রার্থী।

মাওলানা রশিদ আহমাদ পালনপুরি মরহুম নিজের পিতা হযরত মাওলানা
 সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি জিদা মাজদুহুর তত্ত্বাবধানে ইসলামি
 শাস্ত্রের জ্ঞানার্জন করেন এবং মাত্র ছয় বছর পূর্বে ১৪১০ হিজরিতে দারুল
 উলুম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হন, তারপর এক বছর তিনি ইফতা বিভাগে
 অীতবাহিত করেন। তখন তিনি কিছু পাঠ্যকিতাবের ব্যাখ্যা লিখেন, যার

কিছুটা প্রকাশও হয়েছে। তিনি মেজাজে জ্ঞান-প্রিয়তা, যোগ্যতা ও মধ্যপন্থার মাণিক্য ছিলেন। আশা করা হত যে, পিতার তত্ত্বাবধানে জ্ঞানার্জনকারী এই যুবক ভবিষ্যতে একটি দীপ্যমান তারকা হয়ে চমকাবে, কিন্তু নিয়তি ও তকদিরের ফয়সালায় অভিযোগ করার অবকাশ নাই। আফসোস যে, মুজাফফরনগর থেকে ফেরার পথে তিনি একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহত হন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মজলিসে আমেলা মাওলানা রশিদ আহমাদ মরহুমের মৃত্যুতে ওফাতের ঘটনায় আন্তরিকভাবে দুঃখ ও বিষণ্ণতা প্রকাশ করছে এবং মরহুমের আত্মীয়স্বজন বিশেষত মুহতারাম পিতা হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ পালনপুরির খেদমতে মাসনুন শোকবার্তা পেশ করছে। আর দোয়া প্রার্থী যেন পরওয়ারদিগারে আলম মরহুমকে রহমতের ছায়ায় দান করেন এবং সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে ধৈর্যধারণের তওফিক দান করে বিরাট বিনীময়ের অধিকারী বানান। আমিন।

মারগুবুর রহমান [উফিয়া আনহু]

একটি গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়ত, যার আলোচনা ফায়দাহীন নয়!

ছেলেদের অবর্তমানে নাতিরা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকা মিরাসশাস্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ মাসআলা এবং মিরাসশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ নীতি **الأقرب فالقرب**। এর ওপর নির্ভর করে, একই নীতিমালা থেকে পিতার বিদ্যমানতায় দাদা বঞ্চিত থাকে, ভাইয়ের বর্তমানে ভাইয়ের সন্তানরা মাহরুম থাকে। কিন্তু নাতিদের মাসআলা নিয়ে অনেক লোক ইসলামি শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, এটা কেমন ইনসাফ যে, ছেলে তো উত্তরাধিকার পাবে এবং নাতিপুত্রিরা যারা সাধারণত দুর্বল ও অসহায় হয়ে থাকে তারা কেন বঞ্চিত থাকবে? এই অভিযোগ মূলত মুসলমানদের আমলের পদ্ধতির কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামিক শিক্ষা সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু মুসলমানরা যদি এর ওপর সঠিক পদ্ধতিতে আমল না করে তাহলে এর চিকিৎসা কী হতে পারে? ইসলাম এক তৃতীয়াংশ উত্তরাধিকারে ওসিয়তের অধিকার স্বীকার করেছে, যাতে তারা এমন দৈবঘটিত প্রয়োজনে এই অধিকার ব্যবহার করতে পারে। দাদার উচিত হল, প্রথম সুযোগে

.....
 নাতিপুতিদের জন্য এক তৃতীয়াংশ থেকে ওসিয়ত করবে এবং প্রয়োজনে তাদেরকে ছেলেদের হিস্যা থেকেও বেশির ওসিয়ত করতে পারবে। এখন যদি দাদা আজকাল করতে থাকে অথবা সম্পদের মহব্বতে ওসিয়তের সাহস করতে না পারে এবং আকস্মিক চলে যাওয়ার ফলে নাতিপুতিরা বঞ্চিত থাকে, তাহলে এটা ইসলামিক শিক্ষার কমতি নয়, বরং দাদার ত্রুটি এটার কারণ।

আর শরিয়ত নাতিপুতিদের হিস্যা এ কারণে স্বীকার করেনি যাতে প্রয়োজন হলে দাদা ছেলেদের থেকেও বেশি দিতে পারে। সুতরাং যারা এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন, তারা প্রয়োজনের সময় হযরতের মতো নিজের নাতিপুতিদের জন্য ওসিয়ত করতে পারে। জীবনের তো কোনো ভরসা নাই, আল্লাহ না করুক যদি হঠাৎ চলে যায় এবং ওসিয়ত না করে, তাহলে এসব বাচ্চাদের পেরেশানি ছাড়াও দাদার এমন কাজ ইসলামিক শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

যখন মুফতি রশিদ আহমাদ রাহিমাহুল্লাহুর আকস্মিক শাহাদাতের ঘটনা ঘটে এবং বাড়ি থেকে সমস্ত ভাই-বোন এবং আত্মীয়স্বজন শোক জানাতে দেওবন্দে আসেন, তখন ভাই সাহেব নিজের ছেলেদের, ভাইদের এবং বোনদের সামনে মরহুমের বাচ্চাদের জন্য এই ওসিয়ত করেন:

“যতক্ষণ আমি জীবিত থাকব, মরহুমের উভয় সন্তানকে আমার ছেলেদের মতো লালন-পালন করতে থাকব এবং মৃত্যুর পরে আমার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে মরহুমের প্রত্যেক সন্তান একজন ছেলের পরিমাণ অংশ পাবে। কেননা উভয় বাচ্চার মিরাসও এক তৃতীয়াংশ থেকে কম থাকবে। আর আমার জন্য এক তৃতীয়াংশে ওসিয়ত করার অধিকার রয়েছে, সমস্ত আত্মীয়স্বজন এর ওপর সাক্ষী থাকুন।”^১

এই ওসিয়তের পরে হযরতের চোখ দিয়ে তৎক্ষণাৎ অশ্রু ঝরতে লাগল এবং তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার লক্ষ শোকরিয়া যে, তিনি আমার

১. পরে মরহুমের স্ত্রীকে মুফতি সাহেব অন্যত্র বিয়ে দেন।

.....
 একজন সন্তান নিয়ে এর বদলে দুজন সন্তান দিয়েছেন, এখন আমার বারোজন সন্তান হয়ে গেল।^১

আল্লাহ তাআলা ওদেরকে দীর্ঘজীবী করুন এবং সবাইকে হযরতের পুণ্য ও পূর্ণতার উত্তরাধিকারী করুন! আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

আধ্যাত্মিক সন্তানদের আলোচনা

হযরতওয়ালা দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দির (সুরাট) এ ৯ বছর এবং দারুল উলুম দেওবন্দে ৪৮ বছর, সর্বমোট ৫৭ বছর ধারাবাহিক পাঠদানের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, এ সময়ে হাজারও ছাত্র হযরতের ছাত্রত্ব গ্রহণ করে, এরা সকলেই হযরতের রূহানি সন্তান এবং তারা পুরা বিশ্বে ছড়িয়ে আছেন। তাদের কেউ আমেরিকায়, কেউ আফ্রিকায়, কেউ ব্রিটেনে, কেউ কানাডায়, কেউবাচা আরব রাষ্ট্রসমূহে, কেউ আবার ইরানে, কেউ আফগানিস্থানে, কেউ পাকিস্থানে এবং অনেক বড় একটা সংখ্যা হিন্দুস্তানের বিভিন্ন রাজ্যে এবং বাংলাদেশে দীনের খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। তাদের কেউ মুফাসসির, কেউ মুহাদ্দিস, কেউ মুফতি, কেউ মুতাকাল্লিম ও মুনাজির, কেউ ভাষাতত্ত্ববিদ, কেউ আভিধানিক, কেউ সাহিত্যিক, কেউ দার্শনিক, কেউ লেখক, কেউ সঙ্কলক। আবার অনেক ইমাম ও খতিব, হাফেজ ও কারি, দাঈ ও মুবাল্লিগ এবং মুর্শিদ ও মুরবি। তাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, হযরতওয়ালা এখন আমাদের মাঝে নাই, কিন্তু হযরত অনেক বৃহদাকারে জ্ঞানভাণ্ডার কিতাবের আকৃতিতে রেখে গেছেন; আপনারা এ খেতে বেশি থেকে বেশি ইসতিফাদা করুন এবং হযরতের আত্মার জন্য সওয়াব প্রেরণ করুন। আল্লাহ তাআলা

১. এটা হজরত মাওলানা রাহিমাউল্লাহুর একটি ইশারা, যার বিবরণ এরকম: মরহুম মাওলানা পনেরো বছর থেকে নিজের আহলিয়াকে বরাবর এ কথা বলে আসছেন যে, আমার ভাগ্যে বারোজন ছেলে রয়েছে। এ কথা এভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা এগারো ছেলে থেকে একজন নিয়ে গেলেন এবং তার দুই সন্তান তাকে দিয়ে দিলেন, এখন বারোজন সংখ্যা পূর্ণ হয়ে যায়।

.....
 হয়রতওয়ালাকে ক্ষমা করুন, তার স্তর বৃদ্ধি করুন এবং আমাদেরকে তার
 পদাঙ্ক অনুসরণে চলার তওফিক দান করুন! আমিন ইয়া রব্বাল আলামিন!

তীব্র অসুস্থতা ও চিকিৎসা

হয়রতওয়ালা যতদিন দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দির (সুরাট) এ
 পড়াতে সুস্থ ছিলেন, বরং তার সুস্থতা ঈর্ষণীয় ছিল। দিবারাত্র কিতাব
 পাঠ, পাঠদান এবং লেখালেখিতে নিবিষ্ট থাকতেন এবং অবসাদের নামই
 নিতেন না। যখন ১৩৯৩ হিজরিতে শিক্ষক হয়ে দারুল দেওবন্দে আগমন
 করেন, তখন হিংসুকেরা কোনো কসরত বাকি রাখেনি। একদিন হঠাৎ
 এমন অসুস্থ হয়ে পড়েন যে, আমরা খাদেমরা তার জীবন থেকে হতাশ
 হয়ে গিয়েছিলাম। তখন আমি এবং মাওলানা উমর ফারুক সাহেব সন্দিপি
 তার খাদেম ছিলাম। আমরা কী করব না করব চিন্তা করছিলাম; আচমকা
 একজন তালেবে ইলম আসেন, যার নাম নুরুল ইসলাম ছিল। সে দারুল
 উলুম দেওবন্দে শরহে জামি ইত্যাদি কিতাবাদি পড়ত। সে চিকিৎসা করলে
 তিনি সুস্থ হয়ে যান। অতঃপর সময়ে সময়ে অসুস্থ হতেন এবং উপরিউক্ত
 তালেবে ইলম চিকিৎসা করত, দুবছর পরে ঐ তালেবে ইলম জন্মভূমি চলে
 গেলে বিভিন্ন লোক চিকিৎসা করতে থাকে। মৃত্যু অবধি হয়রতের একই
 অবস্থা ছিল যে, কিছুদিন পরপর অসুস্থ হয়ে যেতেন এবং চিকিৎসার পরে
 সুস্থও হয়ে যেতেন।

এছাড়াও তিনি শেষ বয়সে ডায়বেটিস এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন,
 ব্লাড প্রেসার কখনও নেমে যেত, আবার কখনও বেড়ে যেত; রাতে ঘুম
 আসত না এবং পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা থাকত। মৃত্যু পর্যন্ত এসব রোগ ও কষ্ট
 সঙ্গী ছিল এবং হয়রত হিম্মতের সাথে এসব সহ্য করতে ছিলেন।
 চিকিৎসায় কোনো ঘাটতি রাখেননি, স্বয়ং তিনি তুহফাতুল কারি ৯ম খণ্ডে
 লিখেন:

অসুস্থতার বিবরণ: আমি ২০০৫ সালে হৃদয়ে হালকা ব্যথা অনুভব
 করেছিলাম। স্থানীয় ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে সে এসিজি করে পরামর্শ
 দিল, এনজিওগ্রাফি করাবেন, এর দ্বারাই সঠিক অবস্থা জানা যাবে।
 অতঃপর মিরার্থে এনজিওগ্রাফি করলে রিপোর্ট আসে যে, তিনটি রগ বন্ধ

.....
হয়ে গেছে, তাই বাইপাস করা আবশ্যিক। বোম্বের আমার বন্ধুগণ এবং হযরত মাওলানা হাকিম মুহাম্মাদ সাউদ সাহেব আজমেরি রাহিমাল্লাহ আমাকে বোম্বে ডেকে নেন। হাকিম সাহেব চিকিৎসা শুরু করলেন, পাশাপাশি ডাক্তার জাওয়ালেরও চিকিৎসা নিতে পরামর্শ দিলেন। ইউনানী এবং ইংরেজি উভয় ধরনের চিকিৎসা নিতে থাকি, ফলে বাইপাসের প্রয়োজন পড়েনি।

পুরো বছর ওষুধ সেবন করি, এর ভিতরে কোনো ব্যথা অনুভব করিনি। পাঠদান ও লেখালেখির কাজ নিয়মতান্ত্রিক চলছিল, অতঃপর এক বছর পরে বোম্বে গিয়ে পুনরায় এনজিওগ্রাফি করাই। ধারণা ছিল এখন রগগুলো উন্মুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু আশাহত রিপোর্ট আসে। যে রগ ৮০% বন্ধ ছিল তা ৯০% বন্ধ হয়ে যায়, যা ৭০% বন্ধ ছিল তা ৮৫% বন্ধ হয়ে যায় এবং যে রগ ২০% বন্ধ ছিল তা ৬০% বন্ধ হয়ে যায়; মাত্র একটি রগ কাজ করছিল। এ কারণে ডাক্তার দ্রুত বাইপাসের পরামর্শ দেয়, কিন্তু আমার কোনো কষ্ট না থাকায় আমি অগ্রসর হইনি।

অতঃপর এক বছর পূর্বে স্বাস্থ্যে পরিবর্তন আসে, আমি হেঁটে মাদরাসা পর্যন্ত যেতে পারি না, রাস্তায় শ্বাস ফুলে যেত, অথচ মাদরাসার দূরত্ব দশ মিনিটের ছিল। সুতরাং আমি রিকশাযোগে যেতে থাকি, পাঠদান করতে থাকি এবং রচনাকাজও চলতে থাকে।

অক্টোবর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে আমার বন্ধু, দীনি ভাই ও বিয়াই জনাব মুহাম্মাদ হানিফ সাহেব খরোডিয়া (মুহতামিম, জামিআ নুরুল উলুম গঠামন, গুজরাট) দেওবন্দে আগমন করেন। আমি তার কাছে আমার অবস্থা তুলে ধরলে তিনি পরামর্শ দিলেন, আগম্ভক ঈদুল আজহার বন্ধে বোম্বে চলে আসবেন, পুনরায় একবার এনজিওগ্রাফি করে নিবেন। সঠিক অবস্থা নির্ণয় হয়ে যাবে এবং পরে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া হবে।

সুতরাং আমি ঈদুল আজহার পরের দিন ১৭ অক্টোবর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে ছেলে জনাব মাওলানা হুসাইন আহমাদ পালনপুরিকে সাথে নিয়ে বোম্বে যাই এবং সেখানে এনজিওগ্রাফি করাই। রিপোর্ট আসে যে, হার্ট থেকে আসা মেইন রগ বন্ধ হয়ে গেছে। ডাক্তার জাওয়ালে সাহেবও সিডি দেখে অবস্থা আশঙ্কাজনক আখ্যা দেন এবং দ্রুত বাইপাস করার পরামর্শ দিলেন, ডাক্তারি পাণ্ডেও একই পরামর্শ দিলেন। সুতরাং নানাবতী হাসপাতালে

.....
ডাক্তার পার্থের কাছে অপারেশন করানোর সিদ্ধান্ত হয় এবং আমি একদিন পূর্বে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যাই। ২৮ অক্টোবর সোমবারে অপারেশনের দিন ধার্য করা হয়, কিন্তু ২৭ অক্টোবর রবিবার দুপুরে প্রচণ্ড অ্যাটাকের কারণে আমি অচেতন হয়ে যাই। সাথীরা দ্রুত ডাক্তারকে ফোন করেন, ঘটনাক্রমে ডাক্তার-নার্সসহ হাসপাতালে বিদ্যমান ছিলেন, তিনি ত্বরিত আমাকে অপারেশনের জন্য থিয়োটারে নেন। সংবাদটি অতি দ্রুত দেশ ও দেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, সর্বত্র দোয়া শুরু হয়, কিছু জায়গায় কুরআন খতম করা হয় এবং মক্কা মুকাররমায় কিছু ভাই তওয়াফ ও দোয়ায় লেগে যান:

ملك الموت كوضدہ کہ جان لے کہ ٹلوں

سربہ سجدہ ہے مسیح کہ میری بات رہے!

তাই বন্ধুদের ও বুজুর্গদের প্রার্থনার আল্লাহ তাআলা লাজ রাখেন এবং ২৭ অক্টোবর ২০১৩ সালে ডাক্তাররা সফল অপারেশন করেন, আমার হুঁশ তখন ফিরে আসে যখন দ্বিতীয় দিন আমি আইসিওতে ছিলাম। ২৫ দিন পরে ২০ নভেম্বর ২০১৩ সালে সুস্থ হয়ে দেওবন্দ ফিরে আসি এবং এক সপ্তাহ বিশ্রাম করে পাঠদান শুরু করি, কিন্তু তিনদিন পরে ম্যালেরিয়া জ্বর শুরু হয়। এতটা তীব্র হামলা ছিল যে, মূত্রাশয়ও প্রভাবিত হয়ে যায়। সুতরাং বোম্বে থেকে বন্ধুগণ (ভাই আম্মার বিন আবদুর রহিম এবং ভাই ইমরান রওশন) এসে আমাকে পুনরায় বোম্বে নিয়ে যান, তখন সফরসঙ্গী ছিলেন ছেলে জনাব মৌলবি হাসান আহমাদ পালনপুরি। সেখানকার মিল্লাত হাসপাতালে আমাকে ভর্তি করা হয়, এক সপ্তায় সুস্থ হয়ে যাই, কিন্তু বন্ধুরা দ্রুত পাঠদান শুরু না করতে পীড়াপীড়ি করায় আমি বিশ্রামের জন্য বোম্বে থেকে যাই। এদিকে দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিসে শুরা আমার ইশারায় বুখারি শরিফের পাঠদান সাময়িকভাবে হযরত মুহতামিম সাহেব (হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম সাহেব) এর কাছে সোপর্দ করে, তিনি সুনানে তিরমিযির সবক বন্ধ করে প্রতিদিন দুইবার বুখারি শরিফের পাঠদান শুরু করেন। ফলে আমার কিছুটা প্রশান্তি আসে।

অতঃপর খেয়াল হল, বোম্বে তো অযথা সময় কাটছে, দেওবন্দ গিয়ে তুহফাতুল কারি লিখছি না কেন! তাই আমি ২৪ ডিসেম্বর ২০১৩

.....

মোতাবেক ২০ সফর ১৪৩৫ হিজরিতে দেওবন্দে ফিরি। কিন্তু মাথা মুণ্ডালে শিলা লাগে, কয়েকদিন হতে না হতে হযরত মুহতামিম সাহেব অসুস্থ হয়ে যান। তার মুখ দিয়ে রক্ত আসতে লাগল, তাকে দিল্লি হাসপাতাল ভর্তি করা হল। তাই জানুয়ারি ২০১৪ সাল থেকে আমি সবক পড়াতে শুরু করি, ২৫ জানুয়ারি ২০১৪ সাল পর্যন্ত পাঠদান চলতে থাকে, প্রতিদিন দুবেলা পড়াতাম। এখন ষাণ্মাসিক পরীক্ষা শুরু হলে সবক বন্ধ হয়ে যায়, তাই তুহফাতুল কারি লিখতে বসে গেলাম। ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে, তারপর পাঠদান শুরু হবে। আমি আশাবাদী যে, পাঠদানের পাশাপাশি তুহফাতুল কারিও অবিরাম চলবে। আর এটা পরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব নয়, তিনি সবকিছুর অভিভাবক!

বুখারি শরিফের শেষ দারস

১৬ রজব ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১২ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ বৃহস্পতিবারে দারুল উলুম দেওবন্দে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠানে হযরত মুফতি সাহেব নসিহত করছিলেন, হঠাৎ যবান বন্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে যবান খুললে বয়ান শুরু করেন, কিছু পরে আবারও যবান বন্ধ হয়ে যায়, পুনরায় খুললে বয়ান করতে থাকেন। এভাবে অনেক কষ্টে বয়ান সমাপ্ত করেন। সমস্ত শিক্ষক-ছাত্ররা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিলেন যে, হযরতের কী হয়ে গেল?!

দেওবন্দের একজন ডাক্তার বিভিন্ন টেস্ট করে বলল, হযরতের শরীরে লুনা কমে যাওয়া এবং কলিস্ট্রোল বৃদ্ধি পাওয়ায় এমনটা হচ্ছে, চিকিৎসা শুরু হলে তিনি কিছুটা আরামবোধ করেন। অতিরিক্ত আরামের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু পাঠদানের সময় শেষ হতে ছিল, তাই এমতাবস্থায়ও বুখারি শরিফের পাঠদান চালু রাখেন। ২২-২৩ রজব ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৮-১৯ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার ও বৃহস্পতিবারের মধ্যবর্তী রাতে ইশার পরে আনুমানিক দুই ঘণ্টা বুখারি শরিফের সর্বশেষ দারস দেন, পাঠদানকালে দুইবার আঙুলে কথা বলেন, তৃতীয়বার চেষ্টা করেও যবান খুলেনি; ক্রন্দন শুরু হয়। দারসের পরে দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষক জনাব মাওলানা ইশতিয়াক সাহেব হযরতকে দোয়ার জন্য হাত উঠাতে বললে তিনি

.....
 শ্লাথগতি আওয়াজে এই সর্বশেষ বাক্য উচ্চারণ করেন: “এখন আল্লাহ যা চাইবেন তা-ই হবে”, অতঃপর পাঠদানের মসনাদ থেকে অবতরণকালে ডান হাত নেড়ে ছাত্রদেরকে বললেন: “ভাইয়েরা! ক্ষমা করে দিবেন!”

বোম্বের সর্বশেষ সফর

অসুস্থতার কথা শুনে বোম্বে থেকে হযরতের বিয়াই মরহুম জনাব মুহাম্মাদ হানিফ ভাইয়ের ছেলে আবদুল্লাহ ভাই এবং মরহুমের জামাই আম্মার ভাই চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হযরতকে বোম্বে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেওবন্দ চলে আসেন। তাই হযরত ২৩ রজব ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৯ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবারে সাড়ে এগারোটা বাজে দেওবন্দ থেকে দেহরাদুনের উদ্দেশ্যে রওনা করেন (সফরসঙ্গী ছিলেন ছেলে হাফেজ আবদুল্লাহ, আম্মার ভাই এবং মরহুম মুহাম্মাদ হানিফ সাহেবের ছেলে আবদুল্লাহ) এবং সেদিনই দেহরাদুন থেকে বোম্বে পৌঁছে যান, রাতভর বিশ্রাম নেন। ২৪ রজব ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ২০ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার হযরতকে মিল্লাত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যা আমাদের ভ্রাতৃত্বের যোগেশ্বরী (বোম্বে) এর বড় হাসপাতাল। ২৭ রজব ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ২৩ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ সোমবারে সুস্থ হয়ে নিজের ছোট মেয়ে ফাতিমার বাসায় চলে যান, যা মিল্লাত হাসপাতালের কাছেই ছিল। কিছুদিন পর্যন্ত চিকিৎসা চলতে থাকে এবং মার্চের শেষদিকে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান। তখন পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যে, আমাকে দেওবন্দ নিয়ে যাও, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি, কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে দেশে লকডাউন থাকায় তদবির সত্ত্বেও দেওবন্দ আসতে পারেননি।

সর্বশেষ অসুখ ও বেদনাদায়ক তিরোধান

পুরা শাবান মাস সুস্থ ছিলেন, ১ম রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি থেকে তারাবির পরে অনলাইনে কুরআনে কারিমের তাফসিরের সূচনা করেন এবং ১২ রমজানুল মোবারক পর্যন্ত ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা সূরা ফাতেহা ও সূরা বাকারার গুরুদিকের আয়াতগুলোর তাফসির করেন। ১৩ রমজানুল মোবারকে জ্বরে আক্রান্ত হন এবং হার্ট অ্যাটাক হয়, ১৪-১৫ রমজানের

.....
 রাতে আধা ঘণ্টা বয়ান করেন। ১৬ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি সাহরির সময় স্বাস্থ্যের অনেক অবনতি হয়ে যায় এবং ১৭ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১১ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ সোমবারে বোম্বে অবস্থিত ‘সানজিওনি হাসপাতাল’ এ ভর্তি করা হয়, স্বাস্থ্য মারাত্মক নাজুক হওয়ায় তাকে আইসিইউতে রাখা হয়, ২৩ রমজান মাগরিবের পরে আইসিইউ থেকে বাইরে চলে আসেন এবং ঐ রাতেই বন্ধুদের সাথে কথাবার্তা বলেন। জামেআ নুরুল উলুমের মাওলানা ইউসুফ সাহেব গঠামনির সাথে ফোনে কথা বলেন এবং দিনে ফজরের পরে এমনভাবে ঘুমালেন যে, মৃত্যু পর্যন্ত আর চোখ খুলেনি। ২৪ রমজানে পুনরায় আইসিওতে রাখা হয় এবং ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪০ হিজরি মোতাবেক ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ছয়টা এবং পোনে সাতের মধ্যবর্তী সময়ে ইহকাল ত্যাগ করেন। ইল্লালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তাআলা হযরতকে পরিপূর্ণ ক্ষমা করুন, মর্যাদা বৃদ্ধি করুন এবং আত্মীয়স্বজন, ছাত্র, খাদেম এবং বন্ধুদেরকে ধৈর্য ধারণের তওফিক দান করুন, আমিন!

কাফন-দাফন এবং সর্বশেষ বিশ্রামাঘার

বেদানাদায়ক ওফাতের পরে মাওলানা হারিস সাহেব পালনপুরি এবং মাওলানা হাশেম সাহেব পালনপুরি গোসল দেন এবং কাফন পরানোর পরে উপস্থিত ব্যক্তির চেহারা মোবারক জিয়ারত করেন। জানাজার নামায পড়ান হযরতের জীবিত ছেলেদের মধ্যে থেকে সবচে বড় ছেলে মৌলবি হাফেজ ওয়াহিদ আহমাদ। লকডাউন থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট মানুষ জানাজার নামাযে শরিক হয়েছেন, জানাজার নামাযের পরে যোগেশ্বরীর ‘ওশিউরা মুসলিম কবরস্থান’ এর গেইট পর্যন্ত অ্যাম্বুলেন্সে করে লাশ নেয়া হয়, কবরস্থানের গেইট থেকে মানুষজন লাশ কাঁধে করে কবর পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং সুনুতি তরিকায় দাফন-কাফন সম্পন্ন হয়। ওশিউরা মুসলিম কবরস্থান যেখানে তিনি সমাধিত আছেন; হযরত মাওলানা বদরুদ্দিন আজমল সাহেবের প্রতিষ্ঠান মারকাজুল মাআরিফের নিকটবর্তী। মারকাজুল

.....
মাআরিফ থেকে ওশিউরা কবরস্থানের দূরত্ব কাসেমী কবরস্থান থেকে
মোলসরি চক্করের দূরত্ব থেকেও কম হবে।

বিদায়ী সফরের সেবকগণ

বোম্বের এই বিদায়ী সফরে যারা হযরতের অসুস্থতার দেখভালের খেদমত
আঞ্জাম দিয়েছেন এবং তাকে সবধরনের আরাম পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন,
তারা হলেন:

হযরতওয়ালার বিয়াই মরহুম জনাব মুহাম্মাদ হানিফ ভাই খরোডিয়া
সাহেবের দুই জামাই আম্মার ভাই এবং ইমরান ভাই, মাওলানা হারিস
সাহেব, মাওলানা হাশিম সাহেব, হযরতওয়ালার দুই ছেলে মৌলবি হাফেজ
ওয়াহিদ আহমাদ সাহেব এবং হাফেজ আবদুল্লাহ সাহেব, হযরতওয়ালার
ছোট মেয়ে ফাতিমা এবং তার স্বামী হাফেজ বিলাল, হাফেজ বিলাল
সাহেবের বড় ভাই আবদুল্লাহ সাহেব, মাওলানা আবদুশ শাকুর সাহেব
এবং ইমরান রওশন ভাই। হযরতওয়ালার সানজিউনি হাসপাতাল মিলাডে
থাকাকালে আফজল ভাই এবং তার আহলিয়া মুহতারামা হযরতওয়ালার
এবং সমস্ত রোগীদর্শকদের সাহরি ও ইফতারের ব্যবস্থা করেছেন এবং
উন্নতমানের খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করেছেন। আমি অধম লেখক বংশের
সবচে বড় হওয়ার সুবাদে অন্তরের গহীন থেকে এসকল লোকদের
কৃতজ্ঞতা আদায় করছি এবং দোয়া করি যেন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে
উভয় জগতে সুখ দান করেন এবং তাদেরকে খেদমতের উত্তম বিনিময় দান
করেন! আমিন ইয়া রব্বাল আলামিন।

শোকবার্তাসমূহ

দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হযরতে আকদাস
মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি নাওয়ারাল্লাহু মারকাদাহুর
বেদনাদায়ক ওফাতে দেশ ও দেশের বাইর থেকে যেসব উলামায়ে কেরাম
শোকবার্তা পাঠিয়েছেন, তাদের সংখ্যা অনেক, তন্মধ্য থেকে অধিকাংশ
শোকবার্তা নিচে পেশ করা হল।

ইউপি ও দিল্লির বার্তাসমূহ

শোকবার্তা-১

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম সাহেব নুমানি বেনারসি,
মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতি আমিন সাহেব পালনপুরি ও অন্যান্য
ভাইবৃন্দ এবং জনাব মাওলানা ওয়াহিদ আহমাদ সাহেবসহ হযরত
মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি কুদ্দিসা সিররুহুর সমস্ত
সাহেবজাদাবৃন্দ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবরাকাতুহ

হযরতে আকদাস মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি
কাদিসাল্লাতু সিররাহুর দুঃখজনক ওফাতের যে মর্মভুদ ঘটনা আজ সকালে
সংঘটিত হয়েছে, এ কারণে আমার পক্ষ থেকে এবং দারুল উলুম
দেওবন্দের সমস্ত শুরা সদস্য, সমস্ত শিক্ষক, কর্মচারী ও খাদেমদের পক্ষ
থেকে আপনাদের খেদমতে মাসনুন শোকবার্তা পেশ করছি। আল্লাহ রাব্বুল
ইজ্জত আপনাদেরকে এবং সমস্ত আত্মীয়স্বজন ও ভক্তকুল ও
মহব্বতকারীকে সবরে জামিল এখতিয়ারের তওফিক দান করুন এবং
মরহুমকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ স্তরে স্থান দান করুন, আমিন।

বাস্তবতা হল, এখন আমরা সবাই সাত্তনার উপযুক্ত, কারণ এটা আমাদের
সকলের যৌথ বেদনা। নিঃসন্দেহে হযরত মুফতি সাহেব দারুল উলুম
দেওবন্দের পাঠদান-মসনদের সম্মান এবং জামাতে দেওবন্দের দিশারী
ছিলেন, তিনি আনুমানিক অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত পাঠদানের খেদমত আঞ্জাম
দিয়েছেন এবং গ্রহণযোগ্যতার সর্বোচ্চ স্তর অর্জন করেছেন। তার
পাঠদানের শখ ও পাঠদানে নিবিড়তা আকাবিরদের স্মৃতি তাজা করে
তুলত। পাশাপাশি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের তৌফিকে তিনি উঁচু মাপের
রচনা ও সঞ্চলনেরও খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন; রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ,
তুহফাতুল কারি, তুহফাতুল আলমায়ি এবং হেদায়াতুল কুরআন ইত্যাদির
মতো মহামূল্যবান রচনাবলি তার নাম চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য
যথেষ্ট। সত্য এই যে, তিনি ইলমের জন্য প্রাণপণ সচেষ্ট ছিলেন এবং তার

.....
ব্যক্তিত্ব থেকে জ্ঞানের সুগন্ধি ছড়াত, জ্ঞান-সাধনা ছিল তার দিবারাত্রের ব্যস্ততা। তিনি ধারাবাহিক পরিশ্রম ও ইলমি ব্যস্ততার তুলনায় সালাফের স্মৃতি ছিলেন। এমন ব্যক্তিত্বের তিরোধান না শুধু আপনাদের জন্য, বরং পুরো জামাতে দেওবন্দ ও মিল্লাতে ইসলামিয়ার জন্য বিরাট একটি দুর্বিপাক।

আমি বেদনার এই মুহূর্তে আপনাদের সকলের কাছে সান্ত্বনা প্রকাশ করত দোয়া প্রার্থী; যেন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত হযরত মুফতি সাহেবকে জান্নাতুল ফেরদাউসে উঁচু মাকাম দান করেন এবং আপনাদেরকে ও শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে সবরে জামিলের তওফিক দান করেন, আমিন।
ওয়াসসালাম

আবুল কাসেম নুমানি

মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ

২৫ রমজান ১৪৪১

১৯ মে ২০২০

শোকবার্তা- ২

প্রেরক: হযরত মাওলানা সাইয়েদ আরশাদ মাদানি সাহেব, সভাপতি
জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও সদরুল মুদাররিসিন হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ আজ সকালে বোম্বে ইনতিকাল করেছেন, ইনালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ দারুল উলুম দেওবন্দের পুরাতন ফুজালাদের মধ্য থেকে ছিলেন। মাওলানা বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ও বিচক্ষণ ছিলেন, কিতাব পাঠ ও মেহনতে অভ্যস্ত ছিলেন। নিজের মেধা ও বিচক্ষণতার কারণে বিভিন্ন জ্ঞান ও শাস্ত্রে বিশেষ করে ফিকহ ও হাদিসে তাকে স্বতন্ত্র মনে করা হত। ফারেগ হওয়ার পরে দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দিরে হাদিসের খেদমত আঞ্জাম দেন, তারপর

.....
 আনুমানিক ৪৮ বছর পূর্বে দারুল উলুম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ মাদরে ইলমির খেদমতের জন্য আমন্ত্রণ করেন, তখন থেকেই হাদিসশাস্ত্রের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক চলে আসছিল।

মৃত্যুর সময়ে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক ছিলেন, বুখারি শরিফের দরস দিতেন। এ যুগে তার হাদিসের পাঠদান বিভিন্ন জ্ঞান ও শাস্ত্রের ওপর দক্ষতার কারণে অনেক স্বতন্ত্র মনে করা হত। যদি এ কথা বলা হয় যে, দারুল উলুম দেওবন্দের মসনদে হাদিসের স্বাতন্ত্র্যকে তিনি ধরে রেখেছিলেন, তাহলে এতে কোনো অতিরঞ্জন হবে না। এছাড়াও মরহুম মাওলানার বিভিন্ন রচনাবলি রয়েছে, যা থেকে মানুষ ভবিষ্যতে উপকৃত হতে থাকবে।

মরহুম মাওলানা দারুল উলুম দেওবন্দের খতমে নবুওয়াত সংরক্ষণ শাখার প্রধান ব্যবস্থাপকও ছিলেন, আমাদের আক্ষেপের বিষয় হল যে, মাওলানা আমাদের থেকে চলে গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন থেকে ডায়বেটিসের রোগী ছিলেন এবং শেষ সময়ে তার সমস্যা একের পর এক বাড়তে ছিল, শেষমেশ তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন তাকে পরিপূর্ণভাবে ক্ষমা করে দেন এবং দারুল উলুমকে উত্তম বিকল্প দান করেন এবং মাওলানা মরহুমের ইলমি ও ঔরসের সন্তানদের হেফাজত করেন। আমরা জমিয়তের সকল সদস্যবৃন্দ তার বিচ্ছেদের বেদনায় বরাবর শরিক। আমার দলের বন্ধুগণ, মাদারিসের কর্তৃপক্ষ, উলামায়ে কেরাম, তুলাবায়ে আজিজ, আবনায়ে দারুল উলুম এবং মুসলমানদের কাছে হযরত মরহুমের মাগফেরাত ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এবং আত্মীয়স্বজন, ভাই-বন্ধু ও নিকটাত্মীয়দের জন্য আল্লাহর দরবারে সবরে জামিলের দোয়া করার দরখাস্ত রইল।

(মাওলানা) আরশাদ মাদানি

সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ

শোকবার্তা- ৩

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সুফিয়ান সাহেব কাসেমী, মুহতামিম দারুল উলুম (ওয়াকফ) দেওবন্দ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

.....
আজ সকালে ফজরের নামাযের পরে মোবাইলে লিখিত একটি বার্তা আসে যে, উস্তাযে মোকাররম জনাব হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ (দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস) বর্তমানে সংক্ষিপ্ত অসুস্থতার পরে বোম্বের একটি হাসপাতালে ইনতিকাল করেছেন, ইল্লালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়াপ্রার্থী, যেন তিনি নিজের অপরিসীম অনুগ্রহ ও দয়ায় মরহুমকে জ্ঞানাতুল ফিরদাউসের উঁচু মাকামে স্থান দান করেন এবং আত্মীয়স্বজন ও ভক্তকুলকে সবরে জামিলের তওফিক দান করুন।

বাস্তবতা হল, ধ্বংসশীল এই দুনিয়ায় কারও আগমনের সাথে সাথেই শেষ পরিণতির দিকে ভ্রমণের সূচনা শুরু হয়ে যায় এবং নির্ধারিত সময় আসলে তাকে চিরস্থায়ী ঠিকানার দিকে বিদায় নিতে হয়। কেননা জীবন-মরণ এই কর্মক্ষম জগতের অপরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যাবলির আবশ্যিক অংশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যে-কোনো মানুষ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য স্তরসমূহের যতই উচ্চতা ও বুলন্দিতে আরোহন করুক না কেন, নির্ধারিত সময়ে এসে গেলে না কারও জন্য পলায়নের কোনো পথ থাকবে, না কারও জন্য কোনো ব্যত্যয় হবে এবং না কারও জন্য কোনো বিবেচনা করা হবে। যদি আল্লাহর ইচ্ছায় ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা থাকত তাহলে ‘নিকটতম থেকে নিকটতম’ এই নীতির ভিত্তিতে ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে সম্মানিত ও প্রিয় নবী-রাসুল এবং তাদের মাঝেও বিশেষভাবে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যতিক্রমী পজিশনের অধিক অধিকারী আখ্যায়িত হতেন, কিন্তু এ ব্যাপারে আল্লাহর কালামের মাধ্যমে চিরস্থায়ী নীতি বয়ান করা হয়েছে:

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

দেশের বিভিন্ন ইলমি কেন্দ্র ও ইজতিমার পাশাপাশি দারুল উলুম ওয়াকফ দেওবন্দেও হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর তিরোধানের কারণে ইসালে সওয়াব ও মাগফিরাতের দোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সমস্ত ছাত্র ও ভক্তদের দোয়া কবুল করত হযরতকে রহমতে আচ্ছাদিত করুন। আমিন ইয়া রব্বাল আলামিন!

.....
 মুহাম্মাদ সুফিয়ান কাসেমী
 মুহতামিম দারুল উলুম ওয়াকফ দেওবন্দ
 ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ৪

প্রেরক: হযরত মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ শাহেদ সাহেব সাহারানপুরি
 প্রধান নাজিম, জামেআ মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুর
 সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব জিদা মাজদুহু
 ও মরহুম মুফতি সাহেবের সাহেবজাদাবন্দ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
 বিশ্বব্যাপী ইলমি ও দীনি হালকায় এবং উলামা-মাশায়েখের মজলিসে এই
 মর্মভুদ সংবাদ অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে ছড়িয়ে পড়েছে যে, বর্তমান
 যুগের সেরা আলেম দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস, যুগের
 অদ্বিতীয় মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি দীর্ঘ
 অসুস্থতার পর ইনতিকাল করেছেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি
 রাজিউন।

পাঠদান, রচনা, সঞ্চলন এবং ওয়াজ-নসিহতের ময়দানে হযরত মাওলানার
 যে বিরাট স্থান ও উঁচু পরিচয় ছিল, এ সম্পর্কে সর্বসাধারণ ও উলামায়ে
 কেরাম সবাই অবগত। আর এখন এসব ময়দান নিঃসন্দেহে একসাথে
 বিজন হয়ে গেছে।

হযরত মুফতি সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা নিজের এলাকার বিভিন্ন মাদরাসায়
 অর্জন করার পরে প্রসিদ্ধ দীনি বিদ্যাপীঠ জামেআ মাজাহিরুল উলুম
 সাহারানপুরে অতিরিক্ত শিক্ষার্জনের জন্য আগমন করেন। এখানকার প্রথম
 বছর ১৩৭৬ হিজরিতে তিনি এই ছয় কিতাব পড়েছেন: কুতবি, শরহে
 জামি (ইসমের অধ্যায়), শরহে তাহজিব, কানজুদ দাকায়েক, উসুলুশ শাশি
 এবং তালখিসুল মফতাহ।

অতঃপর ১৩৭৭ হিজরিতে পুনরায় ভর্তি হয়ে মুখতাসারুল মাআনি, মির
 কুতবি, শরহে বেকায়া, নুবুল আনোয়ার এবং সুল্লামুল উলুম পড়েন।
 তারপর তৃতীয়বার মাজাহিরুল উলুমে ভর্তি হয়ে মুল্লা হাসান, শরহে
 আকায়েদ, মাকামাতে হারিরি, মাইবুজি, উমুরে আম্মা, মুল্লা জালাল, মির

.....

জাহেদ এবং সাবয়ে মুআল্লাকাত মোট সাতটি কিতাব পড়ে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থানে উত্তীর্ণ হন। জামেআ মাজাহিরুল উলুমে থাকাকালে যদিও সমস্ত উস্তাযের সাথে তার আন্তরিক সম্পর্ক ছিল, কিন্তু হযরত মাওলানা মুফতি মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া সাহারানপুরি রাহিমাহুল্লাহুর সাথে বিশেষ সম্পর্ক ও নৈকট্য ছিল, তাই তিনি নিজের অধিকাংশ সময় তারই সান্নিধ্যে অতিবাহিত করতেন।

জামেআ মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুরে তিন বছরের শিক্ষার্জনের পরে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে চলে যান এবং সেখানে ভর্তি হয়ে জালালাইন শরিফ, হেদায়া আউয়ালাউন এবং তাসরিহ ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের শিক্ষার সূচনা করত দাওরায়ে হাদিস পূর্ণাঙ্গ করেন এবং সেখানে ইফতা বিভাগে ভর্তি হয়েও শিক্ষা সমাপন করেন।

মাজাহিরুল উলুম পড়াকালে হযরত শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া মুহাজিরি মাদানির সাথে অন্তরঙ্গ ও ভক্তির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, তাই তিনি আধিক্যের সাথে হযরত শাইখের খেদমতে উপস্থিতি হতেন এবং এই সম্পর্কের সুবাদে বিভিন্ন সময়ে রমজান মাসেও কখনো ইতেকাফ এবং কখনো সাক্ষাতের নিয়তে উপস্থিত হতে থাকতেন। সুতরাং রমজান ১৩৫৭ হিজরি মোতাবেক সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ দশকে শাইখের সাথে এতেকাফ করার আলোচনা তো স্বয়ং হযরত রাহিমাহুল্লাহ নিজের রোজনামাচায়ও উল্লেখ করেছেন।

হযরত শাইখের সাথে বাইআত ও ভক্তির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হওয়ায় কয়েক বছর মামুলাত ও ওজিফার পাবন্দির পরে তিনি হযরত শায়খ থেকে নিয়মতান্ত্রিক জিকিরের অনুমতি গ্রহণ করেন এবং ২৪ রমজান ১৩৯২ হিজরি মোতাবেক ২ নভেম্বর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ তিনি তা পাবন্দির সাথে শুরু করেন এবং এ পথে আগন্তুক অবস্থা ও কৈফিয়ত সম্পর্কে আপন শায়খকে নিয়মিত অবহিত করে দিকনির্দেশনা ও হেদায়াত গ্রহণ করতেন।

এখানে তার প্রাথমিক জীবনের একটি স্মৃতিময় পত্র পেশ করা হচ্ছে, যা আজ থেকে ৪৮ বছর পূর্বে ২৮ শাওয়াল ১৩৯২ হিজরি মোতাবেক ৫ ডিসেম্বর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে তখন লিখেছিলেন, যখন তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে জ্ঞানার্জন পূর্ণ করে জামেআ আশরাফিয়া রান্দির (গুজরাট) এর শিক্ষক হয়ে পাঠদানের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে যান।

এই চিঠি পাঠ করলে দুটি জিনিস সুস্পষ্টভাবে সামনে আসে, প্রথমত যত উলামায়ে কেরামকে আল্লাহ তাআলা শরিয়তের জ্ঞান দিয়েছেন এবং তারপর তাদের সহচর্যে দুনিয়াভর আল্লাহর সৃষ্টির বড় একটা অংশ উপকৃত হয়েছে; তারা প্রথমতে যুগের কোনো শায়খ ও আধ্যাত্মিক মুরব্বির অধীনে থেকে নিজের সংশোধন ও দীক্ষার প্রয়োজন মনে করেছেন এবং সুলুক ও ইহসানের লাইনে জিকির-ফিকিরের সাথে সংযুক্ত থেকে ইলমি জগতে পা বাড়িয়েছেন। তারা উলুমে শরিয়তকে যথেষ্ট মনে না করে নিজেদেরকে তরিকত ও আত্মশুদ্ধির জ্ঞানেরও মুখাপেক্ষী মনে করেছেন এবং নিজেদের অভ্যন্তরে উর্ধ্ব জগতের গুণাবলি ও উচ্চ চরিত্র সৃষ্টি করার অনেক প্রয়োজনবোধ করেছেন।

দ্বিতীয়ত যত কামিল উলামায়ে কেরাম এমন রয়েছেন, দুনিয়াবাসী যাদের যোগ্যতা ও মর্যাদার স্বীকারোক্তি দিয়েছে এবং তাদের ইলম আমলের আলোয় দুনিয়া আলো ও প্রাণ পেয়েছে এবং তারা নিজেদের উৎকৃষ্টতম মেধাগত ও চিন্তাগত দীক্ষার সাথে দীন ও শরিয়ত এবং বিশুদ্ধ আকিদার ওপর সারাটা জীবন অবিচল থেকেছেন; তারা সবাই সেসব উলামায়ে কেরাম, যারা নিজেদের প্রাথমিক জীবনে নিজেদেরকে নিজেদের সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব, পূর্ণাঙ্গতা এবং ইলমি ও মেধাগত অপরিসীম প্রশস্ততা থাকা সত্ত্বেও স্বয়ংগের কোনো না কোনো শায়খ ও আরিফে রব্বানির সামনে নিজেকে উপস্থাপন করে, বরং পরিপূর্ণভাবে নিজেদেরকে তাদের সোপর্দ করত দীক্ষা অর্জন করে নিজেদের ভিতরে সিফাতে কামালিয়া তথা উৎকৃষ্ট গুণাবলি সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এর ফলে যথাসময়ে বিশ্ববাসী তাদেরকে মাথায় বরণ করেছে এবং মহত্ত্বের মুকুট তাদের মাথায় পরানো হয়েছে। এটাই মতলব হযরত হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রাহিমাহুল্লাহুর এই বাণীর, “যে বিনয়ী হয়ে নিজের সংশোধন করে না, সে বড় হয়ে মানবজাতির সংশোধন করতে পারবে না”।

আজও আমাদের এ যুগের বাস্তবতা (একে কেউ স্বীকার করুক বা না করুক) এটাই যে, বড় হওয়ার জন্য আগে ছোট হতে হয়। আর নাফসে আমরা কোনো আল্লাহওয়ালা কামিল বুজুর্গের জুতো সোজা করার কারণেই ছোট হয়ে যায়। ইকবালের ভাষায়:

تمنادرد دل کی ہو تو کر خدمت فقیر کی

نہیں ملتا یہ گوہر، بادشاہوں کے خزینوں میں

হযরত মাওলানা পালনপুরির নিম্নে পঠিত এই পত্রও এই বাস্তবতা ও সত্যতার সত্যায়ন ও সমর্থন করে। আজ যেহেতু পত্রের প্রেরক ও প্রাপক উভয়ই আল্লাহর দরবারে চলে গেছেন, এই পত্র বিশেষভাবে সেসব মানুষের জন্য পেশ করা হচ্ছে, যারা আহলে ইলম ও উলামায়ে কেরামের অতি শাহী চলাফেরা, নেতাসুলভ আন্দাজ ও উজ্জ্বল পোশাকের ওপর তো ঈর্ষা করেন, কিন্তু তাদের গুরু জীবনের চেষ্টা-সাধনা, আত্মত্যাগ ও জিকির-ফিকিরের মাধ্যমে আত্মা ও দেমাগের পরিশুদ্ধির ওপর ঈর্ষা করেন না। এই জরুরি ভূমিকার পরে শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া মুহাজিরে মাদানি রহ. এর নামে মরহুম হযরত মুফতি সাহেবের পত্র দিল ও দেমাগের পূর্ণ বিচক্ষণতা, ইলম-মারিফাতের পূর্ণ হাজিরি এবং মেধা ও চিন্তার পূর্ণ প্রশস্ততার সাথে পাঠ করুন:

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ.

سیدی وسندی نفعنا اللہ بصحبکم المبارکۃ، وأفاض علینا من برکاتکم.

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ!

অধম খাদেম রমজান শরিফের ২৪ তারিখ থেকে উচ্চৈঃস্বরে জিকির গুরু করেছি, সাহারানপুর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সফরের কারণে দুয়েকদিন করতে পারিনি, এছাড়া আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে পাবন্দির সাথে আমল চালু আছে এবং বিশেষ কোনো অবস্থা সংঘটিত হয়নি। শুধু এটুকু যে, যখন আপনার ওখানে জিকির করতাম অনেক বেশি প্রশান্তি অনুভব করতাম, বারবার ক্রন্দনও এসে যেত, যা কখনো এতটা তীব্র হয়ে যেত যে, জিকির বন্ধ করতে হত। আপনার সুহবত থেকে বঞ্চিত থাকার পরে ক্রন্দন থেকেও বঞ্চিত হয়ে গেছি, কখনোবা ঘটনাক্রমে সাধারণ ক্রন্দন আসে এবং এভাবে সাবা-রাণীর উক্তি—

﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

এর মর্ম ভালো করে বোধগম্য হয়েছে যে, সহচর্যে কী কী বরকত অর্জন হয়।

কয়েকদিন তো জিকিরে বিশেষ কোনো স্বাদ লাগেনি, কিন্তু কিছুদিন পরে আল্লাহ পাক পুনরায় জিকিরে স্বাদ দান করেছেন, এখন আল্লাহর রহমতে খুব ভালো লাগে।

কয়েকটি কথা তলবযোগ্য, হযরতকে অবগত করবেন:

১. আমি হযরতওয়ালার অধিকাংশ রচনাবলি মুতালাআ করে ফেলেছি, কয়েকটি দুইবার-তিনবারও পড়েছি। কিন্তু এখন অনুভব হচ্ছে যে, ঐ পাঠ শ্রেফ ছিল ইলমি পর্যায়ে যা যথেষ্ট নয়, এখন পুনরায় সুহবত হাসিলের লক্ষ্যে মুতালাআ করব। খাসায়েলে নববি পড়তে শুরু করেছি, কেননা ইমাম তিরমিযির শামায়েলে নববি পাঠদানের আওতাধীন, এছাড়াও কাওকাবুদ দুররিও শুরু করেছি, কারণ জামে তিরমিযি পাঠদানের আওতাধীন। মাকতুবাতে তাসাউফ দুইবার মুতাআলা করেছি,^১ অতএব এখন উর্দু কোন কিতাব শুরু করব?
২. ইলমি কাজের বোঝা অনেক, গভীর রাত পর্যন্ত মুতালাআ করতে হয়, যে কারণে সবসময় যথাসময়ে তাহাজ্জুদের জন্য উঠা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়, দেরি হয়ে যায়, বরং কোনো সময় তো ছুটে যায়। অতঃপর তা আদায়েরও সময় মিলে না এবং দিনভর অনেক উদ্বেগ-উৎকর্ষায় থাকি যে, ঘুমানোর পূর্বে তাহাজ্জুদের নিয়তে নামায পড়ে নেব কিনা? এবং কত রাকাত পড়ব? মাগরিবের পরে নফল আল্লাহর অনুগ্রহে খুব পাবন্দির সাথে আদায় হচ্ছে, যাতে অর্ধপারা তেলাওয়াত করি।
হযরতওয়াল! অধম দাওরা পাশের পরে কুরআনে পাক মুখস্থ করেছি, তাও আবার স্বল্প সময়ে; দারুল উলুম দেওবন্দের দারুল ইফতার ছাত্রত্বের পাশাপাশি, তাই কুরআনে কারিম ভালোভাবে মুখস্থ হয়নি।

^১. মাকতুবাতে তাসাউফ: হজরত শাইখের সেসব রচনাসামগ্রীর নাম, যা অধম লেখক ১৩৯২ হিজরি মোতাবেক ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে বিন্যস্ত করে প্রথমবার প্রকাশ করেছিলাম, এই পত্র থেকে নিতান্তপক্ষে এটুকু বোধ হয়েছে যে, উভয় তরফে একে অপরের সাথে অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে ১৩৯২ হিজরিতে আন্তরিক সম্পর্ক কায়েম হয়েছিল।

.....
প্রতিদিন আধা পাড়া কয়েকবার পড়ে মুখস্থ করে নিই, সমস্ত নামাযে এগুলোই পুনরাবৃত্তি করতে থাকি। কিন্তু এই আমলেও ইলমি ব্যস্ততা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে কুরআনে কারিম মুখস্থ করার জন্য একটি সময় নির্ধারিত করার চেষ্টা করছি, যাতে অন্য কোনো কাজ না করি। হযরতওয়ালার কাছে দোয়ার দরখাস্ত যেন আল্লাহ পাক তওফিক দান করেন।

৩. হ্যাঁ-সূচক ও না-সূচক জিকিরকালে না-সূচকের সময় তর্জনী দ্বারা ইঙ্গিত করব কিনা? যেমনটা তাশাহুদে করা হয়। সর্বোচ্চ আদবের সাথে কথাগুলো আরজ করলাম।

নগণ্য খাদেম

সাঈদ আহমাদ পালনপুরি আফালাহু আনহু
শিক্ষক, জামেআ আশরাফিয়া রাশিদ (সুরাট, গুজরাট)
২৮ শাওয়াল ১৩৯২ হিজরি

বিশেষ দ্রষ্টব্য: উপরিউক্ত পত্র হযরত শাইখের কাছে সাহারানপুরে পৌঁছে ৩০ শাওয়াল ১৩৯২ হিজরি মোতাবেক ৭ ডিসেম্বর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ বৃহস্পতিবার দিনে এবং ঐ দিনই হযরত উত্তর লিখে মুফতি সাহেবকে প্রেরণ করে দেন।

হযরত শাইখের অভ্যাস ছিল, এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আত্মশুদ্ধি ও সুলুকের চিঠিপত্র অধম লেখক (মুহাম্মাদ শাহেদ) এর কাছে সোপর্দ করে দিতেন, যখন এই পত্র পৌঁছে তখন হযরতকে চিঠিপত্র পড়ে শুনানো ও উত্তর লিখনের দায়িত্বে ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ আলি মানিয়ার (সুরাট)। গুজরাট)। সুতরাং শাইখের তরফে এবং তার কলমে নিম্নোক্ত বাক্য ঐ পত্রে লিখে দেওয়া হয়: “পত্র পৌঁছেছে এবং এর জবাবও দেওয়া হয়েছে, ৩০ শাওয়াল ১৩৯২ হিজরি। মৌলবি শাহেদ সাহেবের নিরীক্ষণ সাপেক্ষ।” আজ অর্ধশতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পরে নিশ্চয় এই চিঠি এক ঐতিহাসিক মর্যাদা অর্জন করে নিয়েছে। হযরত শায়খ রাহিমাল্লাহুর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সংরক্ষিত দুর্লভ ভাণ্ডারে মরহুম মুফতি সাহেবের একটি দীর্ঘ আর্টিকেল

.....
 “ইসলামিক চিন্তার আধুনিক রূপগঠন: প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকরণীয়”
 শিরোনামে অধমের কাছে সংরক্ষিত আছে।

এই আর্টিকেলটি কোন একসময় জামিআ মিল্লিয়া ইসলামিয়া দিল্লির চিন্তাধারার ওপর লেখা হয়েছিল, এ থেকে অমুমেয় হয় যে, মরহুম হযরত মুফতি সাহেব নিজের প্রবন্ধ ও রচনা হযরত শাইখের খেদমতে দোয়া ও বরকত হাসিলের নিয়তেও প্রেরণ করতেন।

অধম লেখকের সাথেও মরহুম মুফতি সাহেবের আন্তরিক সম্পর্ক ছিল, অধিকাংশ সময় সালাম-কালাম বিনিময় হতে থাকত। সবচে বড় কথা হল যেহেতু তিনি রচনাকর্মে অভ্যস্ত ও তওফিকপ্রাপ্ত ছিলেন এবং এই অধম লেখকও গুরু থেকেই পৃষ্ঠা কালো করতে অভ্যস্ত, তাই উভয় তরফে নিজ নিজ রচনাবলি ও সঙ্কলন বিনিময় হতে থাকত। সুতরাং তিনি যখন ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা’র সূক্ষ ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন তখন অধমকেও এর একটি কপি হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করেন।

এমনিভাবে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তালহা সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর ওফাত উপলক্ষে সর্বশেষ যখন তিনি সান্ত্বনা প্রদানের লক্ষ্যে সাহারানপুর আগমন করেন, তখন অধমের জন্য নিজের নতুন তাফসিরকর্ম ‘হেদায়াতুল কুরআন’ আনতে ভুলেননি।

আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত ইলমি, দীনি ও দারসি খেদমতসমূহ কবুল ও গ্রহণ করত তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন, জান্নাতুল ফিরদাউস তার ঠিকানা করুন এবং তার সমস্ত উত্তরাধিকারীদেরকে সবরে জামিল ও যথার্থ বিনিময় দান করে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করার তওফিক দান করুন, আমিন।

সাইয়েদ মুহাম্মাদ শাহেদ গুফিরালাহু
 প্রধান নাজিম, জামেআ মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুর
 ২৭ রমজানুল মোবারক (রাত) ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ৫

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সাইদি সাহেব

নাজিম ও অভিভাবক মাজাহিরুল উলুম (ওয়াকফ) সাহারানপুর

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মুহতারাম ও শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম
নুমানি সাহেব দামাত বারাকাতহুম

মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ

এবং হযরতে আকদাস হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি
রাহিমাহুল্লাহুর সাহেবজাদাবন্দ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ!

আশা করি ভালো আছেন! আজ ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি
সকালে এই বেদনাদায়ক সংবাদ পাই যে, ইসলামের মহান ফকিহ ও
মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ
(শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক, দারুল উলুম দেওবন্দ) সংক্ষিপ্ত
অসুস্থতার পর বোম্বের একটি হাসপাতালে মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিয়ে
মাওলায়ে হাকিকির কাছে চলে গিয়েছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি
রাজিউন।

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه، وأكرم نُزُلَه، ووسع مُدْخَلَه، واجعل الجنة مثواه،
واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض
من الدنس. اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من
زوجته، وأدخله الجنة. اللهم أعذه من عذاب القبر و عذاب النار، وأدخله الجنة
الفرْدوس و ارفع درجته في عليين. وأهم ذويهِ الصبر والسلوان والأجر والغفران.

মরহুম মুফতি সাহেব ছিলেন বর্তমান যুগের আদর্শ মুহাদ্দিস, নির্ভীক খতিব,
ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন আদিব এবং প্রজ্ঞাবান ফকিহ। তিনি শেষ জীবনে মাসলাকে
উলামায়ে দেওবন্দের মহান মুখপাত্র ছিলেন, তার অস্তিত্বে উলামায়ে
কেরামের প্রশান্তি ও সুকুন ছিল। তার কথাবার্তা আলেমসুলভ, তার
রচনাবলি অনুসন্ধানী, তার রচনাইশৈলী বাগ্মিতাপূর্ণ এবং তার কলম সত্য ও
হকের রক্ষণশীল ও হেফাজতকারী ছিল। তিনি আনুমানিক অর্ধশতাব্দী
পর্যন্ত শান-শওকতের সাথে ইলমে ফিকহ ও হাদিসের খেদমত আঞ্জাম
দিয়ে নবপ্রজন্মের নির্মাণ ও গঠনে মহান কৃতিত্ব আদায় করেছেন।

.....
 মুফতি সাহেব যে কথাকে সত্য ও হক মনে করতেন, তা লিখতে ও বয়ান করতে কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে পরোয়া করতেন না। তিনি নিজের পরিপক্ক যোগ্যতা ও ফিকহি পূর্ণাঙ্গতার কারণে দেওবন্দিয়াতের ঢাল ছিলেন। কয়েক বছর পূর্বে মাজাহিরুল উলুম (ওয়াকফ) সাহারানপুরের খতমে বুখারির অনুষ্ঠানে তিনি মাজাহিরুল উলুমে নিজের ছাত্রজীবন, এখানকার নিজের উস্তায়বন্দ এবং এর অবস্থা ও পরিবেশের ওপর দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত মুঞ্চকর বক্তব্য প্রদান করেছেন, মাজাহির এবং আকাবিরে মাজাহিরের সাথে মুফতি সাহেবের অগাধ মহব্বত ছিল। তাই তিনি শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া মুহাজিরে মাদানি রাহিমাহুল্লাহুর সাথে নিজের আধ্যাত্মিক সম্পর্কের সূচনা করেছিলেন, পরে ফকিহুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতি মুজাফফার হুসাইন রাহিমাহুল্লাহ থেকে খেলাফত অর্জন করেন। এই খেলাফতনামা মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব পালনপুরি ‘আলখাইরুল কাসির শরহে আলফাউজুল কাবির’ এর শুরুতে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশ করেছেন।

ধ্বংসশীল এই দুনিয়ায় স্থায়িত্ব কারও নেই, সকলের ভাগ্যে এখান থেকে চলে যাওয়া, সবাইকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে।

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ এমন এক বাস্তবতা, যা কারও পক্ষে অস্বীকার করার অবকাশ নেই। এখন যেহেতু মুফতি সাহেব আমাদের মাঝে নেই তাই আমাদের জন্য আবশ্যিক হল, শরিয়তের শিক্ষা, নববি আদর্শ এবং কুরআনের বিধানের আলোকে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে তার আত্মাকে প্রশান্ত এবং মিশনকে জীবিত করা এবং বেশি থেকে বেশি মাগফিরাতের প্রার্থনা ও ইসালে সওয়াব করা। রমজানুল মোবারকের শেষ দশকে তার এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া আল্লাহর সন্তুষ্টি, নৈকট্য ও অনুগ্রহ ধন্য হওয়ার কারণ হবে, ইনশাআল্লাহ।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, প্রাণঘাতী ব্যথা, বজ্রাঘাত ও বেদনাময় ঘটনায় আমরা সবাই নিজেদেরকে সান্ত্বনার উপযুক্ত মনে করি।

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.

আল্লাহ তাআলা হযরত মুফতি সাহেবকে জান্নাতুল ফেরদাউসে উঁচু মাকাম দান করুন, তার মিশনের জীবনদান ও বিজয়ী করার জন্য অদৃশ্য থেকে

.....
উপকরণ সৃষ্টি করে দিন এবং দারুল উলুম দেওবন্দকে উত্তম বিনিময় দান করুন, আমিন। আলহামদুলিল্লাহ, সংবাদ পেতেই মাগফেরাতের দোয়া এবং ইসালে সওয়াবের তওফিক হয়েছে।

বান্দা মুহাম্মাদ সাইদি

নাজিম ও অভিভাবক মাজাহিরুল উলুম (ওয়াকফ) সাহারানপুর
২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকবার্তা- ৬

প্রেরক: মাওলানা আতিক আহমাদ সাহেব

নাজিম ও অভিভাবক মাদরাসা ফয়জে হেদায়াত গুলজারে রাহিমি (খানকাহ), রায়পুর,
জেলা সাহারানপুর (ইউ.পি)

শ্রদ্ধেয়!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
বিশিষ্ট ফকিহ, নন্দিত মুহাদ্দিস, দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও
প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরির
তিরোধান না শুধু আত্মীয়স্বজনদের জন্য, বরং ইলমি ও ধর্মীয় অঙ্গনে তার
সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্টদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক সংবাদ। ইন্নালিল্লাহি
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হযরতওয়ালার মৃত্যুতে তার সরাসরি দীনের খেদমতের একটি
ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গেল, যা দারুল উলুম দেওবন্দের ইতিহাসের
একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি এবং موت العالم موت العالم (আলেমের মৃত্যু
পৃথিবীর মৃত্যুর নামান্তর) দৃশ্য পেশ করেছে। তার বিভিন্ন ইলমি ও ধর্মীয়
মহান খেদমতের কারণে তাকে সর্বদা স্মরণ করা হবে। আল্লাহ তাআলা
তাকে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফেরদাউসে উঁচু মাকাম দান করুন এবং
আত্মীয়-স্বজনকে সবরে জামিলের তওফিক দান করুন, আমিন!

তার ইসালে সওয়াবের জন্য মাদরাসায় কুরআন খতমের ব্যবস্থা করা
হয়েছে, আমরা আপনার আত্মীয়স্বজনের প্রতি মাসনুন সাত্তুনা পেশ করছি।

আতিক আহমাদ

নাজিম ও অভিভাবক, মাদরাসা ফয়জে হেদায়াত গুলজারে রাহিমি (খানকাহ)

রায়পুর, জেলা সাহারানপুর (ইউ.পি)

২৬/৯/১৪৪১ হিজরি; ২০/৫/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকবার্তা- ৭

প্রেরক: হযরত মাওলানা সাঈদুর রহমান সাহেব আজমি

পরিচালক, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা লখনৌ (ইউ.পি)

বখেদমতে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহতামিম সাহেব মুদাজ্জিলাহু
(দারুল উলুম দেওবন্দ)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

আশা করি কুশলে আছেন! একটু আগে হযরত মুফতি সাঈদ আহমাদ
পালনপুরির আচমকা মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছে, ইনালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি
রাজিউন।

আল্লাহ তাআলা মরহুমের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। তিনি ধর্মীয় জ্ঞানের
উপমাতুল্য খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা সেগুলো কবুল
করুন এবং দারুল উলুমকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আপনি এবং সমস্ত
শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রদের খেদমতে সাক্ষ্যনা পেশ করছি এবং আল্লাহ তাআলার
কাছে আবেদন করছি, তিনি যেন তাকে তার শান অনুযায়ী বিনিময় দান
করেন এবং আত্মীয়স্বজনকে সবরে জামিল এখতিয়ার করা ও
মাগফেরাতের দোয়া কামনার তওফিক দান করেন। ওয়াসসালাম।

অধম সাঈদুর রহমান আজমি

পরিচালক, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা লখনৌ

২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ৮

প্রেরক: হযরত মাওলানা ডক্টর তাকি উদ্দিন নদবি সাহেব

শিক্ষাসচিব, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা লখনৌ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ইলমে হাদিসের রবি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যা অর্ধশতাব্দী থেকে এক জগতকে আলো বিকরণ করে আসছিল

(হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরির দুঃখজনক তিরোধান)

আজ ২৬ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মঙ্গলবার^১ সকালে এমন একটি মর্মভুদ ঘটনার সংবাদ পাই, ইতিপূর্বে যার ব্যাপারে কোন ধারণাই ছিল না, অর্থাৎ দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস যার সাথে অধর্মের অর্ধশতাব্দী থেকে গভীর সম্পর্ক চলে আসছিল, দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল ও প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি বোম্বে ইনতিকাল করেছেন। ইল্লালিল্লাহি ওয়া ইল্লা ইলাইহি রাজিউন।

হযরত মাওলানার ওফাত ইসলামি জগতের জন্য সাধারণভাবে এবং দারুল উলুম দেওবন্দের জন্য বিশেষভাবে এমন বিরাট দুর্ঘটনা, যার ওপর বেদনার তীব্রতা প্রকাশের জন্য সমস্ত শব্দমালা অসম্পূর্ণ মনে হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা মাওলানাকে অনেক ইলমি পূর্ণাঙ্গতা দ্বারা ভূষিত করেছিলেন, তার ব্যক্তিত্ব ছিল পূর্ণাঙ্গতার সমন্বয়কারী। তার মৃত্যুতে এমন একটি শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা পূরণ হওয়া মুশকিল। আল্লাহ তাআলা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে এই শূন্যতা পূরণ করে দিন, আমিন। তিনি গুজরাটের রান্দিরে তারপর দারুল উলুম দেওবন্দে পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় থেকে পাঠদানের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছিলেন, তার ছাত্রদের সংখ্যা হাজারের অধিক। তাদের কারোর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাদেরকে তার মহব্বত ও ভক্তিতে সিক্ত পেয়েছি। তার রচনালির সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক, যাতে রয়েছে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার আরবি টীকা এবং

^১. হজরতওয়ালার ইনতিকালের সময় হিন্দুস্তান, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ ইত্যাদি দেশে রমজানুল মোবারকের ২৫ তারিখ ছিল এবং আরব রাষ্ট্রসমূহে ছিল ২৬ তারিখ। তিনি এই শোকবার্তা আবুধাবি থেকে পাঠিয়েছেন তাই ২৫ তারিখের স্থলে ২৬ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি লিখেছেন।— মুহাম্মাদ আমিন পালনপুরি।

.....
উর্দু ব্যাখ্যা, সহিহ বুখারি এবং সুন্নে তিরমিযির বেশ কয়েক ভলিউমে ব্যাখ্যাগ্রন্থ, যা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ তাআলার কোনো কাজই প্রজ্ঞামুক্ত নয়, তার সিদ্ধান্ত দ্ব্যর্থহীন হয়ে থাকে, তাই তার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা ঈমানের শান। আল্লাহ তাআলা মরহুমের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, জান্নাতুল ফিরদাউসে উঁচু দান করুন এবং তার সাহেবজাদাবন্দ, আত্মীয়স্বজন এবং দারুল উলুম দেওবন্দের জিম্মাদারদেরকে সবরে জামিলের তওফিক দান করুন, আমিন!

মিল্লাতে ইসলামিয়ার সকলের জিম্মাদারি হল, এই বরকতময় মাসে বিশেষভাবে হযরত মাওলানার জন্য ইসালে সওয়াব করা, এই অধমও এতে শরিক আছে। হযরতের জীবনী নিয়ে বিস্তারিত আর্টিকেল সামনে লিখব ইনশাআল্লাহ। ওয়াসসালাম।

তাকি উদ্দিন নদবি

শিক্ষাসচিব, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা লখনৌ
এবং প্রতিষ্ঠাতা অভিভাবক জামেআ ইসলামিয়া মুজাফফরপুর, আজমগড়
বর্তমানে অবস্থানরত, আবুধাবি।

শোকবার্তা- ৯

প্রেরক: মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া সাহেব সাভলি

শিক্ষক, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা (ইউ.পি)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে হযরত মাওলানা আবুল কাসেম সাহেব নুমানি দামাত বারাকাতহুম

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, আশা করি কুশলে আছেন!

গতকাল হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর মৃত্যুসংবাদ শুনে অনেক মর্মান্বিত হয়েছি, আল্লাহ তাআলা মরহুমকে ক্ষমা করে দিন এবং তাকে উঁচু স্তর দান করুন। তার ওফাত দারুল উলুমের মুহিব্বিন ও সংশ্লিষ্টদের জন্য বিরাট একটি দুর্ঘটনা ও ক্ষতি। আল্লাহ তাআলা দারুল উলুমকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং একে সর্বদা সুহবতপ্রাপ্ত, সৎ এবং নিবেদিত শিক্ষক দান করতে থাকুন। আপনার এবং

.....
 অন্যান্য জিম্মাদারদের জন্য হযরতের তিরোধান নিঃসন্দেহে নেহায়েত দুঃজনক, তাই মাসনুন সাক্ষ্য কবুল করুন।
 দারুল উলুম দেওবন্দে তিনি আমাদের থেকে দুই ক্লাস সিনিয়র ছিলেন, নিজের ছাত্রকালের তিনবছর তাকে অত্যন্ত ঈর্ষণীয় গুণাবলির অধিকারী পেয়েছি, তখনও তিনি পড়াশোনার জন্য অত্যন্ত একনিষ্ঠ ও সৎ যুবক ছিলেন, সদাঞ্চল পড়াশোনায় লেগে থাকতেন। মনে হত যেন জ্ঞানার্জন ছাড়া অন্য কোনো বস্তু মনোহারী নয়। অতঃপর সারাটা জীবন তিনি এই দৃষ্টান্তহীন বেনজির একনিষ্ঠতার সাথে অতিবাহিত করেছেন, সফল শিক্ষকতার পাশাপাশি যে পরিমাণ রচনাবলি রেখে গেছেন, তা স্বয়ং নিজের মাঝে আল্লাহর অলৌকিক একটি নিদর্শন। আল্লাহ তাআলা তার অগণিত ছাত্র এবং তার রচনাবলিকে তার জন্য সদকায়ে জারিয়া করুন, আমিন!
 বরকতময় মাসের শেষ দিনগুলোতে আপনার কাছে দোয়ার দরখাস্ত।
 ওয়াসসালাম।

মুহাম্মাদ জাকারিয়া সাঈদ

শোকবার্তা- ১০

প্রেরক: শ্রদ্ধেয় জনাব প্রফেসর মুহাম্মাদ সালিম সাহেব
 প্রধান, ইসলামিয়াত শাখা আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি

উস্তাযে মুহতারাম শায়খুল হাদিস মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর তিরোধান মুসলিম উম্মার জন্য বড় একটি ক্ষতি, আল্লাহ তাআলা তাকে স্বীয় রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত করুন। হাদিসশাস্ত্রে তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, আমি তার কাছে সুনানে তিরমিযি পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। হাদিস ও হাদিসশাস্ত্রে, বিশেষত হাদিসের রাবীদের পরিচয়, নকদে আসানিদ ও দিরায়াতে হাদিসে তার গণনা দুনিয়ার শীর্ষ আলেমদের মধ্যে ছিল, আন্তর্জাতিক বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দের সবচেয়ে বড় ইলমি স্তর ও মর্যাদা শায়খুল হাদিস পদ ছিল তার শান। লক্ষাধিক তালিবানে নবুওয়াত তার থেকে উপকৃত হয়েছেন, তিনি ছাত্রদের প্রিয় শিক্ষক ছিলেন। হাদিসের পাশাপাশি কুরআন ও তাফসিরেও তার পাণ্ডিত্য

.....
ছিল। এই শ্রেষ্ঠ দুই জ্ঞানের ওপর তার রচনাবলি তার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। এমন উচ্চস্তরের ব্যক্তিত্বের তিরোধান না শুধু দারুল উলুম দেওবন্দ সংশ্লিষ্টদের জন্য, বরং পুরো ইসলামি বিশ্বের জন্য অনেক বড় একটা ক্ষতি।

আমি উস্তাযে মহতারামের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখার সুবাদে নিজের পক্ষ থেকে এবং নিজের ইসলামিক শাখা আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, ফ্যাকাল্টি অব থিওলজি এবং পরিচালনা অফিস এবং ছাত্র-প্রফেসর অব আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে শোক প্রকাশ করছি। আর প্রার্থনা করছি, যেন ক্ষমাশীল ও দয়াময় আল্লাহ উস্তাযে মুহতারামকে ক্ষমা করে দেন, পরিবারকে সবরের তওফিক দান করেন এবং তার বিয়োগে ইলমি জগতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা নিজ শান অনুযায়ী পূরণ করে দেন, আমিন।

প্রফেসর মুহাম্মাদ সালিম কাসেমী

ডিন ফ্যাকাল্টি অব থিওলজি, প্রধান ইসলামিক শাখা (সুন্নি) আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি

পরিচালক, ধর্মবিষয়ক শাখা আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলিগড়।

শোকবার্তা- ১১

প্রেরক: শ্রদ্ধেয় জনাব নাসিমুদ্দিন সিদ্দিকি সাহেব

(এম.এল. সি) সাবেক মন্ত্রী উত্তরপ্রদেশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম নুমানি সাহেব (মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

বাদ সালাম, আশা করি কুশলে আছেন।

দারুল উলুম ইউনিভার্সিটির বিস্ময়কর উস্তায, সফল লেখক, মহান শিক্ষক, এই শতাব্দীর ফকিহুন নাফস (হক-বাতিল এবং শুদ্ধাশুদ্ধির মাঝে পার্থক্য করার পর্যাপ্ত যোগ্যতাসম্পন্ন) এবং দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরির ইনতিকালের সংবাদ শুনে খুব মর্মান্বিত হয়েছি। হযরতের ব্যক্তিত্বকে সঠিকভাবে তারাই বুঝতে সক্ষম যারা

.....
কোনো-না-কোনো দরসে তার থেকে উপকৃত হয়েছেন, আমি তো তার মহব্বতকারীদের একজন। হযরতের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে আমি উলামায়ে কেরাম থেকে শুনেছি যে, তিনি কুরআনে কারিমের পরে সবচে পবিত্র কিতাব সহিহ বুখারির পাঠদান করতেন এবং তার পাঠদান অনেক গ্রহণযোগ্য মনে করা হত। তার কথা ও কাজে কোনো ব্যবধান ছিল না, তিনি প্রখর মেধাবী এবং হাদিস ও ফিকহে বড় পারদর্শী ছিলেন। এখন এমন ব্যক্তিত্বের আগমন এবং তার শূন্যতা পূরণ করা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুশকিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলার জন্য অনেক সহজ ব্যাপার। আল্লাহ তাআলা হযরতকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন এবং আত্মীয়-স্বজনকে সবরে জামিলের তওফিক দান করুন, আমিন!

নোট: এই সাক্ষ্যাবাদী হিন্দি ভাষায় ছিল, আমি উর্দু ভাষায় অনুবাদ করি।—
মুহাম্মাদ আমিন পালনপুরি।

অধম বান্দা নাসিমুদ্দিন সিদ্দিকি
(এম.এল. সি) সাবেক মন্ত্রী উত্তর প্রদেশ

শোকবার্তা- ১২

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সাদ সাহেব
বাংলাওয়ালি মসজিদ নিজামুদ্দিন, নয়াদিল্লি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

শ্রদ্ধেয় হযরত মাওলানা সাইয়েদ আরশাদ মাদানি সাহেব, হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম সাহেব (মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ), হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব, অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ, দারুল উলুম দেওবন্দের শুরা সদস্যবৃন্দ, ছাত্রবৃন্দ এবং হযরত মাওলানা ওয়াহিদ আহমাদ সাহেব ও অন্যান্য ভাইবৃন্দ ও আত্মীয়স্বজন!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
আজ ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি হঠাৎ এই হৃদয়বিদারক সংবাদ পৌঁছে যে, দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হযরতে আকদাস মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি—রাহিমাহুল্লাহু রাহমাতান ওয়াসিআ—দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পরে আপন মাওলায়ে হাকিকির কাছে চলে গিয়েছেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

.....

বিশ্বের অবস্থাসমূহকে সংশোধন ও সফলতার পথে আনার জন্য দুটি জিনিস মূলভিত্তির স্তর রাখে: (১) ঈমানের পরিপূর্ণতা (২) ইলমে পরিপক্বতা। আশিয়ায়ে কেরাম আল্লাহপ্রদত্ত এই দুটো বস্তু দ্বারা কাজ করে এবং মানবতাকে এর ওপর উত্তোলন করে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করেন; এবং আল্লাহপ্রদত্ত বরকত ও অদৃশ্য শক্তি দ্বারাও ভূষিত করেন। সাধারণ অবস্থার বিপরীতে বর্তমান অবস্থায় আমাদের জন্য এমন ব্যক্তিত্বের বড় প্রয়োজন, যারা নিজেদের উৎকৃষ্টতর গুণাবলি ও উচ্চমানের যোগ্যতা দ্বারা আল্লাহর গজব বিতাড়ন করেন করে দেন এবং মানুষকে দাওয়াত দিয়ে এবং শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে তাদেরকে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তির যোগ্য বানিয়ে দেন। হযরতওয়ালাকে আল্লাহ তাআলা সকল শাস্ত্রে এমন শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিলেন যে, তাকেই ওই মসনদ ও খেদমতের অধিকারী ও উপযুক্ত দৃষ্টিগোচর হত। তার নিবেদিত ও নির্ভেজাল খেদমতেরই ফলাফল হল, তিনি কয়েকটি শাস্ত্রে কিতাবাদি ও রচনাবলি লিখেছেন, বিশেষকরে হাদিস শাস্ত্রে। এছাড়াও আধুনিক ও সূক্ষ্ম মাসায়েলের সমাধানে এবং পূর্বসূরীদের মেজাজের ওপর অবিচলতায় হযরতের স্বাতন্ত্র্য এবং ইত্তিবায়ে সুন্নাতে গুরুত্বারোপ ঈর্ষণীয় ছিল। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে এই দুর্ঘটনা নিঃসন্দেহে এমন শূন্যতা যা পূরণ হওয়া অসম্ভব না হলেও মুশকিল অবশ্যই। ইলমের এই ধারাবাহিকতা তার বংশে কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে বলে আমরা আশাবাদী। রিজাল শূন্যতার এ যুগে এবং একের পর এক আলেমের প্রস্থান, এবং প্রস্থানকারীদের বিকল্প দৃষ্টিগোচর না হওয়া হতাশা ও হতভাগ্যের আলামত। আল্লাহ তাআলা তার দয়া ও অনুগ্রহে জীবিত আকাবিরদের বেশি থেকে বেশি কদর করার তওফিক দান করুন, কেননা কৃতজ্ঞতা আদায়ের ওপর নেয়ামতরাজি বৃদ্ধি করা হয় ও বরকত লাভ হওয়ার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

আপনাদের মতো আকাবির আহলে ইলমদের কাছে নিজের বাস্তব দুঃখ ও বেদনার বহিঃপ্রকাশ মূলত নিজেরই অশ্রুসংবরণ করা ও নিজেরই প্রতি সান্ত্বনা পেশ করা। কেননা মানবতার জন্য এ ভূপৃষ্ঠে নবীদের উত্তরাধিকারীরাই হলেন বাস্তবিক আশ্রয়স্থল। কারণ স্পষ্ট যে, উলামায়ে রব্বানিরাই আশিয়া আলাইহিমুস সালামের স্থলাভিষিক্ততার দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছেন। আসমান ও জমিনের বন্ধন ফেটে যাওয়া অথবা দুর্বল হয়ে পড়া

.....
ধ্বংস কিংবা ধ্বংসের পটভূমি। আল্লাহ তাআলা নিজ কৃপা ও দয়ায় উম্মতে মুসলিমার এই বিরাট আমানত উম্মুল মাদারিস দারুল উলুম দেওবন্দের সকল শূন্যতা তার শান অনুযায়ী পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ করুন। আর এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন কিছু নয়, তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

বান্দার স্মরণ আছে, একবার হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ জাহাঙ্গির সাহেবের বাসায় তাশরিফ এনেছিলেন, সেখানে হযরতের সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন হয়েছিল। নিজামুদ্দিন থেকে বাৎসরিক নিয়মানুযায়ী যে দল দারুল উলুম দেওবন্দ, ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে সাক্ষাৎ এবং দোয়ার আবেদনের জন্য গিয়ে থাকে, ঐ দলের সাথে কয়েকবার তিনি সেই সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করেছেন, হযরত এই সুসম্পর্ক কখনো ভুলে যাবার নয়। এছাড়াও একবার তিনি তার এক ছেলেকে রমজানুল মোবারকের বন্ধের সুযোগে (ছাত্রা নিজামুদ্দিন মারকাজে আসার যে প্রাচীন রীতি ছিল) চিল্লা লাগানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন, মুহতারাম ছেলের সাথে তারাবির নামাযের পরে সাক্ষাৎ হয়েছিল।

আবনায়ে কেরাম!

আপনারাই এখন আমাদের মাঝে মরহুম হযরতের প্রকৃত নিদর্শন, আল্লাহ তাআলা সবদিক থেকে আপনাদের সাহায্য করুন এবং হযরতকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন। আমিন!

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه، وأكرم نُزُلَه، ووسع مُدْخَلَه، واجعل الجنة مثواه، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجته، وأدخله الجنة وأعدّه من عذاب القبر و عذاب النار.

বান্দা নিজের পক্ষ থেকে এবং বাংলাওয়ালি মসজিদে অবস্থানরত সকলের পক্ষ থেকে আবনায়ে কেরাম, আত্মীয়স্বজন, শুরা সদস্যবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ এবং ছাত্রদের কাছে পুনরায় সাক্ষ্য প্রকাশ করছি এবং স্বয়ং নিজের জন্য এবং সমস্ত উম্মাহর জন্য কল্যাণের দোয়ার আবেদন করছি। ওয়াসসালাম।

শোকবার্তা- ১৩

প্রেরক: শুরার সাখীবন্দ, দাওয়াত ও তাবলিগ আলিগড়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে জনাব হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম নুমানি (মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ), শ্রদ্ধেয় আসাতিজায়ে কেরাম ও অন্যান্য জিম্মাদারগণ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি কুদ্দিসা সিরবুহুর তিরোধান নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মাহর জন্য বড় একটা ক্ষতি, যা আজ প্রত্যেক অনুভূতিশীল মানুষ অনুভব করছে। তিনি রমজানুল মোবারকের মূল্যবান ও বরকতময় মুহূর্তে এই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে আল্লাহর রহমতে প্রবেশ করেছেন।

رَحْمَةُ اللَّهِ رَحْمَةً وَاسِعَةً وَأَعْطَاهُ مِنْ أَعْلَىٰ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ وَيَلْقَاهُ يَضْحَكُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ إِلَيْهِ. اللَّهُمَّ آمِينَ.

হযরত মুফতি সাহেব সেসব উলামায়ে রব্বানির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের উপস্থিতি পুরো বিশ্বের জন্য রহমত ও অনুগ্রহ ছিল এবং যাদের অস্তিত্বে বিশ্বজগৎ আলোকিত হত এবং কুফর ও ভ্রষ্টতার অন্ধকার নিভে যেত। তিনি জীবনের সময়গুলোর খুব মূল্যায়ন করেছেন, তিনি পুরাটা জীবন কুরআন, হাদিস এবং ধর্মীয় জ্ঞানের ব্যাখ্যা ও প্রচার-প্রসারে ব্যয় করেছেন এবং আকাবির ও আসালাফের পদাঙ্ক অনুসরণ করত যে স্বনির্ভরতা ও দৃঢ় সঙ্কল্পের সাথে জীবনের এই দীর্ঘ ভ্রমণ পাড়ি দিয়েছেন, তা আমাদের সকলের জন্য ঈর্ষণীয় ও অনুসরণীয়। তিনি আসালাফের স্মৃতি ছিলেন, নিঃসন্দেহে তার মৃত্যুতে একটি বড় ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, আল্লাহ তাআলা শ্রেফ তার নিজ অনুগ্রহ ও দয়ায় হযরতের উত্তম বিকল্প দান করুন। আমিন!

বেদনার এই মুহূর্তে আপনাদের খেদমতে মাসনুন সান্ত্বনা পেশ করছি এবং প্রার্থনা করছি যেন আল্লাহ তাআলা হযরত মুফতি সাহেবকে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করেন, তার উত্তম কর্মগুলো কবুল

.....
করেন। আর আত্মীয়স্বজন ও আমাদের সবাইকে সবরে জামিলের তওফিক দান করুন। আমিন!

পক্ষে

আহলে শুরা, দাওয়াত ও তাবলিগ
লিখেছেন: উবায়দুল্লাহ কাসেমী, আলিগড়
২৬ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ১৪

শুরার সাথীবন্দ, দাওয়াত ও তাবলিগ আলিগড়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে সাহেবজাদাবন্দ ও পরিবারবর্গ হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ
আহমাদ পালনপুরি কুদ্দিসা সিরবুহু

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাতুল্লাহুর বিয়োগ নিঃসন্দেহে বিরাট একটি দুর্ঘটনা, এই মুহূর্তকালে প্রত্যেকেই শোকাবিস্ত। হযরত মুফতি সাহেব আমাদের সালাফের স্মৃতি ছিলেন, আল্লাহ জালা শানুহু তাকে বিভিন্ন উৎকৃষ্টতর গুণে গুণান্বিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন সময়ের পাবন্দ, তিনি নিবীড়ভাবে ইলমি কাজে লিপ্ত থাকতেন। তিনি সারা জীবন কুরআন, হাদিস এবং উলুমে দীনিয়ার ব্যাখ্যা ও প্রচারে ব্যয় করেছেন। আকাবির ও আসসালাফের পদাঙ্ক অনুসরণ করতঃ যে স্বনির্ভরতা ও দৃঢ় সঙ্কল্পের সাথে জীবনের এই দীর্ঘ ভ্রমণ পাড়ি দিয়েছেন, তা আমাদের সকলের জন্য ঈর্ষণীয় ও অনুসরণীয়। নিঃসন্দেহে তার মৃত্যুতে একটি বড় ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, আল্লাহ তাআলা শ্রেফ তার নিজ অনুগ্রহ ও দয়ায় হযরতের উত্তম বিকল্প দান করুন। আমিন!

এটা আপানাদের সৌভাগ্য যে, আপনারা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার সবধরনের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, আল্লাহ জালা শানুহু ইনশাআল্লাহ অবশ্যই এর প্রতিদান দিবেন এবং তার ফয়জ দ্বারা উপকৃত করবেন।

এ মুহূর্তে আমাদেরকে বেশি বেশি দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ তাআলা হযরত মুফতি সাহেবকে ক্ষমা করে উঁচু মাকাম দান, জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করেন, উত্তম কর্মগুলো কবুল করেন এবং হযরতকে সমস্ত উম্মতের পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করেন এবং আমাদেরকে তার উত্তম গুণাবলি দ্বারা গুণান্বিত করেন, আমিন! ওয়াসসালাম।

শুরার সাথীবন্দ, দাওয়াত ও তাবলিগ
লিখনে: উবায়দুল্লাহ কাসেমী, আলিগড়
২৬ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ১৫

প্রেরক: অল ইন্ডিয়া মিল্লি কাউন্সিল

দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি কুদ্দিসা সিরবুহু আজ ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি তারিখে ইনতিকাল করেছেন।

অল ইন্ডিয়া মিল্লি কাউন্সিলের সভাপতি মাওলানা আবদুল্লাহ মুগিসি, সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার মুহাম্মাদ মনজুর আলম এবং সহকারী সাধারণ সম্পাদক মাওলানা রিফায়ি জিলানি নদবি শোক প্রকাশ করেছেন। মিল্লি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, তার মৃত্যু ইলমি ও ধর্মীয় জগতের জন্য বিরাট একটি ক্ষতি। ইলমে হাদিস ছিল তার বিশিষ্ট বিষয়বস্তু, তিনি পাঠদান এবং লেখালেখির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ও দৃষ্টান্তহীন খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তার ইলমি কাজগুলো চিরদিনের জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসাবে থাকবে। নিঃসন্দেহে তার মৃত্যুতে ইলম ও তালিমের জগতে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়ে গেছে।

আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত চেষ্টা-সাধনা এবং দীনের মহা খেদমতগুলো কবুল করত তাকে শান অনুযায়ী প্রতিদান দান করুন এবং সমস্ত আত্মীয়স্বজন ও মহব্বতকারীদেরকে সবরে জামিলের তওফিক দান করুন। আমিন সুম্মা আমিন!

শোকবার্তা- ১৬

প্রেরক: ইসলামিক ফিকহ একাডেমি (ইন্ডিয়া)

শ্রদ্ধেয় জিদা মাজদুকুম!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
দারুল উলুম দেওবন্দের বিখ্যাত উস্তায় শায়খুল হাদিস মুফতি সাঈদ
আহমাদ সাহেব পালনপুরির তিরোধানে ইসলামিক ফিকহ একাডেমি ইন্ডিয়া
গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করছে। তার ইনতিকালে ইলমি জগতে
বিরাট একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি হাদিসের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের একজন সফল শিক্ষক ও ব্যাখ্যাকার ছিলেন। তিনি দারুল
উলুম দেওবন্দে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পাঠদানের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং
অত্যন্ত সফলতার সাথে নিজের ইলমি দায়িত্ব আদায় করেছেন। আল্লাহ
তাআলা তার দীনি ও ইলমি খেদমতসমূহ কবুল করুন। দেওবন্দের এই
সম্মানিত শিক্ষক ও আলেমের মৃত্যুতে একাডেমি গভীরভাবে সমবেদনা
প্রকাশ করছে। হযরত মুফতি সাঈদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ গুরু থেকেই
একাডেমির সেমিনারসমূহে অংশগ্রহণ করে আসছেন এবং ফিকহি
পর্যালোচনাও অংশ নিতেন। তিনি অনেক ইলমি কিতাবের লেখকও, যা
প্রকাশিত। তার রচনাবলির মাঝে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার ব্যাখ্যাগ্রন্থ
অন্যতম।

একাডেমি বিশেষভাবে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতি; তার সংশ্লিষ্টদের
এবং ইলমি অঙ্গনের প্রতি সান্ত্বনা পেশ করছে। আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা
বৃদ্ধি করে দিন, তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তার পরিবার-পরিজনকে সবরে
জামিরলর তওফিক দান করুন, আমিন!- ওয়াসসালাম।

ইসলামিক ফিকহ একাডেমি (ইন্ডিয়া)

২৬/৯/১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ১৯

প্রেরক: হযরত মাওলানা সাইয়েদ আশহাদ রশিদি সাহেব

মুহতামিম, জামিআ কাসেমীয়া মাদরাসা শাহি মোরাদাবাদ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম সাহেব (মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

আশা করি কুশলে আছেন!

তারিখ: ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রহ. এর ওফাত সংঘটিত হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে না শুধু আপনাদের জন্য, বরং মুফতি সাহেবের হাজারও ছাত্র, পুরো দেওবন্দি ঘরানা এবং মুসলিম উম্মার জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক একটি দুর্ঘটনা। ইল্লালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা যা নিয়ে যান তাও তার এবং যা দান করেন তাও তার। আর তার কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে।

নিঃসন্দেহে হযরতওয়ালার ওফাত **موت العالم موت العالم** (আলিমের মৃত্যু আলমের মৃত্যুতুল্য) এর প্রত্যয়ন। সবাইকে তো যেতে হবে।

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ হযরত মুফতি সাহেব সেসব মহান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যার মৃত্যুর বেদনা ইলমি জগতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত অনুভব করা হবে। “যুগ যুগ রোদন করলেও বেদনা শেষ হবার নয়” হযরত মুফতি সাহেব এ যুগের গর্বিত মুহাদ্দিস, নির্ভরযোগ্য ফকিহ, উলুমে ইসলামিয়ার উৎকৃষ্ট ও পাকাপোক্ত আলেম, হাদিসের আদর্শ ব্যাখ্যাকার, সফল শিক্ষক, তওফিকপ্রাপ্ত লেখক, মুত্তাকি ও পরহেজগার এবং সাহেবে নিসবত বুজুর্গ ছিলেন। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মেধা ও বিচক্ষণতার পর্যাপ্ত অংশ পেয়েছিলেন। সময়ের সংরক্ষণ, মুতালাআ এবং ইলমি ব্যস্ততায় সদা ব্যস্ততা, অনর্থক জিনিস থেকে বেঁচে থাকা, শওক ও নিমগ্নতা, ধারাবাহিক জ্ঞান-সাধনা ও অনবরত মেহনত, স্বনির্ভরতা ও আত্মবোধসম্পন্নতা,

.....
 সরলতা ও জুহুদ-পরিতুষ্টি, অলেমসুলভ গাভীর্যতা, একনিষ্ঠতা ও সততা এবং খ্যাতি-সুখ্যাতি থেকে বিমুখতায় তিনি নিজেই নিজের দৃষ্টান্ত এবং অন্যদের জন্য অনুসরণযোগ্য নমুনা ছিলেন। তার ওফাতে না শুধু উম্মুল মাদারিস দারুল উলুম দেওবন্দে, বরং ইলমি জগতে এতটা বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা দ্রুত পূর্ণ হবে বলে মনে হচ্ছে না। রিজাল শূন্যতার এ যুগে তার তিরোধান বড় ধরনের ক্ষতি ও দুর্ঘটনা।

জটিল থেকে জটিল এবং অস্পষ্ট আলোচনা পানি করে দেওয়া ও অত্যন্ত সহজ আন্দাজে পেশ করা ছিল তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য তার রচনাবলি ও পাঠদান দুটোতেই বিদ্যমান। এ বৈশিষ্ট্যের কারণে তীক্ষ্ণ মেধাবী ও গবেট প্রত্যেকেরই তার সবকের সাথে অসাধারণ চিত্তাকর্ষণ ছিল, সবাই অতি সহজেই তার আলোচনা থেকে উপকৃত হতে পারত। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে তার পাঠদানের যে অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্ব ছিল, এ যুগে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া খুবই মুশকিল। তিনি কুরআন, হাদিস এবং অন্যান্য উলুম ও ফুন্নের ব্যাখ্যাকার হওয়ার পাশাপাশি উলুমে ওয়ালিউল্লাহি ও নানুতভিরও ভাষ্যকার ছিলেন, তিনি আকাবিরে দেওবন্দের রচনাবলি ও বক্তব্যের সূক্ষ্মতা চিহ্নিতকারী ছিলেন। আল্লাহ তাআলা অতুলনীয় পাঠদান-যোগ্যতার পাশাপাশি উৎকৃষ্ট মানের রচনার রুচিরও দান করেছিলেন। সুতরাং রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ, তুহফাতুল আলমায়ি, তুহফাতুল কারি, আলফাউজুল কাবির, আলআউনুল কাবির, তাফসিরে হেদয়াতুল কুরআন, ফয়জুল মুনিয়িম, তুহফাতুল দুরার, মাবাদিউল ফালসাফা, মুয়িনুল ফালসাফা, মিস্তাহুত তাহজিব, আসান মানতিক, আসান নাল্, আসান সরফ, মাহফুজাত, কিয়া মুক্তাদি পর ফাতিহা ওয়াজিব হে?, তাসহিল আদিগ্নায়ে কামেলা, ইফাদাতে নানুতাবি, ইফাদাতে রশিদিয়া, হাদিয়া শরহে কাফিয়া ইত্যাদি গ্রন্থাদি তার কলমের অমর স্মৃতি। তিনি প্রশংসাকারীও ছিলেন, অন্তর থেকে ছোটদের মেহনতের প্রশংসা করতেন এবং রচনাবলির ওপর সাহস যোগাতেন।

হযরত মুফতি সাহেবের তিরোধানে আমরা হযরতের সাহেবজাদাবন্দ, ভাইবন্দ, আত্মীয়স্বজন এছাড়াও দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম সাহেব নুমানি এবং অন্যান্য শিক্ষক ও দারুল উলুমের সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি সান্ত্বনা প্রকাশ করছি। আর বাস্তবতা হল, মাদরাসায়ে শাহি মুরাদাবাদের সাথে দারুল উলুম দেওবন্দের চিন্তাগত যে অভিন্নতা ও নৈকট্য রয়েছে, এর ফলে এটা স্বয়ং মাদরাসায়ে শাহির ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা। মাদরাসায়ে

.....
 শাহি এবং এর শিক্ষকবৃন্দও এ মুহূর্তে সান্ত্বনার উপযুক্ত। এই সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্টতার কারণে হযরতওয়ালার জন্য জামেআয় মাগফেরাতের দোয়া ও ইসালে সওয়াবের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই সান্ত্বনামূলক কয়েকটি লাইন দারুল উলুম দেওবন্দের জিম্মাদারদের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা হযরতের উত্তমকর্মগুলো এবং মূল্যবান খেদমতসমূহ করুল করুন এবং দারুল উলুম দেওবন্দকে উত্তম বিকল্প দান করুন। এছাড়াও দারুল উলুম দেওবন্দ ও সমস্ত মাদারিসে ইসলামিয়াকে সবধরনের ফেতনা থেকে হেফাজত করুন, আমিন!

সাইয়েদ আশহাদ রশিদি

মুহতামিম, জামিআ কাসেমীয়া মাদরাসা শাহি মোরাদাবাদ

২৭ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ২০

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আসজাদ কাসেমী নদবি

জামেআ আরাবিয়া ইমদাদিয়া মুরাদাবাদ (উত্তর প্রদেশ)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম সাহেব দামাত বারাকাতুহুম

মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

আশা করি কুশলে আছেন!

আজ ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার প্রভাতের প্রথম প্রহরে দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক, উস্তাযুল আসাতিজা, মুহাদ্দিসে জালিল হযরতে আকদাস মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরির মৃত্যুর ঘটনা অন্তর ও দেমাগে বজ্রাঘাত করেছে। ইল্লালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা যা নিয়ে যান তাও তার এবং যা দান করেন তাও তার। আর তার কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে।

নিঃসন্দেহে হযরতের ইনতিকাল মুসলিম উম্মার জন্য, বিশেষভাবে ইলম ও তাহকিক জগতের জন্য এবং সবিশেষ মাদরে ইলমি দারুল উলুম

.....
 দেওবন্দের জন্য এমন এক শূন্যতা, যার পূর্ণতা বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনেক মুশকিল। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত হযরতকে অগণিত উৎকৃষ্টতা মিলনস্থল বানিয়েছিলেন। ইলমি পূর্ণাঙ্গতা ও সমৃদ্ধতা এবং গভীরতা ও গাভীর্যতার পাশাপাশি মুতালাআর শওক, একনিষ্ঠ, মনোযোগী, ব্যতিক্রম আন্দাজের বোঝানো, কঠিনতম বিষয় সহজ, বোধগম্য, ফলপ্রসূ পদ্ধতি ও আন্দাজ ও অন্তরে উত্তীর্ণ করার স্বতন্ত্র যোগ্যতা, বাস্তবতায় দীনদারি ও সততা, একনিষ্ঠতা, ইলমি নিবিড়তা, সময়ের সঠিক ব্যবহারের গুরুত্বারোপ ও যত্ন, অবিরাম সাধনা। এছাড়াও আরো অতিরিক্ত ও বিভিন্ন ধরনের স্বাতন্ত্র্য ও একক বৈশিষ্ট্যবলি।

وليس على الله بمستكر أن يجمع العالم في واحد

হযরত থেকে সরাসরি সুহবতপ্রাপ্তদের সংখ্যা সারা বিশ্বে লক্ষাধিক এবং এবং মাধ্যম সহকারে উপকৃত উপকৃতদের অন্তর্ভুক্ত করলে সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। এমন আন্তর্জাতিক মহান ব্যক্তিত্ব থেকে বঞ্চিত থাকা আমাদের সকলের জন্য সমষ্টিগত দুঃখ এবং আমাদের সকলেই সাক্ষনার উপযুক্ত।

আপনাদের জন্য এই দুর্ঘটনা বিভিন্ন কারণে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক, আমরা জামিআ আরাবিয়া ইমদাদিয়া মুরাদাবাদের খাদেমগণ আপনার খেদমতে এবং আপনার মাধ্যমে সমস্ত জিন্নাদারবন্দ ও দারুল উলুমের শিক্ষকবন্দ এবং হযরতের আত্মীয়স্বজনের খেদমতে মাসনুন সাক্ষনা পেশ করত হযরতের মাগফেরাত ও দরজা বৃদ্ধির জন্য অন্তর থেকে দোয়া প্রার্থী। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত হযরতুল উস্তায়কে পরিপূর্ণভাবে ক্ষমা করুন, পরিপূর্ণ প্রশান্তি নসিব করুন, উঁচু স্তর দিয়ে ধন্য করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন। আত্মীয়স্বজনকে সবরে জামিলের তওফিক দান করুন এবং মিল্লাত ইসলামিয়াকে তার বিকল্প দান করুন, আমিন!

আপনার কাছে সমীহা প্রদর্শন করতঃ উত্তম দোয়ায় আমাদেরকে স্মরণ রাখার আবেদন রইল।

মুহাম্মাদ আসজাদ কাসেমী নদবি

খাদিমুল হাদিস, জামিআ আরাবিয়া ইমদাদিয়া মুরাদাবাদ

২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকবার্তা- ২১

প্রেরক: জহির আনোয়ার সাহেব কাসেমী (মুহতামিম, দারুল উলুম ইসলামিয়া বস্তি, উত্তর প্রদেশ)

বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম

মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম নুমানি সাহেব দামাত
বারকাতুহুম, মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

আশা করি আপনি কুশলে আছেন!

দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর ইনতিকালের দুঃখময় সংবাদ আমাদের সকলের ওপর বজ্রাঘাতের মতো পতিত হয়েছে, এই দুর্ঘটনা দিল ও দেমাগের কৈফিয়ত পরিবর্তন করে দিয়েছে, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা এমনি ছিল।

إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى.

হযরত মুফতি সাহেবের বিচ্ছেদের বেদনা পুরো ইলমি জগতে অনুভব করা হচ্ছে, হযরত মুফতি সাহেব নিজের ইলমি গভীরতা ও মুহাদ্দিসসুলভ গাভীরতার পাশাপাশি নিজের ইমানি গুণাবলি বিশেষভাবে বিনয় ও নম্রতার কারণে দেওবন্দের ছাত্র-শিক্ষকের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ছিলেন। তিনি দেওবন্দের রীতিনীতির পাহাদার ও সংরক্ষক ছিলেন, তিনি যেসব বৈশিষ্ট্য ও উৎকৃষ্টতার অধিকারী ছিলেন; এমন ব্যক্তিত্ব শতাব্দীতে দুয়েকজন জন্মগ্রহণ করে থাকেন। নিঃসন্দেহে তিনি এ যুগের আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস ছিলেন, তার হাদিসের পাঠদানে ও ইলমি তাহকিকে নিঃসন্দেহে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এবং হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহিমাহুল্লাহুর হাদিস বোধগম্যের পরিপূর্ণ বালক দৃষ্টিগোচর হত। তিনি ইলমপিপাসুদের না শুধু পরিতৃপ্ত করেছেন, বরং অন্যদেরকে পরিতৃপ্ত করার যোগ্য বানিয়ে দিয়েছেন, এখন তার সমপর্যায়ের কোনো মুহাদ্দিস ইলমি জগতে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। তার পাঠদান বিশেষত হাদিসের পাঠদানকে আল্লাহ তাআলা যে গ্রহণযোগ্যতা দান করেছিলেন, তা অনেক কম লোকের ভাগ্যে ঝুটে। তার ওফাতের

.....
মাধ্যমে হাদিসশাস্ত্রের এক ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, আল্লাহ তাআলা দারুল উলুমকে তার উত্তম বিকল্প দান করুন।

দোয়া করি যেন আল্লাহ তাআলা হযরত মুফতি সাহেবকে পুরোপুরি ক্ষমা করে দেন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চ মাকাম দান করেন। আপনারা দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও ভক্তদের সাথে সাথে আমাদের সবাইকেও সবরে জামিলের তওফিক দান করুন। আমিন।

দারুল উলুম আলইসলামিয়া বস্তির সাথে হযরত মুফতি সাহেবের আন্তরিক সম্পর্ক ছিল, নিজের ঘরোয়া মজলিসে বারবার এই প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করতেন এবং আপন ছেলে কাসেম আহমাদকে শিক্ষার্জনের জন্য এখানে ভর্তিও করেছিলেন।

আমরা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ ও জামেআর খাদেমদের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা-বাক্যগুলো কবুল করুন, দোয়ার দরখাস্ত।

বেদনায় শরিক

জাহির আনোয়ার কাসেমী

মুহতামিম, দারুল উলুম ইসলামিয়া বস্তি

২৬ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ২০ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকবার্তা- ২২

প্রেরক: মাওলানা মুহাম্মাদ আসআদ কাসেমী

নাজিম ও সম্পাদক, ফিকরে ইসলামি ম্যাগাজিন, দারুল উলুম আলইসলামিয়া বস্তি (উত্তর প্রদেশ)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম নুমানি সাহেব দামাত বারাকাতহুম (মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ) এবং
হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর সাহেবজাদাবৃন্দ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

.....
আশা করি কুশলে আছেন!

গতকাল ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি সকালবেলা এই প্রাণঘাতী দুঃসংবাদ পৌঁছে যে, ইসলামি জগতের মহান ফকিহ, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি সংক্ষিপ্ত অসুস্থতার পরে বোম্বের একটি হাসপাতালে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গিয়েছেন, ইল্লালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

নিঃসন্দেহে হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ এ যুগের একজন আদর্শ মুহাদ্দিস, গর্বিত মুফাসসির, স্বতন্ত্র ফকিহ এবং নির্ভীক খতিব ছিলেন। তিনি উলামায়ে দেওবন্দের মহান মুখপাত্র, বরং মুখাবয়ব ছিলেন, তার বরকতময় অস্তিত্বে উলামায়ে কেরামের প্রশান্তি ও স্থিরতা ছিল। তার কথাবার্তা আলেমসুলভ, লেখালেখি অনুসন্ধানী হয়ে থাকত।

তিনি আনুমানিক অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত অত্যন্ত শান-শওকত ও পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে ইলমে ফিকহ, ইলমে হাদিস এবং তাফসিরের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে নবপ্রজন্মের গঠন ও তৈরিতে অপরিসীম কৃতিত্ব রেখেছেন। এ কারণে দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে হযরত মুফতি সাহেবের যে পরিমাণ গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা অর্জন হয়েছে, তা কম লোকের অর্জন হয়।

হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ যে কথাকে সত্য ও বিশুদ্ধ মনে করতেন, তা লিখতে ও বয়ান করতে কোন ভৎসনাকারীর পরোয়া করতেন না। আল্লাহ প্রদত্ত নিজের মেধা, নিবিড় ইলমি যোগ্যতা এবং ফিকহি পূর্ণাঙ্গতার কারণে তিনি দেওবন্দিয়াতের ঢাল ছিলেন।

جان کر من جملہ خاصانِ میخانہ تجھے مدتوں رویا کریں گے جام و پیانہ تجھے

সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ বাকের হুসাইন কাসেমী রাহিমাহুল্লাহ এবং দারুল উলুম আলইসলামিয়া বস্তির সাথে হযরত মুফতি সাহেবের অত্যন্ত আন্তরিক সম্পর্ক ছিল, এই আন্তরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে তিনি তার এক ছেলে জনাব হাফেজ কাসেম আহমাদকে (বর্তমান ম্যানেজার, মাকতাবায়ে হিজাজ দেওবন্দ) এখানে শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে

.....
পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি আনুমানিক দুই বছর অবধি এখানে অবস্থান করে শিক্ষকবৃন্দ থেকে সুহবত গ্রহণ করেছেন।

রমজানুল মোবারকের শেষ দশকে হযরত মুফতি সাহেবের এই চিরবিদায় আল্লাহর সন্তুষ্টি, নৈকট্য এবং তার বিশেষ অনুগ্রহে ভাগ্যবান হওয়ার কারণ হবে এবং দেশ ও দেশের বাইরে ছড়িয়ে থাকা হযরতের হাজারও ছাত্র ও উপকৃতরা তার জন্য সদকায়ে জারিয়া প্রমাণিত হবে। ইনশাআল্লাহুল আজিজ।

এই বেদনাদায়ক ঘটনায় আমরা সবাই নিজেদেরকে এবং পুরো দেওবন্দি ঘরানাকে সান্ত্বনার উপযুক্ত মনে করি।

إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى.

আমরা দোয়া প্রার্থী যেন আল্লাহ কুদ্দুস হযরত মুফতি সাহেবকে জান্নাতুল ফিরদাউসে উত্তম ঠিকানা দেন, তার আত্মীয়স্বজন ও ভক্তদেরকে সবরের তওফিক দান করেন এবং দারুল উলুম দেওবন্দকে তার উত্তম বিনিময় দান করেন। ওয়াসসালাম।

বেদনায় অংশীদার

মুহাম্মাদ আসআদ কাসেমী

নার্জিম ও সম্পাদক, ফিকরে ইসলামি ম্যাগাজিন, দারুল উলুম আলইসলামিয়া বস্তি
২৬ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ২০ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকবার্তা- ২৩

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুফতি আবদুল কাইয়ুম কাসেমী (মুহতামিম, জামিআ আরাবিয়া খাদেমুল ইসলাম হাপুড়, উত্তর প্রদেশ)

বিসমিহি তাআলা

বখেদমতে মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম সাহেব দামাত বারাকাতুহুম
(মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ, উত্তর প্রদেশ, ইন্ডিয়া)
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

.....

মাসনুন সালামের পর আরজ হল, দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হযরতুল উস্তায হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর ইনতিকালের দুঃখজনক সংবাদ পৌঁছেছে, ইনালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমি এবং অত্র জামেআর শিক্ষক-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে দুঃখের এই মুহূর্তে আপনার সাথে সমানে সমান অংশীদার। হযরত মরহুমের বহুবিধ ইলমি খেদমত ভুলে যাবার নয়, তার তিরোধানে যে বিরাট ইলমি শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা পূর্ণ হওয়া অনেক মুশকিল ব্যাপার। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত মরহুমকে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চ মাকাম দান করুন, এছাড়াও আপনারদের এবং পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে সবরে জামিলের তওফিক দান করুন। দারুল উলুম এবং মিল্লাত ইসলামিয়ার এই বিরাট ক্ষতি পূরণ করুন এবং তার উত্তম বিকল্প দান করুন, আমিন!

আমাদের প্রতিষ্ঠানের সাথে মরহুম হযরতের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল, তাই অত্র জামেআয় বিশেষভাবে ইসালে সওয়াব ও দোয়ায়ে মাগফেরাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই ধারাবাহিকতা সামনেও চালু থাকবে, ইনশাআল্লাহ। আমাদের মাসনুন সাঙুনা কবুল করুন। ওয়াসসালাম।

আবদুল কাইয়ুম কাসেমী
মুহতামিম, জামিআ আরাবিয়া খাদেমুল ইসলাম হাপুড়
২৬/৯ ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ২৪

প্রেরক: মজলিসে দাওয়াতুল হক হারদুঈ, উত্তর প্রদেশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে হযরতে আকদাস মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম নুমানি সাহেব
দামাত বারকাতুহুম

মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

.....
দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক ও শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি নাওয়ারাল্লাহু মারকাদাহুর তিরোধানের সংবাদ পৌঁছেছে, ইনালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। দোয়ায়ে মাগফেরাত ও ইসালে সওয়াবের তওফিক হয়েছে।

সান্ত্বনা প্রদানের সওয়াব অর্জনের লক্ষ্যে এমন পরিস্থিতিতে হযরত মুহিউস সুন্নাহ নাওয়ারাল্লাহু মারকাদাহুর নিম্নোক্ত বাক্যগুলো লেখা অথবা লিখানোর অভ্যাস ছিল, এই অধমও সওয়াব হাসিলের লক্ষ্যে ঐ বাক্যগুলো লিখেছে:

১.

إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.

২. এক বেদুঈন বুজুর্গ হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমান খেদমতে যে সান্ত্বনা-বাণী পাঠিয়েছিল তাও প্রদত্ত করা হল:

وَخَيْرٌ مِنَ الْعَبَّاسِ أَجْرُكَ بَعْدَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ مِنْكَ لِلْعَبَّاسِ.

হযরত মুহিউস সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক রাহিমাল্লাহ রচিত আকাবিরদের শিক্ষা থেকে একটি চিরকুট হল “ইলাজুল গাম্মে ওয়াল হাজান” এহেন পরিস্থিতির জন্য বিন্যস্ত করে প্রকাশ করেছিলেন, তাও প্রেরণ করা হল। সবাই পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ উপকার হবে, অর্থাৎ বিষণ্ণতা লঘবে কাজে আসবে। এই অধমও দোয়া করছে, ওয়াসসালাম।

নির্দেশক্রমে হযরতে আকদাস নাজিম সাহেব দামাত বারকাতুহুম

সালিমুল হক

সহকারী পরিচালক, মজলিসে দাওয়াতুল হক হারদুঈ, উত্তর প্রদেশ

২৬ রমজান ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ২০ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকবার্তা- ২৫

দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরির ইনতিকাল উপলক্ষে

প্রেরক: হযরত মাওলানা খতিবুর রহমান নদবি

শিক্ষক, জামেআ ইসলামিয়া মোজাফফরপুর, আজমগড়, উত্তর প্রদেশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে হযরতে আকদাস মুহতামিম সাহেব দামাত বারাকাতুহুম

মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

আশা করি হযরতওয়ালা সুস্থ আছেন, দেশের পরিস্থিতির নাজুকতার কারণে দীর্ঘদিন থেকে কোনো চিঠি অথবা ফোনে যোগাযোগ হচ্ছে না, কিন্তু রমজানুল মোবারকের আগমন উপলক্ষে আগ থেকেই যোগাযোগ করে দোয়ার দরখাস্ত করার এরাদা ছিল, আজ রমজানের ২৭তম রাত হবে। এ সুবাদে বিশেষ দোয়ার দরখাস্ত। দ্বিতীয় কথা, যা শিরোনাম হিসেবে প্রথমে, আর তা হচ্ছে হযরত মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর তিরোধানের ঘটনা। আজকে ফজরের নামাযের পরে আপনার সমন্বয়কারী ও অত্যন্ত মর্মভেদী শোক-বক্তব্য শোনার সুযোগ হয়েছে। হযরতের এই বক্তব্য নিচের কথাগুলো লিখতে উৎসাহ প্রদান করছে, বোম্বের সংবাদপত্রগুলো ‘আলেমের ওফাতে আলমের ওফাত’ শিরোনাম যুক্ত করে খুব মূল্যায়ন করেছে।

বাস্তবতা হল, মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর মতো আহলে ইলম ও মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই ধ্বংসশীল জগৎ থেকে চলে যাওয়া বিরাট একটি দুর্ঘটনা, কিন্তু আল্লাহ তাআলার এটাই ইচ্ছা। “আল্লাহর মর্জিই শ্রেষ্ঠ”। মুফতি সাহেবের মাঝে অনেক উৎকৃষ্টতা ছিল, কিন্তু তার সবচে বড় উৎকৃষ্টতা ও বৈশিষ্ট্য হল, তিনি ছাত্রদের জন্য কিতাবগুলো অতি সহজ বানিয়ে দিতেন, যার অনুমান ১৯৯৪ সালে জামে তিরমিযির পাঠদান শোনার মাধ্যমে অধম লেখকের হয়েছিল, যখন বান্দা জামেআ ইসলামিয়ার কাজে দেওবন্দ গিয়েছিলাম। মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ মাগরিবের পরে দারুল হাদিসে তিরমিযি শরিফ পড়াচ্ছিলেন,

.....
তার সমস্ত রচনাবলি এর সুস্পষ্ট সাক্ষী। মাশাআল্লাহ, তিনি তাফসির, উসুলে তাফসির, হাদিস, উসুলে হাদিস, ফিকহ ও ইফতা, নাহ্, সরফ, মানতিক ইত্যাদি জ্ঞান ও শাস্ত্রে কিতাব লিখেছেন। হযরত মাওলানা তাকি উদ্দিন সাহেব দামাত বারকাতুহুমেঁর ইশারায় আমি ‘আশরারিক’ ম্যাগাজিনে মুফতি সাহেবের বেশ কয়েকটি কিতাবের ওপর পর্যালোচনা লিখেছি।

‘রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ’ ওপর পর্যালোচনা তখন করেছিলাম, যখন আপনি নিজের ইহতিমামের সূচনাকালে মাদরাসায় এশাতুল উলুম কোটলা, আজমগড় এর মাহফিলে আগমন করেছিলেন, আমি এ বলে ঐ পর্যালোচনা আপনার খেদমতে পেশ করেছিলাম যে, এখানে ধুমধাম রয়েছে। এই কাগজ আপনার সাথে থাকবে, দেওবন্দ পৌঁছার পরে তা দেখে নিবেন। তখন আপনি বলেছিলেন, “আমি ইনশাআল্লাহ ট্রেনে শান্তভাবে দেখে নেব”। এখন বর্তমান সংখ্যায় হযরত মুফতি সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ রচনা ‘হেদায়াতুল কুরআন’ এর ওপর পর্যালোচনা করেছি, এই পর্যালোচনাও হযরত মাওলানা তাকি উদ্দিন সাহেব দামাত বারকাতুহুমেঁর দিক-নির্দেশনায় করা হয়েছে। এই সংখ্যা মুদ্রণ হয়ে লকডাউনের কারণে আজমগড় ট্রান্সপোর্টে আটকে আছে।

হযরত মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর জীবনের তিনটি দিক রয়েছে, পাঠদান, রচনা এবং তাবলিগ। এছাড়াও তিনি হযরতে আকদাস মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া সাহেব, হযরতে আকদাস মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরি এবং হযরতে আকদাস মুফতি মোজাফফর হুসাইন সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর মতো বুয়ুর্গদের থেকে সুলুক ও তরিকতের লাইনে উপকৃত ও সংশ্লিষ্ট গ্রহণ করেছেন, ধারাবাহিকতা ও অবিচ্ছিন্ন পরম্পরার সাথে আমাদের সালাফের বিশেষ মেজাজ ও রুচি ছিল। আর এই বস্তুই হয়তোবা আমাদের আকাবিরদেরকে সবচে বেশি মানুষের প্রত্যাবর্তনের সুউচ্চ স্তরে উপনীত করেছে। যাহোক, মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর তিরোধানে দারুল উলুম দেওবন্দ এবং ইসলামি জগতের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেছে।

আপনার সাক্ষ্যমূলক বক্তব্য ও আপনার সাথে অতীতের সম্পর্ক ও স্নেহের খাতিরে পত্র কিছুটা দীর্ঘ হয়ে গেছে, কিন্তু বিরক্তির কারণ

.....
 হবেন না বলে আশাবাদী। আল্লাহ তাআলা মরহুম হযরত মুফতি সাহেবের দারাজাত বুলন্দ করুন, তার দীনি খেদমতসমূহ শ্রেফ নিজের অনুগ্রহে কবুল করুন, তার ছেলেদেরকে, ছাত্রদেরকে এবং ভক্তদেরকে সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত করুন এবং সবাইকে সবার ও শান্ত থাকার তওফিক দান করুন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।
 ইনশাআল্লাহ, সবাই ইসালে সওয়াব ও মাগফেরাতের দোয়া করবে।
 ওয়াসসালাম।

খতিবুর রহমান নদবি

শিক্ষক, জামেআ ইসলামিয়া মোজাফফরপুর, আজমগড়
 ২৬ রমজানুল ১৪৪১, ২০ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকবার্তা- ২৬

প্রেরক: এদারায়ে তালিমুদ্দিন মাউনাথবাঞ্জন, উত্তর প্রদেশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম নুমানি সাহেব দামাত বারাকাতহুম

মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

আজ ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার সকালে হাজারো উলামায়ে কেরাম, শিক্ষকবৃন্দ এবং মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী অনুযায়ী “কিন্তু তিনি আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নিবেন” ব্যথিত ও অশ্রুসিক্ত করে তুলেছে, অর্থাৎ একজন মহান আলেমে রব্বানি, আজহারে হিন্দ দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক ও শায়খুল হাদিস, উস্তাযুল আসাতিজা ওয়াল উলামা হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর ওফাত ইলমি অঙ্গনকে একটি আলো থেকে বঞ্চিত এবং অন্ধকার ও মূর্খতাকে আরো আলোহীন করে দিয়েছে। আল্লাহ ছাড়া কেউই তো থাকবে না। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

অবিনশ্বর সত্তা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও নিয়তির ওপর সন্তুষ্ট থাকা এবং তার হুকুমের ওপর নতিস্বীকার করত এদারায়ে তালিমুদ্দিন মাউনাথবাঞ্জন ব্যথিত হৃদয়, অশ্রুসিক্ত চোখ ও বিষণ্ণ কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ ও কর্মচারীবৃন্দসহ নিজেই সান্ত্বনা পাওয়ার মুখাপেক্ষী। নিজেদের মহান বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দের সাথে সম্পৃক্ত মর্মান্বিতদের প্রতি এবং তাদের মাধ্যমে হযরতুল উস্তাযের ভক্ত ও আত্মীয়স্বজনদের প্রতি সান্ত্বনা-বাণী প্রকাশ করছি-

إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى.

হযরতুল উস্তাযের সত্তা পরিচয় করানোর মুখাপেক্ষী নয়, তার মৃত্যু একজন গভীর জ্ঞানী, পাঠদানের সূক্ষ্মতা সম্পর্কে অবগত দক্ষ শিক্ষক, মহান লেখক, মুহাদ্দিস ও ফকিহ এবং সমাজ-সংস্কারক ও দাঈর মৃত্যু, যার ফলে ইলমি জগতের বর্ণনাতীত ক্ষতি হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এই ক্ষতিপূরণ করে দিন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হে আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের বিপদে প্রতিদান দান করুন এবং আমাদেরকে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিকল্প দান করুন।

আনোয়ারুল হক

এদারায়ে তালিমুদ্দিন মাউনাথবাঞ্জন

২৫/৯/১৪৪১৪১= ১৯/৫/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকবার্তা- ২৭

প্রেরক: শুরা সদস্যবৃন্দ, মাদরাসায়ে তালিমুদ্দিন পুরানাপুল, বেনারস, উত্তর প্রদেশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম নুমানি সাহেব দামাত বারাকাতহুম (মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ) এবং মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব পালনপুরি ও সমস্ত পরিবারবর্গ!

আজহারে হিন্দ দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরির তিরোধান কোনো ট্রাজেডি থেকে কম নয়, তার মৃত্যু সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, চলন্ত বছরের

.....
 খতমে বুখারি শরিফের সময় ছাত্র এবং শ্রোতাদের অন্তর ব্যাকুলকারী আহাজারি মৃত্যুর ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য ছিল। সেসময় থেকে তার ভক্তদের মাঝে একটি দুশ্চিন্তা কাজ করছিল যে, আখের নিয়তির কলম কি লিখছে, ব্যস লিখে দেওয়া হয়েছে:

وكل عنده بأجل مسمى. فلتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ إنا لله وإنا إليه راجعون.

একজন গভীর জ্ঞানের অধিকারী ও মুজতাহিদ সুলভ গুণ পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার আলেমের সমস্ত গুণাবলি ও শিষ্টাচারের সাথে আমরা আরজ করছি যে, মরহুম হযরত সমস্ত গুণাবলি ও উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি নববি জ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্রের উত্তরাধিকারী ছিলেন এবং তাসাউফশাস্ত্রের জ্ঞান রাখতেন। উলুমের ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রের বিশ্লেষণের যোগ্যতা রাখতেন, মারেফাতের সূক্ষ্মতা ও তরিকতের অবস্থাদির জ্ঞান রাখতেন। তিনি নুরে নবুওয়াত ও ওয়াহিয়ে রিসালতের সংরক্ষক ছিলেন, তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পতাকাবাহী এবং হানাফিয়াত ও দেওবন্দিয়াতের রক্ষণশীল ছিলেন। উপমহাদেশের পলক এবং আজহারে হিন্দ দারুল উলুম দেওবন্দের গর্ব ছিলেন। তিনি একজন মর্যাদাবান ও সফল শিক্ষক ছিলেন, বোঝা ও বোঝানোর ওপর অগাধ যোগ্যতা রাখতেন। ইলম ও আমলে অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী ও তওফিকপ্রাপ্ত আলেম ছিলেন। তিনি যুগের ফকিহ ও শক্তিশালী মতের অধিকারী ছিলেন, ফিকহ ও ফাতাওয়ায় গভীরতা ও বিচক্ষণতা রাখতেন। রচনা-সঙ্কলনের বিশেষ রুচি ছিল তার, ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও রচনাবলি দেখলে এমনিতেই তার ইলমি স্তরের অনুমান হয়। তার কলমশক্তি অনেক হাদিসের কিতাব ও পাঠ্যবই সাধারণ বোধগম্য বানিয়ে দিয়েছে। হেদায়াতুল কুরআন এবং রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআর ন্যায় সাধনা তার ইলমি উচ্চাঙ্গতার নিরপেক্ষ সাক্ষী।

যাহোক, বিভিন্ন উৎকৃষ্টতার অধিকারী মুহাদ্দিসে জালিল, আলিমে কাবির, ফকিহুল আসর হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর বেদনাদায়ক ইনতিকাল নিঃসন্দেহে না শুধু তার পরিবারের জন্য, বরং হযরত মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি

.....
সাহেব দামাত বারাকাতহুমের বক্তব্যনুযায়ী: “সমস্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক”।

দুঃখ, বেদনা ও বিষণ্ণতার এই মুহূর্তে আমরা সবাই শরিক এবং দোয়া করি যেন, আল্লাহ তাআলা আপনার পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও ভক্তদেরকে সবরে জামিলের তওফিক দান করেন, উম্মাহকে তার বিকল্প দান করেন, তার সাধনাগুলো কবুল করেন এবং উত্তরাধিকারীদেরকে তার কলমের বিন্দুগুলো তরতাজা রাখার তওফিক দান করুন। আমিন! ওয়াসসালাম

শুরা সদস্যবৃন্দ, মাদরাসায়ে তালিমুদ্দিন পুরানাপুল, বেনারস
২৬ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ২০ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকবার্তা- ২৮

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুফতি হাবিবুল্লাহ সাহেব কাসেমী
শায়খুল হাদিস, প্রধান মুফতি ও প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম, জামেআ ইসলামিয়া দারুল
উলুম মুহাজ্জাবপুর, সঞ্জরপুর, আজমগড়, উত্তর প্রদেশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে জনাব শায়খ আবুল কাসেম নুমানি হাফিজাহুল্লাহ
মুহতামিম, জামেআ ইসলামিয়া দারুল উলুম দেওবন্দ, উত্তর প্রদেশ, ইন্ডিয়া
অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, আমরা জানতে পেরেছি যে দারুল
উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক মুফতি সাঈদ আহমাদ
পালনপুরি ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ২৫ রমজান ১৪৪১ হিজরি
তারিখে ইনতিকাল করেছেন। এ কথা কারো কাছে অস্পষ্ট নয় যে, মরহুম
তার সমকালীন ও সহপাঠীদের মাঝে এমন উঁচু মাকাম অর্জন করেছিলেন,
যা অনেক কমই মানুষ অর্জন করতে পারে। কেননা তিনি ছিলেন জ্ঞানে
গভীর, বোধগম্যে দূরদর্শী, মেধায় শ্রেষ্ঠ। শরিয়তের শরিয়তের এমন কম
শাস্ত্র আছে, যাতে তার অগাধ যোগ্যতা ছিল না। এছাড়াও তিনি সালাফের
নমুনা ও তাদের চিন্তাধারার ধারক ছিলেন। তিনি সর্বদা পাঠদান এবং
লেখালেখির মাধ্যমে দীনের প্রচারে লিপ্ত থাকতেন, তিনি অনেক রচনাবলি

.....
ও গ্রন্থাদী ছেড়ে গেছেন যা থেকে যুগযুগ ধরে উলামায়ে কেরাম বিশেষভাবে এবং ছাত্ররা সাধারণভাবে উপকৃত হবেন।
বাস্তবতা হল, তিনি ছিলেন একজন উদিত জ্যোতিষ্ক, তার মাধ্যমে মানুষ শরিয়তের দর্শন ও সূক্ষতার দিক-নির্দেশনা পেত, কিন্তু উদিত সর্বদা উদিত থাকে না। প্রত্যেকেরই নির্ধারিত সময়ে রয়েছে, অতঃপর নির্ধারিত সময়ে এসে গেলে এক মুহূর্ত বিলম্বও করে না এবং একটু অগ্রবর্তীও হয় না।
পরিশেষে অত্যন্ত বেদনা ও দুঃখের সাথে আপনাদের সকলের কাছে তার ওফাতে সান্ত্বনা-বাণী পেশ করছি এবং রবের কারিমের কাছে দোয়া করি যেন তিনি মরহুমের ওপর দয়া ও সন্তুষ্টির আচরণ করেন। আর আপনাদের জন্য সবুর ও সান্ত্বনার দোয়া করি।

হাবিবুল্লাহ কাসেমী

মুহতামিম, জামেআ ইসলামিয়া দারুল উলুম মুহাজ্জাবপুর, আজমগড়, উত্তর
প্রদেশ, ইন্ডিয়া
২৬/৯/১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ২৯

প্রেরক: মাওলানা আবদুল হাই মিসফতাহি

প্রধান নাজিম, মাদরাসায়ে আরাবিয়া মানবাউল উলুম খায়রাবাদ, মউ, উত্তর প্রদেশ
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম সাহেব নুমানি মুদ্দা জিল্লাহুল আলি!

মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

আশা করি কুশলে থাকবেন।

ওয়ালিল্লাহি চিন্তাধারার সংরক্ষক, রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআর রচয়িতা, সহিহ বুখারি ও জামে তিরমিযির ব্যাখ্যাকার, অনেক ইলমি ও তাহকিকি কিতাবের লেখক, বোঝা ও বোঝানোর যোগ্যতার অধিকারী, ছাত্র-শিক্ষকের অত্যন্ত প্রিয় ও পছন্দনীয়, দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরির দুঃখজনক ইনতিকালের সংবাদ পৌঁছেছে, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

.....
বাস্তবতা হল, এমন বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব ও পূর্ণাঙ্গতার সমন্বয়কারী ব্যক্তিত্ব
মাবেমধ্যে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, যাদের প্রস্থানে এক আজীব শূন্যতা ও
অপূরণীয় ক্ষতি অনুভব হয়, কিন্তু এটা দুনিয়া। এখানকার প্রাকৃতিক নিয়ম
এটাই যে, প্রত্যেক জন্মগ্রহণকারীকে নির্ধারিত সময় পার করে মৃত্যুবরণ
করতে হবে। “প্রত্যেক প্রাণীই মরণশীল”

আমি আমার পক্ষ থেকে এবং আমার প্রতিষ্ঠান মাদরাসায়ে আরাবিয়া
খায়রাবাদের সমস্ত শিক্ষক ও ছাত্রদের পক্ষ থেকে মাসনুন সাত্ত্বনা-বাণী
পেশ করতঃ দোয়া প্রার্থী যেন, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তার বেনজির ইলমি,
তাসনিফি ও তারিসি খেদমতসমূহ কবুল করেন, দারুল উলুমকে তার উত্তম
বিকল্প দান করেন এবং সেখানকার শিক্ষক, ছাত্র, কর্তৃপক্ষ এবং
হযরতওয়ালাল পরিবার ও সমস্ত মুহিব্বিন-ভক্তদেরকে সবরে জামিলের
তওফিক দান করেন। আমিন!

শোকাতুর

আবদুল হাই মিফতাহি

প্রধান নাজিম, মাদরাসায়ে আরাবিয়া মানবাউল উলুম খায়রাবাদ, মউ, উত্তর প্রদেশ
২৬ রমজানুল ১৪৪১, ২০ মে ২০২০

শোকবার্তা- ৩০

প্রেরক: হযরত মাওলানা হামিদ হাসান সাহেব

মুহতামিম, মাদরাসায়ে ইসলামিয়া আরাবিয়া খাদেমুল উলুম বাগুওয়ালি, বাবোড়ি,
মুজাফ্ফরনগর, উত্তর প্রদেশ, ইন্ডিয়া

বিসমিহি তাআলা

বখেদমতে (মরহুম মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি কুদ্দিসা সিরবুহুর)

সাহেবজাদাবুন্দ ও পরিবারবর্গ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

আশা করি আপনারা সকলে কুশলে থাকবেন, আল্লাহ তাআলা আপনাদের
সবাইকে পূর্ণ সুস্থতা দান করুন। যে দুঃখ ও মর্মস্বেদ দুর্ঘটনার মুখোমুখি
হয়েছেন, এতে আমরা সবাই আপনাদের সাথে অংশীদার। কেননা এই
দুর্ঘটনা কোনো এক বংশের নয়, বরং পুরো মুসলিম উম্মার। আজকের এই

.....
উদ্ধৃত পরিস্থিতি ও পরিবর্তনশীল অবস্থায় পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য প্রশস্ত, পরিপক্ক ও দূরদর্শী, যথাসময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা এবং তড়িৎ উত্তর প্রদানের শক্তির ক্ষেত্রে হযরতুল উস্তাযের মতো ব্যক্তিত্বের বড় প্রয়োজন ছিল। তাই এই দুর্ঘটনা সমস্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যার ক্ষতিপূরণের কোনো উপায়ান্তর নেই। কিন্তু কার জানা ছিল যে, ২৫ রমজান মঙ্গলবার সকালের বরকতময় সময়ে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে তার চলে যাওয়া নিশ্চিত! জানা নেই দুজাহানের পালনকর্তার প্রশস্ত দস্তুরখানে তার কেমন সম্মান ও মেহমানদারি হবে। কিন্তু তার মহান কীর্তি ও উঁচু কৃতিত্ব সামনে রেখে আশাবাদী যে “আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন নেয়ামতরাজি প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কান শুনেনি এবং না কোনো মানুষের অন্তরেও উদয় হয়েছে” এর শ্রেষ্ঠ দৃশ্য হবে।

এই বেদনা ও আনন্দ মিশ্রিত জজবার সাথে আমি হামিদ হাসান নিজের পক্ষ থেকে এবং প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দের (যারা প্রায় সকলেই সরাসরি হযরতের ছাত্র) পক্ষ থেকে এবং ছাত্রদের (যারা উস্তাযদের মাধ্যমে হযরতে ছাত্র) পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক সান্ত্বনা প্রদান করছি। আর দোয়া প্রার্থী যেন আল্লাহ তাআলা আপনাদের সবাইকে সবুর, প্রশান্তি ও সান্ত্বনা দান করেন এবং আমাদের সবাইকে তার রেখে যাওয়া নুকুশের ওপর চলার তওফিক দান করেন। ওয়াসালাম।

হামিদ হাসান

মুহতামিম, মাদরাসায়ে ইসলামিয়া আরাবিয়া খাদেমুল উলুম বাগুওয়ালি, বাবোড়ি,
মুজাফ্ফরনগর, উত্তর প্রদেশ
২৭/৯/১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ৩১

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের নদবি

প্রিন্সিপাল, জামেআ ইমাম ওলিউল্লাহ আলইসলামিয়া মুজাফফরনগর,
ফুলাত, উত্তর প্রদেশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে হযরত মুফতি সাহেব মুদা জিল্লুহুল আলি

মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ!

আশা করি কুশলে আছেন!

শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ পালনপুরি মৃত্যুর
বেদনাদায়ক সংবাদ পৌঁছেছে, ইল্লালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।
নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা যা নিয়ে যান তাও তার এবং যা দান করেন তাও
তার। আফসোস, একজন বিরাট মুহাদ্দিস, ফকিহ, লেখক, নিবেদিত দাঈ,
বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মুরব্বি, আলেমে রব্বানি, হাদিসের ব্যাখ্যাকার এবং
সালাফের রীতির সংরক্ষক আমাদের মাঝে আর নেই।

হযরতের মৃত্যু দারুল উলুম, ইলমি, দীনি ও দাওয়াতি হালকায় এবং
তালেবানের উলুমে নবুওয়াতের জন্য বড় দুঃখজনক ঘটনা। হাদিসের
খেদমত ও ইলমি কৃতিত্বের কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে তার শান
অনুযায়ী প্রতিদান দান করুন এবং আত্মীয়স্বজন ও মহব্বতকারীদেরকে
সবরের তওফিক দান করুন।

এ মূহুর্তে আমরা আপনার দুঃখে সমান অংশীদার, অন্তরের অন্তস্তল থেকে
আপনার খেদমতে সাহায্য পেশ করছি। জামেআর মসজিদে শোকসভা
অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং জামেআর প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কালিম সাহেব
সিদ্দিকি বিশেষ দোয়া করেছেন। আল্লাহ তাআলা হযরতকে আপন রহমতে
ঢেকে নিন এবং তাকে জান্নাতের সুপরিসরে স্থান দিন। ওয়াসসালাম।

মুহাম্মাদ তাহের নদবি

প্রিন্সিপাল, জামেআ ইমাম ওলিউল্লাহ আলইসলামিয়া ফুলাত

২৬ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ৩২

প্রেরক: হযরত মাওলানা সাইয়েদ আনজার হুসাইন মিয়া সাহেব
রোকনে শুরা, দারুল উলুম দেওবন্দ ও শিক্ষাসচিব, মাদরাসায়ে ইসলামিয়া আসগারিয়া দেওবন্দ
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے * سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

দারুল উলুম দেওবন্দের স্বনামধন্য উস্তায়, প্রধান শিক্ষক ও শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ আজ ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার সকালের প্রথম প্রহরে ধ্বংসশীল এই জগত থেকে আল্লাহর রহমতের দিকে পাড়ি জমিয়েছেন। ইল্লালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা যা নিয়ে যান তাও তার এবং যা দান করেন তাও তার।

হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন আকাবিরে দেওবন্দের স্থলাভিষিক্ত, বর্ণনাভিত্তিক ও বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞানের সমন্বয়কারী, মহান মুহাদ্দিস এবং বাস্তবিক ফকিহুন নাফস। তার মৃত্যুতে অনেক বড় শূন্যতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। তার পাঠদান, রচনা ও দাওয়ার খেদমতসমূহ চিরদিন বহাল থাকবে, যা তার জন্য হবে সদকায়ে জারিয়া। মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ আকাবিরে দেওবন্দের সত্যিকার আশিক ছিলেন। দারুল উলুম দেওবন্দের শুরার বৈঠকসমূহে তার সাথে অধমের সাক্ষাৎ হত, বরাবরই মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ বড় মর্মস্পর্শীর সাথে আমার মহিমাম্বিত দাদা যুগের উওয়াইস করনি হযরত মাওলানা সাইয়েদ আসগর হুসাইন মিয়া সাহেব (সাবেক মুহাদ্দিস, দারুল উলুম দেওবন্দ) এবং সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা সাইয়েদ আখতার হুসাইন মিয়া সাহেব (সাবেক শিক্ষাসচিব, দারুল উলুম দেওবন্দ) দ্বয়ের উত্তর আলোচনা করতেন, নিঃসন্দেহে এটা মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর আকাবিরে দেওবন্দের সাথে সত্যিকার মহব্বতের দলিল।

.....
আল্লাহ তাআলা মুফতি সাহেবকে পরিপূর্ণ ক্ষমা করে দিন, নিজের পরশে স্থান করে দিন, আত্মীয়-স্বজনকে সবরের তওফিক দান করুন এবং দারুল উলুম দেওবন্দকে তার উত্তম বিকল্প দান করুন, আমিন!

সাইয়েদ আনজার হুসাইন

রোকনে শুরা, দারুল উলুম দেওবন্দ ও শিক্ষাসচিব, মাদরাসায়ে ইসলামিয়া আসগারিয়া দেওবন্দ
২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ৩৩

প্রেরক: জনাব মাওলানা আহমাদ সাদ সাহেব

মুহতামিম, আলমাহাদুল ইলমি আলইসলামি দেওবন্দ

یہ کون اٹھا ہے آج عالم سے * پارہ پارہ ہے کیوں جگر زخم سے

“যুগ যুগ রোদন করলেও বেদনা শেষ হবার নয়”

আজ ২৫ রমজান ১৪৩৯ হিজরি মোতাবেক ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এই মর্মস্ফুট সংবাদ অন্তর ও দেমাগে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে যে, আমার উস্তায, হাজারো উলামা, ফুকাহা ও ফুজালার উস্তায, উস্তাযে আকবার, ইলমি জগতের প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব, কিতাবল্লাহর মহান মুফাসসির, হাদিসে রসুলুল্লাহর সুমহান ব্যাখ্যাকার, অর্ধ শতাব্দীর চেয়ে অধিক সময় থেকে এর খাদেম, হুজ্জাতুল্লাহর দর্শনের একক ব্যাখ্যাকার, সময়ের মহান ফকিহ, বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞানের সত্তরণকারী, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বর্ণনাভিত্তিক জ্ঞানের জাদুময় ও গবেষণামূলক পাঠদান-পদ্ধতির অধিকারী, মুতাকাল্লিমে ইসলাম, স্পষ্টবাদী ও নির্ভীক সত্যবাদী খতিব, শ্রেষ্ঠতম ও যথাযথ পরামর্শক, প্রত্যেক শাস্ত্রে ঝটপট উত্তরদাতা, সম্মান ও খ্যাতি এবং সম্পদ ও সম্প্রদায় থেকে অমুখাপেক্ষী থাকার এক দৃষ্টান্ত, অনর্থক সম্পর্ক থেকে পবিত্র, সময়ের নেহায়েত গুরুত্ব প্রদানকারী, ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরোয়াহীন সত্যকথনকারী ও সত্যের প্রচারকারী, সমকালীন মাশায়েখ ও আলেমদের গাফিলতির ওপর নির্ভীক সমালোচক ও সমীক্ষক, নির্ভীক ও দুঃসাহসী, মেধাবী ও বিচক্ষণ, হুঁশিয়ার ও সজাগ, লেনদেনে স্বচ্ছ, আমলে নেহায়েত শক্ত, কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও অবিচলতার মূর্তপ্রতীক,

.....
কথাবার্তার বাগ্মিতায় নিজেই নিজের দৃষ্টান্ত, আজিমতের অভ্যস্ত, অলসতা ও গাফিলতি থেকে বহুদূরে, তাসাউফের লাইনে শায়খ ও মুরবিব, ইসলামি জগতের ঐতিহ্যবাহী দীনি বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক, প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র ও সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল, উপরিউক্ত গুণাবলিতে অতিরঞ্জন ব্যতিরেকে মহান ব্যক্তিত্ব আমাদের মহান উস্তায হযরতে আকদাস মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ; ইলমি খেদমতে ভরপুর শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম তার ধারকৃত জীবন পূর্ণ করে চির জীবনের পথে রওনা করেছেন।

لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى. إنا بفراقك يا أستاذنا السعيد لمحزونون.

حیات آوارہ دیرو حرم ربّتی ہے صدیوں تک

تو بزم "علم" میں ہوتا ہے اک صاحب نظر پیدا

হে আল্লাহ! হে কারিম পরওয়ারদিগার!! আপনার কালামের একনিষ্ঠ মুফাসসির, আপনার দর্শন ও প্রজ্ঞার (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার) একক ব্যাখ্যাকার, নিজে ছাড়াও আরও অনেককে আপনার জ্ঞান বিতরণকারী ও অধ্যাদেশ বোধগম্যকারী, আপনার দেওয়া জীবনের সময়গুলো লক্ষ মানুষ থেকে উত্তম পন্থায় কাজে লাগিয়ে আপনার রাহিম ও কারিম দরবারে উপস্থিত হয়েছেন, যে মাসে আপনি ডেকে নিয়েছেন, তা স্বয়ং তো শুভ; আপনি ঊর্ধ্বজগতের সাথীদের মাঝে তার ঠিকানা করে দিন।

অধমের মতো হাজারো ছাত্র দোয়াপ্রার্থী, যেন আপনি হযরতওয়ালা আমাদের ওপর যে ইলমি অনুগ্রহ করেছেন, আমাদের সকলের পক্ষ থেকে এর শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম বিনিময় দান করুন।

সমস্ত সাহেবজাদাবন্দ এবং মরহুমের সম্মানিত ভাই শ্রদ্ধেয় হযরত মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব জিদা মাজদুহু (উস্তাযুল হাদিস, দারুল উলুম দেওবন্দ) এর খেদমতে সাক্ষ্যনা পেশ করছি, অত্র প্রতিষ্ঠানে ইসালে সওয়াবের সিলসিলা চালু করা হয়েছে।

اے عشق نہ مل سکیں گے ہم جیسے سر پھرے * برسوں چراغ لے کے زمانہ اگر پھرے

دل میں یاد غم بے کراں رہ گئی * جانے والا گیا داستاں رہ گئی

.....

শোকাহত

অধম আহমাদ সাদ

খাদেম, আলমাহাদুল ইলমি আলইসলামি দেওবন্দ

শোকবার্তা- ৩৪

প্রেরক: মাওলানা আনোয়ার হুসাইন সাহেব

মুহতামিম, জামেআ আরাবিয়া ইমদাদুল ইসলাম কামালপুর, বুলন্দশহর, উত্তর প্রদেশ

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

বখেদমতে হযরত মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব, জনাব মাওলানা ওয়াহিদ
আহমাদ সাহেব এবং অন্যান্য পরিবারগ ও আত্মীয়-স্বজন!

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، أَمَّا بَعْدُ:

হযরত মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি এই ধ্বংসশীল জগৎ থেকে
পরজগতের দিকে মাওলায়ে হাকিকির নিকটে চলে গিয়েছেন। যা একদিকে
নিঃসন্দেহে হযরতের জন্য আপন রবের অপরিসীম রহমত ও নেয়ামত
অর্জনের কারণ, সেখানে অন্যদিকে পুরো মুসলিম উম্মার জন্য, ইসলামি
অঙ্গনের সমস্ত ঘরানার জন্য, দারুল উলুম দেওবন্দ এবং সমস্ত দীনি
মাদরাসার জন্য এমন একটা দুর্ঘটনা, যা সবাইকে পেরেশান ও শোকাহত
করে দিয়েছে। এ যুগের মুসলিম উম্মাহ পূর্ব থেকেই রিজাল শূন্যের
পরীক্ষার মুখোমুখি, সেখানে আমাদের বুজুর্গদের একের পর এক এ দুনিয়া
ছেড়ে চলে যাওয়া আমাদের জন্য কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত থাকা
ছাড়া আর কিছু নয়।

হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ ইলম ও আমলের ময়দানে যে কাজ
আঞ্জাম দিয়েছেন, বিশেষত হাদিসশাস্ত্রের যে একনিষ্ঠ খেদমত করেছেন
এবং দারুল উলুম দেওবন্দের জন্য নিজের পুরোটা জীবন উৎসর্গ করেছেন;
এ যুগের এর দৃষ্টান্ত পেশ করা মুশকিল। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাকে
পাঠদান ও বোঝা-বোঝানোর যে বিশেষ যোগ্যতা দিয়েছিলেন, তা অল্প
মানুষেরই ভাগ্যে জুটে। তার রচনাবলি থেকে তার ইলমি গভীরতা ও
সূক্ষ্মতার অনুমান করা যেতে পারে, কঠিন থেকে কঠিন বিষয়কে এত সহজ

.....
ও সাদাসিধেভাবে সমাধান করেছেন যে, একজন সাধারণ মানুষও উপকৃত হতে সক্ষম। আর এটাই কারণ যে, হযরতের ইলমি ও সংশোধনী কৃতিত্ব প্রত্যেক স্তরে গ্রহণযোগ্য এবং এ যুগে সংশোধন ও দীক্ষার বড় একটি মাধ্যম। দারুল উলুম দেওবন্দের মসনদে হাদিসকে তিনি যে আলো বিতরণ করেছিলেন, তা আল্লাহ তাআলার বিশেষ কৃপা, দয়া ও পুরস্কারের প্রকাশ।

এ মুহূর্তে পুরো দেশে লকডাউনের বাধ্যবাধকতার কারণে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আপনার খেদমতে উপস্থিত হতে পারিনি, কিন্তু আমরা এই বেদনায় বরাবর অংশীদার এবং সমস্ত দুঃখ ও ব্যথায় আপনার পাশে আছি। আমরা এখানে দোয়া ও ইসালে সওয়াবের ব্যবস্থা করেছি এবং নিজের বন্ধু-বান্ধবদেরকেও এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আর দোয়া করি যেন আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত আপনাকে এবং পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজনকে সবরে জামিলের তওফিক দান করেন। হযরতকে তার শান অনুযায়ী প্রতিদান ও পুরস্কার দান করেন এবং এই উম্মতকে তার অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে উত্তম বিকল্প দান করেন, আমিন।

আনোয়ার হুসাইন

মুহতামিম, জামেআ আরাবিয়া ইমদাদুল ইসলাম

কামালপুর, বুলন্দশহর, উত্তর প্রদেশ

৪ শাওয়াল ১৪৪১ হিজরি

২৮ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকবার্তা- ৩৫

প্রেরক: মাওলানা মুহাম্মাদ সাদ উল্লাহ কাসেমী

মাহাদুশ শরিয়া আলইসলামিয়া মোয়ানা, মিরার্থ, উত্তর প্রদেশ

২৪ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি; মোতাবেক ১৮ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

সোমবার বিকেলে হযরতুল উস্তায় মুহাদ্দিসে কাবির মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরির ছেলে মুহতারাম হাফেজ কাসেম আহমাদ সাহেবের মাধ্যমে এই সংবাদ নজরে পড়ে যে, হযরতের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তখন থেকে মনে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, রাতভর অস্থিরতা কাজ করছিল, ফজরের

.....

নামাযের পরে বিশ্রাম নিলেও একই কৈফিয়ত ছিল। দীর্ঘ সময় পরে ঘুম আসে। আনুমানিক সোয়া নয়টার দিকে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে অভ্যাসের বিপরীত মোবাইল দেখি। হোয়াটসঅ্যাপের একটি গ্রুপে আচমকা “ইন্না লিল্লাহ” এর ওপর নজর পড়ে, সাথে সাথে জবাব দিয়ে “আল্লাহ কল্যাণের ফয়সালা করুক” বেরিয়ে এল। পরে গ্রুপ খুলে দেখি হাফেজ কাসেম আহমাদের বরাত দিয়ে এই মর্মস্তুদ ও বেদনাদায়ক সংবাদ যে “আমাদের ওয়ালেদ মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি আজ ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ২৫ রমজানুল মোবারক ভোরবেলা আল্লাহর প্রিয় হয়ে গেছেন”, ত্বরিত পড়লাম “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। চোখ দিয়ে অশ্রু বরতে লাগল এবং ছাত্র জমানার হযরতুল উস্তাযের পাঠদানের চিত্র সামনে ভেসে আসল। হযরতুল উস্তাযের ক্লাসে আসা, বসার কৈফিয়ত এবং হাদিস বোঝানো ও ব্যাখ্যার আন্দাজ বিলকুল স্বতন্ত্র ছিল। আমি তার কাছে তিরমিযি শরিফ এবং শরহে মাআনিল আসার পড়েছি। পাঠদানকালে হযরতের বক্তব্য এতটা পরিষ্কার ও ধীরে ধীরে ছিল যে, সহজেই তা লিপিবদ্ধ করা যেত। অনেক ছাত্র হযরতের তিরমিযি শরিফের তাকরির নোটবদ্ধ করত, তিরমিযি শরিফের উল্লেখযোগ্য অংশের তাকরির আমিও লিপিবদ্ধ করেছিলাম।

যাহোক, হযরতুল উস্তাযের দরস অনেক বৈশিষ্ট্যের ধারক ছিল, এ কারণেই তার দরসে দারুণ হাদিস ভরে যেত। আল্লাহ তাআলা তাকে অনেক স্বতন্ত্র গুণ দ্বারা গুণান্বিত করেছিলেন। বিশেষ একটি গুণ ছিল যে, হযরত কোনো ভর্ৎসনাকারীর পরোয়া ব্যতিরেকে না শ্রেফ নিজের অবস্থান উল্লেখ করতেন, বরং এর ওপর অটলও থাকতেন। পাশাপাশি হযরতুল উস্তাযের মাঝে বিনয়ের গুণও ছিল। তিনি নিজের কোনো ভুল অথবা গলদ থেকে রুজু করতে কালবিলম্ব করতেন না। কখনো এমন হত যে, কোনো মাসআলা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং কোনো তালেবে ইলম পত্র দিয়ে অবগত করেছে, তাহলে তিনি পুনরায় চিন্তা করতেন। যদি বাস্তবতায় তার থেকে কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে যেত, নিজের আগের কথা ফিরিয়ে নিতেন এবং তালেবে ইলমের কথার সত্যায়ন করতেন। হযরতুল উস্তায রাহিমাল্লাহু ছাত্রদের সাথে অত্যন্ত দয়ালু আচরণ করতেন, সতর্কতার উদ্দেশ্যে

.....
কখনোবা অসম্ভব প্রকাশ করতেন, পাঠদানকালে অকারণে কোনো ছাত্রের হাসা অপছন্দ করতেন। একবার কোনো মাসআলা বুঝাচ্ছিলেন, আচমকা আমাদের এক সাথীকে হাসতে দেখলে অসম্ভব হয়ে যান এবং বলেন: “আমি কি কোনো ফিলিম দেখাচ্ছি যে, হাসছ?”

মোটকথা, তিনি অনেক বৈশিষ্ট্যের ধারক ছিলেন, হযরতুল উস্তায় দারুল উলুম দেওবন্দের শান ছিলেন, তিনি দেওবন্দি মতাদর্শের মুখপাত্র ছিলেন, তিনি ওয়ালাউল্লাহি উলুম ও ফিকরে নানুতভির সংরক্ষক ছিলেন।

ایسا کھاں سے لائیں کہ تجھ سا کہیں جسے

আহ! পুরো মুসলিম উম্মাহকে কাঁদিয়ে পুরো মুসলিম উম্মাহকে কাঁদিয়ে আল্লাহর প্রিয় হয়ে গেলেন! হযরতের জানাজায় অংশগ্রহণ না করার আফসোস মৃত্যু পর্যন্ত অনুভব হতে থাকবে।

এই পরিস্থিতিতে অধম হযরতুল উস্তায়ের পরিবার বিশেষত হযরত মরহুমের ভাই উস্তায়ে মুকাররম হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব পালনপুরি দামাত বারাকাতহুম এবং হযরতের সাহেবজাদাবন্দ এবং ও প্রপুত্রদের খেদমতে মাসনুন সাত্তনা পেশ করছি এবং দোয়া করি যেন আল্লাহ তাআলা হযরতুল উস্তায়কে আপন রহমতে আচ্ছাদিত করেন, জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করেন। তার মহান খেদমতগুলোর শান অনুযায়ী প্রতিদান দান করেন, আত্মীয়স্বজন, মুহিব্বিন, ভক্ত এবং ছাত্রদেরকে সবরে জামিলের তওফিক দান করেন। এছাড়াও আমরা সমস্ত ছাত্রদেরকে হযরতের পদাঙ্ক অনুসরণে চলার তওফিক দান করেন, আমিন!

মুহাম্মাদ সাদ উল্লাহ কাসেমী

মাহাদুশ শরিয়া আলইসলামিয়া মোয়ানা, মিরার্থ, উত্তর প্রদেশ

শোকবার্তা- ৩৫

প্রেরক: জামেআ ফালাহে দারাইন আলইসলামিয়া ব্লাসপুর, মুজাফফরনগর,
উত্তর প্রদেশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম সাহেব নুমানি দামাত
বারাকাতহুম (মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ) এবং হযরতে আকদাস
মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর সমস্ত
সাহেবজাদাবন্দ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

গতকাল ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৯ মে ২০২০
মঙ্গলবার সকালে এই বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক সংবাদ আসে যে, দারুল
উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হযরতুল উস্তায মাওলানা
মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ অসুস্থতার পরে বোম্বের
একটি হাসপাতালে ধ্বংসশীল এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন,
ইনালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

اللهم اغفر له وارحمه، وأكرم نُزُلَهُ، ووسع مُدْخَلَهُ، واجعل الجنة مثواه، واغسله
بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من
الغنس. اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من
زوجته، وأدخله الجنة. اللهم أعذه من عذاب القبر و عذاب النار، وأدخله جنة
الفرْدوس وارفع درجته في عليين.

সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে আলহামদুলিল্লাহ মাগফিরাতের দোয়া ও ইসালে
সওয়াবের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হযরতুল উস্তায রহ. এর ওফাতের বেদনাদায়ক ঘটনায় আমরা জামেআ
ফালাহে দারাইন আলইসলামিয়া ব্লাসপুর, মুজাফফরনগর- এর পক্ষ থেকে
আপনাদের সকলের খেদমতে মাসনুন সাত্ত্বনা পেশ করছি। আল্লাহ রব্বুল
ইজ্জত আপনাদের সবাইকে এবং আত্মীয়স্বজন ও ভক্তদেরকে সবরে
জামিলের তওফিক দান করুন এবং হযরতওয়ালাকে পরিপূর্ণভাবে ক্ষমা
করে দিন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন, আমিন!

বাস্তবতা হল, হযরত মুফতি সাহেবের ইনতিকাল না শুধু হযরতের আত্মীয়স্বজন অথবা দারুল উলুম দেওবন্দের ক্ষতি, বরং পুরো জামাতে দেওবন্দ ও মিল্লাতে ইসলামিয়ার বিরাট ক্ষতি। আল্লাহ তাআলা এই শূন্যতা পূরণের উপকরণ সৃষ্টি করে দিন।

হযরত মুফতি সাহেব ছিলেন বর্তমান যুগের আদর্শ মুহাদ্দিস, নির্ভীক খতিব এবং ফকিহুল আসর। নিঃসন্দেহে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের মসনদে হাদিসের শান ও উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শের মহান মুখপাত্র ছিলেন। ছাত্রদের মাঝে তার পাঠদান আকাশচুম্বী গ্রহণযোগ্য ছিল। ইলমি আলোচনা ও ফিকহি মাসায়েল বোঝা ও বোঝানোর আল্লাহপ্রদত্ত এমন যোগ্যতা ছিল, কঠিন থেকে কঠিন বিষয় এমনভাবে বিশ্লেষণ করতেন যে, সম্ভাব্য সমস্ত অভিযোগের পাশাপাশি ঐ পাঠ বোধগম্য হয়ে যেত। আর এ কারণেই ব্যাপকহারে ছাত্ররা তার তাকরির আপাদমস্তক সংরক্ষণ করত এবং এর মদদে অন্যান্য পাঠ্য কিতাবসমূহ সমাধান করত। তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিরমিযি শরিফের দরস দিয়েছেন এবং আনুমানিক তেরো বছর থেকে বুখারি শরিফ প্রথম খণ্ড পাঠদানের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তার পাঠদানের পরিমিতি ও সমতা এবং গবেষণামূলক পদ্ধতির আন্দাজ তুহফাতুল আলমায়ি ও তুহফাতুল কারি দ্বারা হয়। তার বরকতময় কলমে কয়েক ডজন ইলমি ও তাহকিকি কিতাব অস্তিত্বে এসেছে এবং ইলমি অঙ্গনে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে পূর্ণাঙ্গ তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার ব্যাখ্যাগ্রন্থ রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ মতো মূল্যবান রচনাবলি তার নাম চিরজীবী করে রাখার জন্য যথেষ্ট।

হযরত মুফতি সাহেবের কাছে সময় সংরক্ষণের বিশেষ গুরুত্ব ছিল, জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত দিবারাত্র ইলমি ব্যস্ততায় কাটিয়েছেন, এ কারণে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শুধুমাত্র আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত মেহমান এবং ছাত্রদের সাক্ষাতের অনুমতি ছিল। হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাল্লাহুর অন্যান্য সময়গুলোতে পাঠদানের বরকতময় ধারাবাহিকতার পাশাপাশি লেখালেখির ব্যস্ততা ছিল এবং তিনি একাগ্রতার সাথে লেখালেখির কাজে ব্যস্ত থাকতেন। কখনো কোনো মাধ্যম ধরে কেউ উপস্থিত হয়ে গেলেও সহ্য করতেন না। একবার আমরা দুই সাথী আসরের নামাযের আনুমানিক আধা ঘণ্টা পূর্বে হযরতের ছেলে মুহতারাম হাফেজ মুহাম্মাদ কাসেম

.....

সাহেবের মাধ্যমে সাক্ষাতের সময় নিই, তিনি আশস্ত করলেন যে আপনারা আসবেন, সাক্ষাৎ হয়ে যাবে। অতঃপর উপস্থিত হলে সংশোধনের লক্ষ্যে বললেন, আমি একটি রচনাকর্মে লেগে আছি, তোমাদের আগমনে লেখার ধারাবাহিকতা খতম হয়ে গেছে। তোমরা দুজনও লেখক, তোমাদের জানা আছে যে, রচনাকর্ম কতটা একাগ্রতা চায়। তারপর আমরা ক্ষমা চাইলে তার মেজাজ স্বাভাবিক হয়।

আনুমানিক সাত বছর পূর্বে নিজের দুই পৌত্রকে ব্লাসপুর হেফজখানায় ভর্তি করার জন্য হযরত ওয়ালা নিজের দুই ছেলেকে পাঠিয়েছেন, হযরত মুফতি সাহেব তাদের যবানে এখানকার শিক্ষা-দীক্ষার নিয়মনীতি শুনে মুহাম্মাদ আসিম বিন হাফেজ মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব ও মুহাম্মাদ হাসান বিন মৌলবি মুহাম্মাদ হাসান সাহেবদ্বয়কে জামেআয় শিক্ষা-দীক্ষার জন্য পাঠান। দ্বিতীয় নাতি কয়েক মাস পড়েন, কিন্তু বৈরী আবহাওয়ার এবং তবীয়তের প্রতিকূলতার কারণে হযরত তাকে ডেকে নেন। প্রথমোক্ত নাতি মুহাম্মাদ আসিম তিন বছর যাবৎ এখানে পড়ে হিফজ সম্পন্ন করেন এবং বার্ষিক দস্তারবন্দী মাহফিলে হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাছল্লাহ সহানুভূতিশীল দোয়ার সাথে এক হাজার রুপির হাদিয়া জামেআর জন্য প্রেরণ করেন। হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাছল্লাহুর কাছে উৎসাহ প্রদান ও আগ্রহ প্রদানের বিশেষ অভ্যাস ছিল, আমাদের উপস্থিতির সময় জামেআর শিক্ষা-দীক্ষার অবস্থা শুনে দোয়া দিতেন এবং রচনাকর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেন, এখন কী কাজ চলছে? সুতরাং আমাদের কয়েকটি রচনাবলি ‘মুখতাসার উলুমুল কুরআন’, ‘তালিম ওয়া তরবিয়ত কিস তরাহ’? এবং ‘তাজকিরায়ে ফকিহুল ইসলাম’ এর ওপর গুরুত্বপূর্ণ অভিমত পেশ করেছেন এবং দোয়ার সাথে উৎসাহমূলক বাক্য দ্বারা ভূষিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

যাহোক, হযরত মুফতি সাহেব ছিলেন নিখাদ ইলমি মেজাজের ধারক, রচনামূলক রুচি এবং অনুসন্ধানী স্বভাবের ছিলেন। তিনি ছিলেন সফল শিক্ষক ও গ্রহণযোগ্যতার উচ্চশিখরে আসীন, তার মৃত্যুর ঘটনা অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। আল্লাহর কাছে হযরতের গ্রহণযোগ্য হওয়ার আলামত হল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার ইলমি ফয়েজ ও বরকত দ্বারা মুসলিম উম্মাহ উপকৃত হতে ছিল।

.....
মাশাআল্লাহ, শিক্ষাবর্ষ সমাপ্ত হয়েছে এবং রমজানুল মোবারকে তারাবির পরে আত্মশুদ্ধিমূলক মজলিসের ধারাবাহিকতাও চালু ছিল এবং এই বরকতময় ব্যস্ততায় তিনি রাব্বের হাকিকির রহমতের পরশে চলে গেলেন। আল্লাহ তাআলা আপন ক্ষমায় তাকে আচ্ছাদিত করুন।

এ মর্মান্তিক ঘটনায় আমরা ছাত্ররা স্বয়ং সান্ত্বনার উপযুক্ত।

إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب.

দেশ ও দেশের বাইরে ধর্মীয় ও সামাজিক খেদমতে লিপ্ত হযরতের হাজারও ছাত্র এবং তার কলমে উচ্চাঙ্গের রচনাবলি তার জন্য উৎকৃষ্টতম সদকায়ে জারিয়া থাকবে। আল্লাহ তাআলা হযরত মুফতি সাহেবকে জান্নাতুল ফিরদাউসে উঁচু মাকাম দান করুন, আমিন! ওয়াসসালাম।

শোকাহত

মুহাম্মাদ ইসমাইল সাদিক কসেমি ব্লাসপুরি

মুহতামিম, জামেআ ফালাহে দারাইন আলইসলামিয়া ব্লাসপুর, মুজাফফরনগর, উত্তর প্রদেশ

অধম মীর জাহেদ কাসেমী মাখিয়ালভি

শিক্ষাসচিব, জামেআ ফালাহে দারাইন আলইসলামিয়া ব্লাসপুর, মুজাফফরনগর, উত্তর প্রদেশ

শোকবার্তা- ৩৭

প্রেরক: মাওলানা মুহিউদ্দীন কাসেমী নদবি

মুহতামিম, দারুল উলুম ফয়জে মুহাম্মাদি হাতিয়াগড়, লাকশমিপুর, মেহরাজগঞ্জ, উত্তর প্রদেশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে জনাব মুহতামিম সাহেব দামাত বারকাতুহুমুল আলিয়া, দারুল উলুম দেওবন্দ)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

আশা করি আপনি সমস্ত শিক্ষ-ছাত্রসহ সুস্থ আছেন।

দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হযরত মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরির তিরোধানে না শুধু আমার একা কষ্ট হয়েছে, বরং বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ইলমি ঘরানাসহ পুরো মুসলিম উম্মাহ ব্যথিত ও মর্মান্বিত। আমরা বিশ্বাস করি, মৃত্যু সমস্ত মানুষের জন্য অবধারিত এবং প্রতিনিয়ত এর সংবাদও আমাদের কর্ণগোচর হচ্ছে, কিন্তু কিছু ব্যক্তিত্ব এমন হয়ে থাকেন, যাদের অস্তিত্বে একটি প্রতিষ্ঠান সজ্জিত থাকে, প্রতিষ্ঠান সুনাম অর্জন করে এবং শিক্ষার মান উঁচু হয়। অতঃপর এমন ব্যক্তিদের প্রস্থানে ঐ আঞ্জুমান ও প্রতিষ্ঠানের জাঁকজমক মন্দা পড়ে যায়, সকালের অন্তর কেঁপে ওঠে এবং তার

.....
 বিচ্ছেদ অনেকদিন যাবৎ অনুভব হতে থাকে। তাদেরই একজন ছিলেন আমাদের হযরত মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ, যার অস্তিত্বে দারুল উলুম দেওবন্দের ইলমি ময়দান সুবাসিত ও সুরভিত ছিল। নিঃসন্দেহে হযরত মুফতি সাহেবের বিদায় দারুল উলুম দেওবন্দসহ পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য এমন একটি বিরাট ক্ষতি, যার পূরণ সম্ভব নয়। আমার ধারণায় এখন ইলমি জগতে এমন শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, যা পূরণের সম্ভাবনা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে না।

তার ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণাঙ্গতার ধারক ছিল, তিনি সফল শিক্ষক ও উঁচু মাপের হাদিস বিশারদ হওয়ার পাশাপাশি লেখালেখির অপারিসীম শক্তি ও যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। দীর্ঘদিন থেকে দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষকের মসনদ অলঙ্কৃত করে রাখেন। আমার অত্যন্ত আফসোস হচ্ছে যে, আজ দারুল উলুম দেওবন্দ একজন মাণিক্য ব্যক্তিত্ব ও উঁচু মাপের মুহাদ্দিস থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা তাকে সকল শাস্ত্রে পূর্ণ যোগ্যতা দান করেছিলেন। তার হাদিস পাঠদানের আন্দাজ এতটা ফকিহানা ও মুহাদ্দিসানা ছিল যে, ছাত্ররা তার বক্তব্য ও ইলমি নিকাতগুলো লিপিবদ্ধ করত, পাশাপাশি কিছু ছাত্র তার বক্তব্য পাবন্দির সাথে মোবাইল ও টেপেও সংরক্ষণ করত। তার পাঠদানের কোনো তুলনা ছিল না, তার দরস অত্যন্ত সাদাসিধে বোধগম্য হত। এ কথা বলা অতিরঞ্জন হবে না যে, মুতালাআর আধিক্য ও অগাধ যোগ্যতার কারণে তিনি যেখানে ইলমে হাদিসে পাণ্ডিত্য ও প্রশস্ত ধারণা রাখতেন, সেখানে আকিদা, নাহু, সরফ এবং ফিকহশাস্ত্রেও তার স্বতন্ত্র ও একক যোগ্যতা অর্জিত ছিল।

আমরা দারুল উলুম ফয়জে মুহাম্মাদির খাদেমগণ আল্লাহর দরবারে দোয়া প্রার্থী, যেন তার মৃত্যুতে দারুল উলুমের সংশ্লিষ্টসহ পুরো ইলমি দুনিয়ার যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করে দেন। তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং আত্মীয়স্বজনসহ দারুল দেওবন্দের জিম্মাদারদেরকে সবরে জামিলের তওফিক দান করেন, আমিন! ওয়াসসালাম।

মুহিউদ্দীন কাসেমী নদবি

মুহতামিম, দারুল উলুম ফয়জে মুহাম্মাদি হাতিয়াগড়, লাকশমিপুর, মেহরাজগঞ্জ, উত্তর
 প্রদেশ

৬ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১২ শাওয়াল ১৪৪১ হিজরি

রাজস্থান ও গুজরাটের বার্তাসমূহ

শোকবার্তা- ৩৮

প্রেরক: হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব

মুহতামিম, জামেআ বারাকাতুল ইসলাম খেরোয়া, রাজস্থান

শুরা সদস্য, দারুল উলুম দেওবন্দ, সাহারানপুর

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

বখেদমতে হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব, মাওলানা ওয়াহিদ আহমাদ সাহেব এবং হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রহ. এর পরিবারবর্গ!

আজ ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ সকালে হিন্দুস্তানের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরির মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে শুধু আমি, বরং পুরো বিশ্ব বিশেষত হযরত থেকে উপকৃতরা, সংশ্লিষ্টরা এবং ভক্তরা হঠাৎ বেদনায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছেন। আমার পক্ষ থেকে আপনাদের খেদমতে সান্ত্বনা পেশ করছি।

নিঃসন্দেহে মরহুম মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব এ শতাব্দীর নির্ভরযোগ্য ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিস এবং আকাবিরে দারুল উলুম দেওবন্দ ও সালাফের নমুনা ছিলেন। মুফতি সাহেব অগণিত ইলমি ও আমলি উৎকৃষ্টতার প্রকাশ ছিলেন। পাঠদান, রচনা, তাহকিক ও তালিক ছিল মুফতি সাহেবের দিবারাত্রের ব্যস্ততা। তার নির্ভরযোগ্য ও রেফারেন্সযোগ্য কিতাবসমূহের মধ্যে রয়েছে “রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ” শরহে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ইফাদাতে দরসে তিরমিযি “তুহফাতুল আলমায়ি”, ইফাদাতে দরসে বুখারি “তুহফাতুল কারি”, জুবদাতুত তাহাভি, দাড়াহি আওর আমবিয়া কি সুন্নাতে, হুরমতে মুসাহরত, আলআউনুল কাবির ইত্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিনি অগণিত ইলমি ও ফিকহি কিতাবাদী রচনা করেছেন, তিনি শ্রেফ কিতাবি আলেম ছিলেন না, বরং এক উপমাতুল্য মুহাক্কিক ও দূরদর্শী আলেম ছিলেন, তিনি যুগের প্রসিদ্ধ বিচক্ষণ

.....

আলেম হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন উলুম ও শাস্ত্রের পুরাতন কিতাবাদি ও পাণ্ডুলিপির তালিক ও আধুনিক তাহকিকি কাজে দক্ষ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দুর্বলতা ও অসুস্থতার সময়ও দিবারাত্র কিতাব পাঠ, তাহকিক ও তাসনিফের কাজে লেগে থাকতেন। হাদিসের আসমাউর রিজাল এবং ফিকহি মাসায়েল ছাড়াও জটিল পাঠ সমাধান করা তার প্রিয় ব্যস্ততা ছিল। আল্লাহ তাআলার দরবারে হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করি, যেন মরহুম মুফতি সাহেবের উত্তরাধিকারীগণ, আত্মীয়স্বজন এবং দারুল উলুম দেওবন্দের কর্তৃপক্ষ ও জিম্মাদারগণ; বিশেষকরে তার সন্তানগণ ও মুহতারাম ভাই মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেবকে সবরে জামিলের তওফিক দান করেন। এছাড়াও আল্লাহ তাআলা মুফতি সাহেবের সংশ্লিষ্ট তালেবানে উলুমে নবুওয়াত, ভক্তবন্দ ও মুসতাফিদিনসহ রমজানুল মোবারকের শেষ দশকে মৃত্যুকে মাগফিরাত ও ক্ষমার ওসিলা বানিয়ে মরহুমকে তার ছায়ায় ছায়া দান করেন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসের উঁচু মাকাম দান করেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

মাহমুদ হাসান

মুহতামিম, জামেআ বারাকাতুল ইসলাম খেরোয়া, রাজস্থান
শুরা সদস্য, দারুল উলুম দেওবন্দ, সাহারানপুর

শোকবার্তা- ৩৯

প্রেরক: হযরত মাওলানা আহমাদ বুজুর্গ সাহেব
মুহতামিম, জামেআ ইসলামিয়া তালিমুদ্দিন ডাবিল, গুজরাট

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

একটি প্রদীপ বাকি ছিল, তাও আবার নিভে গেল।

এখনো আল্লামা ডাক্তার খালেদ মাহমুদ (ম্যানচেস্টার, ব্রিটেন) এর তিরোধানের কথা তাজা ছিল, হঠাৎ বাকিয়াতুস সালাফ, উস্তাযুল আসাতিজা, দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস, ট্রাস্টি জামেআ ইসলামিয়া তালিমুদ্দিন ডাবিল বরকতময় মাসে পরলোকগমন করেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

.....
 اللهم اغفر له وارحمه، وأكرم نُزُلَه، ووسع مُدْخَلَه، واجعل الجنة مثواه، واغسله بالماء
 والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

হযরত পালনপুরির ব্যক্তিত্ব এমন গুরুগম্ভীর ও সম্মানিত ছিল যে, তার বৈশিষ্ট্য ও ইলমি খেদমতের ওপর অনেক কিছু লেখা হবে, তার বক্তব্য, লিখনী এবং আকাবিরে দেওবন্দের স্মৃতির সাথে ভালোলাগা, উলামায়ে দেওবন্দের পবিত্র মতাদর্শের ওপর দৃঢ়তার সাথে তার প্রশস্ত দৃষ্টি, তার আলেমসুলভ সরস উক্তি ও কৌতুক; এর মাঝে কোনটি এমন যা ভুলা যেতে পারে?

আল্লাহ তাআলা এ যুগে ইলমি ও দীনি খেদমতের জন্য তাকে মনোনীত করেছিলেন, তার ইলম ও শ্রেষ্ঠত্বের সবচে বড় প্রমাণ হচ্ছে সকল শাস্ত্রে তার রচনাবলি। আল্লাহ তাআলা তাকে সত্যের পক্ষে গায়রত ও কঠোরতার বিশেষ গুণ দান করেছিলেন, এ ব্যাপারে তিনি শিথিল ছিলেন না। ১৬ এপ্রিল ২০১৬ থেকে তাকে জামেআ ডাবিলের ট্রাস্টি নির্বাচন করা হয়, শুরার বৈঠকে হযরতের শুভাগমন আমরা অযোগ্যদের জন্য উপকৃত হওয়ার দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। শিক্ষকদের জন্য দিক-নির্দেশনা, ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বয়ান এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হযরতের শুভাগমন আমাদের জন্য দিশারী ছিল। তিনিই মজলিসে শুরার আমির হতেন, শুরায় পাশকৃত প্রস্তাবসমূহ লেখার প্রয়োজন হলে তিনি সমন্বয়কারী বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করতেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দারুল উলুম দেওবন্দের কর্মপদ্ধতি ও করণীয় বয়ান করতেন, যদ্বারা জামেআর শুরার অনেক মদদ মিলত। মোটকথা, হযরতের অনেক খেদমত রয়েছে।

রিজাল শূন্যতার এ যুগে হযরতের ছায়া উঠে যাওয়া ইলমি ও ধর্মীয় অঙ্গনের জন্য সাধারণভাবে এবং দারুল উলুম দেওবন্দ ও জামেআ ডাবিলের জন্য বিশেষভাবে একটি মর্মস্ফূর্ত দুর্ঘটনা ও পরীক্ষামূলক ক্ষতি।

জামেআর পরিবার আন্তরিকভাবে দোয়া প্রার্থী যেন আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত সমস্ত ইলমি, দীনি ও সামাজিক খেদমত কবুল করেন, তাকে পূর্ণ ক্ষমা করে রহমতের ছায়ায় উঁচু মাকাম দান করেন এবং আত্মীয়-স্বজনকে সবরে জামিল ও বড় প্রতিদান দেন। তার অস্তিত্বে যেসব ফিতনা মাথা নুয়ে ছিল, ভবিষ্যতেও যেন সবধরনের ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে হেফাজত করেন।

.....

তার জীবদ্দশায় যেসব কল্যাণ ও বরকতের ধারাবাহিকতা চালু ছিল, ভবিষ্যতেও আল্লাহ তাআলা নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে সেগুলো চালু রাখুন। তিনি আপন গন্তব্যে পৌঁছে গেছেন। আল্লাহর রহমত ও বরকতময় মাসের বরকতে আশাবাদী যে, ইনশাআল্লাহ তিনি তার এই বিশেষ বান্দার সাথে রহমতের বিশেষ আচরণ করবেন। কিন্তু তার মতো মহৎ গুণের অধিকারী ব্যক্তিত্ব থেকে মুসলিম উম্মাহর বঞ্চিত হয়ে যাওয়া বিরাট এক ক্ষতি। এ মূহূর্তে দারুল উলুম দেওবন্দ ও জামেআ ডাবিলের সাথে সম্পৃক্ত সকলেই সান্ত্বনার উপযুক্ত, তবুও জামেআর শিক্ষকবৃন্দ এবং শুরার সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে সৎক্ষিপ্ত এই শোকবার্তা পেশ করা হচ্ছে।

লিখিয়েছেন

অধম আহমাদ বুজুর্গ

মুহতামিম, জামেআ ইসলামিয়া তালিমুদ্দিন ডাবিল, গুজরাট

২৬ রমজানুল মোবারক ১৪৪০ হিজরি

লিখেছেন, আবদুল কাইয়ুম রাজকুটি

শোকবার্তা- ৪০

প্রেরক: দারুল উলুম আশরাফিয়া আরাবিয়া রান্দির, সুরাট, গুজরাট

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখ্বেদমতে হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম নুমানি সাহেব, হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব পালনপুরি, হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব পালনপুরি দামাত বারাকাতহুম এবং হাজরত মরহুমের সাহেবজাদাবন্দ ও সমস্ত পরিবারবর্গ!

“প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদনকারী” আল্লাহ তাআলার এই নীতির আলোকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে এবং এই আমবিয়ায়ে কেলাম ও রসুলগণও এই নীতির বাইরে নয়। ইবরাহিম খলিলুল্লাহ থাকেননি, মুসা কালিমুল্লাহ থাকেননি, আর আমরা থাকবোই বা কীভাবে যখন মুহাম্মাদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও থাকেননি।

.....
২৫ রমজানুল মোবারক মঙ্গলবার ভোরেই হৃদয়বিদারক এই সংবাদ আসে যে, মুহাদ্দিসে কাবির, মুফাসসিরে আজিম দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি নাওয়ারাল্লাহু মারকাদাহ ধ্বংসশীল এই জগৎ থেকে চিরস্থায়ী জগতের দিকে পাড়ি জমিয়েছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

اللهم اغفر له وارحمه، وسكنه في الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اغفر له مغفرة تامة وارحمه عامة، إن لله ما أعطى و إن لله ما أخذ.

দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দির (সুরাট) এর সাথে হযরত মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর পুরাতন ও গভীর সম্পর্ক ছিল।

রান্দিরে তার নিয়োগ

দারুল ইফতার পড়াশোনা পূর্ণ করে হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ ইবরাহিম সাহেব বলয়াবি রাহিমাহুল্লাহুর মাধ্যমে দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দির (সুরাট) এ উচ্চস্তরের শিক্ষক হিসাবে তার নিয়োগ হয়, ফলে ২১ শাওয়াল ১৩৮৪ হিজরিতে তিনি মাদরে ইলমি থেকে নিজ বাড়ি গমন করেন। পিতা-মাতার সাক্ষাৎ অর্জন করেন, তারপর আপন ভাইদের নিয়ে রান্দিরে রওনা করেন এবং দারুল উলুম আশরাফিয়ায় পাঠদানের সূচনা করেন।

রান্দিরে তার পাঠদানের খেদমতসমূহ

তিনি দারুল উলুম আশরাফিয়ায় ডজলকদ ১৩৮৪ হিজরি থেকে শাবান ১৩৯৩ হিজরি পর্যন্ত (নয় বছর) নিম্নোক্ত কিতাবগুলোর পাঠদান করেছেন : মাকামাতে হারিরি, তরজমায়ে কুরআনে কারিম, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযি, শামায়েল, মুয়াত্তাইন, সুনানে নাসাই, সুনানে ইবনে মাজা, তাহাভি শরিফ, মেশকাতুল মাসাবিহ, জালালাইন শরিফ (আলফাউজুল কাবিরসহ), হেদায়া, শরহে আকায়েদে নাসাফি, হুসামি, নুরুল আনোয়ার ইত্যাদি। এছাড়াও আরও অনেক কিতাব পড়িয়েছেন। পাশাপাশি লেখালেখিতেও সরব ছিলেন এবং অনেক মেহনত করে পড়িয়েছেন। তখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হযরত শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মাদ রেজা আজমিরি সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর সাথে পরামর্শ করতেন। একবার হযরত শায়খ

.....
রাহিমাহুল্লাহুর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মরহুম মুফতি সাহেব বলেছিলেন, হযরত শায়খ রাহিমাহুল্লাহ উদার মনের মানুষ ছিলেন। আমি পড়ানোর জন্য তার কাছে অনেক কিতাব তলব করেছি, এমনকি সুনানে তিরমিযি তলব করলে খুশিমনে দিয়ে দেন। বরং একবার বুখারি শরিফ তলব করলে বলেছিলেন সামনের বছর থেকে এটাও পড়াবেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে দারুল উলুম দেওবন্দে হযরত মুফতি সাহেবের নিয়োগ হয়ে যায় এবং তিনি সেখানে চলে যান। অতঃপর একবার আগমন করলে বলেন, আমি রান্দিরে থাকাবস্থায় প্রতিদিন ৫০০ পৃষ্ঠা মুতালাআ করতাম।

রান্দিরে তার রচনাকর্মসমূহ

এই নয় বছরে তিনি লিখেছেন, দাড়িহি আওর আমবিয়া কি সুন্নাতে, হুরমতে মুসাহরত, আলআউনুল কাবির এবং মাওলানা মুহাম্মাদ বিন তাহের পাটনি কুদ্দিসা সিররুহুর ‘আলমুগনি’, যার অধিকাংশ মুদ্রিত। এছাড়াও তখনকার সময়ে তিনি কসেমুল উলুমে ওয়াল খায়রাত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব নানুতাবি কুদ্দিসা সিররুহুর কিতাবসমূহ এবং উলুম ও মাআরিফের সহজীকরণ ও ব্যাখ্যার কাজ শুরু করেন এবং তখই একটি আর্টিকেল ‘ইফাদাতে নানুতাবি’ নামে ‘আলফুরকান’ লখনৌ থেকে কিস্তি আকারে প্রকাশ হয়েছিল, যা অতি মূল্যবান বিষয়বস্তু।

দারুল উলুম আশরাফিয়া থেকে প্রাপ্ত বেতন প্রত্যাবর্তন

হযরতওয়ালা রাহিমাহুল্লাহুর বৈশিষ্ট্য ছিল, দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দিরে পাঠদানকালে যে বেতন গ্রহণ করেছিলেন, তার সবটুকু ফিরিয়ে দিয়েছেন। এমনভাবে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকেও যে পরিমাণ বেতন গ্রহণ করেছিলেন, তা ১৪২৪ হিজরিতে ফিরিয়ে দিয়ে দেন। রান্দিরে অবস্থানকালে হাজারও ছাত্র তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন, যারা আজ হিন্দুস্তান এবং বাইরে উঁচু পদে কর্মরত। বিশেষকরে জামেআ ইসলামিয়া তালিমুদ্দিন ডাবিলের শায়খুল হাদিস ও সাবেক প্রধান মুফতি মাওলানা মুফতি আহমাদ খানপুরি সাহেব হলেন তার বিচক্ষণ ছাত্র, তাকে নিয়ে তার অত্যন্ত গর্ব ছিল। তুহফাতুল কারির শেষ খণ্ডে তিনি অত্যন্ত উঁচু শব্দে হযরত মুফতি সাহেবের আলোচনা করেছেন।

.....
হযরত রাহিমাহুল্লাহ বারবার দারুল উলুম আশরাফিয়া এবং জামেআ হুসাইনিয়া রান্দিরের বার্ষিক মাহফিলে আগমন করতেন, এছাড়াও সময়ে সময়ে আগমন করতেন। ছাত্র-শিক্ষক তার থেকে উপকৃত হতে থাকতেন। দারুল উলুম আশরাফিয়ার এখনকার অধিকাংশ উস্তায হয়তো সরাসরি না হয় মাধ্যমে তার ছাত্র। একবারে তিনি আঞ্জুমান ইসলামিয়ার রসুম এর মাহফিলে আগমন করলে বলেন, আমি এখানে শিক্ষক থাকাবস্থায় এই আঞ্জুমানের প্রধান নেগরান ছিলাম এবং এখনো আছি।

যাহোক, হযরতের তিরোধানে যেখানে দারুল উলুম দেওবন্দ এবং পুরো মুসলিম উম্মাহ মর্মান্বিত ও ব্যথিত হয়েছে, সেখানে দারুল উলুম আশরাফিয়া শুরা সদস্যবৃন্দ এবং উস্তাযরাও এই বেদনা ও দুঃখে সমান শরিক। সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষকগণ মাগফিরাতের দোয়া ও ইসালে সওয়াবের ব্যবস্থা করেছেন। আর আমরা শুরা সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষকবৃন্দ হযরতের সমস্ত ভাই, পুত্র ও পৌত্রদের খেদমতে সান্ত্বনা পেশ করছি। আল্লাহ তাআলা তার কবরকে নুরে নুর্শানিত করুন, জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন, নিজের ক্ষমা ও রহমতে আচ্ছাদিত করুন, জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন এবং আত্মীয়স্বজনকে সবরে জামিলের তওফিক দান করুন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন!

موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس
یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے

ইসমাইল আহমাদ আশরাফ

দারুল উলুম আশরাফিয়ায় রান্দির, সুরাট, গুজরাট
২৬/৯/১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ২০/৫/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকবার্তা- ৪১

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুফতি আব্বাস দাউদ বিসমিল্লাহ সাহেব
প্রধান মুফতি, জামেআ ইসলামিয়া তালিমুদ্দিন ডাবিল, গুজরাট এবং শায়খুল হাদিস,
জামেআতুল কিরাআত কাফলিতা, সুরাট, গুজরাট

বিসমিহি তাআলা

এক মাণিক্য ব্যক্তিত্ব (হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ)

এমনিতেই তো দুনিয়ায় চিরদিন থাকার জন্য কেউ আসেনি, আজ নয়তো কাল সবাইকে এই মুসাফিরখানা ছেড়ে আসল গন্তব্যের দিকে রওনা করতে হবে; কিন্তু আল্লাহর কিছু নেক বান্দা এমন হয়ে থাকেন যে, তাদের তিরোধানে পুরো জগৎ মর্মাহত হয়। তিনি একা প্রস্থান করেন না, বরং তার সাথে বসন্তও বিদায় নেয় এবং থেকে যায় শুধু তার স্মৃতি মনোহর স্মৃতি:

جانے والے کبھی نہیں آتے * جانے والوں کی یاد آتی ہے

হযরতে আকদাস মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি (সাবেক শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক, দারুল উলুম দেওবন্দ এবং রোকনে শুরা, জামেআ ইসলামিয়া তালিমুদ্দিন ডাবিল, সেসব মর্যাদাবান ব্যক্তিদের একজন ছিলেন, যার অস্তিত্ব ইলম পিপাসুদের জন্য আপাদমস্তক হিতকর এবং তার সত্তা হাজারো তালিবানে উলুমে নবুওয়তের জন্য প্রদীপ ছিল, কিন্তু আফসোস ফুসফুসে পানি এসে যাওয়ায় বোম্বের একটি হাসপাতালে ঐ প্রদীপ চিরদিনের জন্য নিভে গেল।

حشر تک اب زباں نہ کھولیں گے * تم بکا رو گے ہم نہ بولیں گے (انور صابری)

মৃত্যুর সংবাদ শুনে মনে বড় দুঃখ ও ব্যথা পাই, আমরা মুফতি সাহেব কুদ্দিসা সিরবুহুর আত্মীয়স্বজনকে সান্ত্বনা দিচ্ছি। আল্লাহ তাআলা হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহকে আপন রহমতের পরশে জায়গা দার করুন, পরিবার ও ভক্তবৃন্দকে সবরে জামিলের তওফিক দান করুন এবং উম্মতকে তার উত্তম বিকল্প দান করুন, আমিন!

আব্বাস দাউদ বিসমিল্লাহ

প্রধান মুফতি, জামেআ ইসলামিয়া তালিমুদ্দিন ডাবিল, সামলিক

৩০ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ৪২

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুফতি শফিকুর রহমান সাহেব

উস্তাযে হাদিস ও তাফসির, দারুল উলুম জামেআ জাকারিয়া জুগোয়াড়, নোসারি, গুজরাট

আহ! মিল্লাতের একটি আলোকিত নক্ষত্র অদৃশ্য হয়ে গেছে!

এই দুনিয়া ধ্বংসশীল। সবাইকে একদিন না একদিন এখান থেকে চলে যেতে হবে, ইদানীং বড় দ্রুততার সাথে মানুষের গমনাগমনের ধারাবাহিকতা চলমান, সকলেরই ওফাতে আফসোস ও দুঃখ অবশ্যই হয়, কিন্তু কিছু বিদ্বান ও মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিদের এই দুনিয়া থেকে চলে গেলে অন্তর বিদীর্ণ হয় এবং চোখ হয় অশ্রুসিক্ত।

এর চেয়েও বেশি আফসোস ও দুঃখ তখন বৃদ্ধি পায়, অনিচ্ছায় চোখ থেকে অশ্রুমালা ঝরতে থাকে, যখন এমন উস্তাযের ইনতিকাল হয়ে যায়, যিনি হলেন ফিকরে নানুতাবির সংরক্ষক এবং হিন্দুস্তানের ঐতিহাসিক বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হওয়ার পাশাপাশি ফকিহুন নাফস ও মহান মুহাদ্দিস হবেন। যিনি পাঠদানের গ্রহণযোগ্যতা

এবং রচনা-সঙ্কলনের আধিক্যতার সাথে সাথে *نبي عن المنكر* (অসৎ কাজ থেকে বারণ) এর দায়িত্ব আঞ্জামে নিজের অন্যান্য খেদমতের মাঝে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। অন্যদিকে দিবারাত্র নিজের বয়ান এবং রচনাবলি দ্বারা উম্মতের বিশেষ শ্রেণী ও সাধারণ শ্রেণীর তৃষ্ণা নিবারণ করছিলেন। বর্তমান যুগে উৎকৃষ্টতার এমন সমন্বয়কারী ব্যক্তিত্বের যেখানে বড় প্রয়োজন, সেখানে এমন ব্যক্তিত্ব পাওয়াও মুশকিল ব্যাপার।

হযরতুল উস্তায মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি (সাবেক শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক, দারুল উলুম দেওবন্দ) আজ ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার ইশরাকের সময় ধ্বংসশীল এই জগৎ থেকে চিরস্থায়ী জগতের দিকে রওনা করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من

.....
 الدنس. اللهم اغفر له وارحمه وسكنه في الجنة، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. آمين!

উস্তাযে মুহতারাম বড়ই মুশফিক ও মেহেরবান ছিলেন এবং নিজের প্রত্যুৎপত্তি আন্দাজে পাঠদানের কারণে উলামা-তালাবাদের মাঝে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ছিলেন এবং নিজের কাজে-কর্মে সালাফের উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি ছিলেন।

আমি তার সাহেবজাদাবন্দ ও পরিবারবর্গ এবং আত্মীয়স্বজনসহ সমস্ত মুহিব্বিনদের খেদমতে, বিশেষত দারুল উলুম দেওবন্দের সম্মানিত মুহতামিম সাহেব এবং মরহুমের ছাত্রদের খেদমতে সাক্ষ্যনা পেশ করছি।
 সত্যি তার মৃত্যু উম্মতের জন্য বিরাট একটি ক্ষতি, তার মৃত্যুতে উম্মতের মাঝে বিরাট এক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, যার পূর্ণতা বর্তমান সময়ে অসম্ভবই মনে হচ্ছে।

আমরা দোয়া প্রার্থী যেন, আল্লাহ তাআলা হযরতুল উস্তাযকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দেন, তার সমস্ত মহান খেদমতগুলো কবুল করতঃ নিজ শান অনুযায়ী বিনিময় দান করেন, তার কবরকে নূরে নূরান্বিত করে তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান দেন এবং উম্মতকে তার উত্তম বিকল্প দান করেন, আমিন!

আলহামদুলিল্লাহ, সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে ইসালে সওয়াবের তওফিক হয়েছে এবং রমজানুল মোবারকে অধম যা আল্লাহর কালাম কিছুই তিলাওয়াত করেছিল, এর সওয়াবের নজরানা হযরতুল উস্তাযের খেদমতে পেশ করে দিয়েছি, দোয়া করি আল্লাহ যেন কবুল করেন, আমিন!

শফিকুর রহমান কাসেমী

খাদেমুত তাদরিস ওয়াল ইফতা, দারুল উলুম জামেআ জাকারিয়া জুগোয়াড়, নোসারি,
 গুজরাট, ইন্ডিয়া
 ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি
 মঙ্গলবার

শোকবার্তা- ৪৩

প্রেরক: মাদরাসায়ে মিসবাহুল উলুম তেরাজ, সরাট, গুজরাট

বিসমল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে, মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব এবং হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব নাওয়ারাল্লাহু মারকাদাহুর সাহেবজাদাবন্দ

আশা করি আপনারা সপরিবারে কুশলে আছেন!

খতমে বুখারি শরিফ ১৪৪১ হিজরি চলাকালে হঠাৎ যবান বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং কয়েক মুহূর্তের অযাচিত ও বর্ণনাভীত কৈফিয়তের পরে হযরত মুফতি সাহেব ঘরে ফিরেন, অতঃপর তাকে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন রাখা হয়েছে। তখন থেকেই মুহিব্বিন ও সংশ্লিষ্টদের এক অবর্ণনীয় চিন্তা কাজ করছিল, কিন্তু সবাই আশাবাদী ছিলেন যে, তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন। শেষমুহূর্তে নির্ধারিত সময় চলে আসে এবং আমাদের হাজারো আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও তিনি মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিয়ে মাওলায়ে হাকিকির সাথে সাক্ষাতে মিলিত হন।

لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر له وارحمه، وسكنه في الجنة.

‘আলেমের মৃত্যু আলমের মৃত্যু’ এর সঠিক প্রত্যয়ন তো হযরত মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব রাহিমাল্লাহুর মতো উলামায়ে কেরামরা হয়ে থাকেন, তাই তার মৃত্যুর বিষণ্ণতা না শুধু পরিবার অথবা দারুল উলুম দেওবন্দের, বরং পুরো ইলমি দুনিয়ার।

মাদরাসায়ে মিসবাহুল উলুম তেরাজ, সরাট, গুজরাট এর প্রতিষ্ঠাতা, দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক শিক্ষক হযরত মাওলানা আলি মুহাম্মাদ সাহেব তেরাজুভি এর সাথে মহব্বতের কারণে মাদরাসা এবং তেরাজবাসীর সাথে হযরতের সুমিষ্ট সম্পর্ক ছিল। অনেকবার নিজের ইলমি ফয়েজ দ্বারা এলাকাবাসীকে উপকৃত করেছেন এবং ছোট ভাই লন্ডন প্রবাসী দানা তেরাজভির সাথে বিশেষ সম্পর্কের ভিত্তিতে আগমন ও অবস্থান করেও তেরাজবাসীকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে আসছিলেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হযরত মরহুমের উত্তম গুণাবলি থেকে উপকৃত হওয়ার তওফিক দান করুন, আমিন!

মাদরাসায়ে মিসবাহুল উলুম তেরাজ, সরাট, গুজরাট

শোকবার্তা ও দোয়া- ৪৩

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুফতি আহমাদ সাহেব দেউলভি

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জামেআ উলুমুল কুরআন জাম্বুসর, ভারুচ, গুজরাট

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে জনাব হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম নুমানি সাহেব
মুদা জিল্লুহুল আলি

মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

আশা করি ভালো থাকবেন

২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪০ হিজরি বাদ ফজর ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে
হোয়াটসঅ্যাপে এই হৃদয়বিদারক সংবাদ পড়ি যে, মুহাদ্দিসে আসর,
মুফাসসিরে কুরআন, বেনজির ফকিহ, মাসলাকে দেওবন্দের মুখপাত্র,
উলুমে নানুতভির সংরক্ষক, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার ব্যাখ্যাকার,
ওয়ালিউল্লাহি জ্ঞান ও দর্শনের পাহারাদার, মাদারে ইলমি দারুল উলুম
দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ
আহমাদ সাহেব পালনপুরি নাওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু কিছুদিন অসুস্থ থাকার
পরে বোম্বের একটি হাসপাতালে চিরস্থায়ী জগতের দিকে পাড়ি দিয়েছেন।

إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب.

এটা এমন প্রাণঘাতী সংবাদ ছিল যে, অন্তর কেঁপে ওঠে, কিছু সময়ের জন্য
স্মৃতি লোপ হয়ে যায় এবং বারবার ইল্লালিল্লাহি পড়তে থাকি।

হযরত মুফতি সাহেব রহ. এর সমস্ত জ্ঞান ও শাস্ত্রে বেনজির দখল ছিল,
জ্ঞান ও শাস্ত্রে অপারিসীম গভীরতা ও প্রশস্ততার অধিকারী, হিমালয়
পাহাড়সম ইচ্ছা ও নির্ভরতা, অবিরাম পরিশ্রম, কিতাব পাঠ এবং
পাঠদানের সাথে নিমগ্নতার কারণে নিঃসন্দেহে তিনি দারুল উলুম
দেওবন্দের মসনদে হাদিসের যোগ্য ও মানানসই ছিলেন। তিনি
আকাবিরদের এই আমানতের স্বাতন্ত্র্য অতিরঞ্জন ছাড়াই অত্যন্ত সুষ্ঠু ও
শান-শওকতের সাথে ধরে রেখে ছিলেন।

.....
 হযরত মাওলানার তিরোধানে যে অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে এবং দারুল উলুম দেওবন্দের যে ক্ষতি হয়েছে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে এর পূর্ণতা অনেকটা মুশকিল। ব্যস, ক্ষমতাবান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর দরবারে এই আবেদন, যেন তিনি হযরতের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন, মনুষ্য ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেন এবং দারুল উলুম দেওবন্দকে উত্তম বিকল্প দান করেন। ওয়াসসালাম মাআল ইহতিরাম।

শোকাহত ও প্রার্থনাকারী

আহমাদ দেউলভি

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জামেআ উলুমুল কুরআন জাম্বুসর, ভারুচ, গুজরাট

২৮ রমজান ১৪৪১, ২২ মে ২০২০

শোকবার্তা- ৪৫

প্রেরক: হযরত মাওলানা ইমতিয়াজ ওলনভি

মুহাতামিম, দারুল উলুম সাআদাদে দারাইন সাতপুন, ভারুচ, গুজরাট

বিসমিহি তাআলা

বখেদমতে হযরত মুহাতামিম সাহেব, দারুল উলুম দেওবন্দ এবং হযরত মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাল্লাহুর সমস্ত আত্মীয়স্বজন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

এই সংবাদ বজ্রপাতের মতো আঘাত হানে যে, দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মঙ্গলবার, ভোরবেলা অস্থায়ী এই জগৎ থেকে চিরস্থায়ী জগতের দিকে রওনা করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তাআলা হযরতকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দিন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন।

হযরত মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব রহ. এর ব্যক্তিত্ব নিজ অস্তিত্ব হিসেবে নিঃসন্দেহে এক মূল্যবান রত্ন, বরং নিজের বিভিন্ন উৎকৃষ্টতার কারণে একটি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রাখতেন। তিনি এমন কিছু সীসাঢালা ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে গেছেন, যা কেয়ামত পর্যন্ত তার বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্রতা টিকিয়ে রাখবে। হযরতওয়ালা একজন উৎকৃষ্ট মুফাসসির, উপমাতুল্য মুহাদ্দিস, তীক্ষ্ণদর্শী ফকিহ, বিচক্ষণ খতিব, সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান সুফি, খ্যাতনামা

.....
মুতাকাল্লিম, শানদার মুনাজির, অদ্বিতীয় শিক্ষক, যোগ্য লেখক, দূরদর্শী চিন্তাবিদ, সূক্ষ্ম কৌশলী, মুশফিক উস্তায় ও মুরব্বি পিতা এবং সমস্ত মর্যাদা ও উৎকৃষ্টতার মুজা ও রত্নতুল্য ছিলেন। কবি মুতানাব্বি তার মাহবুবের গুণাবলির ব্যাপারে বলেছিল:

مَضَتِ الدُّهُورُ وما أَتَيْنَ بِمِثْلِهِ * وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزَنَ عَنْ نَظَرِائِهِ

[যুগ অতিবাহিত হয়েছে এবং নারীরা তার দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারেনি। আর তিনি আসলেও নারীরা তার দৃষ্টান্ত পেশ করতে অক্ষম থাকে।]

এই কবিতা অক্ষরে অক্ষরে মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর ওপর সত্যায়ন হয়, হযরতওয়ালার মতো গ্রহণযোগ্য ও প্রিয় মানুষের তিরোধানে কেউ বলেছিল:

زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا * ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے

হযরতের তিরোধান! না শুধু তার পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং দারুল উলুম দেওবন্দের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি, বরং পুরো উম্মতে মুসলিমার জন্য এমন বিরাট একটি দুর্ঘটনা, যা মিল্লাতের সবাইকে অশ্রুসিক্ত করতে বাধ্য করেছে। কেননা:

وما كَانَ قَيْسٌ هُلُكُهُ هُلُكُ وَاحِدٍ * وَلَكِنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمٍ تَهْدَمَا

[কায়সের ওফাত কোনো এক ব্যক্তির ওফাত নয়, বরং সে তো পুরো জাতির কাঠামো ছিল, যা এখন ধ্বংস হয়ে গেছে।]

এমন মহান ব্যক্তিত্বের তিরোধান অশ্রুসিক্ত না করলে কে আর করবে! জনৈক ব্যক্তি সত্যি সত্যি বলেছে—

مدتوں رویا کریں گے جام و پیما نہ تجھے

যাহোক, হযরত মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর ইলমি ও আমলি উৎকৃষ্টতার বেষ্টন উদ্দেশ্য নয় এবং না এটা এর স্থান। সত্যি জিজ্ঞাসা করলে বলে দেব: প্রস্থানকারীর মাঝে অগণিত উৎকৃষ্টতা ছিল।

.....
 দারুল উলুম সাআদতে দারাইন সাতপুন, ভারুচ, গুজরাট- এর পরিচালনা কমিটি, শিক্ষকবৃন্দ এবং সমস্ত সাতপুনবাসীর পক্ষ থেকে আপনাদের খেদমতে মাসনুন সাক্ষ্যনা পেশ করছি এবং প্রার্থনা করি, যেন আল্লাহ তাআলা হযরত মুফতি সাহেবের সমস্ত উত্তম কর্মসমূহ ও খেদমতসমূহ কবুল করেন, ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে দেন, নিজের বিশেষ নৈকট্য দান করেন এবং আপনাদেরকে সবরে জামিলের তওফিক দান করেন। এছাড়াও দারুল উলুমকে তার উত্তম বিকল্প দান করেন।

اللهم عافه، وأكرم نُزله، ووسع مُدخله، واغسل خطايه بالماء والثلج والبرد. آمين
 يا رب العالمين! فقط والسلام.

ইমতিয়াজ ওলনভি উফিয়া আনহু

খাদেম, দারুল উলুম সাআদতে দারাইন সাতপুন, ভারুচ, গুজরাট, হিন্দুস্তান
 ২৭ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি ২১ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
 বৃহস্পতিবার

শোকবার্তা- ৪৬

প্রেরক: জনাব মুহাম্মাদ ইউসুফ রশিদ সাহেব

মুহতামিম, দারুল উলুম মাদরাসায়ে আরাবিয়া তালিমুল মুসলিমিন লুনাওড়া, পঞ্জমহল, গুজরাট

শ্রদ্ধেয় দারুল মুহতামিম সাহেব দামাত বারাকাতুহুম (দারুল উলুম দেওবন্দ)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

আল্লাহ আপনাকে এবং পরিবারকে সস্থ রাখুক!

মুহাদ্দিসে কাবির, শ্রেষ্ঠ লেখক, দৃষ্টান্তহীন মুফতি, অভিনব ও দুর্লভ শিক্ষক, উস্তাযুল উলামা, মুহাক্কিক ও মুফাসসির হযরত মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর দুঃখজনক ইনতিকালের দুঃসংবাদ বজ্রাঘাতের ন্যায় আঘাত হানে এবং এর কারণে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দিল ও দেমাগ ব্যথিত ছিল। শুধু আমরা নই, পুরো ইলমি জগৎ ভারাক্রান্ত, এমন বেদনাদায়ক মুহূর্ত যদি মুমিনদের জন্য আল্লাহ তাআলার বিশেষ ছায়া হিসেবে কাজ না করত, তাহলে কেয়ামতের আগে কেয়ামত হয়ে যেত এবং দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা উলটপালট হয়ে যেত। তাই নিজের আত্মীয়স্বজন, উস্তায, বুজুর্গ

এবং বন্ধু-বান্ধবের তিরোধানে ধৈর্যধারণ ও অন্যকে ধৈর্যধারণ করানো এবং আত্মিক স্থিরতা ও সুস্থতার জন্য ফলপ্রসূ দোয়া শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমরাও তা পাঠ করছি:

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَاصْبِرُوا وَاحْتَسِبُوا إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

নিঃসন্দেহে হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ বর্তমান যুগের অনেক উৎকৃষ্ট একজন আলেম ছিলেন, যার নিজস্ব পরিচয় দুনিয়াব্যাপী ছিল। আল্লাহ তাআলা একই সময় তার মাঝে বেশ কয়েকটি যোগ্যতা একত্রিত করেছিলেন, যেগুলো তিনি কজে লাগিয়ে পাঠদান, সঙ্কলন-রচনার ময়দানে বেনজির খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি একজন সফল শিক্ষক ও মুহাক্কিক আলেম হওয়ার পাশাপাশি শ্রেষ্ঠতম মুফতি হওয়ার দ্যুতি ছড়িয়েছেন। হযরত আচমকা আমাদেরকে ছেড়ে পৃথক হয়ে গেলেন, তার স্মরণ কয়েকবছর পর্যন্ত নয়, বরং শতাব্দী পর্যন্ত পাঠদান ও সঙ্কলন-রচনার হালকায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। হযরতের দাফন বোম্বে শহরে, কিন্তু তার মাজার; তার ছাত্র, ভক্ত এবং কুরআন-হাদিস পাঠকারী দোস্তদের অন্তরে।

আল্লাহ তাআলা এই পবিত্র আত্মাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন, তার ত্রুটিগুলো নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন এবং আত্মীয়স্বজন ও দারুল উলুম পরিবারকে সবরের তওফিক দান করুন এবং দারুল উলুমকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আর এটা পরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব নয়, আমিন!

লকডাউনের কারণে ছাত্ররা এখানে অবস্থানরত, কিছু উস্তায-ছাত্র কুরআনে কারিম পড়ে হযরতের জন্য ইসালে সওয়াব করেছেন এবং হযরতের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। আমরা আপনার খেদমতে সাক্ষ্যনা পেশ করছি, কিন্তু সত্য এই যে, পুরো ইলমি দুনিয়া এবং কুরআন-হাদিস পাঠকারী ও পাঠদানকারী একে অপরকে সাক্ষ্যনা দেওয়ার উপযুক্ত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং দারুল উলুম লুনাওড়াকেও নিজের দোয়ায় স্মরণ করবেন। ওয়াসসালাম।

দোয়া প্রার্থী

মুহাম্মাদ ইউসুফ রশিদ

মুহতামিম, দারুল উলুম মাদরাসায়ে আরাবিয়া তালিমুল মুসলিমিন লুনাওড়া

পঞ্জমহল, গুজরাট

শোকবার্তা- ৪৭

প্রেরক: দক্ষ ডাক্তার হযরত মাওলানা আবদুল কুদ্দুস সাহেব পালনপুরি
মাদরাসা ইসলামিয়া আরাবিয়া মজলিসে দাওয়াতুল হক পালনপুর, উত্তর গুজরাট

বিসমিহি তাআলা

বখেদমতে শ্রদ্ধেয় হযরত মুহতামিম সাহেব, হযরত মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব পালনপুরি দামাত বারকাতুহুম ও অন্যান্য ভাইবৃন্দ এবং জনাব মাওলানা ওয়াহিদ আহমাদ সাহেব ও অন্যান্য সাহেবজাদাবৃন্দ (হযরত মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি কুদ্দিসা সিররুহ)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
আশা করি কুশলে থাকবেন!

হযরত মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেবের সাহেব রাহিমাল্লাহুর মৃত্যু-সংবাদ শুনে মর্মান্বিত হই এবং অন্তরে এর প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছে, পুরোটা দিন অশান্তি ও বেদনায় অতিক্রান্ত হয়েছে।

এমনিতেই তো কয়েকদিন থেকে হযরত মুফতি সাহেব চিকিৎসার জন্য বোম্বে অবস্থান করছিলেন এবং ক্রমশ সুস্থতার পথে ছিলেন। কিন্তু রমজানুল মোবারকের শেষ দশকে স্বাস্থ্য বেশি খারাপ হয়ে যায়। আমি হযরতের ছেলে কারি আবদুল্লাহ সাহেবের কাছ থেকে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সংবাদ নিতে ছিলাম। কখনো বা আশাবাদী হতাম, আবার কখনো আশাহত হতাম। যাহোক, ২৫ রমজানুল মোবারকে যে বিষয়ের আশঙ্কা ছিল তা সত্যে পরিণত হয়ে সামনে এলো, হযরতের মৃত্যু বজ্রাঘাত হয়ে পতিত হল এবং ইলমের এই সূর্য ও নক্ষত্র চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়ে গেল।

آسماں ان کی لحد پر شبنم افشانی کرے * سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

এশিয়ার প্রসিদ্ধ দীনি বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস, মাসলাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ভাষ্যকার, সত্যকথন ও নির্ভীকতায় অদ্বিতীয়, ওয়ালিউল্লাহি জ্ঞানের সংরক্ষক, ইলমে হাদিসের খেদমত যার বৈশিষ্ট্য ও গর্ববস্ত ছিল, তিনি আপন মালিকের কাছে চলে গেছেন।

.....
 حَلَفَ الزَّمانُ لِيَأْتِيَنَّ بِمِثْلِهِ * حَنَشْتُ يَمِينَكَ يَا زَمانُ فَكُفِّرْ

হযরত মুফতি সাহেব অধমের সাথে অনেক মহব্বত ও সদয় আচরণ করতেন। যার বাহ্যিক কারণ ছিল, আমার পরদাদা সমাজ সংস্কারক হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ নজির সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর মাদরাসায় (মাদরাসা ইসলামিয়া আরাবিয়া পালনপুর) হযরত মুফতি সাহেব নিজের শিক্ষাজীবনের সূচনা করেছিলেন এবং শরহে বেকায়া ও শরহে জামি পর্যন্ত পাঠ গ্রহণ করেন। এভাবে হযরতের অভিভাবকত্ব তুঙ্গে পৌঁছে। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ নজির সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর সাথে হযরত মুফতি সাহেবের অগাধ মহব্বত ছিল, স্বচক্ষে দেখা তার সংস্কারমূলক কাজের আলোচনা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ঘরোয়া বৈঠকে এবং দেশ-বিদেশে নিজের বক্তব্যে চিত্তাকর্ষের সাথে বয়ান করতেন, এই মহব্বতের কারণে অধমের সাথেও মহব্বত ও দয়ার আচরণ করতেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তার প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ নজির সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর অভিভাবকত্বে হয়েছিল, এটা ছিল তার প্রাথমিক অনুভূতির সময়কাল। আবার নিজের লেখালেখির সর্বশেষ যে কাজ করেছেন তা হচ্ছে নিজ উস্তায় হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ নজির সাহেবের জীবনচরিত (সাওয়ানেহে নাজিরি), যা আমার পিতা হযরত মাওলানা আবদুল কাইয়ুম সাহেব রাহিমাহুল্লাহ বিন্যস্ত করেছিলেন। একে নতুনভাবে বিন্যস্ত করেছেন মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ কায়েস কাসেমী গঠামনি এবং মুফতি মুহাম্মাদ জায়েদ ফালাহি গঠামনি। আর একে হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ পছন্দ করেছেন এবং পুনঃনিরীক্ষণ করে সজ্জিত করেছেন এবং এতে ভূমিকা লিখে বেনজির ছাত্র নিজের দৃষ্টান্তহীন উস্তায়ের হক আদায় করে মহব্বতের নজরানা পেশ করেছেন।

হযরত মুফতি সাহেব অনেক গুণাবলি ও বিভিন্ন উৎকৃষ্টতার অধিকারী ছিলেন, তার প্রত্যেক হৃদয়গ্রাহী পাঠদান থেকে অগণিত জ্ঞানপিপাসুরা জ্ঞানার্জন করেছেন এবং ওফাতের পরে তার রচনাবলি থেকে দীর্ঘ যুগ পর্যন্ত ফয়েজ অবিরাম থাকবে ইনশাআল্লাহ।

ত্রুটিপূর্ণ কলম হযরত মুফতি সাহেবের গুণাবলি কীভাবে প্রকাশ করতে পারে!

کہاں میں اور کہاں یہ نکلت گل * نسیم صبح تیری مہربانی

অতএব, আমরা আপনাদের সকলের কাছে সান্ত্বনা পেশ করত দোয়া করছি যেন, আল্লাহ তাআলার হযরত মুফতি সাহেবের সমস্ত চেষ্টা-সাধনা কবুল করত দারুল উলুমকে তার উত্তম বিনিময় প্রদান করেন এবং আপনাদের সবাইকে সবরে জামিলের তওফিক দান করেন, আমিন! ওয়াসসালাম

আবদুল কুদ্দুস পালনপুরি উফিয়া আনহু

মাদরাসা ইসলামিয়া আরাবিয়া মজলিসে দাওয়াতুল হক পালনপুর, উত্তর গুজরাট

শোকবার্তা- ৪৮

প্রেরক: হযরত মাওলানা নিজাম উদ্দিন খামোশ সাহেব

মুহতামিম, দারুল উলুম ছাপি, বনসকণ্ঠ, উত্তর গুজরাট

রোকনে শুরা, দারুল উলুম দেওবন্দ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব পালনপুরি, হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব পালনপুরি, জনাব মাওলানা ওয়াহিদ আহমাদ সাহেব এবং অন্যান্য সাহেবজাদাবন্দ ও আত্মীয়-স্বজন (হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি তাগাম্মাদাতুল্লাহু বি-গুফরানিহ)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و پریدہ

গুজরাটের গর্ব, মুহাদ্দিসে জালিল, ফকিহুন নাফস, মহান মুফাসসিরে কুরআন এবং স্নেহশীল উস্তাযের মৃত্যু নিঃসন্দেহে দারুল উলুম দেওবন্দের জন্য বিশেষভাবে এবং ইসলামি বিশ্বের জন্য সাধারণভাবে একটি বড় ধরনের ক্ষতি ও বিরাত নেয়ামত থেকে মাহরুমি। বিভিন্ন শাস্ত্রে সমান যোগ্যতা ও গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিত্ব শতাব্দীতে সৃষ্টি হয়ে থাকেন। হযরত সময়ের সঠিক মূল্যায়নকারী ছিলেন, সবসময় কিতাব পাঠ ও লেখালেখি তার প্রিয় ব্যস্ততা ছিল। তার বোঝানোর পদ্ধতি অদ্বিতীয় ও ঈর্ষণীয় ছিল। আর এ কারণেই শতভাগ ছাত্র

.....
তার পাঠদানে আগ্রহের সাথে উপস্থিত থাকত, তার থেকে হাজারো ইলম পিপাসুরা ইলম অর্জন করেছেন। দুনিয়ার কমই এমন কোনো স্থান রয়েছে, যেখানে তার ফয়েজ পৌঁছেনি এবং দুনিয়ার কোনো সরাসরি অথবা কোনো মাধ্যমে তার সুহবত প্রাপ্ত ছাত্রের উপস্থিতি শূন্য নয়, যারা দীনি কাজে লেগে আছেন। গ্রহণযোগ্য পাঠদানের পাশাপাশি কয়েক ডজন মূল্যবান কিতাবও তিনি রচনা করেছেন, যা ইনশাআল্লাহ তার জন্য সদকায়ে জারিয়া হয়ে থাকবে এবং তাকে চিরজীবী করে রাখার জন্য যথেষ্ট।

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার উর্দু ব্যাখ্যাগ্রন্থ রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ তার সেই বিরাট কৃতিত্ব, যা এই উম্মতের ওপর যুগযুগ ধরে ঋণ ছিল। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব কুদ্দিসা সিরবুহু হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় এমন সব দর্শন ও মাজারিফ একত্রিত করেছেন, যা বুঝা আলেমদের জন্যও মুশকিল ছিল, তিনি এর ব্যাখ্যা করে এই কঠিন দর্শন ও জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছার উৎকৃষ্টতম প্রদীপ আলোকিত করে দেন এবং এর ব্যাখ্যার যথাযথ হক আদায় করেন।

ہجوم بلبل ہوا چمن میں، جو گل نے کیا جمال پیدا
کی نہیں قدر رواں کی اکبر! کرے تو کوئی کمال پیدا

এই বিরাট দুর্ঘটনায় অধম ছাড়াও শিক্ষকবৃন্দ এবং দারুল উলুম ছাপির কর্তৃপক্ষ আপনাদের এই দুঃখে শরিক। বাস্তবতা হল এখন আমরা সবাই সান্ত্বনা পাওয়ার উপযুক্ত। কারণ এটা আমাদের সকলের যৌথ বেদনা, তারপরও আমরা সান্ত্বনা দিচ্ছি; যেন আল্লাহ তাআলা আপনাদের সমস্ত পরিবারবর্গ, আত্মীয়স্বজন, ভক্ত, মহব্বতকারী এবং সংশ্লিষ্টদের সবাইকে সবরে জামিলের তওফিক দান করেন। অন্তর থেকে দোয়া প্রার্থী, যেন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত হযরতের সংকর্মসমূহ কবুল করেন এবং দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে আশিয়া, শাহাদা, সিদ্দিকিন এবং সংব্যক্তিদের সংশ্রব দান করেন এবং উম্মতকে তার উত্তম বিকল্প দান করেন, আমিন। ওয়াসসালাম।

নিজাম উদ্দিন বিন মাওলানা গোলাম রসুল খামোশ

মুহতামিম, দারুল উলুম ছাপি, বনসকণ্ঠ, উত্তর গুজরাট

রোকনে শুরা, দারুল উলুম দেওবন্দ

২৬ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি, বুধবার

লিখেছেন: ইসমাইল মাহি

শিক্ষক, দারুল উলুম ছাপি

শোকবার্তা- ৪৯

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াসিন সাহেব কাকুসি
মুহতামিম, দারুল উলুম জামেআ নজিরিয়া কাকুসি, পাটনা, উত্তর গুজরাট

বিসমিহি তাহালা

বখেদমতে জনাব হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব, হযরতে
আকদাস মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর সাহেবজাদাবন্দ এবং
দারুল উলুম দেওবন্দের শুরা সদস্যবন্দ

مُدَّ ظَلَمِكُمْ وَرَزَقَكُمُ اللَّهُ صَبْرًا جَمِيلًا.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
মাসনুন সালামের পর, আশা করি সুস্থ আছেন। রমজানের বরকতময় ও
ফজিলতপূর্ণ মাসে মুহাদ্দিসে আসর, ফকিহে ওয়াজ্জ, উলুমে ওয়ালিউল্লাহি
ও উলুমে নানুতাবির সংরক্ষক, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ভাষ্যকার,
জামেআ দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক ও শায়খুল হাদিস হযরতে
আকদাস মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ আমাদেরকে ছেড়ে
আল্লাহর দরবারে চলে গেলেন। আল্লাহ তাআলা তার স্তর বৃদ্ধি করুন।
এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা শুধু
আপনাদের এবং দারুল উলুম দেওবন্দের জন্য নয়, বরং মুসলিম উম্মাহর
জন্য সাধারণভাবে এবং উলামায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের জন্য
বিশেষভাবে বিরাট ক্ষতি। হাজরত রাহিমাহুল্লাহুর মৃত্যু এমন একটি বিরাট
ক্ষতি, যার পূরণ মুশকিল। এই ঘটনায় আপনাদের এবং আমাদেরকে
মর্মান্বিত ও ব্যথিত হওয়া ও আফসোস করা স্বভাবগত ব্যাপার, কিন্তু
আমাদেরকে সবরে জামিল ছাড়া কোনো গতি নাই। আল্লাহ তাআলার
সিদ্ধান্ত সত্য ও দ্ব্যর্থহীন (প্রত্যেক প্রাণীই মরণশীল)

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللَّهُمَّ أَجِرْنَا فِي مَصِيبَتِنَا وَعَوِّضْنَا خَيْرًا مِنْهُ، إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ،
وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، نَدْعُوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى أَنْ يَرْزُقَكُمْ صَبْرًا جَمِيلًا وَعَلَى مَا فَتَقَدْتُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ
يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا.

হযরতে আকদাস রাহিমাহুল্লাহ আনুমানিক অর্ধশতাব্দী থেকে দারুল উলুম দেওবন্দে পাঠদানের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং উলুমে নবুওয়াত অন্বেষণকারীদেরকে তৃপ্ত করেছেন এবং সালাফে সালাহীনের কৃতিত্বসমূহে প্রাণ সঞ্চারণ করেছেন। বছরকে বছর তার স্মৃতি দিল-দেমাগে তাজা থাকবে এবং হযরতের শূন্যতা অনুভব করা হবে। তিনি যদিও ধ্বংসশীল এই জগতের আড়ালে চলে গেছেন, কিন্তু তার সত্তা নিজস্ব রচনাবলি ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং কৃতিত্বের কারণে চিরদিন জীবিত থাকবে।

হযরতে আকদাস রাহিমাহুল্লাহুর গুণাবলি ও উৎকৃষ্টতা এবং জীবনচরিত ও অবস্থা নিয়ে লেখকরা বিস্তারিত লিখবেন, আমি এখানে কয়েকটি গুণাবলি উল্লেখ করছি। হযরতে আকদাস ছিলেন মুহাদ্দিসে ওয়াজ্জ, ফকিহে আসর এবং যুগের শ্রেষ্ঠ মুফাসসির। এছাড়াও তিনি ছিলেন মুতাকাল্লিমে ইসলাম, তরজুমায়ে আহলে সুন্নাহ এবং ফিরাকে বাতিলার খণ্ডনে অগাধ জ্ঞানের ধারক। দীনি উলুম তাফসির, হাদিস, ফিকহ, উসুল এবং আকিদাশাস্ত্রে পরিপক্ক যোগ্যতার পাশাপাশি সমস্ত শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন।

হযরতওয়ালার কিছু প্রতিয়মান বৈশিষ্ট্যাবলী

১. তার পাঠদান-পদ্ধতি ও বোঝানোর আন্দাজ ছিল বিরল। কঠিন থেকে কঠিন মাসআলা অথবা আলোচনা সহজ করে উপস্থাপন করতেন, এমনকি গিলিয়ে দিতেন। ফলে ছাত্রদের মাঝে তিনি অনেক গ্রহণযোগ্য ও প্রিয় ছিলেন। এ কারণেই তার দারসের প্রতি সাধারণ থেকে সাধারণ তালেবে ইলমের আগ্রহ থাকত।
২. তিনি উলুমে ওয়ালিউল্লাহি ও উলুমে নানুতাবি এবং আকাবিরে দেওবন্দের উলুম সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত ও আমানতদার ছিলেন।
৩. তিনি যে কথা দলিল (কুরআন, হাদিস এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের বক্তব্য) এর আলোকে সত্য মনে করতেন, তা উল্লেখ করতে কোনো দ্বিধাবোধ করতেন না। এক্ষেত্রে দীনের যে কোনো শাখাওয়ালাদের (মাদরাসা, মারকাজ, তাবলিগ এবং খানকার) মতামত অথবা বিরোধিতার পরোয়া করতেন না, দীনের এ সকল

.....
 শাখায় বাড়াবাড়ি অথবা শিথিলতা দেখলে প্রকাশ্যে সমালোচনা করতেন এবং সংশোধন করতেন।

৪. হযরতওয়ালার মাঝে ইলমি গভীরতা, গাভীর্যতা ও প্রভাব থাকা সত্ত্বেও স্বভাবে ছিল সরলতা। এ ব্যাপারে বেশ কয়েকটি ঘটনা রয়েছে। ১৯৭৭ সালে আমি মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুরে মিশকাত জামাতে অধ্যয়নরত ছিলাম, তখন একবার তিনি নিজের আসাতিজায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাতের জন্য মাজাহিরুল উলুম আগমন করলে আমাদের কামরায় তাশরিফ আনেন। ছাত্রদের হিম্মত যোগান এবং কৃত্রিমতা ছাড়া কিছু কথা বলেন, যা আজও স্মৃতিতে গেঁথে আছে। এমনভাবে আনুমানিক ১৫ বছর আগে পূর্ব অবগতি ব্যতীত আচমকা দারুল উলুম জামেআ নজিরিয়ায় আগমন করেন, উচ্চস্তরের শিক্ষকরা সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হন, মজলিস হয়। হযরত বললেন, “সকল শিক্ষক নিজেদের ঘর থেকে নিজেদের খানা নিয়ে আসুন, এক সঙ্গে খেয়ে নেব। এটা যৌথ দাওয়াত”। গত বছরও হযরতওয়ালার ঐ সময়ে আমাদের জামেআ আগমনের অবগতি দেন এবং বান্দাকে নিজের ঘরে জিয়াফতের সুযোগ করে দেন।
৫. তিনি পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে গোছালো পদ্ধতিতে সবক পড়াতেন এবং পাঠদানকালে ছাত্রদের মধ্যে উদ্যমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জ্ঞানগর্ভ বিনোদনমূলক ঘটনা বয়ান করতেন।
৬. হযরতওয়ালার যখনই পালনপুর এলাকায় আগমন করতেন, প্রত্যেক সফরে নিজের আত্মীয়স্বজনদের সাথে কিছু সময়ের জন্য হলেও সাক্ষাৎ করতেন এবং আত্মীয়তার হক আদায় করতেন। হযরতের সম্পর্ক পালনপুর এলাকার সাথে হওয়ার সুবাদে হযরত বিশেষভাবে এলাকার অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকতেন এবং সংশোধনযোগ্য বিষয়ে এলাকার উলামা ও জিম্মাদারদেরকে সতর্ক করতেন। এলাকার উলামা ও জিম্মাদারগণ কোনো বিষয়ের সমাধানের জন্য দেওবন্দে গেলে হযরত আন্তরিকভাবে সময় দিতেন এবং দিক-নির্দেশনা দিতেন। বাড়ি ফিরলেও উলামায়ে কেরাম উপস্থিত হতেন এবং দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করতেন।

.....
 হযরতওয়ালার এই তিরোধানে নিজের এবং জামেআ নজিরিয়ার আসাতিজায়ে কেরাম এবং শুরা সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে আপনাদের খেদমতে সান্ত্বনা পেশ করছি এবং দোয়া করছি, যেন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত হযরত মুফতি সাহেবকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করেন এবং আপনাদেরকে ও ভক্তদেরকে সবরে জামিলের তওফিক দান করেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন! ওয়াসসালাম।

মুহাম্মাদ ইয়াসিন উফিয়া আনহু

খাদেম, দারুল উলুম জামেআ নজিরিয়া কাকুসি, পাটনা, উত্তর গুজরাট
 ২৭ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি, মোতাবেক ২১ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকবার্তা- ৫০

প্রেরক: হযরত মাওলানা আবদুল আহাদ সাহেব সিদ্দিকি
 মুহতামিম, জামেআ কাসেমীয়া রতনপুর (দাস্তা) বনসকণ্ঠ, উত্তর গুজরাট

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে শ্রদ্ধেয় হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব পালনপুরি এবং অন্যান্য ভাইবৃন্দ ও সাহেবজাদাবৃন্দ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
 নমুনায়ে সালাফ হযরতে আকদাস মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি কুদ্দিসা সিরবুহু সংক্ষিপ্ত অসুস্থতার পরে ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে আল্লাহর জিম্মায় চলে গেছেন। মুহূর্তেই সংবাদটি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং সবাই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়েন। এই ওফাত শ্রেফ দারুল উলুম দেওবন্দের ক্ষতি নয়, বরং পালনপুর এলাকা ও পুরো বিশ্বের জন্য বড় একটি দুর্ঘটনা। এর ওপর অন্তরের গভীর থেকে আমরা জামেআ কাসেমীয়া রতনপুরের আসাতিজায়ে কেরাম, সদস্যবৃন্দ এবং খাদেমগণ আপনাদের খেদমতে সান্ত্বনা পেশ করছি।

বাস্তবকথা হল, এ মুহূর্তে হযরতে আকদাস থেকে ইসতেফাদাকারী উলামায়ে কেরাম, দারুল উলুম দেওবন্দ এবং পালনপুর এলাকাবাসী

.....
সান্ত্বনা পাওয়ার উপযুক্ত। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে এবং সমস্ত
আত্মীয়স্বজন ও ভক্তদেরকে সবরে জামিলের তওফিক দান করুন এবং
হযরত মরহুমকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন।

নিঃসন্দেহে হযরত মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি বর্তমান যুগের একজন
মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি সালাফের ন্যায় সকল শাস্ত্রে পূর্ণ দক্ষতা
রাখতেন। হযরত রাহিমাহুল্লাহ সারাটা জীবন পাঠদানের সাথে সংশ্লিষ্ট
থেকে এমন অনেক শাগরেদ ও আসহাব তৈরি করেছেন, যারা বিশ্বের
আনাচে-কানাচে হযরতের উলুম ও ফয়েজ পৌঁছাচ্ছেন। তিনি উলামা-
তলাবাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ছিলেন। তার পাঠদান তর্ক ও
বর্ণনাভিত্তিক ছিল না, বরং গবেষণা ও ফকিহানা ছিল। তার ক্লাস ছাত্র ও
আলেমদেরকে পাখির ন্যায় ছুটতে দৃষ্টিগোচর হত। তিনি لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ

لَا (যারা সত্য প্রকাশে কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরোয়া করে না)
এর প্রত্যয়ন ছিলেন। মোটকথা, তিনি সংক্ষিপ্ত সময়ে জবরদস্ত ইলমি,
ইসলাহি এবং দীনি কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, যা নিঃসন্দেহে তার জন্য
আখেরাতে মুক্তির মাধ্যম হবে।

অতএব, আমরা আপনাদের সকলের কাছে সান্ত্বনা পেশ করতঃ দোয়াপ্রার্থী
যেন, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর সমস্ত
খেদমত কবুল করেন, দারুল উলুম দেওবন্দ এবং মিল্লাতে ইসলামিয়াকে
তার উত্তম বিকল্প দান করেন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চ মাকাম দান
করেন। (আমিন!)

আবদুল আহাদ সাহেব সিদ্দিকি
মুহতামিম, জামেআ কাসেমিয়া রতনপুর (দাস্তা)

শোকবার্তা- ৫১

প্রেরক: হযরত মাওলানা সাইফুদ্দিন ইসলামপুরি

প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম, জামেআতুল উলুম গড়হা, হিম্মতনগর, সাবরকণ্ঠ, উত্তর গুজরাট

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

বখেদমতে হযরত মাওলানা মুফতি আমিন সাহেব পালনপুরি দামাত বারকাতুহ (উস্তাযে হাদিস ও ফিকহ, আজহারে হিন্দ দারুল উলুম দেওবন্দ) এবং হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব (প্রধান শিক্ষক ও শায়খুল হাদিস, আজহারে হিন্দ দারুল উলুম দেওবন্দ) রাহিমাহুল্লাহুর পরিবারবর্গ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

দৃঢ় আশা ও দোয়া যে, আপনি সপরিবার, আত্মীয়স্বজন ও সংশ্লিষ্টরাসহ সুস্থতা ও নিরাপদের সাথে দীনের খেদমত ও ইসলামের কালেমার বুলন্দির কাজে ব্যস্ত আছেন।

মাসনুন সালাম ও অভিবাদনের পর, অনেক দুঃখ ও আফসোস নিয়ে কয়েক লাইন লেখার চেষ্টা করছি। দারুল উলুম দেওবন্দের গর্বিত মুহাদ্দিস, ফিকরে দেওবন্দের মুখপাত্র ও ভাষ্যকার, সালাফের ইলমি উত্তরাধিকারের সংরক্ষক ও পাহারাদার, আমাদের গর্ব হযরতে আকদাস মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ বরণ্যদের একজন হয়ে গেছেন এবং পুরো ইলমি জগৎ ও উলুমে শরিয়তের তৃষ্ণার্তদেরকে নিধুম রেখে সম্মান ও ইজ্জতের ঘুম ঘুমিয়েছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) মাহের কাদেরি কতইনা সত্য ও বাস্তব বলেছিল:

فروغ شمع توباقی رہے گا روز محشر تک * مگر محفل تو پروانوں سے خالی ہوتی جاتی ہے

এই ধ্বংসশীল ও ফ্যাসাদের জগতে মৃত্যু প্রত্যেক প্রাণীর সাথে লেগে আছে, মহীয়ান আল্লাহ তাআলার মহান বরকতময় সত্তা ব্যতীত প্রত্যেক বস্তু ধ্বংসশীল। হযরতে আকদাস মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর মৃত্যু পুরো ইলমি দুনিয়ায় এক অসাধারণ শূন্যতা। হযরতের তালিমি, দাওয়াতি, তাসনিফি, সামাজিক এবং ধর্মীয় খেদমতসমূহের ওপর নজর বুলালে তার গ্রহণযোগ্যতা ও

.....
প্রশস্ত মুতালাআর সন্ধান মিলে। হযরতের বেদনাদায়ক ওফাতে সমস্ত দীনি
মাদরাসা ও দাওয়াতের মারকাজসমূহ শোকাহত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা হযরতের মহান খেদমতসমূহ কবুল করুন, তার কবরকে নুরে
নুরাশিত করুন, তার ইলমি উত্তরাধিকার দ্বারা সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে বেশি
থেকে বেশি উপকৃত হওয়ার তওফিক দান করুন এবং তার ইলমি
উত্তরাধিকারকে তার জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমে করুন।

পরিশেষে দুঃখজনক এ মুহূর্তে আমরা আপনাদের সবাইকে ঈমান ও বিশ্বাসে
ভরপুর বাক্য—

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.

দ্বারা সান্ত্বনা পেশ করার চেষ্টা করছি, এছাড়াও একটি আরবি কবিতা আপনাদের
জন্য উৎসর্গ করছি:

اصْبِرْ لِكُلِّ مُصِيبَةٍ وَتَجَلَدِ * وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُخَلَّدٍ

فَإِذَا أَتَتْكَ مُصِيبَةٌ تَشْجِي بِهَا * فَادْكُرْ مَصَابِكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

আমাদের পক্ষ থেকে এই সান্ত্বনামূলক বাক্যগুলো কবুল করুন এবং নিজের
মুহিব্বিনদের কাছে পৌঁছে দিন।

দোয়া করি যেন আল্লাহ তাআলা মরহুমকে ক্ষমা করে দেন, জান্নাতবাসী করেন
এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিবাসী করেন এবং অদৃশ্য থেকে হযরতের
ইনতিকালের ক্ষতি পূরণ করে দিন। (আমিন)

غَنِيْ غَنِيْ شَاخٍ وَكُلِّ سَبِّ هُوَ كَيْفَ مَا تَمَّ كُنَّا * عِنْدَ لَيْسُونَ كَادِلَارِ بَاغِيَا ابْ چَلْ بَا

ہر طرف پھلی ہے ظلمت اک سماں وحشت کا ہے * آسماں مہر کا ایک مہربان اب چل بے

সাইফুদ্দিন ইসলামপুরি

প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম, জামেআতুল উলুম গড়হা, হিম্মতনগর, উত্তর গুজরাট

২৭ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ৫২

প্রেরক: মাওলানা আবদুল হাসিব সাহেব

শিক্ষাসচিব, মাদরাসায়ে আরাবিয়া সুন্নাহুল উলুম কালিড়া, বনসকণ্ঠ, উত্তর গুজরাট

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

বখেদমতে হযরতে আকদাস মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর সমস্ত পরিবারবর্গ বিশেষ করে আমাদের স্নেহশীল উস্তায উস্তাযুল আসাতিজা হযরতে আকদাস মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব পালনপুরি দামাত বারকাতুহুম (উস্তাযে হাদিস, ফিকহ ও মুরাভিবে ফাতওয়া, দারুল উলুম দেওবন্দ)

আহ! ইলমের অনেক বড় খাজানা অদৃশ্য হয়ে গেছে!

মাদারে ইলমি দারুল উলুম দেওবন্দের গর্বিত শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক, উস্তাযুল আসাতিজা, আমাদের সকলের ঠিকানা ও আশ্রয়স্থল হযরত মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি, মঙ্গলবার ভোরবেলা বোধের সানজিওনি মিলাড হাসপাতালে ধ্বংসশীল জগতকে আলবিদা বলে আল্লাহর রহমতে চলে গেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হযরত মুফতি সাহেব নিজের বিভিন্ন গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের কারণে দারুল উলুমের শান, গুজরাটের গর্ব, হিন্দুস্তানের প্রাণ, শাইখে আরব ও আজম, উলামায়ে ইসলামের গাম্ভীর্য, ফখরে মাদারিস এবং বিশেষত পালনপুর এলাকার প্রাণ ছিলেন। হযরতওয়ালা একই সময়ে মুহাক্কিক, শিক্ষক, বক্তা, খতিব, লেখক, ব্যাখ্যাকার, দেওবন্দি মতাদর্শের ভাষ্যকার, দাঈ ও ধর্ম-প্রচারক ছিলেন। কয়েক ডজন রচনাবলি, হাজারো আর্টিকেল, হাজারো ছাত্র এবং লক্ষাধিক ভক্তদের কারণে তার মৃত্যুর ঘটনা আরো অধিক মর্মভূদ ও বেদনাদায়ক। তিনি আল্লাহর দরবার থেকে যে আয়ু ধার নিয়ে ছিলেন তা আশি বছরের কাছাকাছি ছিল, কিন্তু এত দীর্ঘ বরকতময় আয়ু সত্ত্বেও আমার এবং ভক্তদের এটাই আকাঙ্ক্ষা ছিল যেন, এই আয়ু আরো দীর্ঘায়িত হয়। যাতে করে উলামায়ে কেরাম ও মুসলমানেরা তার পূর্ণাঙ্গতা থেকে আরো বেশি উপকৃত হতে পারে?!

.....
 হযরতের মানিক্য ব্যক্তিত্ব এতটা মহান ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, যদি লকডাউনের বাধ্য-বাধকতা না হত, তাহলে হয়তোবা এই আশিকে হাদিসের খাটিয়া বহনের জন্য লাখো মানুষের ঢল নামত এবং এতটা ভিড় হত যে, বোম্বের রাস্তাগুলো নিজেকে সক্ষীর্ণ মনে করত। হযরতের মর্যাদার বড় কারণ ছিল, তিনি পূর্বকার উলামায়ে কেরামের ন্যায় ইলম ও ইফাদার সকল ময়দানের নিপুণ অশ্বারোহী ছিলেন এবং প্রত্যেক জ্ঞান ও শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। হাদিসশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের অবস্থা এই ছিল, তিনি আজহারে হিন্দ দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিসের পদে ছিলেন। আর এসব কিছু এ কারণে ছিল যে, তার ভাগ্যে জ্ঞানের পর্যাপ্ত এক পরিমাণ দেওয়া হয়েছিল, তার ব্যক্তিত্ব নানাবিধ যোগ্যতা এবং বিভিন্ন জ্ঞান ও শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, তার রচনাবলিতে একবার নজর বুলালে সহজেই তা অনুমেয়।

উলামায়ে কেরামে ভরপুর কালিড়া এলাকা (বনসকণ্ঠ, উত্তর গুজরাট) যেহেতু তার জন্মভূমি হওয়ায় এই অঞ্চলের সাথে তার অনেক শক্ত সম্পর্ক ছিল এবং পুরো জীবন গ্রীষ্ম ও শীতকালে এই সম্পর্ক নবায়ন করে আসছেন। যখনই তিনি কালিড়া আগমন করতেন, কবরস্থান তাশরিফ নিতেন এবং মৃতদের জন্য ইসালে সওয়াব করতেন এবং আত্মীয় ও নিকটাত্মীয়দের ঘরে গিয়ে তাদের হালপুরসি করতেন।

তিনি কালিড়া বস্তির মাদরাসায়ে সুন্নামুল উলুমের শুরার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও ট্রাস্টি ছিলেন। এই মাদরাসার সাথে তার আন্তরিক সম্পর্ক ছিল, সময়ে সময়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে বাধিত করতেন এবং মজলিসে শুরায় বিশেষ বিশেষ বিষয়ে রিমার্ক করত শিক্ষান্নোতির জন্য সর্বদা নিজের উঁচু মাপের মতামত দিয়ে ভূষিত করতেন। হযরতের নিষ্ঠাবান পরামর্শের বদৌলতে এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষা-সফরে দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত পৌঁছেছে।

হযরতুল উস্তাযের মানিক্য ব্যক্তিত্বের ওপর লেখার অনেক দিক রয়েছে, যা লেখকেরা ভালো করে লিখবেন; এখানে কিছু কথা মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে লিখলাম।

আমি, শিক্ষকবৃন্দ, কর্তৃপক্ষ এবং শুরার সদস্যবৃন্দ এ মুহূর্তে হযরত মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব রাহিমাল্লাহুর পরিবার বিশেষ করে তার মুহতারাম ভাই উস্তাযুল আসাতিজা হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব

.....
 মুদ্বা জিল্লুহ, তার সাহেবজাদাবন্দ এবং সন্তানানি ও নাতি-পুতিদের
 খেদমতে মাসনুন সাত্তনা পেশ করছি। সাথে সাথে দোয়া প্রার্থী, যেন
 আল্লাহ তাআলা আমাদের হযরতের উত্তম কর্মগুলো কবুল করেন এবং
 ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করেন এবং
 তার মূল্যবান ও সোনালী দীনি খেদমতসমূহের আপন শান অনুযায়ী
 বিনিময় দান করেন। এছাড়াও দারুল উলুম দেওবন্দ এবং মাদরাসায়ে
 সুল্লামুল উলুমকে তার উত্তম বিকল্প দান করেন। (আমিন)

আবদুল হাসিব [গুফিরালাহ]
 খাদেম, মাদরাসায়ে সুল্লামুল উলুম কালিড়া
 উত্তর গুজরাট
 ২৭ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ৫৩

প্রেরক: মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব
 জামেআ নুরুল উলুম গঠামন, বনসকণ্ঠ, উত্তর গুজরাট

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
 বখেদমতে জনাব হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব জিদা
 লুতফুকুম এবং মরহুম কুদ্দিসা সিররহুর সাহেবজাদাবন্দ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
 হযরত কুদ্দিসা সিররহুর দুঃখজনক ওফাত না শুধু এক ব্যক্তি, এক বংশ,
 একটি প্রতিষ্ঠান অথবা একটি দেশের দুর্ঘটনা, বরং মুসলিম বিশ্ব ও
 একবিংশ শতাব্দীর বিরাট দুর্ঘটনা।

وَمَا كَانَ قَيْسٌ هُلْكُهُ هُلْكُ وَاحِدٍ * وَلَكِنَّهُ بَيْنَانُ قَوْمٍ تَهْدَمَا

[কয়সের ওফাত কোনো এক ব্যক্তির ওফাত নয়, বরং সে তো পুরো
 জাতির কাঠামো ছিল, যা এখন ধ্বংস হয়ে গেছে।]

এই মর্মান্তিক ওফাত উলামায়ে কেরামের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে, মুসলিম
 বিশ্বকে এতিম বানিয়ে দিয়েছে, জ্ঞানীদের মাঝে আহাজারির সুর এবং

.....
চতুর্দিকে নিঃসঙ্গতা ও হতাশা আচ্ছাদিত। কিন্তু মৃত্যু মনুষ্য-জীবনের এমন ঘাট, যেখানে সকল মানুষ অবতরণ করতে বাধ্য। এটা ঐ স্থান, যা দিয়ে দুনিয়ার প্রতিটি মানুষকে মৃত্যুর কোলে যেতে হবে, কারও এ থেকে পালানোর সুযোগ নেই।

کیا پیہمبر کیا نبی کیا ولی اور کیا فقیر
سب کو ہے منہا خلقتا کم کا صدمہ ایک دن

হযরতের ওফাত এমন একটি ওফাত, যার কারণে রোদনের জন্য চোখের জল নয় এবং শোক-প্রকাশের জন্য কলমের কালি নয়, সত্য তো এই যে এমন জীবনই জীবন এবং মরণই মরণ। মাহমুদ রামপুরির কবিতা :

موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس
یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لئے

হযরত কুদ্দিসা সিরবুহু নিঃসন্দেহে জীবনভর সত্য ও আল্লাহর সৃষ্টির খেদমত করেছেন, দীর্ঘদিন যাবৎ দারুল উলুম দেওবন্দে হাদিসে নববির পাঠদানের পাশাপাশি ভুলে থাকা মানবজাতিকে সিরাতে মুসতাকিমে আনার চেষ্টা করেছেন। দেশ ও দেশের বাইরে তিনি ভ্রমণ করেছেন এবং আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন তিনি এ পথে কী কী কষ্ট সহ্য করেছেন। তার ফয়েজ পুরো দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে। পালনপুর এলাকার জামেআ নুরুল উলুম গঠামনের চতুর্মুখী ফয়েজও হযরত হযরত কুদ্দিসা সিরবুহুর তাওয়াজ্জুহ ও বরকতের প্রভাব। নিঃসন্দেহে এই প্রতিষ্ঠানও হযরতের জন্য বিরাট একটি সদকায়ে জারিয়া হবে।

سے کون ہائے صدائے دل ملے کس سے آہ شغائے دل
وہ جو پہنچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے

আমরা জামেআর নুরুল উলুম গঠামন (পালনপুর) সমস্ত খাদেমগণ আপনাদের খেদমতে সাক্ষ্যনা পেশ করত দোয়া করছি, যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হযরত কুদ্দিসা সিরবুহুকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করেন এবং আপনাদের সবাইসহ মুহিব্বিন ও ভক্তদেরকে সবরে জামিলের তওফিক দান করেন। আমিন! ওয়াসসালাম।

ব্যক্তি ও শোকাহত

মুহাম্মাদ ইউসুফ উফিয়া আনহু

খাদেম, জামেআ নুরুল উলুম গঠামন

২৮ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ৫৪

প্রেরক: মাদরাসা জামিউল উলুম দাসাড়া, সিরিক্করনগর, কাঠিয়াওয়াড়, গুজরাট

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

একটি প্রদীপ বাকি ছিল তাও নিভে গেল!

বখেদমতে জনাব হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব
পালনপুরি এবং অন্যান্য ভাই ও মরহুমের সাহেবজাদাবুন্দ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
২৫ রমজানুল মোবারক মঙ্গলবার সকালে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে এই
হৃদয়বিদারক ও বেদনাদায়ক সংবাদ পাই যে, মহান মুহাদ্দিস ও ফকিহ,
সফল মুহাক্কিক শিক্ষক, পালনপুর এলাকার গর্ব, উস্তাযুল আসাতিজা,
দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হযরতে আকদাস
মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি অস্থায়ী জগৎ থেকে চিরস্থায়ী জগতের
দিকে পাড়ি জমিয়েছেন। সংবাদটি শুনে যারপর নাই ব্যথিত ও মর্মান্বিত
হয়েছি, ইন্নালিল্লাহ পড়ে নিজেকে সাত্তনা দিতে থাকি।

إنا لله وإنا إليه راجعون، إن الله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر
ولتحتسب، اللهم اغفر له وارحمه، وأكرم نزله ووسع مدخله وأدخله جنة الفردوس. آمين!

হযরত মুফতি সাহেবের ওফাতের ঘটনায় মুসলিম উম্মাহ বিশেষভাবে
পালনপুর এলাকার অপূরণীয় ক্ষতি ও শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, যা পূরণ হওয়া
বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হচ্ছে। ব্যস, আল্লাহ তাআলাই দয়া করলে
সম্ভব।

আল্লাহ তাআলা হযরতকে নানারকম বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণাঙ্গতা দ্বারা ভূষিত
করেছিলেন। তিনি মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ, সংস্কারক এবং মুহাক্কিক
সবকিছুই ছিলেন। এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মাঝে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণ এই ছিল
যে, তিনি পাঠদানের ময়দানে দক্ষ ও অভিজ্ঞ অশ্বারোহী, ওয়ালিউল্লাহি

.....
(لَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَّائِمَةً) চিন্তাধারার রহস্য উদ্ঘাটক এবং সত্যপ্রকাশে

এর পূর্ণাঙ্গ প্রত্যাশন ও নমুনা ছিলেন।

এমন যোগ্য ও বিদ্যান ব্যক্তিত্ব দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া শুধু দারুল উলুম দেওবন্দের জন্য নয়, বরং পুরো মিল্লাতে ইসলামিয়ার জন্য প্রাণঘাতকের চেয়ে কম নয়। কিন্তু মৃত্যু একটি সন্দেহাতীত বাস্তবতা, এ থেকে কারও রেহাই নেই। (إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ): তাদের মৃত্যু এসে গেলে এক মুহূর্তও বিলম্ব করা হবে না এবং না পেশ করা হবে।^১

এমন মর্যাদাসিক ঘটনায় আমরা মাদরাসার সদস্যবৃন্দ আপনার খেদমতে এবং আপনার মাধ্যমে হযরতের সন্তানদের কাছে মাসনুন সান্ত্বনা পেশ করছি এবং হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ নিজের রচনাবলি, সঙ্কলন এবং ছাত্রদের আকৃতিতে যে মূল্যবান ইলমি খাজানা ছেড়ে গেছেন, দোয়া করি যেন আল্লাহ তাআলা এগুলো তার জন্য সদকায়ে জারিয়া বানান, তার মহান খেদমতগুলো কবুল করেন, এর অগণিত প্রতিদান দেন এবং আত্মীয়-স্বজনকে সবরে জামিলের তওফিক দান করেন। আমিন!

শোকে অংশীদার

মুহাম্মাদ তালহা বিন মাওলানা মুহাম্মাদ আদম সাহেব সানগরোভি
খাদেম, মাদরাসায়ে জামেউল উলুম দাসাড়া ও তাহফিজুল কুরআন খলি, গুজরাট

^১. সূরা আরাফ: ৩৪।

মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের বার্তাসমূহ

শোকবার্তা- ৫৫

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুফতি আবদুর রাজ্জাক খান সাহেব

প্রিন্সিপাল, জামেআ ইসলামিয়া আরাবিয়া মসজিদ তরজমাওয়ালি ভূপাল, মধ্য প্রদেশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাঈসুল মুহাদ্দিসিন, ইমামুল মাকুল ওয়াল মানকুল, যুগের মুহাক্কিক ও সময়ের চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ আপন রবের সাক্ষাতে চলে গিয়েছেন

১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি, মঙ্গলবার ভোরবেলা যখন ভূপৃষ্ঠের আলো বিতরণকারী সূর্য আপন আকাশে উদিত হয়ে উপরের দিকে আরোহন করছিল, ঠিক তখনই ইলমি জগতের সূর্য, উলুমে নানুতাবির নিষ্ঠাবান খাদেম এবং দেওবন্দি মতাদর্শের নির্ভীক ভাষ্যকার মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরির আকৃতিতে অন্তিমিত হয়ে যায়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরির জন্ম হয়েছে আনুমানিক ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৩৬০ হিজরিতে, উত্তর গুজরাটের বনসকণ্ঠ জেলার কালিড়া এলাকায়। তিনি নিজ এলাকায়ই প্রাথমিক শিক্ষার্জন করেন, তারপর দারুল উলুম ছাপি, মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুর এবং দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষা অর্জন করেছেন। দারুল উলুম থেকে ফারেগ হওয়ার পরে তিনি দারুল উলুম জামেআ আশরাফিয়া রান্দিরে শিক্ষক হিসেবে আনুমানিক নয় বছর পাঠদানের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, এরপরে আজ থেকে প্রায় ৪৮ বছর পূর্বে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৩৯৩ হিজরি সনে দারুল উলুম দেওবন্দে তার নিয়োগ হয় এবং মৃত্যুর সময়ে তিনি সেখানকার শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষকের পদে ছিলেন। ইলমে হাদিস, আকিদা, ইলমে কালাম এবং ফিকরে নানুতাবির সংরক্ষণে তার খেদমতসমূহ গর্বযোগ্য। তার জীবন উলামা-মাশায়েখদের জন্য প্রদীপ, তিনি দুনিয়ার নামকরা মুহাদ্দিসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দেওবন্দে তার সুনানে তিরমিযির পাঠদান অনেক গ্রহণযোগ্য ছিল। এছাড়াও মাওলানা মরহুমের অনেক রচনা রয়েছে,

.....
 যা সদকায়ে জারিয়ার আকৃতিতে উলামা-তালাবাদের ইসতেফাদার জন্য মজুদ আছে। মুফতি সাহেবের অগণিত ইলমি খেদমত নিঃসন্দেহে পরকালের সামানা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম হবে।

তার মৃত্যুতে ইসলামি জগৎ একজন মহান মুহাদ্দিস ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল, তার ছাত্ররা শুধু দেশে নয়, বরং বাইরের রাষ্ট্রেও বিদ্যমান, যারা তার মৃত্যুতে আজ নিজেদেরকে এতিম মনে করছেন।

জামেআ ইসলামিয়া আরাবিয়া মসজিদ তরজমাওয়ালি ভূপাল পড়ুয়া ছাত্রদের বিরাট একটি সংখ্যা এমন আছে, যারা তার দরসের ফয়েজ ও বরকত দ্বারা ধন্য হয়েছেন; সেসকল ছাত্র, জামেআর উস্তাযবন্দ এবং দেওবন্দের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই মর্মান্বিত, পুরো আকাশটাই বিষণ্ণ। চতুর্দিকে রোনাজারি, সবাই রোদন করছে, সকলের চোখে অশ্রু।

পরিশেষে সমস্ত মুসলিম উম্মার কাছে দরখাস্ত এই যে, তারা যেন মুফতি সাহেব রাহিমাল্লাহুর জন্য ইসালে সওয়াবের ইহতেমাম করেন এবং দোয়া করেন যেন আল্লাহ তাআলা হযরত মরহুমকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করেন এবং উত্তরাধিকারীদেরকে তওফিক দান করেন।
 আমিন!

মুফতি আবদুর রাজ্জাক খান [গুফিরালাহ]

আমিরে শরিয়ত মুফতিয়ে আজম ও পরিচালক, জামেআ ইসলামিয়া আরাবিয়া মসজিদ

তরজমাওয়ালি ভূপাল,

সভাপতি, জমিয়তে উলামা মধ্য প্রদেশ ও সহ-সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ

২০/৫/ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকবার্তা- ৫৬

প্রেরক: হযরত মাওলানা আশফাকুর রহমান সাহেব মিসফতাহি
উপদেষ্টা, মজলিসে তহাফফুজে খতমে নবুওয়াত ইন্দোর (মধ্য প্রদেশ)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

শ্রদ্ধেয় হযরত মুহতামিম সাহেব (দারুল উলুম দেওবন্দ) দামাত
বারকাতুহুম এবং মরহুম মুফতি সাহেবের সাহেবজাদাবন্দ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাতুল্লাহুর বিয়োগ না শুধু তার পরিবার, আত্মীয়-
স্বজন, ছাত্র, উলামা, ফুজালা, মুহিব্বিন এবং ভক্তদের ক্ষতি, বরং মুসলিম
উম্মাহ এবং সমস্ত মানবজাতির জন্য এমন একটা বিরাট ক্ষতি, যার পূরণ
আমাদের অবস্থার আলোকে অসম্ভব মনে হচ্ছে।

হযরত মরহুমের ইলমি, আমলি, দারসি এবং ফিকহি ইফাদাত ও ইফাজাত
থেকে সবাই উপকৃত হয়েছে, ডাইরেক্ট অথবা ইনডাইরেক্ট, অনুভূতি অথবা
অনুভূতিহীন অবস্থায়। আর হযরত হাকিমুল ইসলাম রাহিমাতুল্লাহুর
বক্তব্যনুযায়ী “জান্নাতেও মানুষ উলামায়ে কেরাম থেকে অমুখাপেক্ষী
থাকবে না”, ইনশাআল্লাহ আমাদের হযরত মুফতি সাহেব সেখানেও
উম্মতের রাহনুমায়ি করবেন।

তাইতো বলা হয়েছে (موت العالم موت العالم): আলেমের মৃত্যু আলমের
মৃত্যু। যে ব্যক্তির উপকারিতা তার পরিবার অথবা বংশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়,
তার মৃত্যুতে ক্ষতিও সীমাবদ্ধ থাকে। আর যে ব্যক্তির ইফাদা ও ইফাজা
ব্যাপক ও সীমাবদ্ধহীন হয়, তার মৃত্যুতে হওয়া ক্ষতিও ততটা ব্যাপক হয়।

হজরতের দুঃখজনক ইনতিকালে পরিবার, সাহেবজাদাবন্দ এবং
আত্মীয়স্বজনের মাঝে দুঃখ ও বেদনার যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, নিশ্চয় তা
অনুমান করা যাবে না। পাশাপাশি বিশ্বের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম
দেওবন্দের ছাত্র, শিক্ষক, পরিচালকবন্দ, সেখানকার লোকজন এবং পুরো
দুনিয়ার ইলমি অঙ্গন; সবাই মর্মান্বিত ও ব্যথিত। কারণ, তিনি সকলের
মুহসিন ছিলেন এবং আজও মুহসিন আছেন। তিনি পূর্ণাঙ্গ ইলম ও

.....
আমলের স্থায়ী চিত্র রেখে গেছেন, যা থেকে কেয়ামত পর্যন্ত উপকৃত হওয়া যাবে এবং ইনশাআল্লাহ মানুষ উপকৃত হতে থাকবে।

যাহোক, একজন বড় আলেম, বিরাট মুফাসসির, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, ফকিহুল আসর এবং এ সবকিছুর উপরে একজন রিজাল তৈরিকারী উস্তায ও মুরাব্বি আমাদেরকে ছেড়ে আপন মাহবুবের নৈকট্য ও রহমতের পরশে চলে গেলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হযরত রসমি ধারার কোনো শিক্ষক ছিলেন না, বরং পাঠদান শাখায় কোনো মুজাদ্দিদ সংস্কারক থেকেও কম ছিলেন না। তিনি দুনিয়ার মুআল্লিম ও শিক্ষকদের জন্য পাঠদান সহজীকরণের এমন বিরল, নতুন এবং ভরপুর নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি পেশ করেছেন, যদ্বারা শিক্ষকবৃন্দ না বুঝিয়ে এবং ছাত্ররা না বুঝে থাকতে পারেন না।

এছাড়াও তিনি জীবনভর হাদিসে রাসুলের আওয়াজ বুলন্দ করেছিলেন এবং তার বাস্তব জীবনও পরিপূর্ণ সুনামময় ছিল। বরং আল্লাহ তাআলা তাকে এমন সুশোভিত করেছেন যে, তার আপাদমস্তকে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূপ, মহিমা ও পূর্ণাঙ্গতার ঝলক সাফ দৃষ্টিগোচর হত। আর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেহায়েত আনুগত্যের নগদ পুরস্কার এই ছিল যে, কেউ হযরতকে প্রথমবার দেখে ভীত হয়ে, অতঃপর কাছে গেলে অন্তরঙ্গ ও তার প্রতি মুগ্ধ না হয়ে পারত না।

আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি, যেন তিনি নিজ অনুগ্রহ ও বিশেষ দয়ায় হজরতের ঈমান, আমল, আখলাক এবং সবধরনের মূল্যবান খেদমতমূহ কবুল করেন, নিজের নৈকট্য ও সম্ভৃতির উঁচু মাকাম ও সুউচ্চ স্তর দান করেন। সাহেবজাদাবৃন্দ, আত্মীয়স্বজন, ভক্ত-অনুরাগী এবং দুনিয়াভর বিক্ষিপ্ত অগণিত ছাত্র ও মুস্তাফিদিনকে সবরে জামিলের তওফিক দান করেন। আমাদের সবাইকে জীবনভর হজরতের রচনাবলি ও সঞ্চলন থেকে উপকৃত হওয়ার এবং এগুলো সংরক্ষণ ও প্রকাশের তওফিক দান করেন। দারুল উলুম দেওবন্দসহ ইলমি দুনিয়ায় সৃষ্ট শূন্যতা- আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ ও কুদরতে পূরণ করে দেন। আমিন! ওয়াসসালাম।

মুহাম্মাদ আশফাকুর রহমান মিসফতাহি

উপদেষ্টা, মজলিসে তহাফফুজে খতমে নবুওয়াত ইন্দোর

২১মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ২৭ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা-৫৭

মাওলানা মুহাম্মাদ সাদেক খান সাহেব

মুহতামিম, জামেআ আরাবিয়া মেরাজুল উলুম বোম্বে

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

শ্রদ্ধেয় হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম নুমানি সাহেব দামাত
বারকাতহুমুল আলিয়া

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

আজ: ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৯ মে ২০২০
খ্রিষ্টাব্দ ভোরবেলা দারুল উলুম দেওবন্দের শাইখুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক
হযরত মাওলানা মুফতি সাইদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর
ওফাত সংঘটিত হয়েছে।

إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها.

বাস্তবতা হল, হযরত মুফতি সাহেবের তিরোধান না শ্রেফ তার পরিবার
অথবা দারুল উলুম দেওবন্দেরই দুর্ঘটনা, বরং পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য,
বিশেষ করে উলামা, তলাবা এবং মাদরাসা পরিচালকদের জন্য বিরাট
দুর্ঘটনা, যা স্বাভাবিকভাবে ইলমি অঙ্গনে এতিম হওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি করে
দিয়েছে। সত্য এই যে, মরহুম হযরত মুফতি সাহেবের প্রস্থানে ইলমি
দুনিয়ায় যে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা পূরণ হওয়া
মুশকিল মনে হচ্ছে।

মেরাজুল উলুমের সাথে হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর বিশেষ সম্পর্ক
ছিল। আমাদের নগণ্য দাওয়াতে বেশ কয়েকবার হযরত আমাদের
মাদরাসার বার্ষিক মাহফিলে এবং অন্যান্য সুযোগে জামেআয় আগমন
করেছেন। সাক্ষাতেও মাদরাসার কল্যাণকামিতা ও উন্নতির জন্য দোয়া ও
পরামর্শ প্রদান করতেন। বেদনার এই নাজুক মুহূর্তে আমরা নিজেদের পক্ষ
থেকে, শিক্ষক, কমিটি এবং জামেআর অন্যান্য খাদেমদের পক্ষ থেকে
হযরত মুফতি সাহেবের উত্তরাধিকারী; সন্তানাদি-নাতিপুতিসহ সমস্ত ঘনিষ্ঠ
ও ভক্ত, বিশেষ করে ছোট ভাই হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আমিন

.....
 সাহেব পালনপুরি (উসতাজে হাদিস, দাবুল উলুম দেওবন্দ) এবং দাবুল
 উলুমের শিক্ষকদের খেদমতে তাজিয়া পেশ করছি। দোয়া করি, যেন
 আল্লাহ তাআলা মরহুম হযরত মুফতি সাহেবকে ক্ষমা করে দেন, জান্নাতুল
 ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করেন, মূল্যবান খেদমতগুলো কবুল করেন।
 সমস্ত উত্তরাধিকারী ও আত্মীয়দের সবুরে জামিল দান করেন। দাবুল উলুম
 দেওবন্দ এবং পুরো মিলাতে ইসলামিয়াকে হযরত মরহুমের উত্তম বিনিময়
 দান করেন। আমিন সুম্মা আমিন!

অধম মুহাম্মাদ সাদেক খান
 খাদেম, জামেআ আরাবিয়া মেরাজুল উলুম বোম্বে, (মহারাষ্ট্র)
 ২১/৫/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকবার্তা-৫৮

প্রেরক: কারি আবদুল কাদের ইশাআতি
 পরিচালক, জামেআ মুহাম্মাদিয়া বারা বাভালি, আহমাদনগর (মহারাষ্ট্র)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
 বখেদমতে হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম নুমানি সাহেব দামাত
 বারাকাতহুতুল আলিয়া!
 মুহতামিম, আজহারে হিন্দ দাবুল উলুম দেওবন্দ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
 আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, মেজাজ সুস্থ ও ভালো আছে।
 আরজ এইযে, গত ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৯
 মে ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ মঙ্গলবার ভোরবেলা এই বেদনাদায়ক সংবাদ বজ্রাঘাতের
 ন্যায় আসে যে, দাবুল উলুম দেওবন্দের শাইখুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক
 হযরত মাওলানা মুফতি সাইদ আহমাদ পালনপুরি বোম্বের একটি
 হাসপাতালে আল্লাহর সাথে গিয়ে মিলেন। ইনালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি
 রাজিউন।

.....
 إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى.
 اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل الجنة مثواه،
 واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض
 من الدنس. اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، واجعل قبره
 روضة من رياض الجنة، وسكنه في جنة النعيم. آمين يارب العالمين!

হযরতের মৃত্যু যেখানে ইলমি জগত এবং বিশেষ করে জামাতে দেওবন্দ ও
 মিল্লাতে ইসলামিয়ার জন্য বিরাট একটি শূন্যতা, সেখানে তার বংশের
 জন্যও বড় একটি দুর্ঘটনা। হযরত মুফতি সাহেব একাই একটা প্রতিষ্ঠান
 ছিলেন। তার অস্তিত্ব আকাবিরদের স্মৃতি তরতাজা করত। সত্যকে সত্য
 এবং বাতিলকে বাতিল সাব্যস্তের গুণে তিনি অনন্য ছিলেন। দেশ-বিদেশে
 তার লক্ষাধিক ছাত্র ছড়িয়ে ছটিয়ে রয়েছে এবং পঞ্চাশোর্ধ্ব অতি মূল্যবান ও
 উঁচু মাপের রচনা কেয়ামত পর্যন্ত তার জন্য সদকায়ে জারিয়া ও মুসলিম
 উম্মাহর জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।

বেদনার এই মুহূর্তে সমস্ত ইলমি ভ্রাতৃত্বের সাথে সাথে আমরা জামেআ
 মুহাম্মাদিয়া আহমাদনগর, মহারাত্রি (অঙ্গপ্রতিষ্ঠান, জামেআ ইসলামিয়া
 দারুল উলুম আক্কালকুয়া) এর খাদেম ও শিক্ষকবৃন্দ আপনাদের খেদমতে
 মাসনুন সান্ত্বনা পেশ করত রাব্বের কারিমের দরবারে দোয়া করছি, যেন
 তিনি হযরত এর সমস্ত সৎকর্ম ও খেদমত কবুল করেন এবং জান্নাতুল
 ফিরদাউসের উঁচু মাকাম দান করেন। এছাড়াও আমাদের সবাইকে সবুরে
 জামিল ও হিম্মত দান করেন এবং পুরো মিল্লাতে ইসলামিয়া ও বিশেষ করে
 দারুল উলুম দেওবন্দকে তার উত্তম বিকল্প দান করেন। আমিন!

কারি আবদুল কাদের ইশাআতি

পরিচালক, জামেআ মুহাম্মাদিয়া বারা বাভালি, আহমাদনগর (মহারাত্রি)

২৭ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ২১ মে ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

বৃহস্পতিবার

শোকবার্তা- ৫৯

প্রেরক: মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ মুহসিন কাসেমী আওরঙ্গাবাদি

মুহতামিম, আসাবে কাহাফ আওরঙ্গাবাদ, মহারাত্রি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

শ্রদ্ধেয় সকলের প্রত্যবর্তনস্থল দারুল উলুম দেওবন্দেও মুহতামিম হযরতে

আকদাস সাহেব দামাত বারাকাহুম, শুরা সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষকবৃন্দ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

গত ২৫ রমজাতুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ভোরবেলা এই হৃদয়বিদারক ও বেদনাদায়ক সংবাদ আসে যে, শাহানশাহে তাফহিম, মাসলাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সংরক্ষক, দেওবন্দিয়াতের ভাষ্যকার, সত্য ও সত্যতার মূর্তপ্রতীক, মধ্যপন্থার রক্ষক, দীনের বিকৃতি ও সীমালঙ্ঘন মোচনকারী, ওয়ালিউল্লাহি দর্শনের ব্যাখ্যাকার, হেকমতে কাসেময়ার আমানতদার, মাআরিফে রশিদি চিহ্নিতকারী, আল্লামা কাশমিরির জ্ঞানের প্রকাশস্থল, ফিকরে হাকিমুল উম্মত, লিসানে হাকিমুল ইসলাম, নবপ্রজন্মের উলামা তৈরিকারী, যুগের অদ্বিতীয় মুফাসসিরে কুরআন, কালের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, সময়ের ফকিহ, বিশিষ্ট লেখক ও প্রাবন্ধিক, বিশিষ্ট মুহাক্কিক, লক্ষ মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন, আমাদের মুশফিক মুরব্বি ও আধ্যাত্মিক পিতা, দেওবন্দিয়াতের মহান স্তম্ভ, ইলমি জগতের আলোর মিনার, দারুল উলুম দেওবন্দের নজিরবিহীন মসনদে হাদিসের প্রধান গর্ব, শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি আমাদেরকে এতিম করে মাহবুবে হাকিকির দরবারে চলে গেছেন। বিষণ্ণতার কালো মেঘ অন্তর ও দেমাগের অবস্থা কিছুটা এরকম করে দিয়েছে :

صَبَّتْ عَلَى مَصَائِبٍ لَوْ أَنَّهَا صَبَّتْ عَلَى الْيَوْمِ صَرْنَ لَيَالِيَا

রবের কারিম মরহুম মুফতি সাহেবকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন।

নিঃসন্দেহে হযরত মুফতি সাহেবের প্রস্থান দারুল উলুম দেওবন্দের

জিম্মাদার ও শিক্ষকদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক ও ক্ষতিপূর্ণ, এমতাবস্থায়

আমরা আপনাদের খেদমতে মাসনুন সান্ত্বনা পেশ করছি: (إنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ،)

.....
 (وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب) মাসনুন সাত্তনা
 কবুল করে বাধিত করবেন।

আমরা দারুল উলুম আওরঙ্গাবাদের উস্তায ও খাদেমগণ দোয়া করি, যেন
 পরওয়ারদিগারে আলম আপনাদের সকলকে সবরে জামিলের তওফিক দান
 করেন এবং দারুল উলুম দেওবন্দকে মরহুম হযরতের উত্তম বিকল্প দান
 করেন। আমিন! জিগার মুরাদাবাদির ভাষায়:

جان کر من جملہ خاصانِ میخانہ "تجھے" * مدتوں رویا کریں گے جام و پیانہ "تجھے"

সালামাত্তে

মুহাম্মাদ মুহসিন কাসেমী আওরঙ্গাবাদি

মুহতামিম, আসাবে কাহাফ আওরঙ্গাবাদ

২১/৫/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

হায়দারাবাদ, কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুর বার্তাসমূহ

শোকবার্তা- ৬০

প্রেরক: মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ সাহেব রহমানি

পরিচালক, আলমাহাদুল আলি আলইসলামি হায়দারাবাদ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ ইসলামি
 জ্ঞানের উজ্জ্বল মানিক্য ছিলেন, তার ওফাত ইলমি জগতের জন্য অপূরণীয়
 ক্ষতি!

হযরত মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানি (পরিচালক, আলমাহাদুল
 আলি আলইসলামি হায়দারাবাদ) তার শোকসভায় বলেন, হযরত মাওলানা
 মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন একজন গ্রহণযোগ্য
 শিক্ষক, গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন লেখক এবং উঁচু মাপের মুহাক্কিক। তিনি
 অর্ধশতাব্দীর চেয়েও বেশি সময় দরসে নেজামির সর্বোচ্চ কিতাবগুলোর

.....

পাঠদান করেছেন এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত সহিহ বুখারি ও জামে তিরমিযির ন্যায় হাদিসের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ অত্যন্ত সফলতার সাথে পড়িয়েছেন এবং পুরো বিশ্বে তার ছাত্ররা বিভিন্ন আঙ্গিকে দীনের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। সাধারণত পাঠদানের সাথে সংশ্লিষ্ট আলেমরা সঙ্কলন ও রচনার দিকে কমই মনোনিবেশ করেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা হযরতকে দ্বিমুখী যোগ্যতার মেজাজ দিয়েছিলেন। তিনি ইসলামি ও আরবি অধিকাংশ শাস্ত্রের ওপর কলম ধরেছেন। উপমহাদেশে বুখারি শরিফ এবং তিরমিযি শরিফের অনেক উর্দু ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে, কিন্তু এ ব্যাপারে তার ব্যাখ্যা যে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে, অন্যান্য লেখকদেরও কমই তা অর্জন হয়েছে। মুসনিদুল হিন্দী শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদিসে দেহলবির কিতাব ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা’ আপন শাস্ত্রে নজিরবিহীন একটি কিতাব, কিন্তু একে কঠিন মনে করা হত। তিনি অতি সহজ পদ্ধতিতে এর ব্যাখ্যা করেছেন, যা এ থেকে উপকৃত হওয়ার সহজ করে দিয়েছে। তিনি হেদায়াতুল কুরআন নামে কুরআনে কারিমের এমন একটি তাফসির লিখেছেন, যা শিক্ষক, ছাত্র এবং সাধারণ রুচিসম্পন্ন লোকদের জন্য কুরআন বুঝার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। পাঠদান ও রচনাবলির পাশাপাশি দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রেও তিনি বক্তব্য প্রদান করতেন, তার বয়ানগুলোও জ্ঞানের রঙে রঙিন হত। বাস্তবতায় তিনি ইসলামিক জ্ঞানের উজ্জ্বল মানিক্য ছিলেন। তার মৃত্যুতে পুরো ইলমি জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাকে পরিপূর্ণরূপে ক্ষমা করুন এবং উম্মতকে তার উত্তম বিকল্প প্রদান করুন।

খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানি

২৫ রমজানুল মোবারক

শোকবার্তা- ৬১

প্রেরক: মাওলানা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল কাভি সাহেব
পরিচালক, আশরাফুল উলুম হায়দারাবাদ

বিসমিহি তাআলা

মুহতারাম ও মুকাররাম হাফেজ কাসেম আহমাদ সাহেব এবং সমস্ত
ভাইবৃন্দ, আত্মীয়স্বজন ও মুহিব্বিন!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
গতকাল সকালেই হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি
রাহিমাতুল্লাহুর ওফাতের সংবাদ পৌঁছে ছিল, অনেক দুঃখ ও আফসোস
হয়েছে। তিনি মুসলিম উম্মার জন্য বিরাট সম্পদ ছিলেন, নিজের দীর্ঘ
পাঠদান, লেখালেখি, তাহকিকি এবং দাওয়াতি প্রোগ্রামের মাধ্যমে সালাফে
সালেহিনের জীবনচরিতের অবিকৃত নকশা মানুষের অন্তরে রেখে গেছেন
এবং নিজের ছাত্র ও ভক্তদেরকে নিজের অগাধ ও অবিরাম খেদমতের
মাধ্যমে শিক্ষা ও উপদেশের উপকরণ দিয়ে গেছেন।

আল্লাহ তাআলা এসব খেদমত কবুল করুন, তার সাথে পূর্ণাঙ্গ ক্ষমার
আচরণ করুন এবং পুরো মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে তাকে তার শান
অনুযায়ী উত্তম বিনিময় দান করুন।

অধম বান্দা আপনাদের দুঃখে শরিক এবং দোয়া প্রার্থী যেন আল্লাহ তাআলা
আপনাদেরকে হিম্মত, সাহস, সবর ও প্রতিদান দান করেন। আল্লাহ
তাআলা আপনাদেরকে বিরাট প্রতিদান দান করুন এবং সবরের তওফিক
দান করুন, আমিন!

সালামাত্তে

মুহাম্মাদ আবদুল কাভি গুফিরাল্লাহ

পরিচালক, আশরাফুল উলুম হায়দারাবাদ

২৬ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ৬২

প্রেরক: মাওলানা মুহাম্মাদ শূআইবুল্লাহ খান সাহেব

প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম, জামেআ ইসলামিয়া মাসিহুল উলুম বেঙ্গালুর, কর্ণাটক

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে হযরত মাওলানা আবুল কাসেম নুমানি দামাত বারাকাতুহুম (মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ), হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আমিন পালনপুরি জিদা মাজদুহুম এবং দারুল উলুম দেওবন্দের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ, সাহেবজাদাবৃন্দ এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
হযরতে আকদাস মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর মৃত্যুর ঘটনা নিঃসন্দেহে ‘আলেমের মৃত্যু আলমের মৃত্যু’র প্রত্যয়ন, যা পুরো ইসলামি অঙ্গনকে সাধারণভাবে, দেওবন্দি বেরাদরিকে বিশেষভাবে এবং পরিবার-পরিজনকে সবিশেষ দুঃখিত ও মর্মাহত করেছে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ও হুকুম এবং তকদির ও ফয়সালার সামনে সবাইকেই নতিস্বীকার করতে হয় এবং ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলা ছাড়া আমাদের আর কোনো গতি নেই।

সত্যি তার তিরোধান পুরো মিল্লাতে ইসলামিয়ার এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল, যে কারণে আন্তরিকভাবে অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনা অনুভব করছি। কেননা হযরতওয়ালা রাহিমাহুল্লাহুর সাথে বহু পূর্ব থেকেই আলহামদুল্লাহ একজন তালেবে ইলমের ন্যায় বান্দার গভীর সম্পর্ক ছিল এবং তিনি অধর্মের প্রতি অনেক মহব্বত ও দয়ার আচরণ করতেন। আমার বিভিন্ন রচনাবলিতে তিনি অত্যন্ত খুশি ও প্রশস্ততার সাথে মূল্যবান অভিমত পেশ করেছেন, এগুলোর প্রশংসা করেছেন এবং বিভিন্ন মজলিসে এগুলোর আলোচনাও করতেন। জামিআ ইসলামিয়া মাসিহুল উলুমের সাথেও তার গভীর সম্পর্ক ছিল, তিনি এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপদ্ধতি পছন্দ করতেন এবং এই সম্পর্ক ও ভরসার কারণে তিনি নিজের বিশেষ কিছু ছাত্রকে মাসিহুল উলুমে পাঠদানের জন্য মনোনীত করেছিলেন। এসব কিছু ছিল হযরতের সহানুভূতি। জামেআ মাসিহুল উলুমের পক্ষ থেকে, বিভিন্ন

.....
আন্দোলন এবং সংগঠনের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন বৈঠক ও মাহফিলে অধম
হযরতকে দাওয়াত করলে তিনি আনন্দচিহ্নে কবুল করেছেন এবং অত্যন্ত
প্রশস্ততার সাথে বারবার আগমন করেছেন এবং দোয়া দিয়ে ধন্য
করেছেন। বাস্তবতা এই যে, তার শুভাগমন আমাদের মাহফিলগুলোর
সবচে বড় সৌন্দর্য ও শোভা হত।

হযরত মরহুমের ব্যক্তিত্ব পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য বিরাট এক সম্পদ
ছিল, যার ইলমি উচ্চতা ও প্রশস্ততা, ফিকহি বিচক্ষণতা ও গভীরতা, বুঝা-
বুঝানোর অগাধ যোগ্যতা ও সামর্থ্য, বুহানি ও ঈমানি ফয়েজ ও বরকত
এবং সত্যকথন ও নির্ভীকতা সকলের কাছে স্বীকৃত ছিল। তার এ সকল
গুণ ও বৈশিষ্ট্য দীর্ঘ এককাল পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহকে সম্ভষ্ট করেছিল এবং
হাজারো ইলম ও মারেফাত অন্বেষণকারীদেরকে নিজের ফিকহি, ইলমি ও
হাদিস সংক্রান্ত পাঠদান ও ইফাদাতের মাধ্যমে তৃপ্ত করেছেন।

তিনি নানামুখী ইলমি ও আমলি গুণাবলি ও চরিত্রে সুশোভিত ছিলেন, তার
জীবন ইলম ও আমলে সমন্বিত ছিল। বোধ্য যে, তার রক্ত-শিরায় ইলম ও
ফিকহের চলাচল ছিল। তারা খামোশি ছিল ভাবনা, কথাবার্তা উপদেশ, দৃষ্টি
শিক্ষা, চালচলন গাভীর্যপূর্ণ, বয়ান-পদ্ধতি উপদেশমূলক এবং তার চরিত্র
অত্যন্ত উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর ছিল। তিনি যেন ঐ কথার প্রত্যয়ন ছিলেন,
যাকে কেউ কেউ হাদিসের শিরোনামে উল্লেখ করেছেন: (الْمُؤْمِنُ لَا يَكُونُ)
(صَمْتُهُ إِلَّا فِكْرًا وَنَظْرُهُ إِلَّا عِبْرًا وَنَطْفُهُ إِلَّا ذِكْرًا)
মুমিনের চুপ থাকা হয় ভাবনা, নজর হয় শিক্ষা এবং কথাবার্তা হয় উপদেশ।^১

১. কথাটি ‘ইহয়াউ উলুমুদ্দিন’ নামক কিতাবে রয়েছে, কিন্তু এটি হাদিস বলে প্রমাণিত
নয়। ইরাকি রাহি. বলেন, আমি এর কোনো উৎস পাইনি, তবে মুহাম্মাদ বিন জাকারিয়া
নামক একজন দুর্বল রাভি একে রেওয়ায়েত করেছে। সুবকি রাহি. বলেন, আমি এর
কোনো সনদ পাইনি। [তাখরিজু আহাদিসি ইহয়াউ উলুমুদ্দিন, মুরতাজা জাবিদি রাহি.]—
অনুবাদক।

বাস্তবতা এই যে, তাকে যেকোনো দৃষ্টিতেই দেখা হলে প্রত্যেক দৃষ্টিকোণেই তার সৌন্দর্যতা প্রকাশ ও প্রস্ফুটিত হয় এবং দর্শকদেরকে এ কথা বলতে বাধ্য করে:

دَامَانَ نَكَّةً تَنَكُّ وَكُلِّ حَسَنٍ تَوْبَسِيرٍ * كَلَّ جَيْبِينَ بَهَارٍ تَوَزِدَامَانَ كَلَّهَ دَارِد

এবং এও বলে ওঠবে:

کُونِیْ خُوبِیْ بِهٖ جَاں دُوں، کَس ادا پِہ مر مٹوں * خُوبِیاں لاکھ بھری ہیں آپ کی تصویر میں

যদি এই কবিতা তার ব্যাপারে বলা হয় তাহলে কোন অতিরঞ্জন হবে না যে

مَضَّتِ الدُّهُورُ وَمَا أَتَيْنَ بِمِثْلِهِ * وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزَنَ عَنْ نُّظَرَائِهِ

যদিও আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে তাদরিসি, তাহকিকি, তাসনিফি, ইসলাহি এবং তাবলিগি বিভিন্ন খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, কিন্তু তন্মধ্যে সবচে গুরুত্বপূর্ণ খেদমত এই যে, তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে আনুমানিক অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত পাঠদান ও অন্যান্য অর্পিত দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার মাধ্যমে এবং বিশেষভাবে দারুল উলুম দেওবন্দের মসনদে হাদিসে থেকে হাদিস ও হাদিসের ব্যাখ্যার যে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, এটা স্বয়ং দারুল উলুম দেওবন্দের জন্য গর্বের বিষয়। তার ওফাত তাদের মাঝে যে শূন্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছে তা অনেক বড় শূন্যতা, যা পূরণ হওয়া বাহ্যিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত কঠিন মনে হচ্ছে। বাকি আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান। দোয়া করি যেন আল্লাহ তাআলা দারুল উলুম দেওবন্দের মদদ করেন এবং তার বিনীময় দান করেন।

আমি নিজের পক্ষ থেকে এবং জামেআ মাসিহুল উলুম বেঙ্গালুরের সকল শুরা সদস্য, শিক্ষক ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলের খেদমতে এবং বিশেষভাবে মরহুমের সুযোগ্য সাহেবজাদাবন্দ ও ভাইবৃন্দের খেদমতে সাক্ষ্য পেশ করছি। পাশাপাশি আরজ করছি, এই দুঃখ শুধু আপনাদের নয়, এই দুঃখে আমরা সবাই আপনাদের সাথে সমানে অংশীদার। মরহুমের শানে অন্তর থেকে প্রার্থনা করছি যেন আল্লাহ তাআলা তাকে পরিপূর্ণভাবে ক্ষমা করে দেন, তার মহৎ খেদমতসমূহ কবুল করে ধন্য করেন, কেয়ামত পর্যন্ত তার ফয়েজ ও বরকত বহাল রাখেন এবং আপনাদেরকে সকলকে সবরে জামিল দান করেন।

মুহাম্মাদ শুআইবুল্লাহ খান

প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম, জামেআ ইসলামিয়া মাসিহুল উলুম বেঙ্গালুর

শোকবার্তা- ৬৩

পয়গামে শূআইব

প্রেরক: মাওলানা মুহাম্মাদ শূআইবুল্লাহ খান সাহেব

প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম, জামেআ ইসলামিয়া মাসিহুল উলুম বেঙ্গালুর

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আহ! মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি

‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ অত্যন্ত দুঃখজনক সংবাদ এই যে, আমরা এমন মহান ব্যক্তিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি, যার জ্ঞান ছিল অত্যন্ত গভীর, ফাকাহত স্বীকৃত, কার্য বড় নির্ভরযোগ্য, কথাবার্তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, জীবন অনুসরণযোগ্য এবং যিনি মাসলাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দাঈ ও নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাকার, সুন্নাতের সত্যিকার আশেক ও বিদআত অপছন্দকারী ছিলেন। যার মজলিস ছিল ইলম ও ফাকাহতের খনি, যার জবান ছিল সুমিষ্ট, কিন্তু বাতিলের জন্য ছিল তরবারি। যিনি সকল জ্ঞান ও শাস্ত্রে কালের অদ্বিতীয় ছিলেন, যিনি দারুল উলুম দেওবন্দের মসনদে হাদিসের শোভা ছিলেন এবং দারুল উলুম ছিল তার শোভা! তিনি লাখ-কোটি ভক্তকে শোকাহত করে হাসতে হাসতে মাওলায়ে হাকিকির সান্নিধ্য ও রহমতে চলে গেছেন।

দোয়া করি যেন আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন, উঁচু স্তরে ভূষিত করেন, পরিবার ও ভক্তদেরকে সবরে জামিল দান করেন। তার ইলমি ও রহানি ফয়েজ ও বরকতকে স্থায়িত্ব ও স্থিতি দান করেন এবং আমাদের সবাইকে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করার তওফিক দান করেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন!

অধম মুহাম্মাদ শূআইবুল্লাহ খান

প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম, জামেআ ইসলামিয়া মাসিহুল উলুম বেঙ্গালুর

১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ২৫রমজানুল মোকারক ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ৬৪

প্রেরক: ফুজালায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ উত্তর কর্ণাটক
(গুলবার্গা, রায়চুর, বাইদার, ইয়াদগির, কোপ্পাল এবং বেঞ্জারী)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে জনাব হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম সাহেব নুমানি
দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া (মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ) এবং হযরত
মাওলানা মুফতি আমিন সাহেব দামাত বারকাতুহুম (উস্তাযে হাদিস, দারুল
উলুম দেওবন্দ এবং হযরত মুহাদ্দিসুল আসর রাহিমাহুল্লাহুর অন্যান্য ভাইবৃন্দ)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, আশা করি সুস্থ
থাকবেন!

গত ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১
হিজরি মঙ্গলবারের দিন আমাদের জন্য অত্যন্ত পরীক্ষা ও বেদনার দিন
ছিল, যখন ভোরবেলা এই বেদনাদায়ক সংবাদ আসে যে, ফুজালায়ে
দেওবন্দের তামান্না ও বাসনার মেরু, মুহাদ্দিসে কাবির, উস্তাযে জালিল
হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ ধ্বংসশীল
এই জগত থেকে চির-জগতের দিকে রওনা করেছেন। ইল্লালিল্লাহি ওয়া
ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর মহান সত্তা নিঃসন্দেহে মাদরে ইলমির
ইলমি ও ফিকরি মর্যাদার আমানতদার এবং দারসে হাদিসের গ্রহণযোগ্য
ব্যক্তিত্ব ছিল। এ কারণেই তার দারসে হাদিস যতেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা অর্জন
করেছিল, তার মজলিস ইলম ও ফিকিরের আয়নায় প্রথম যুগের মুহাদ্দিস ও
ফকিহদের স্মরণ তাজা করত। সকলেই তার মর্যাদা ও মহত্ত্বের
স্বীকারোক্তিকারী ছিলেন। নিঃসন্দেহে হযরত মুফতি সাহেব ছিলেন
উলামায়ে কেরামের সিপাহসালার, দেওবন্দি ঘরানার শান এবং মাসলাকে
আকাবিরের পরিচয় ছিলেন। তার কথাবার্তা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বর্ণনা-
পদ্ধতি দ্বারা বড় প্রফুল্লতা ও আত্ম-প্রশান্তি আসত। আজ আমরা এমন এক
ব্যক্তিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম, যিনি বড়দের নয়নমণি ও ছোটদের

.....
আকাঙ্ক্ষা ছিলেন। যার দ্বারা এ যুগে জামাতে দেওবন্দির মর্যাদা অনেক উঁচু
ও গর্বিত মনে করা হত।

جس کے جانے سے چمن سے ہو بہاراں رخصت

وہ کوئی فرد نہیں ایک جہاں ہے مالی

আজ দারুল উলুম দেওবন্দের সাথে সংশ্লিষ্টরা ও দারুল উলুমের মধু
আহরণকারীদের সকলেই মর্মান্বিত ও শোকাবিস্ট হয়ে আছেন। সকলেরই
অনুভূতি হল, মুফতি সাহেবের তিরোধানের ব্যথায় এমনটা মনে হচ্ছে,
যেন আমাদের পরিবারের কোনো অভিভাবক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির
ইনতিকাল হয়ে গেছে। আর এই অনুভূতি ইসলামি বিশ্বের কোনায় কোনায়
অনুভব করা হচ্ছে।

এ কথার ওপর আমাদের পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, যার
খেদমতসমূহ ও ইলমি উচ্চতার স্বীকারোক্তি উম্মতের পাহাড়সম জ্ঞানের
অধিকারী উলামায়ে কেরাম স্বীকার করতেন, সেখানে আমাদের অনুভূতি ও
আবেগ শ্রেফ শিশুসুলভ ও ছাত্রসুলভ আবেগই হতে পারে। আর এ কথাও
স্বীকৃত হবে যে, যার মৃত্যুতে উম্মাহর বিদ্বানেরা শোকপ্রকাশ করছেন,
সেখানে আমাদের মতো ছাত্র ও ফুজলাদের কোনো মর্যাদা থাকার কথা না,
কিন্তু যেহেতু আমরা এক আধ্যাত্মিক পিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি এবং
প্রাকৃতিকভাবে আমরা যথেষ্ট মর্মান্বিত ও ব্যথিত হয়েছি; তাই আমরা
অন্যান্য আধ্যাত্মিক পিতা এবং মাদরে ইলমির জিম্মাদারদের পর্যন্ত
নিজেদের এই বেদনার অনুভূতি প্রকাশ করে নিজেদেরই মর্মান্বিত অন্তরকে
সান্ত্বনা দিতে চাচ্ছি। আমাদের যে সকল আসাতিজায়ে কেরাম জীবিত
আছেন তাদের সুস্থতা, দীর্ঘায়ু এবং মাদরে ইলমির স্থায়ী হেফাজতের
প্রার্থনার জজবার সাথে এই কয়েকটি লাইন পেশ করার দুঃসাহস করছি।
আমরা ফুজালায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ উত্তর কর্নাটক (গুলবার্গা, রায়চুর,
বাইদার, ইয়াদগির, কোপ্পাল এবং বেলাারী) হযরত মুহাম্মিম সাহেবের
বরকতময় খেদমতে এবং হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আমিন
পালনপুরি সাহেবের সমীপে মাসনুন সান্ত্বনা পেশ করছি। আর এ কথার

.....
প্রকাশ নিজেদের দীনি, ইলমি এবং চারিত্রিক দায়িত্ব মনে করছি, হযরত মুফতি সাহেবের বিচ্ছেদের কারণে যে দুঃখ ও কষ্ট আপনাদের পৌঁছেছে, জিন্মাদার ও বুজুর্গ হিসেবে, তালিবে ইলম হিসাবে আমরা ফুজালায়ে দারুল উলুম দেওবন্দও ততটুকু ব্যথিত হয়েছি, আমরা খাদেমরাও এই শোকে বরাবর অংশীদার। হযরত মুফতি সাহেবকে পূর্ণাঙ্গ মাগফেরাত ও অন্যান্য আসাতিজায়ে কেরামের দীর্ঘায়ু এবং মাদরে ইলমির হেফাজতের জন্য রহমানের দরবারে দোয়া প্রার্থী। রাব্বের কারিম হযরত মুফতি সাহেবকে জান্নাতুল ফিরদাউসে উঁচু মাকাম দান করুন এবং মাদেও ইলমির প্রত্যেক প্রদেক্ষপের হেফাজত করুন, আমিন!

جس کی یادوں کی غیاء جل رہے ہیں ہزاروں چراغ
اس کی روشنی کو اے خدا! تا حشر دوام ملے

শোকাহত

১. মুফতি আবদুর রাজ্জাক কাসেমী (মুহতামিম, মাদরাসায়ে মুআজ বিন জাবাল গুলবার্গা)
২. মুফতি সাইয়েদ হুসাইন জিশান কাদেরি (মুহতামিম, মাদরাসায়ে দাওয়াতুল কুরআন মানুভি, রায়চুর)
৩. মাওলানা আবদুল জলিল কাসেমী (ইমাম, কেন্দ্রীয় মসজিদ বাইদার)
৪. মুফতি সামি উদ্দিন কাসেমী (ইমাম ও খতিব, মসজিদে শাহ আলি মির্জা বাইদার)
৫. মাওলানা মুহাম্মাদ আসিফ কাসেমী (মুহতামিম, আবু হুরায়রা বেদ্বারী)
৬. মুফতি মুহাম্মাদ ইসমাইল কাসেমী (মুহতামিম, দারুল উলুম সিদ্দিকিয়া কান্দাওতি, কোপ্পাল)

এবং

উত্তর কর্ণাটকের সমস্ত ফুজালায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ ও সংশ্লিষ্টরা

শোকবার্তা-৬৫

হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর মৃত্যু উপলক্ষে

প্রেরক: জমিয়তে উলামা দক্ষিণ বেঙ্গালুর

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

গতকাল ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৯ মে ২০২০

খ্রিস্টাব্দ মঙ্গলবার সকালে এই হৃদয়বিদারক সংবাদ আসে যে, ইসলামি বিশ্বের গর্বিত ব্যক্তিত্ব ও দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি দীর্ঘ অসুস্থতার

.....
পরে এই অস্থায়ী জগত থেকে স্থায়ী জগতের দিকে রওনা করেছেন।
ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তিনি ইলম ও আমলের উত্তম সমন্বয়কারী ছিলেন, তিনি একজন উচ্চতর যোগ্য আলেম, ফকিহুন নাসফ, দেওবন্দি মতাদর্শের মুখপাত্র, লাখও উলামায়ে কেরামের উস্তায, কয়েক ডজন কিতাবের লেখক এবং ইয়াদগারে আসলাফ ছিলেন। যিনি নিজের পুরোটা জীবন দীনে ইসলামের জন্য ওয়াকফ করেছিলেন, তিনি সেসব বুজুর্গ ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হন, যাদের ইলমি ও দীনি খেদমতে ইতিহাসের অগণিত অধ্যায় আলোকিত। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তিনি অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত দারুল উলুমের মসনদে হাদিস সজ্জিত করে রেখেছিলেন। এই দারস-তাদরিসের পাশাপাশি লেখালেখিতেও সমান দক্ষতা ছিল, তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ভাষ্যকার ও বর্তমান যুগে সালাফের সত্যিকার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। তার বিরহে মিল্লাত ইসলামিয়ার অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, বিশেষ করে ইলমি ময়দানে বড় শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। অতএব, এই দুঃখ-বেদনার মুহূর্তে আমরা জমিয়তে উলামা সাউথ বেঙ্গালুর, মরহুমের সমস্ত ভক্ত, সংশ্লিষ্ট, ছাত্র, দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্র, কমিটি এবং আত্মীয়স্বজন বিশেষ করে মুফতি সাহেবের প্রিয় ভাই হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব পালনপুরি, মুফতি সাহেবের ছেলে মাওলানা ওয়াহিদ আহমাদ পালনপুরি এবং হাফেজ কাসেম আহমাদ পালনপুরিসহ অন্যান্য সাহেবজাদাদের বেদনায় সমানে অংশীদার। আমরা আপনাদের খেদমতে মাসনুন সাক্ষ্য পেশ করত প্রার্থনা করি যেন আল্লাহ তাআলা হযরতওয়ালাকে ক্ষমা করেন, তার খেদমতসমূহ কবুল করেন, তার প্রস্থানে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা পূর্ণ করে দেন এবং মিল্লাত ইসলামিয়া বিশেষ করে দারুল উলুম দেওবন্দকে তার উত্তম বিনীময় প্রদান করেন। এছাড়াও মরহুমকে রহমতের পরশে ও জান্নাতের উঁচু মাকামে জায়গা দান করেন এবং আত্মীয়-স্বজনকে সবরে জামিলের তওফিক দান করেন! আমিন!

শোকাবিষ্ট

জমিয়তে উলামা সাউথ বেঙ্গালুর, হালকা বনু সঙ্করি

২১/৫/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকবার্তা- ৬৬

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ জয়নুল আবেদিন রাশাদি মাজাহিরি সাহেব
মুহতামিম, দারুল উলুম শাহ ওয়ালিউল্লাহ বেঙ্গালুর, কর্ণাটক

বখেদমতে হযরতে আকদাস হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম
নুমানি সাহেব দামাত বারাকাতুহুম এবং মরহুম মুফতি সাহেবের
ভাইবেরাদর ও সাহেবজাদাগণ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
আশা করি কুশলে থাকবেন, আল্লাহ তাআলা হযরতওয়ালার ছায়াকে
আমাদেও ওপর দরাজ করুন, আমিন!

গত ২৫ রমজানুল মোবারক মঙ্গলবারে হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ
আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর মৃত্যুর সংবাদ শুনে অন্তর দুমড়েমুচড়ে
যায়। যেহেতু সাক্ষ্য প্রদান করা সুন্নত, তাই এই সুন্নত আদায়ে কয়েকটি
বাক্য লিখছি, আল্লাহ কবুল করুন, আমিন!

كل نفس ذائقة الموت، لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى.

হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর মৃত্যুর
প্রস্থানে ইলমি জগতের পরিবেশ অবশ্যই শোকাভিভূত হয়েছে, তিনি এখন
আর দুনিয়ায় নেই, তিনি জান্নাতের মুসাফির হয়ে চলে গেছেন। তিনি
একাই যাননি, বরং পুরো শহর, মুহিব্বিন এবং ভক্তদেরকে শোকের সাগরে
ভাসিয়ে চলে গেছেন, এখন হাজারো চোখ অশ্রুসিক্ত। অন্তরের বেদনা
তীব্রতর হতে চলছে, সব ঘরানার লোক শোকাহত। দারুল উলুম দেওবন্দ
থেকে নিয়ে পুরো দেশ, বরং সমস্ত দুনিয়ার আলেমসমাজের ওপর যেন বজ্র
পতিত হয়েছে। হাজারো উলামা তার ছাত্র গ্রহণ করেছেন, তার
সাহেবজাদারাও হাফেজ ও আলেমের স্তরে উপনীত হয়ে দীনের খেদমত
আঞ্জাম দিচ্ছেন। এ মুহূর্তে সবাই সাক্ষ্য পাওয়ার উপযুক্ত, মুফতি সাহেব
প্রত্যেকের প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, প্রত্যেকের অন্তরে তার আকর্ষণ জমে
গিয়েছিল। তার পাঠদানের পদ্ধতি বিরল ও বোধগম্য ছিল। তিনি সময়ের

.....
খতিব, বিশুদ্ধভাষী ও সুমিষ্টভাষী ছিলেন। বক্তব্যের মানিক্য এমন ছিল যে, কথা অন্তরে পতিত হয়ে যেত।

তার তিরোধানে আমি ব্যক্তিগতভাবে মর্মান্বিত হয়েছি, কেননা যখনই আমি দারুল উলুম দেওবন্দে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি, অবশ্যই হযরত মুফতি সাহেবের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন হত। মুফতি সাহেব মহব্বত ও দয়ার আচরণ করতেন এবং মাদরাসার অবস্থাাদি জিজ্ঞাসা করে দোয়া দিতেন। এবছরও সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য গেলে আলহামদুলিল্লাহ মুফতি সাহেবের সাক্ষাতের জন্য তার বাসায় উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হয়। যাওয়ার পথে কয়েকজন ছাত্র ও মুহিব্বিনদের বৈঠক অত্যন্ত চিন্তিত ও ভাঙ্গা হৃদয়ে ফিরে আসছিলেন। তারা জানালেন, মজলিস চলাকালে আচমকা হযরতের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে, তিনি ইশারা করে সবাইকে বিদায় জানান, কিন্তু বান্দা উপস্থিত হলে হযরত অতীতের মতো বড় আন্তরিকতার সাথে মিলিত হন, তখন তার আওয়াজ খুলে গিয়েছিল। অধর্মের খোঁজখবর নেন এবং সফরের উদ্দেশ্যও জিজ্ঞাসা করেন। আমি তখন এটা ভাবতে পারিনি যে, এটাই হবে শেষ সাক্ষাৎ।

এই বাস্তবতা সূর্যের চেয়ে সুস্পষ্ট, যে দ্রুত গতিতে আল্লাহর নেক বান্দারা নিজেদের নুর ও বরকতসহ এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছেন এবং দুনিয়া অন্ধকার হতে চলছে; মনে হচ্ছে যেন এই হতভাগ্য দুনিয়া শেষ পরিণতির দিকে এগুচ্ছে। এমনাবস্থায় যখন হযরত শায়খুল হাদিস সাহেবের তিরোধানের সংবাদ আসে তখন অন্তরে এই ধারণা সৃষ্টি হয়:

اک چراغ اور بجھا اور بڑھی تاریکی

(আরও একটি প্রদীপ নিভে গেল এবং অন্ধকার বেড়েই চলল)

হযরতওয়ালা রাহিমাহুল্লাহ হাদিসের খেদমতের মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত নিজের স্মৃতি রেখে গেছেন। কবির ভাষায়:

کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں * صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی

.....
 মুফতি সাহেবের বিদায়ে আমরা দারুল উলুম শাহ ওয়ালিউল্লাহ বেঙ্গালুর
 খাদেমগণ আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি এবং এই বিরাট দুর্ঘটনাকে
 মিল্লাতে ইসলামিয়ার জন্য সাধারণভাবে এবং ফরজন্দানে দারুল উলুম
 দেওবন্দ এবং মুহিব্বিনে পালনপুরির জন্য বিশেষভাবে অপূরণীয় ক্ষতি মনে
 করছি। আমরা মুফতি সাহেবের পরিবার ও ভক্তদেও শোকে বরাবর
 শোকাহত, আমরা তাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করছি। আত্মীয়স্বজনকে
 নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে সবরে জামিলের দোয়া করছি:

اصْبِرْ لِكُلِّ مُصِيبَةٍ وَتَجَلَدْ * وَاعْلَمْ يَا الْمَرْءَ غَيْرُ مُخَلَّدٍ
 وَإِذَا ذَكَرْتَ مُصِيبَةً وَمَصَابِحَهَا * فَادْكُرْ مَصَابِكَ بِالْبَيْتِ مُحَمَّدٍ

আল্লাহ তাআলা মরহুম হযরত মুফতি সাহেবের উত্তম কর্মসমূহ কবুল
 করুন, বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিন এবং আমাদেরকে তার উত্তম বিনিময় দান
 করুন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন!

শোকাবিষ্ট

মুহাম্মাদ জয়নুল আবেদিন রাশাদি মাজাহিরি
 মুহতামিম, দারুল উলুম শাহ ওয়ালিউল্লাহ বেঙ্গালুর, কর্ণাটক

শোকবার্তা- ৬৭

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ শফিক আহমাদ সাহেব কাসেমী
 পরিচালক, জামেআতুল ইমাম আবু হানিফা বেঙ্গালুর, কর্ণাটক

বিসমিহি তাআলা শানুহু

বখেদমতে শ্রদ্ধেয় হযরতে আকদাস মুফতি আবুল কাসেম সাহেব নুমানি
 দামাত বারকাতুহুমুল আলিয়া (মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
 আশা করি হযরত ভালো আছেন!

গত ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৯ মে ২০২০
 খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে সাতটায় দারুল উলুম দেওবন্দের এক
 তালিবে ইলমের মাধ্যমে সংবাদ পাই যে, একটু পূর্বে দারুল উলুমের

.....

শায়খুল হাদিস হযরতে আকদাস মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরির ইনতিকাল হয়ে গেছে। এই সংবাদ সকল ভক্তদের মতো বান্দার অন্তরেও এক ধরনের ব্যথা সৃষ্টি করে দিয়েছে, যা শব্দের মাধ্যমে বয়ান করা মুশকিল। আমি মনে করি একই অবস্থা প্রত্যেক ঐ তালেবে ইলমের হবে, যারা হযরত মরহুম মুফতি সাহেবের কাছে তিরমিযি শরিফ অথবা বুখারি শরিফ পড়েছেন। অধমও তার কাছে সুনানে তিরমিযি প্রথম খণ্ডের সাথে তাহাতি শরিফেও পড়েছি এবং তার পাঠদানের শ্রুতিলিখন বড় সাইজের এক হাজার পৃষ্ঠা আজও সংরক্ষিত আছে। এর স্বাদ ও মজা আজও অনুভব হচ্ছে এবং অনেক জটিল জায়গায় কাজ আসে। বান্দা হযরত থেকে যেসব বিষয় ইসতিফাদা করেছি, তন্মধ্যে একটি বিশেষ বিষয় হচ্ছে ফিরাকে বাতেলার খণ্ডনের আন্দাজ এবং এর চেয়ে এগিয়ে হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্যকরণ এবং আহলে হকের পরস্পর সাদৃশ্য ও সাযুজ্য সৃষ্টির অবস্থায় সাদৃশ্য ও সাযুজ্য উভয়নের পদ্ধতি। যা ছিল হযরতের এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যার দৃষ্টান্ত সমকালীনদের মাঝে বিরল। শেষদিকের এক সাক্ষাতে (যা নিকট অতীতেই দারুল উলুম দেওবন্দের মেহমানখানায় একটি বিশেষ প্রোগ্রামে উপস্থিতির সময় হয়েছিল) বান্দা এই সুযোগকে গনিমত মনে করে একটি সংশয় দূর করতে চেয়েছিলাম। আরজ করলাম, হযরত! বর্তমান প্রেক্ষাপট এ কথার তাকাজা করছে যে, উম্মতের পরস্পর জোড় ও একতার আলোচনা হোক এবং মানুষও বিভিন্ন মাধ্যমে একতা ও ঐক্যের কথা বলছে। কিন্তু কিছু ফিরকা যেমন গাইরে মুকাল্লিদিন উম্মতের মাঝে নিজেদের বাতিল দলিল গ্রহণের ছত্রছায়ায় হানাফি মাযহাব সম্পর্কে বরাবরের মতো প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে মনে অস্থিরতা কাজ করছে, এমতাবস্থায় কী করা উচিত? যখন বান্দা হযরতওয়ালার কাছে এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা চাই, তিনি অত্যন্ত স্নেহের ভাষায় বলেন, প্রিয়! কাজ করতে থাকো এবং বরাবরের ন্যায় দিফা (পক্ষ-সমর্থন) করতে থাকো, মানুষের কথাবার্তার দিকে কর্ণপাত কর না। অন্যথায় এ কারণে যে সাযুজ্য ও সাদৃশ্য সৃষ্টি হবে তা দূর করবে কে? অতঃপর তিনি দোয়াও দিলেন। আমার সংশয় দূর করায় আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন, আজও আমি এই বিরাট অনুগ্রহ লিখতে অশ্রুসিক্ত। আল্লাহ তাআলা হযরতকে রহমতে আচ্ছাদিত করুন।

হযরতের তিরোধানে যদিও আমরা সমস্ত ছাত্ররা সাক্ষ্য পাওয়ার উপযুক্ত, কিন্তু দারুল উলুম দেওবন্দের চৌহদ্দি এবং বিশেষ করে দারুল হাদিস যে মহান উস্তায ও মুহাদ্দিস হারিয়েছে এবং যে পরিমাণ ব্যথা দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্রসহ মুহতামিম সাহেবের হবে (যার ওপর ভবিষ্যতের জিন্মাদারির বোঝা) হয়তোবা তা আমরা সমস্ত ফুজালাদের দুঃখ থেকে কয়েক গুণ বেশি হবে। সুতরাং আপনারা সাক্ষ্য পাওয়ার অধিক হকদার, এ কারণে বান্দা এই পত্র লিখে আপনাদের খেদমতে প্রেরণ করে নিজের অংশ হিস্যা নিচ্ছে। নিঃসন্দেহে হযরতের মৃত্যু বিরাট একটি বিচ্ছেদ এবং ইলমি জগতের অনেক বড় এক ক্ষতি। এর দ্বারা দারুল উলুম দেওবন্দের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, বিশেষভাবে মাহফিলগুলোতে শিক্ষকদের মাঝে হযরত মুফতি সাহেবের উপস্থিতি মজলিসকে গাভীর্যপূর্ণ ও ভারী করে তুলত এবং এবং বিশেষ কোনো ফিকহি মাসআলায় ফয়সালাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানে অত্যন্ত উপকারী ও মদদগার প্রমাণিত হত। আল্লাহ তাআলা মরহুম হযরত মুফতি সাহেবকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা করে দিন, মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চ মাকাম দান করুন, ভুলত্রুটি মার্জনা করুন, তার জীবনের সমস্ত চেষ্টা-সাধনা কবুল করুন, আমরা তালিবে ইলমদেরকে সেগুলো থেকে ভরপুর উপকৃত হওয়ার তওফিক দান করুন এবং দারুল উলুমকে তার উত্তম বিকল্প দান করুন। উত্তরাধিকারীদেরকে সবরে জামিলের তওফিক দান করুন, সৃষ্টি শূন্যতা নিজ কুদরতে পূরণ করে দিন। আমিন।

বাস্তবেই আল্লাহ তাআলা এমন মহান ব্যক্তিদের সৃষ্টি করেন এবং নিজ কুদরতে একের পরে আরেকজনকে উত্তম বিকল্প হিসেবে সৃষ্টি করে দেন। মানুষ তো বলে, বড় কেউ দুনিয়া থেকে চলে গেলে তার জায়গা শূন্য রয়ে যায়, এই শূন্যতা কেউ পূরণ করে না। কিন্তু দেখা গেছে যে, এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে দেখতে দেখতে সময়ের অবস্থানুযায়ী ইলিম পিপাসুদেরকে তৃপ্তকারী সৃষ্টি হয়ে যান। অতএব, আমরা আল্লাহর অপারিসীম রহমতের কাছে শক্ত আশাবাদী যেন তিনি আমরা জ্ঞানপিপাসুদেরকে এবং দূর-দূরান্ত থেকে আগত ইলমে নবুওয়াত আহরণকারী তালাবায়ে দারুল উলুম দেওবন্দকে স্বসময়ে এমন মনোনীত

.....
উস্তায়, মুহাদ্দিস, ফকিহ ও মুফাসসিরদের থেকে বঞ্চিত করে দারুল উলুম দেওবন্দের মসনদে হাদিসকে শূন্য করবেন না ইনশাআল্লাহ, আমরাও দোয়া করি। আলহামদুলিল্লাহ, গতরাত নিজের ইউটিউব চ্যানেলে নিজ ছেলের তারাবির নামাযে খতমে কুরআনের সুযোগ কাজে লাগাতে বিশেষভাবে এর দোয়া করিয়েছি, যা সমস্ত সংশ্লিষ্টরা শুনে আমিন বলেছেন। আল্লাহ তাআলা একে কবুলিয়াত দান করুন।

জনাব মুহতারামের কাছেও চূড়ান্ত বিনয়ের সাথে বান্দা দরখাস্ত এই যে, বান্দার জন্য, পরিবার-পরিজনের জন্য এবং আল্লাহর তওফিকে যেসব দীনি মেহনত আঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে, সেগুলোর কবুলিয়াতের জন্য বিশেষ দোয়া করবেন।

বান্দা মুহাম্মাদ শফিক আহমাদ কাসেমী

পরিচালক, জামেআতুল ইমাম আবু হানিফা বেঙ্গালুর

২৭ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ২০ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বৃহস্পতিবার

শোকবার্তা- ৬৮

প্রেরক: হযরত মাওলানা আবুল খায়ের সাইয়েদ হামদুল্লাহ বখতিয়ারি সাহেব
পরিচালক, মাদরাসায়ে আরাবিয়া নুমান বিন সাবেত ট্রাস্ট, মাইসুর দক্ষিণ ভারত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জনাব হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব দামাত বারাকাতহুম
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতহ
আশা করি ভালো আছেন!

লকডাউনের কারণে বান্দা ঘর থেকে বের হই না, একটু বিলম্বে এই বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক সংবাদ পাই যে উস্তায়ুল আসাতিজা হযরতে আকদাস মুফতি আজম হিন্দ, মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ গত ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরিতে বোম্বে শহরে ইনতিকাল করেছেন এবং নিকটবর্তী কবরস্থানে শায়িত হয়েছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

বান্দা ১৯৭৭ থেকে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তালিবে ইলম হিসেবে দারুল উলুম দেওবন্দের ছিলাম। সমকালীনদের মাঝে মুফতি সাহেবের ব্যক্তিত্ব উচ্চমানের ছিল, তার প্রস্থানের মাধ্যমে একটি কালের অবসান ঘটেছে। কয়েক মাস পূর্বে আম্মুরে হযরতের সাথে সাক্ষাৎ হলে সাথে সাথেই চিনে ফেলেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এবং আপনাদের সবাইকে সবরে জামিল দান করুন, আমিন!

আমাদের সকলের জন্য ভক্তি এটাই যে, আমরা মুফতি সাহেবের সংশোধনমূলক ও দাওয়ামূলক কাজগুলোকে প্রদীপ বানিয়ে চলব। দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন তাকে নিজের শান অনুযায়ী প্রতিদান দিয়ে ধন্য করেন, আমিন!

আবুল খায়ের সাইয়েদ হামদুল্লাহ বখতিয়ারি
পরিচালক, মাদরাসায়ে আরাবিয়া নূমান বিন সাবেত ট্রাস্ট, মাইসুর দক্ষিণ ভারত
২৯ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি

বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং উড়িষ্যার বার্তাসমূহ

সবর ও আত্ম-প্রশান্তির দোয়া- ৬৯

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়ালিউর রহমান সাহেব
স্থলাভিষিক্ত, খানকায়ে রহমানি মুন্সির, বিহার

ইসলামিক বিশ্ব একজন মহান মুহাদ্দিস থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল!

দেশের প্রসিদ্ধ আলেমে দীন, দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি ২৫ রমজানুল মোবারকে আপন মালিকের সান্নিধ্যে চলে গেছেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হযরত মরহুম অসুস্থ ছিলেন, বোধে চিকিৎসা চলছিল। শেষ দিনগুলো হাসপাতালে কাটিয়েছেন এবং সেখানেই মৃত্যুও ডাকে সাড়া দেন।

.....

খানকায়ে রাহমানি মুঙ্গিরের স্থলাভিষিক্ত আমিঁরে শরিয়ত মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা ওয়ালি রহমানি সাহেব তার মৃত্যুতে বলেন, হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি বড় জ্ঞানী, আল্লাহওয়াল্লা এবং অত্যন্ত মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার মাধ্যমে আল্লাহর অনেক বান্দারা দীনদার হয়েছেন, অনেকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য আলেমে দীন এবং অনেক বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে দীনের অনেক খেদমত নিয়েছেন, দুনিয়ার অনেক অংশে তার সংস্রব পৌঁছেছে। মানুষ তার ইলম, তাকওয়া ও পরিচ্ছন্নতা থেকে অনেক উপকৃত হয়েছে। হযরত আমিঁরে শরিয়ত মুদ্দা জিল্লুহ আরো বলেন, হযরত মুফতি সাহেব দীন এবং ইলমের অনেক বড় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। হাদিস শরিফ, তাফসির এবং ফিকহের তার সাথে তার বিশেষ রুচি ছিল। তিনি দুই বংশধরের উস্তায ছিলেন। তার হাজারও ছাত্র রয়েছেন, যারা ইলম ও দীনের খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। মানুষের অন্তরে তার প্রতি অনেক মহব্বত ও কদর ছিল। হযরত মুফতি সাহেব দীর্ঘদিন থেকে দারুল উলুম দেওবন্দের গাভীর্যপূর্ণ শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং এই মসনদের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য খেদমত করেছেন, যা তার জন্য সদকায়ে জারিয়া হয়ে থাকবে। এখন এমন মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব থেকে দেশ শূন্য হতে চলছে, বর্তমান ভারতে হাদিসশাস্ত্রে তার মতো কোনো মুহাদ্দিস নাই। তিনি বেশ কয়েকটি মূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন, যাতে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাও রয়েছে। নিঃসন্দেহে তার ওফাত ইলমি দুনিয়ার জন্য বিরাট ক্ষতি। আল্লাহ তাআলা তার উত্তম কর্মসমূহ কবুল করুন, স্তর বৃদ্ধি করুন এবং জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন। আমিন!

জামেআ রাহমানিয়া এবং খানকায়ে রহমানিয়ার সাথে হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরির ভালো সম্পর্ক ছিল, আমিঁরে শরিয়ত মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ রাহমানির সাথে তার অত্যন্ত ভক্তি ও মহব্বত ছিল। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে আমার এক বছর আগে ফারেগ হয়েছিলেন, সে যুগে তিনি যোগ্যতা ও তাকওয়ায় স্বতন্ত্র ছিলেন। তার তিরোধানে ইসলামি বিশ্ব একজন মহান মুহাদ্দিস থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল।

.....
খানকায়ে রাহমানির মসজিদে গুরুত্বের সাথে তার জন্য খতমে কুরআন ও
ইসালে সওয়াব করা হয়েছে, মর্যাদা বৃদ্ধির দোয়া করা হয়েছে এবং
আত্মীয়স্বজনের জন্য সবর ও প্রশান্তিরও দোয়া করা হয়েছে।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়ালিউর রহমান সাহেব
স্থলাভিষিক্ত, খানকায়ে রহমানি মুঙ্গির, বিহার
২১/৫/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকবার্তা- ৭০

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুফতি আবদুল হাই সাহেব
সভাপতি জমিয়তে উলামা ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড

বিরাত দুর্ঘটনা!

২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ,
মঙ্গলবার সকাল আনুমানিক সকাল সাড়ে সাতটা বাজে হোয়াটসঅ্যাপের
মাধ্যমে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও দুঃখের সাথে এই সংবাদ পাই যে, উলুমে
ওয়ালিউল্লাহির আমিন, রাঈসুল মুহাদ্দিসিন, ফকিহুন নাফস, উম্মুল
মাদারিস দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক ও শায়খুল হাদিস, উস্তাযুল
আসাতিজা, হযরতুল উস্তায মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি
রমজানুল মোবারকের শেষ দশকের বরকতময় মুহূর্তে এবং ২৫ম
রমজানের প্রথম প্রহরে বোম্বের যোগেশ্বরীতে নিজের সমস্ত আত্মীয়, ভক্ত
এবং হাজারও ছাত্রদের চিরদিনের জন্য শোকাহত করে আপন হাকিকি
মাওলার কাছে চলে গেছেন, মৃত্যুকালীন সময়ে তার বয়স আশি বছর
হয়েছিল। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এটা এমন বেদনাদায়ক সংবাদ ছিল যা জঙ্গলের আগুনের ন্যায় মুহূর্তেই
পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। যে যেখানেই এই সংবাদ শুনেছে সেখানে
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে। ইলমি ঘরানায় চতুর্দিকে শোকের মাতম ছেয়ে
আছে এবং দুঃখ ও বেদনার কঠিন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

হযরত মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ নিজের ইলমি ও
আমলি গভীরতা ও গাভীর্যতা, দূরদর্শিতা এবং প্রশস্ত চিন্তার ভিত্তিতে
আকাবির উলামাদের মাঝে অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ইসলামি

.....

উলুম ও শাস্ত্রে তার পূর্ণ দক্ষতা রাখতেন। তালিম-তাআল্লুম, দারস-তাদরিস, তাহকিক-তালিক, রচনা-সঙ্কলন, প্রকাশ-প্রকাশনা ছিল তার জীবনের নেশা। উন্মুক্ত বৈঠক হোক অথবা বিশেষ বৈঠক, সব জায়গায় ইলম ও ফজলের বৃষ্টি এবং সবসময় ইলমে দীনের মুখপাত্রের ভূমিকা রাখা তার প্রিয়তম কর্ম ছিল। এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে ইলমি ও দীনি হালকায় এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছিলেন। তার বুঝ-বোঝানোর বিশেষ এক যোগ্যতা ছিল, যার ফলে ছাত্রদের মাঝে তার প্রতিটি দারস অসাধারণ গ্রহণযোগ্য ছিল। কোনো ছাত্রের পক্ষে তার দরসে অনুপস্থিত থাকা সম্ভব ছিল না। তিনি বড় ফকিহ ও উঁচু মাপের মুহাদ্দিস হওয়ার পাশাপাশি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লেখকও ছিলেন। তিনি নিজের রচনাবলি ও সালাফের রচনাবলির তাহকিক ও সংযোজনের মাধ্যমে বর্তমান যুগের উলামা ও ছাত্রদের জন্য ইসতিফাদা সহজ করে দিয়েছেন। তার মহামূল্যবান রচনাবলির মধ্যে রয়েছে : হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহিমাহুল্লাহুর সাড়া জাগানো কিতাব হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার উর্দু শরাহ “রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ”, তুহফাতুল আলমায়ি; ইফাদাতে দারসে তিরমিযি, তুহফাতুল কারি; ইফাদাতে দারসে বুখারি, জুবদাতুত তাহাভি, আলআউনুল কাবির এবং হুরমতে মুসাহারত। এছাড়াও তিনি আরও কয়েক ডজন কিতাবের লেখক, যা নিঃসন্দেহে পুরো উম্মতের ওপর তার বিরাট অনুগ্রহ। নিশ্চয়ই তার মৃত্যুর ঘটনা ‘আলেমের মৃত্যু আলমের মৃত্যু’ এর সঠিক প্রত্যয়ন। এই রিজাল শূন্যতার যুগে যখন দ্রুত গতিতে উম্মত আলিমদের থেকে বঞ্চিত হতে চলছে এবং আলেমদের সাথে জ্ঞানের ভাণ্ডারও দাফন হতে যাচ্ছে এবং (فُضِّلُوا وَأُضِلُّوا) এর একটি অবস্থা তৈরি হওয়ার উপক্রম। এমন নাজুক মুহূর্তে কোন আহলে ইলমের চলে যাওয়া দেশ ও মিল্লাতের জন্য অনেক বড় দুঃখজনক ঘটনা। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভিযোগের কি আছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সাইয়েদুল আমবিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়: আল্লাহ তাআলা বান্দাদের অন্তর থেকে একসাথে ইলম কেড়ে নিবেন না, বরং আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নিবেন। (সুনানে আবু দাউদ)

.....
 নিঃসন্দেহে হযরতুল উস্তাযের ইনতিকাল কোনো এক ব্যক্তি অথবা এক গোত্র ও খান্দানের জন্য দুঃখজনক নয়, বরং মুসলিম বিশ্ব বিশেষভাবে হিন্দুস্তানের মুসলমানদের জন্য অনেক বড় দুর্ঘটনা, তার তিরোধান দেশ ও মিল্লাতের জন্য বিরাট এক ক্ষতি। দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন তার মর্যাদা বুলন্দ করেন এবং নিজের রহমতের ছায়ায় জায়গা দান করেন, আত্মীয়স্বজনকে সবরে জামিলের তওফিক দান করেন এবং দারুল উলুম দেওবন্দকে তার উত্তম বিকল্প দান করেন, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

আবদুল হাই কাসেমী
 সভাপতি জমিয়তে উলামা ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড
 ২২ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকবার্তা-৭১

প্রেরক: মাওলানা মুহাম্মাদ ফারুক কাসেমী সাহেব
 জামিআ আশরাফুল আলম মাহমুদাবাদ, কেন্দ্রাপড়া ওড়িশা

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ.
 (مَوْتُ الْعَالَمِ مَوْتُ الْعَالَمِ)

বখেদমতে শ্রদ্ধেয় জনাব মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব
 উস্তাযে হাদিস, দারুল উলুম দেওবন্দ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
 আজ ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অধম জামিআ আশরাফুল উলুমের মসজিদেও ভিতরে ছিলাম আচমকা, হঠাৎ মেজো ছেলে মুফতি তওহিদুর রহমান কাসেমী সাল্লামাতুল্লাহি একটি হৃদয়বিদারক সংবাদ শোনান যে, যুগের মুহাক্কিক, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হযরতে আকদাস উস্তাযে মুহতারাম মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি এখন আর এ দুনিয়ায় নেই, পরকালের দিকে রওনা করেছেন। (ইন্সালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

.....

সবাইকে তো একদিন নির্ধারিত সময়ে যেতে হবে, কিন্তু কিছু লোক এমন হয়ে থাকেন যাদের শূন্যতা পূরণ হয় না। এমনই ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে বলা হয়েছে “আলেমের মৃত্যু আলমের মৃত্যু”। মাদরাসা বন্ধ চলাকালীন যেসব শিক্ষক ও ছাত্র জামেআয় অবস্থান করছিলেন তারা ইসালে সওয়াব করেছেন, সবাই মর্মান্বিত হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তার আত্মীয়স্বজনকে সবরে জামিল দান করুন, মরহুমকে ক্ষমা করুন, তার কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন, জান্নাতুল ফিরদাউসের ফয়সালা করুন এবং দারুল উলুম দেওবন্দকে উত্তম বিকল্প দান করুন। আমিন সুম্মা আমিন!

অধম মুহাম্মাদ ফারুক কাসেমী [গুফিরালাহু]

নগণ্য খাদেম, জামিআ আশরাফুল আলম মাহমুদাবাদ, কেন্দ্রাপড়া, ওড়িশা

২১/৫/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের বার্তাসমূহ

শোকবার্তা-৭২

প্রেরক: জামেআ ইসলামিয়া জালালিয়া হোজাই, আসাম

হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর হৃদয়বিদারক ওফাতে আমরা জামেআ জালালিয়ার খাদেমগণ বর্ণনাভীত শোকাহত। কেননা এই তিরোধান না শুধু ইলমি ও দীনি, বরং জাতি ও ধর্মের বিরাট ক্ষতি। যার ফলে পুরো বিশ্ব শোকাহত এবং সকল ঘরানার মানুষ মর্মান্বিত। নিঃসন্দেহে হযরতওয়ালার ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন গুণ ও রকমারি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। তিনি যেখানে তাফসির ও হাদিসে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, সেখানে ফিকহ, ফাতাওয়া এবং কলামশাস্ত্রে পূর্ণাঙ্গ যোগ্য এবং পাঠদানের ময়দানে কালের অদ্বিতীয় ছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি একজন দক্ষ শিক্ষক ও কামেল মুআল্লিমের অভীষ্ট সমস্ত গুণে গুণান্বিত হওয়ার পাশাপাশি রচনা-সঙ্কলনেও কালের অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহর একনিষ্ঠ আমিন ও কাসেমী চিন্তাধারার সত্যিকারের সংরক্ষক ছিলেন। তিনি সর্বোচ্চ স্তরের

.....
মুক্তাকি, পরহেযগার ও শরিয়ত ও সুন্নাহর অনুসারী হওয়ার সাথে সাথে উঁচু স্তরের চরিত্রবান মানুষ ছিলেন।

দুনিয়ার কোনায় কোনায় ছড়িয়ে থাকা হযরতওয়ালার যোগ্য ও সৃষ্টিজাতির প্রত্যাবর্তনস্থল ছাত্রগণ এবং বিরাট কলেবরে লিখিত কিতাবাদিতে ছড়িয়ে থাকা ইলমি মানিক্যগুলো তার ব্যক্তিত্বকে আরো দ্বিগুণ উজ্জ্বল করতে এবং আন্তর্জাতিক স্বীকারোক্তি ও মহত্ত্বের উপযুক্ত বানানোর জন্য যথেষ্ট।

আমরা জামেআ জালালিয়ার খাদেমগণ ও আবনায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ নিজেদের মতো করে তিলাওয়াতে কুরআন, অন্যান্য তাসবিহাত এবং ওজিফার মাধ্যমে ইসালে সওয়াবের ব্যবস্থা করেছি এবং করব।

দোয়া করি যেন আল্লাহ জালা মাজদুহু হযরতের অগণিত খেদমতসমূহ কবুল করেন, এগুলোকে সদকায়ে জারিয়া বানান, তাকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করেন, দারুল উলুমকে তার উত্তম বিকল্প দান করেন এবং পুত্র, পৌত্র, ছাত্র, সংশ্লিষ্ট, বন্ধু, ভক্ত এবং সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে সাত্ত্বনার তওফিক দান করেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন!

পক্ষে মুহতামিম, শিক্ষকবৃন্দ ও শূরা সদস্যবৃন্দ
জামেআ জালালিয়া হোজাই, আসাম
২১/৫/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকবার্তা-৭২

প্রেরক: আবদুস সালাম সাহেব

নাজিম, রাবেতা মাদারিসে আরাবিয়া পশ্চিমবঙ্গ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে হযরতে আকদাস মুফতি আবুল কাসেম নুমানি সাহেব (মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ), হযরতে আকদাস মুফতি মাওলানা মুহাম্মাদ আমিন পালনপুরি (উস্তাযে হাদিস, দারুল উলুম দেওবন্দ), মাওলানা ওয়াহিদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি এবং মরহুমের সমস্ত সাহেবজাদা ও পরিবার-পরিজন!

.....
 إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.

রমজানুল মোবারক ১৪৪১ এর ২৫তম রাতের ভোর হতে না হতেই দারুল উলুম দেওবন্দের কাফেলার অগ্রপুরুষ, শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক, উস্তাযুল আসাতিজা, সাইয়েদে মিল্লাত হযরতে আকদাস মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরির মৃত্যু-সংবাদ সমস্ত মুসলিম উম্মাহর ওপর বজ্রাঘাত হয়ে পতিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে তার তিরোধান দারুল উলুম দেওবন্দসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, দল এবং দুনিয়ার সকল প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা আমাদের মতো তার রুহানি সন্তানাদি, ভক্ত এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য বড় মাহরুমি এবং পুরো দুনিয়ার ইলমি অঙ্গনের জন্য বিরাট শূন্যতা ও ক্ষতির কারণ। মূলত এই বিরাট দুর্ঘটনা মুসলিম উম্মাহর জন্য যে অবস্থা সৃষ্টি করেছে, রিজাল শূন্যতার এ যুগে তা প্রকাশ করা কলম-কাগজে সম্ভব নয়।

নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসুলুল্লাহর মহান মুফাসসির ও শারেহ, উলুমে নানুতাবি ও মাআরিফে শাহ ওয়ালিউল্লাহির বেনজির মুখপাত্র, ইলমের জন্য নিবেদিত, ইমামুল মাকুল ওয়াল মানকুল, দারুল উলুম দেওবন্দের মসনদে হাদিসের শোভা, পাঠদানের বাদশা, স্নেহপরবশ ও দয়াপরবশ মুরব্বি, দারুল উলুম দেওবন্দের ভাষ্যকার, উলামায়ে সালাফের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি এবং আকাবিরদের উত্তম স্মৃতি। তার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব দারস-তাদরিসে দুনিয়ায় খ্যাত ছিল, বোঝানোর যোগ্যতা আল্লাহপ্রদত্ত ছিল। তিনি কঠিন থেকে কঠিন মাসআলা এত সহজভাবে বুঝাতেন যে, ছাত্ররা এর জটিলতা অনুভব করতে পারত না। বাস্তবতা হল, তিনি এ গুণে যুগের অদ্বিতীয় ছিলেন, লেখালেখির ময়দানেও তিনি বেনজির ছিলেন। তিনি আনুমানিক ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী অর্ধশত কিতাব রচনা করেছেন, যাতে হেদায়াতুল কুরআন, তুহফাতুল আলমায়ি, তুহফাতুল কারি, রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআর ন্যায় মূল্যবান তুহফাও অন্তর্ভুক্ত। এই রচনাবলির প্রতিটি অক্ষর তার জ্ঞানের গভীরতা ও গাভীর্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। সাহসিকতা, নির্ভীকতা এবং উদ্দীপনা ও হিম্মতের সাথে সত্যকথনে তিনি নজিরবিহীন ছিলেন। শিরক, বিদআত এবং অনৈসলামিক কুসংস্কার ও রীতিনীতির মূলোৎপাটনে তিনি নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান ছিলেন। এরই

.....
 ভিত্তিতে সারাবিশ্ব তাকে উলামায়ে দেওবন্দের কায়েদ ও মুখপাত্র হিসেবে
 জানত। ফিকরে নানুতভি ও দেওবন্দিয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রতিষ্ঠান
 ও দল তাকে বিশেষ উপদেষ্টা মেনে সর্বদা গর্বিত ছিল। মাসলাকে
 দেওবন্দের সাথে সম্পৃক্তহীন মাসলাকেও তার মহান ব্যক্তিত্বের বড় সম্মান
 ছিল। বিভিন্ন দেশ এবং উপমহাদেশের বেশ কিছু ইলমি ভ্রমণ তার
 আন্তর্জাতিক খ্যাতিকে আরো স্পষ্ট করেছে।

১৪৩২ হিজরির ৯-১০ মহররম রাবেতা মাদারিস পশ্চিমবঙ্গ- এর
 আয়োজনে জামেআ ইসলামিয়া আরাবিয়া কর্জগ্রাম (বর্ধমান) এ অনুষ্ঠিত
 শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কোর্সে হযরতুল উস্তাযের শুভাগমন আমাদের জন্য বড়
 সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। রাত সাড়ে নয়টা থেকে নিয়ে বারোটা পর্যন্ত
 দীর্ঘক্ষণ কমিটি, শিক্ষকবৃন্দ এবং ছাত্রদেরকে পৃথক পৃথক সম্বোধন করে
 তিনি তার কথামালার অদ্ভুত আন্দাজে যে মূল্যবান দিক-নির্দেশনা দ্বারা
 পুরো মাহফিলকে উপকৃত করেছিলেন, সেগুলো স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার
 যোগ্য। আলহামদুলিল্লাহ, কয়েক বছর পূর্বে আমরা ঐ বক্তব্য প্রাদেশিক
 রাবেতা মাদারিসের তরফে প্রকাশিত একটি ম্যাগাজিনে বিন্যস্ত করে
 প্রদেশের সমস্ত সম্পৃক্ত মাদরাসায় প্রেরণ করেছি এবং এর ওপর আমল
 করারও তাগিদ প্রদান করেছি।

আমরা রাবেতা মাদারিসের প্রাদেশিক জিম্মাদারগণ, রাবেতা এবং প্রদেশের
 সমস্ত সংশ্লিষ্ট মাদরাসার ব্যবস্থাপরিচালকদের পক্ষ থেকে হযরতের সমস্ত
 সাহেবজাদা ও পরিবারের খেদমতে সাত্ত্বনা পেশ করছি। আল্লাহর দরবারে
 এই মিনতি করছি যেন মরহুমকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান
 করেন, আত্মীয়স্বজন, ছাত্র, ভক্ত এবং উত্তরাধিকারীদের সবরে জামিল দান
 করেন এবং দারুল উলুম দেওবন্দ ও মিল্লাতে ইসলামিয়াকে তার উত্তম
 বিনীময় দান করেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন!

সালামান্তে

আবদুস সালাম [গুফিরাল্লাহু]

নাজিম, রাবেতা মাদারিসে আরাবিয়া পশ্চিমবঙ্গ

২৭ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা-৭৪

প্রেরক: কাজিপাড়া, জামেআ ইসলামিয়া দারুল উলুম কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে হযরতে আকদাস মুফতি আবুল কাসেম নুমানি সাহেব (মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ), হযরতে আকদাস মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব পালনপুরি (উস্তাযে হাদিস, দারুল উলুম দেওবন্দ), হাফেজ কাসেম আহমাদ সাহেব ও মরহুমের অন্যান্য সাহেবজাদাবন্দ, পরিবারবর্গ এবং আমার সহপাঠী বন্ধুবর মুফতি মোস্তফা আমিন সাহেব বিন মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব পালনপুরি (সহকারী বিন্যাসকারী, ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ)

দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হযরতে আকদাস মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরির বেদনাদায়ক মৃত্যু-সংবাদ আমাদের মতো তালিবানে ইলমদের জন্য এবং হযরতে আকদাস মুফতি সাহেব কুদ্দিসা সিরবুহুর শাগরেদদের জন্য কোনো বিরাট দুর্ঘটনা থেকে কম নয়।

হযরাতুল উস্তায ছিলেন পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী, যোগ্য উস্তায, সফল লেখক এবং শ্রেষ্ঠতম মুরব্বির জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তার বোঝা-বোঝানোর যোগ্যতা ছিল আল্লাহপ্রদত্ত। তিনি কঠিন থেকে কঠিন বিষয় এতটা সহজে বুঝিয়ে দিতেন যে, এর জটিলতা সম্পর্কে ছাত্রদের অনুভূতিও হত না। বাস্তবতা হল, এ গুণে তিনি কালের অদ্বিতীয় ছিলেন। তাকওয়া, পরহেযগারি, বিনয় ও আনুগত্য, আল্লাহর দিকে প্রত্যাভর্তন এবং সময়ের মূল্যায়নে তার ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট ছিল। তিনি ছিলেন এখলাস, লিওয়াহিয়াত ও পরহেযগারির মূর্ত, গায়রাত ও হামিয়াতে ইসলামি (ইসলামের জন্য ক্রোধ) পতাকাবাহী এবং ইলম ও আমলের মূর্তপ্রতীক ছিলেন। দীর্ঘদিন থেকে দারুল উলুম দেওবন্দের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মসনদে হাদিসের শান শোভিত করে রেখেছিলেন। তার পুরোটা জীবন ইলমের খেদমত ও দারুল উলুম দেওবন্দের খেদমতে ওয়াকফ ছিল। দর্শনশাস্ত্রে তিনি কালের অদ্বিতীয় ছিলেন। তাফসির, হাদিস, ফিকহে হানাফি এবং অন্যান্য ইসলামি

.....

জ্ঞানে তার রেখে যাওয়া রচনাবলি যেমন হেদায়াতুল কুরআন, তুহফাতুল আলমায়ি, কারি তুহফাতুল, রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ, আলফাউজুল কাবির ইত্যাদি উপকারী কিতাবসমূহ হচ্ছে তার ইলমে গভীরতার সুস্পষ্ট দলিল। ভীতি-প্রদর্শনকারীর ভীতি ও ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরোয়া না করে দেওবন্দিয়াতের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করা ও সত্যকথন ছিল তার স্বভাব। মোটকথা, তিনি বিভিন্ন গুণাবলিতে সালাফের স্মৃতি ছিলেন।

নিশ্চয় তার তিরোধান না শুধু আমাদের জন্য বরং পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য এমন এক বিরূপ ক্ষতি ও বড় দুঃখজনক ব্যাপার, হিন্দুস্তান ও বাইরের সমস্ত অঙ্গন আজ শোকাহত। বেদনা ও দুঃখের এ মুহূর্তে আমরা মাদরাসার সদস্যরা দারুল উলুম দেওবন্দের সম্মানিত মুহতামিম হযরতে আকদাস মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম নুমানি সাহেব, তার প্রিয় দীক্ষাপ্রাপ্ত ভাই হযরতে আকদাস মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব পালনপুরি, হাফেজ মুহাম্মাদ কাসেম সাহেবসহ অন্যান্য সাহেবজাদাবন্দ, আমাদের সহপাঠী হযরত মুফতি মোস্তফা আমিন সাহেব পালনপুরি এবং অন্যান্য সমস্ত আত্মীয়ের খেদমতে মাসনুন সাত্ত্বনা করছি। আমরা সবাই প্রার্থনা করি যেন আল্লাহ তাআলা হযরতকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করেন, আত্মীয়স্বজন, ছাত্র, ভক্ত এবং উত্তরাধিকারীদেরকে সবরে জামিল দান করেন এবং দারুল উলুম দেওবন্দ ও মিল্লাতে ইসলামিয়াকে হযরতের উত্তম বিনিময় দান করেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন!

آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے * سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

সালামান্তে

অত্র জামেআর সমস্ত শিক্ষকবৃন্দের পক্ষে

অধম নুরুল হক কাসেমী এবং অধম কাজি মিসবাহুল ইসলাম কাসেমী

২৭ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি

পাকিস্তানের বার্তাসমূহ

শোকবার্তা-৭৫

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুফতি তাকি উসমানি সাহেব
জামিআ দারুল উলুম করাচি, পাকিস্তান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মুহতারাম জনাব হযরত মাওলানা আবুল কাসেম নুমানি সাহেব, মুহতামিম
দারুল উলুম দেওবন্দ
(আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে সবধরনের অনিষ্টতা থেকে নিরপদ রাখুন)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর
তিরোধান এই উম্মাহর জন্য বড় বেদনাদায়ক। ইল্লালিল্লাহি ওয়া ইন্না
ইলাইহি রাজিউন।

তার মৃত্যুতে সাহেবজাদার সাথে টেলিফোনে খোঁজখবর নিয়েছি,
মৌখিকভাবে সান্ত্বনাও সমস্ত আত্মীয় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি। কিন্তু খেয়াল
হল যে, যদিও তার মতো ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে আমাদের মতো প্রত্যেক
তালিবে ইলম, বরং সকল মুসলমান সান্ত্বনা পাওয়ার উপযুক্ত, কে কাকে
সান্ত্বনা দিবে? কিন্তু সান্ত্বনা পাওয়ার সবচে বেশি উপযুক্ত হচ্ছে দারুল
উলুম দেওবন্দ, যার মসনদে হাদিসের মহান শোভা ছিলেন হযরত
মাওলানা। না শুধু দরসে হাদিসের সীমানা পর্যন্ত, বরং দারুল উলুম
দেওবন্দের মাসলাক ও মাশরাব এবং মেজাজ ও রুচির সংরক্ষণে তার
অস্তিত্ব বড় পুঁজি ছিল। এই পুঁজির প্রস্থান আমাদের এই উম্মুল মাদারিসের
অনেক বড় এক ক্ষতি, এ কারণে এই শোকবার্তা দারুল উলুম দেওবন্দের
প্রতিনিধি হিসেবে আপনার খেদমতে প্রেরণ করা হল, যার সূচনা মাসনুন
সান্ত্বনা-বাক্য দিয়ে করছি:

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اللَّهُمَّ أَكْرَمِ نَزْلَهُ، وَوَسَّعِ
مَدْخَلَهُ، وَأَسْكِنِهِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ.

.....
সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া প্রার্থী, তিনি যেন দারুল উলুমকে এই ক্ষতির প্রভাব থেকে হেফাজত করত নিজের বিশেষ অভিভাবকত্বে ভূষিত করেন এবং আপনাদের ওপর যে জিম্মাদারি আরোপিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা সেগুলো উত্তম পন্থায় আদায় করার তওফিক দান করুন।
আমিন!

সালামান্তে
মুহাম্মাদ তাকি উসমানি
জামিআ দারুল উলুম করাচি, পাকিস্তান
১৫/১০/১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা-৭৬

প্রেরক: জামেআতুল উলুম আলইসলামিয়া আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানুরি
টাউন করাচি (পাকিস্তান)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বখেদতে হজরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম সাহেব নুমানি
(মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ),
সম্মানিত শুরা সদস্যবন্দ, আসাতিজায়ে কেরাম ও তলাবাবন্দ
এবং হজরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব পালনপুরি,
জনাব মাওলানা ওয়াহিদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি ও অন্যান্য
ভাইবন্দ (হাফিজাহুমুল্লাহ)
আসসালাম আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরিতে দারুল উলুম দেওবন্দের শাইখুল
হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হজরত মাওলানা মুফতি সাইদ আহমাদ পালনপুরি
সাহেবের ওফাতের দুঃখজনক সংবাদ আসে, যা না শুধু আপনাদেরকে বরং
আমাদেরকেও সাত্ত্বনা পাওয়ার উপযুক্ত বানিয়ে দিয়েছে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া
ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

.....
 إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى.

হজরত মাওলানা মুফতি সাইদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ নিজের ধারকৃত জীবন খুবই ফলদায়ক ও উপকারী বানিয়েছিলেন। একদিকে উম্মুল মাদারিস দারুল উলুম দেওবন্দে দীর্ঘদিন থেকে একজন সফল শিক্ষক হিসেবে অধ্যাপনা করত নববি জ্ঞানের অগণিত তৃষ্ণার্তকে তৃপ্ত করেছেন, যার স্বীকারোক্তিস্বরূপ মজলিসে শুরা তাকে শাইখুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষকের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করেছে। অন্যদিকে রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ, তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন, তুহফাতুল কারি শরহে সহিহ বুখারি, তুহফাতুল আলমায়ি শরহে সুনানে তিরমিযি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনার ভাণ্ডার রেখে গিয়ে নিজের জন্য সদকায়ে জারিয়া এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য বিরাট তুহফার ব্যবস্থা করেছেন। পাশাপাশি নিজের সংশোধনী ও ইলমি বয়ান দ্বারা আল্লাহর জমিনে বসবাসকারী অগণিত মুসলমানদেরকেও তৃপ্ত করেছেন।

এই মহা বেদনাদায়ক মুহূর্ত আমরা নিজের পক্ষ থেকে এবং জামেআতুল উলুম আলইসলামিয়া বানুরি টাউনের সমস্ত ছাত্র-শিক্ষকের পক্ষ থেকে আপনাদের খেদমতে সান্ত্বনা পেশ করত দুআ করছি:

تقبل الله من الفقيد الجليل أعماله الصالحة وخدماته الدينية وأجزل مثوبتكم، وألهمكم وإيانا الصبر والسلوان. آمين!

বার্তা প্রেরণে

১. আবদুর রাউফ গজনভি^১(উসতাজে হাদিস, অত্র জামেআ)
২. আবদুর রাজ্জাক ইস্কান্দর (মুহতামিম, অত্র জামেআ)
৩. সাইয়েদ সুলাইমান ইউসুফ বানুরি (নায়েবে মুহতামিম, অত্র জামেআ) এবং
জামেআর শিক্ষকবৃন্দ।

৯ শাওয়াল ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১ম জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

^১. মাওলানা আবদুর রাউফ সাহেব গজনভি: দারুল উলুম দেওবন্দের ফাজিল। ফারেগ হওয়ার পরে দারুল উলুম দেওবন্দে কয়েকবছর খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি হজরতওয়ালার বিশিষ্ট ছাত্র। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষক থাকাকালীন হযরতওয়ালার কাছে কুরআনে কারিম মুখস্থ করেছিলেন। অতঃপর মাতৃভূমি চলে যান। বর্তমানে তিনি জামেআতুল উলুম আল-ইসলামিয়া বানুরি টাউনে উস্তাযুল হাদিস হিসেবে কর্মরত আছেন।- মুহাম্মাদ আমিন পালনপুরি।

শোকবার্তা-৭৭

প্রেরক: হজরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ সাহেব
শিক্ষক, দারুল ইফতা জামেআতুর রশিদ করাচি, পাকিস্তান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে হজরত মাওলানা আবুল কাসেম সাহেব নুমানি দামাত
বারকাতুহুম (মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ), হজরত মাওলানা আরশাদ
মাদানি সাহেব (আমির, জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ) এবং আত্মীয়স্বজন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

আজ ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৯মে ২০২০
খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলুম দেওবন্দের শাইখুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক শিক্ষক,
নমুনায়ে সালাফ, খ্যাতনামা মুহাক্কিক, দক্ষ শিক্ষক ও শ্রেষ্ঠতর লেখক
হযরত মাওলানা মুফতি সাইদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর ওফাতের
দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى.

হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর মতো যুগের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব,
তাফসির, হাদিস, উসুলে তাফসির, উসুলে হাদিস, ফিকহ, ইফতা,
মানতিক, ফালসাফা এবং অন্যান্য জ্ঞান ও শাস্ত্রে দক্ষ ব্যক্তির ধ্বংসশীল
দুনিয়া থেকে স্থায়ী ঠিকানার দিকে রওনা করায় যে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি
হয়েছে, তা পূরণ হওয়া বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুশকিল।

এই বেদনাদায়ক প্রস্থানে জামেআতুর রশিদ করাচির পরিচালক হযরত
মুফতি আবদুর রহিম সাহেব এবং অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ মরহুম হযরত মুফতি
সাহেবের উত্তরাধিকারীগণ, দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত
মাওলানা আবুল কাসেম নুমানি, হজরত মাওলানা আরশাদ মাদানি মুদ্বা
জিল্লুহুম এবং অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ ও ব্যবস্থাপকদের প্রতি সান্ত্বনা পেশ
করছেন এবং দোয়া করছেন যেন আল্লাহ তাআলা হযরত মুফতি সাহেবকে

.....
পূর্ণাঙ্গভাবে ক্ষমা করে দেন, তার মহান খেদমতগুলো কবুল করে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করেন। সমস্ত উত্তরাধিকারী, বন্ধু এবং ছাত্রদেরকে সবরে জামিল দান করেন। আর যেন রাবেব কারিম নিজ দয়া ও অনুগ্রহে দারুল উলুম দেওবন্দ ও মুসলিম উম্মাহকে তার উত্তম বিকল্প দান করেন!

اللهم أجِرْنَا فِي مَصِيبَتِنَا وَاخْلُفْ لَنَا خَيْرًا مِنْهَا، اللَّهُمَّ لَا تُحَرِّمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.

ওয়াসসালামু আলাইকুম

মুফতি মুহাম্মাদ

খাদেম, দারুল ইফতা জামেআতুর রশিদ করাচি

২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ৭৮

জনাব হাফেজ মুহাম্মাদ ইরফানুল হক হক্কানি

পরিচালক, জামআ দারুল উলুম হক্কানিয়া আকুড়া খটক, পাকিস্তান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

শ্রদ্ধেয় জনাব মাওলানা আবুল কাসেম নুমানি সাহেব (মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ), জনাব মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব ও অন্যান্য ভাইবৃন্দ এবং জনাব মাওলানা ওয়াহিদ আহমাদ সাহেবসহ অন্যান্য সাহেবজাদাবৃন্দ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

দারুল উলুম দেওবন্দের মহান সুপুত হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রহ. এর ওফাতের সংবাদ শুনে অত্যন্ত মর্মান্বিত হয়েছি। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দাও, তার প্রতি দয়া কর এবং জান্নাতে তার ঠিকানা করে দাও। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন!

.....
রিজাল শূন্যতার এ যুগে তার মৃত্যুতে ইলমি ও বুহানি জগতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। পাঠদান, রচনা এবং ইফতার ময়দানে তার মূল্যবান রচনাবলি চিরদিন থাকবে।

دولت جاوید یافت هر که کونام زیست

کز عقیبتش ذکر خیر زنده کند نام را

আল্লামা ড. খালেদ মাহমুদ রাহিমাহুল্লাহুর ইনতিকালের পরে মুফতি সাহেবের ইনতিকালে আহলে ইলম ও বিদ্বানদের দুঃখ দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এতৎসত্ত্বেও তাকদিরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ঈমানদারদের আত্ম-প্রশান্তির মাধ্যম ও আকিদা।

إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب.

জামেআ দারুল উলুম হক্কানিয়ার পরিচালনা-কমিটি বেদনার এ মুহূর্তে দারুল উলুম দেওবন্দ এবং মরহুমের আত্মীয়স্বজন ও ভক্তদের সাথে এ দুঃখে বরাবর শরিক। চাচাজান হযরত মাওলানা আনোয়ারুল হক সাহেব দামাত বারাকাতুহুম এবং সমস্ত হক্কানিদের পক্ষ থেকে সাত্ত্বনা কবুল করত নিজেদের দোয়ায় স্মরণ করবেন। ওয়াসসালাম মাআল ইহতিরাম।

হাফেজ মুহাম্মাদ ইরফানুল হক হক্কানি

খাদেমুত তলাবা, জামেআ দারুল উলুম হক্কানিয়া পাকিস্তান

২৭ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ৭৯

মাওলানা উসামা সামি হক্কানি

শিক্ষক, জামেআ দারুল উলুম হক্কানিয়া আকুড়া খটক, পাকিস্তান

মুহতারাম জনাব হযরত মাওলানা আবুল কাসেম নুমানি সাহেব (মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ), মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব ও অন্যান্য ভাইবৃন্দ এবং মরহুম জনাব হযরত মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর সাহেবজাদাবৃন্দ

.....
 আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে সুস্থ রাখুন। আমিন।

আমাদের সকলের প্রিয় ও সকলের হৃদয়ের স্পন্দন আপনার সম্মানিত পিতা শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ পালনপুরি নাওয়ারাল্লাহু মারকাদাহুর মৃত্যুর সংবাদ আমরা পাকিস্তানে সোশ্যাল মিডিয়ার মারফতে পাই, নিঃসন্দেহে এটা আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত হতাশাজনক। আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা বুলন্দ করুন এবং তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন, আমিন!

এটা এক বাস্তবতা যে, আল্লাহর নেক বান্দারা নিজেদের নুর ও বরকত সহকারে দ্রুত গতিতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছেন; ফলে এই জগত অন্ধকারে ভরে যাচ্ছে এবং শয়তান এই শূন্যতা পূরণ করছে। ধ্বংসশীল এই দুনিয়া শেষ পরিণতির দিকে এগুচ্ছে এমনটা মনে হচ্ছে।

আপনার সম্মানিত পিতা এ শতাব্দীর মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন, সারা দুনিয়া যার জ্ঞান, চিন্তা ও পাঠদানের স্বীকৃতি প্রদানকারী। যিনি নিজের সারাটা জীবন হাদিস এবং ইসলামি জ্ঞানের খেদমতে অতিবাহিত করেছেন। নিজের ভক্ত ও মুহিব্বিনের অন্তরে অনেক ভালো স্মৃতি রেখে গেছেন। আবনায়ে জামেআ দারুল উলুম হক্কানিয়া আকুড়া খটক, পাকিস্তান এবং হক্কানি ভ্রাতৃত্ব বিরাট বেদনা ও দুঃখে আপনার সাথে সমানে সমান অংশীদার। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সবরের সাথে এই দুর্ঘটনা বরদাশত করার তওফিক দান করুন, আমিন! ওয়াসসালাম।

উসামা সামি বিন মাওলানা সামিউল হক শহিদ

জামেআ দারুল উলুম হক্কানিয়া আকুড়া খটক, পাকিস্তান

১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকবার্তা- ৮০

হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব (পাকিস্তান)

দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর ওফাতের ব্যথা তার বংশ অথবা দারুল উলুমের একার ক্ষতি নয়, বরং ইলমি দুনিয়া, দারুল উলুমের সমস্ত আবনা ও ফুজালা এবং মুসলমানরা তার তিরোধান এতিম হয়ে গেছেন। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এবং পাকিস্তানে তার ভক্তবৃন্দ; দারুল উলুম এবং তার বংশের দুঃখে বরাবর শরিক এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধির দোয়া প্রার্থী। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

শোকবার্তা- ৮১

হযরত মাওলানা ইলিয়াস ঘুন্মান সাহেব

আমির, আন্তর্জাতিক ইন্ডেহাদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সরগুদা, পাকিস্তান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় ভাই জনাব হাফেজ হাজি কাসেম আহমাদ সাহেব

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার ভোরবেলা এই হতাশাজনক সংবাদ আসে যে, আপনার শ্রদ্ধেয় পিতা দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস হযরতে আকদাস মাওলানা মুফতি আহমাদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ চিরদিনের ঠিকানার দিকে রওনা করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب.

সংবাদ শোনারাত্র হযরত মুফতি সাহেবের জন্য মাগফেরাতের দোয়া ও ইসালে সওয়াব করেছি এবং অডিও বয়ানের মাধ্যমে দুনিয়াভর নিজের ভক্তদেরও এই দুই কাজ করার আবেদন করেছি।

.....
 এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুফতি সাহেব রাহিমাল্লাহ একাই একটা প্রতিষ্ঠান ছিলেন। তিনি একই সাথে শরিয়ত বিষয়ে দক্ষ, স্বীকৃত মুফতি, পাঠদান-জগতের বাদশা, বর্ণনাভিত্তিক জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের সমন্বয়কারী, সত্যের পরিচয়দাতা, সুন্নাহর জীবন্তকারী, বিদআতের মূলোৎপাটনকারী, বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব, আধ্যাত্মিক পথের অনুসরণকারীদের নমুনা, ইমামুল আরাফিন, ফখরুল কামিলিন, রঈসুল মুহাক্কিকিন, উমদাতুল ওয়ায়িজিন, লেখালেখির নিপুণ অশ্বারোহী, ভাষার বগ্নিতা থেকে বোঝের পূর্ণাঙ্গতা পর্যন্ত, নিজেকে মিটানো থেকে নিয়ে স্থায়িত্বের রহস্য অর্জন পর্যন্ত, ইত্তেবায়ে সুন্নাহ থেকে আল্লাহর আনুগত্য, বাহ্যিক ইলম ও আদব থেকে বাতেনি ফয়জ ও বরকত পর্যন্ত; সারকথা, সমস্ত পূর্ণাঙ্গতায় পূর্ণাঙ্গ স্তরে উপনীত ব্যক্তি ছিলেন তিনি। এটা একটি বাস্তবতা যে, মুফতি সাহেবের ন্যায় আল্লাহর নেক বান্দারা যে দ্রুততার সাথে নিজেদের নূর-বরকতসহ দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছেন, দুনিয়া তত দ্রুতগতিতে কেয়ামতের নিকটবর্তী হচ্ছে।

মরহুম উলুমে নবুওয়াতের প্রচার ও সংরক্ষণে অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় অতিবাহিত করেছেন, তা মূলত তার জমাকৃত পরকালীন সামানা। আল্লাহ তাআলা তার শান অনুযায়ী তাকে এর বিরাট প্রতিদান দান করুন, তিনি নিজের জীবনের দিনগুলো ইসলামের খেদমতে ব্যয় করেছেন এবং রব্বের কারিমও নেকির বাহারি মৌসুম রমজানুল মোবারকে তাকে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন। এ মুহূর্তে আমি আপনার এবং আপনার পরিবারবর্গের খেদমতের মাসনুন সাত্তুনা পেশ করছি। আল্লাহ কারিম তার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাতিরে তার সমস্ত সৎকর্ম কবুল করুন, তার ত্রুটিগুলো ক্ষমা করুন, তাকে পরিপূর্ণরূপে মার্জনা করুন এবং পরকালের সমস্ত ঘাট সহজ করে দিন। আপনাকে এবং সমস্ত উত্তরাধিকারীদেরকে সবরে জামিল দান করুন। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিলায় কবুল করুন!

দোয়ার মুহতাজ

মুহাম্মাদ ইলিয়াস ঘুন্মান

বর্তমানে অবস্থানরত: আবুধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাত

২১ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকবার্তা- ৮২

শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা ড. মনজুর আহমাদ মেজল
পরিচালক, জামেআ সিদ্দিকিয়া করাচি, পাকিস্তান

হযরতে আকদাস আল্লামা সাঈদ রাহিমাহুল্লাহুর
দারে সাইদের দিকে সাইদের সফর
সমস্ত প্রশংসা ও স্থায়ীত্ব আল্লাহর জন্য!

لو كانت الدنيا تدوم لأهلها * لكان رسول الله حياً وباقياً

যদি দুনিয়া কারও জন্য স্থায়ী হত * তাহলে আবুল কাসেম মুহাম্মাদ
রাসুলুল্লাহ চিরজীবী হতেন

এতে কোনো সন্দেহ নাই যে, এই দুনিয়ায় যারা এসেছেন, যাওয়ার জন্যই এসেছেন। ভবিষ্যতেও যারা আসবেন যাওয়ার জন্যই আসবেন; এই দুনিয়ায় থাকার জন্য নয়। যেহেতু এই দুনিয়া সাময়িক, চিরদিনের ঘর নয় এবং না এটা আমাদের মূল ঠিকানা, যদি কুদরতের ব্যবস্থাপনায় মৃত্যু না থাকত, তাহলে আজ এই দুনিয়ায় কারও জন্য পা রাখার স্থানটুকু হত না। এটাই সে ফলসাফা, যার ভিত্তিতে উলামায়ে উম্মত এবং তালেবানে দীনের মহান আধ্যাত্মিক রাহবার, ইলমি জাহাজের নাবিক, উলামা বুজুর্গদের প্রেমাস্পদ, ফকিহুল মিল্লাত, শায়খুল হাদিস ওয়াত তাফসির মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ রমজানের মতো বরকতি মাসে আমাদেরকে বিচ্ছেদের বেদনা দিয়ে আপন মালিকের সাক্ষাতে চলে গেছেন।

মরহুম তো এ প্রস্থানে আনন্দিত ও পুলকিত হয়ে বিলাল এবং আমাদের
সুরে: (كَيْفَ لَا نَفْرَحُ غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَحَزَبَهُ!) - কেনই-বা আমরা
আনন্দিত হব না; আগামীকাল আমরা প্রিয়দের অর্থাৎ মুহাম্মাদ ও তার
দলের সাক্ষাতে মিলব!- সুর মিলিয়ে আপন রব ও প্রিয়দের সাক্ষাতে চলে

.....
 গেছেন, কিন্তু পিছনে আমার মতো হাজারো ভক্ত ও অনুরাগীদের সাইনা উপত্যকায় মর্মাহত দিশেহারা ও হতভম্ব অবস্থায় রেখে চলে গেছেন। হয়তোবা আমরা যুগের মুসা ও হারুনের কদর করতে পারিনি, অন্যথায় “গোপন কথা লুকায়নের সহিষ্ণুতাও হারিয়ে ফেললে মৃত্যুই অধিকতর উপকারী” এর মুখোমুখি হতে হ হত না। যদি শরিয়ত কোনো মহান ব্যক্তিদের তিরোধানে বেসবর হওয়া, ঘাবড়ে যাওয়া, মাতম ও ফরিয়াদ করার অনুমোদন দিত, তাহলে আমি আমার শায়খ ও উস্তায রাহিমাহুল্লাহুর বিচ্ছেদে আসমান ও জমিনকে কেঁদে কেঁদে দেখিয়ে দিতাম যে, আহ... কে চলে গেলেন এবং কী পরিমাণ মর্মাহত করে গেলেন! কিন্তু না, আমাদেরকে আমাদের শায়খ: اللَّهُ كُلُّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ এবং لَا نَعْتَقِدُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا بِمَا يَرْضَى بِهِ এর পাঠ দিয়ে এই দুনিয়া ত্যাগ করেছেন।

মরহুম কে ছিলেন?

পাঠকবন্দ! যদি অনুভব করেন তাহলে শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা হাফিজাহুল্লাহুর এই বাক্য এখানে বিলকুল পারফেক্ট যে, لَا يَعْلَمُ الْعَالَمُ إِلَّا (আলেমের ইলমের পরিচয় আরেক আলেমেরই হতে পারে, আলেম ছাড়া অন্যদের নয়) আমার শায়খ মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি দুনিয়ায় নিজের ইলম ও তাহকিকের মাধ্যমে নিজের পরিচয় করিয়েছেন এবং এ যুগে নিজের যোগ্যতার স্বীকারোক্তি নিয়েছেন, তাইতো আজ দুনিয়ার চতুর্দিকে তার ইলমের ডঙ্কা বাজে। এটা হচ্ছে তার স্বতন্ত্র পরিচয়, অন্য কিছু নয়। আর (بِالرَّجَالِ يُعْرَفُ الرَّجَالُ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ لَا يُعْرَفُ) এই নীতিমালাও এ কথার তাকাজা করে। পাক-ভারত উপমহাদেশে লক্ষাধিক দেওবন্দি; আলেম হন অথবা না হন, তারাসহ আমার মতো অজ্ঞ আলেমদের দেওবন্দিয়াতের চৌহদ্দীর জ্ঞানটুকুও নেই। এর চেয়ে বড় মূর্থতা আর কি হতে পারে: আল্লাহর সমীপেই অভিযোগ ও আশ্রয়স্থল!

মরহুমের সাথে ভক্তির সূচনা

আমার উস্তায ও সনদ রঈসুল মুহাদ্দিসিন সকলের উস্তায মাওলানা সালিমুল্লাহ খান রাহিমাহুল্লাহকে বেশ কয়েকবার হয়রতে আকদাস মুফতি

.....

সাইদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার স্বীকার করতে দেখেছি। মাওলানা সালিমুল্লাহ খান রাহিমাহুল্লাহুর জবানে তার ইলমি যোগ্যতার আলোচনাই আমাদের ভক্তি ও মহব্বতের মাধ্যম হয় এবং মরহুমের প্রতি আগ্রহ আমাদের অন্তরে স্থান করে নেয়। এর চেয়ে বড় কারণ হল, অধমের সারাটা জীবন দরসে নেজামির কিতাবাদী পাঠদানে ব্যয়িত হয়েছে। জামেআ ফারুকিয়ায় (যা পাকিস্তানের উম্মুল মাদারিস) হাদিসের কয়েকটি কিতাবসহ দরসে নেজামির আনুমানিক সমস্ত কিতাবাদি পড়ানোর সুযোগ হয়েছে। অতঃপর দীর্ঘসময় থেকে জামেআ সিদ্দিকিয়ায় হাদিসের ছয় কিতাব, মিশকাতুল মাসাবিহ এবং তাখাসসুস ফিকহ (ফিকহ স্পেশাল কোর্স) এর কিতাবাদী পাঠদানের আওতাধীন রয়েছে। এ ব্যাপারে অধম কিতাব হলের মুখাপেক্ষী থাকতাম, লম্বা-চওড়া বক্তব্য অধমের স্বভাবগত অপছন্দনীয়। বর্তমান যুগের আলেমদের মাঝে যাদেরকে পাঠদানের বাদশা ও অম্বারোহী পেয়েছি, তাদের সর্বাগ্রে রয়েছেন শায়খুল হাদিস মাওলানা সালিমুল্লাহ খান, হযরতে আকদাস মাওলানা সিদ্দিক আহমাদ বান্ধুভি এবং হযরতে আকদাস মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ। অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, শিক্ষক যখন মূল কিতাব ছেড়ে লম্বা-চওড়া তাকরিরের আশ্রয় নেন, বুঝে নিবেন শিক্ষক মূল কিতাব সম্পর্কে অজ্ঞ। কারণ কিতাব হলের জন্য মূল কিতাব বোঝা ও বোঝানো অতি জরুরি বিষয়। হযরতে আকদাসের তুহফাতুল আলিমায়ি, তুহফাতুল কারি, রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ, হেদায়াতুল কুরআন এবং অন্যান্য রচনাবলি এ কথার খুল্লামখুল্লা ও সুস্পষ্ট প্রমাণ।

মরহুমের পাঠদান-পদ্ধতি

আমাদের বুজুর্গদের মধ্য থেকে হযরতে আকদাস কাসেমুল উলুমি ওয়াল খায়রাত নানুতভি, ফকিহুল উম্মত রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি, শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি, রঈসুল মুহাদ্দিসিন মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি, শায়খুল আরব ওয়াল আজম হুসাইন আহমাদ মাদানি এবং হযরতে আকদাস মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি; তাদের সকলের স্টাইল ও পদ্ধতি বুদ্ধিবৃত্তিক, প্রতিভাবান, ফকিহসুলভ ও মুহাদ্দিসসুলভ। তারা কুরআন-হাদিসের অধ্যাদেশে ডুবু দিয়ে মাসায়েল উদ্ঘাটন করতেন।

.....
বিপরীতে দেখা গেছে অনেক বুজুর্গদের আন্দাজ শ্রেফ নকলভিত্তিক, নকলের ভিত্তিতেই কাজ চালানো হয়েছে, অথচ উপরিউক্ত মানিক্য ব্যক্তিদের পাঠদান-পদ্ধতি শ্রেফ এবং শ্রেফ তাহকিকের ওপর নির্ভরশীল।

ফিকহ ও হাদিসে মরহুমের উৎকৃষ্ট সমন্বয়

আমার সাইয়েদ ও সনদ হযরতে আকদাস মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ সর্বদা আহাদিসে মোবারাকা বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করে ফিকহি মাসায়েল এর সাথে জুড়ে দিতেন; আমাদের এ যুগের সাধারণ উলামায়ে কেরামের ন্যায় নয়। আমাদের যুগের উলামায়ে কেরামরা মাসায়েলে ফিকহিয়্যার গায়রে মুফতা বিহি, বিচ্ছিন্ন ও প্রত্যাখ্যাত মতের ভিত্তিতে হাদিসের ব্যাখ্যা করে হাদিসকে ঐ দুর্বল মাসআলার অধীন বানিয়ে দেন, বরং হাদিসকে অধীন বানানোর মহা অপরাধ সম্পাদন করে বসেন, যা ইলমি অঙ্গনে অত্যন্ত গর্হিত ও ক্ষমার অনুপযুক্ত অপরাধ। মরহুমের পাঠদান-পদ্ধতি ফিকহ ও মুহাদ্দিসসুলভ ছিল, মুনাজারা ও বিতর্কসুলভ ছিল না। তার মেজাজ তর্কবিতর্কের ছিল না।

كَأَنَّهُ يَجْعَلُ الْحَقْفِيَّةَ تَابِعَةً لِلْحَدِيثِ وَلَا يَعْكُسُ الْأَمْرَ فَجَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا وَعَنِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ.

যেন তিনি হানাফি মাযহাবকে হাদিসের অধীন বানাতেন, এর বিপরীত করতেন না। আল্লাহ তাআলা তাকে আমাদের পক্ষ থেকে এবং সমস্ত মুহাদ্দিসিন ও ফকিহদের পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এ সুবাদে সকল উলামা ও শিক্ষকদের কাছে তাদেরই পদ্ধতির অনুসরণ করার অনুরোধ থাকবে।

মতানৈক্যের উদ্দেশ্য ও ভিত্তি

মরহুমই প্রথম ব্যক্তি, যিনি সর্বপ্রথম উর্দু ভাষায় আইম্মায়ে মুজতাহিদিনের মতানৈক্যের উদ্দেশ্য ও ভিত্তি বয়ান করেছেন এবং চার ইমামদের মতানৈক্যকে সঠিক-বেঠিকের স্তর দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। এটা শ্রেফ আর শ্রেফ তার একক প্রচেষ্টা। আমার মতো অনেক অজ্ঞ মোল্লা তো এই ইখতেলাফকে হক-বাতিলের রঙ দিয়ে উন্মতকে চার ইমামদের দুশমন বানিয়ে ফেলেছি। আবদুল হাকিম শিয়ালকুটির ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে যে,

.....
 “তিনি পাথরকে মোম ও মোমকে পাথর বানিয়ে দিতেন”, কিন্তু আমার শায়খ মুফতি সাহেবকে আল্লাহ তাআলা এই যোগ্যতা দান করেছিলেন যে, “তিনি পাথরকে মোমে পরিণতকারী” এরই প্রত্যয়ন ছিলেন। আমি আকাবিরদের কাউকে তার মতো জটিল বিষয়কে এতটা উৎকৃষ্টভাবে বিশ্লেষণকারী আজও দেখিনি। যদি তার রচনাবলির মানিক্য ও মোতি এবং তার উত্তম অভিব্যক্তিগুলো একত্রিত করা হয়, তাহলে হয়তোবা অনেক বড় কলেবর এসব বস্তু একত্রিত করতে পারবে না।

সবর ও মেহনতের দোয়া

আল্লাহ তাআলা তাকে রহমতে আচ্ছাদিত করুন, জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন, আত্মীয়স্বজনকে সবরে জামিলের তওফিক দান করুন। শ্রেফ তার দিকে সম্বন্ধ নয়, বরং তার মতো আমাদের সবাইকে মেহনত ও এখলাস দান করুন। তার ছাত্রত্ব গ্রহণ ও তার থেকে হাদিসের সনদ গ্রহণ, হযরতের পক্ষ থেকে ওয়াজাহাত এবং ভাই মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব পালনপুরি এবং ছেলে হাফেজ কাসেম আহমাদের মদদ ও সাহায্যের আলোচনা কোনো স্বতন্ত্র আর্টিকলে উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি, যেন এই অধমকেও তার উলুমের কিছু অংশ প্রয়োগিকভাবে নসিব করেন। আমিন!

মরহুম শাইখের খাদেম

মনজুর আহমাদ মেঙ্গল

খাদেম, জামেআ সিদ্দিকিয়া করাচি, পাকিস্তান

বিশেষ দৃষ্টব্য: এই বার্তার শেষদিকে নিম্নোক্ত পত্রের দিকে ইঙ্গিত, যা অধম লেখক এবং ভাতিজারা করেছিলাম:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হামদ ও সালাতের পর, আখেরি বয়ানে হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ (সাবেক শায়খুল হাদিস, দারুল উলুম

.....
 দেওবন্দ) এর কাছে হযরত মাওলানা মনজুর আহমাদ মেজল দামাত বারকাতুহুমকে সনদ প্রদানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি না জানার কথা প্রকাশ করেন এবং সনদ হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়ার কথা বলেন। পরে সনদ হোয়াটসঅ্যাপে আপলোড হয়, ভাইরাল হয় এবং আমাদের পর্যন্তও পৌঁছে। মুফতি সাহেবের খাদেমগণ ঐ সনদ তাকে দেখালে তিনি দেখেন এবং পড়ে বলেন, “হ্যাঁ, এই সনদ সহিহ”। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছা এমন হল যে, এরপরে মুফতি সাহেব আর বয়ান করার সুযোগ হয়নি; তিনি আল্লাহর প্রিয় হয়ে যান। এখন তিনি আল্লাহর প্রিয় হয়ে গেছেন বিদায় আমরা এই পত্রের মারফতে এ কথা স্পষ্ট করতে চাই যে, মাওলানা মনজুর আহমাদ মেজল দামাত বারকাতুহুমকে প্রদত্ত এই সনদ সঠিক। হযরত মুফতি সাহেব আপন ছেলে কারি আবদুল্লাহ সাঈদ এবং খাদেম মাওলানা হাশেম সাহেব পালনপুরিধ্বয়ের সামনে একে সত্যায়ন করেছেন। ওয়াসসালাম।

(হযরত মাওলানা) মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব পালনপুরি
 উস্তাযে হাদিস ও ফিকহ, দারুল উলুম দেওবন্দ
 ১ম শাওয়াল ১৪৪১ হিজরি

আফগানিস্তান এবং ইরানের বার্তাসমূহ

শোকবার্তা- ৮৩

প্রেরক: মাওলানা মুহাম্মাদ শরিফ কাসেমী

পরিচালক, দারুল উলুম দোয়াবা এবং সভাপতি, ইন্তেহাদে ফুজালায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ উত্তর আফগানিস্তান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মুহাদ্দিসে কাবির, ফকিহুন নাফস, মুফাসসিরে কুরআন, উস্তাযুল আসাতিজা, সহিহ বুখারি, সুনানে তিরমিযি ও হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার ব্যাখ্যাকার, ইমাম মুহাম্মাদ কাসেম নানুতাবি রাহিমাহুল্লাহুর উলুমের আমানতদার, দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক হযরতুল উস্তায

.....
মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর ওফাত
অত্যন্ত দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক।

মরহুম হাতেগোনা কয়েকজন আলেম ও ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তার
তিরোধান ইসলামিক বিশ্বের ক্ষতি। ইত্তেহাদে ফুজালায়ে দারুল উলুম
দেওবন্দ, দারুল উলুমের শ্রদ্ধেয় মুহতামিম সাহেব, আসাতিজা ও দারুল
উলুমের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং দুনিয়ার সকল আহলে সুন্নাতের খেদমতে সাক্ষ্যনা
পেশ করছি।

আল্লাহ তাআলা এই বুজুর্গের সমস্ত ভুলত্রান্তি ক্ষমা করে জান্নাতুল
ফিরদাউসে উঁচু মাকাম দান করুন এবং আত্মীয়স্বজনকে বিরাট প্রতিদান ও
সবরে জামিল দান করুন।

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. اللَّهُمَّ
إِنَّ عَبْدَكَ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَرْزُولٍ بِهِ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْفَرْدُوسَ الْأَعْلَى نُزُلًا لَهُ
يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ إِنَّهُ
فِي ضِيَافَتِكَ فَهَلْ جَزَاءُ الضَّيْفِ إِلَّا الْإِكْرَامُ وَالْإِحْسَانُ وَأَنْتَ أَهْلُ الْجُودِ وَالْكَرَمِ.
اللَّهُمَّ اسْتَقْبِلْهُ عِنْدَكَ خَالِيًا مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا وَاسْتَقْبِلْهُ بِمَحْضِ رَحْمَتِكَ وَعَفْوِكَ
وَأَنْتَ رَاضٍ عَنْهُ غَيْرِ غَضَبَانَ عَلَيْهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

মুহাম্মাদ শরিফ কাসেমী

পরিচালক, দারুল উলুম দোয়াবা

সভাপতি, ইত্তেহাদে ফুজালায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ, উত্তর আফগানিস্তান

২৬ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ৮৪

প্রেরক: মুহাদ্দিসে আফগান ফজিলাতুশ শায়খ মাওলানা জালিলুল্লাহ
মৌলবিজাদা হাফিজাহুল্লাহ

শায়খুল হাদিস ওয়াত তাফসির, জামেআ ইসলামিয়া আলিয়া দারুল উলুম হেরাত

মুহাদ্দিসে কাবির, প্রথিতযশা ফকিহ ফজিলাতুশ শায়খ মাওলানা সাঈদ
আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ (প্রধান শিক্ষক ও শায়খুল হাদিস, দারুল
উলুম দেওবন্দ) এর ওফাত উপলক্ষে

إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب.

আত্মার ওপর আঘাতে সবচে বড় হারানো ও উম্মাহর ওপর কঠিনতর
প্রভাবান্বিত বস্তু হচ্ছে, উলামায়ে রাব্বানিয়্যন ও আইম্মায়ে মুসলিহিনের
প্রস্থান। যেমনটা হিবরুল উম্মাহ ও তরজমানুল কুরআন সাইয়েদুনা
আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: এটা হবে উলামা ও ফুকাহাদের
ওফাতের মাধ্যমে। হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আলেমের মৃত্যু
ইসলামে এমন শূন্যতা, যা দুনিয়ার কোনো বস্তুই পূর্ণ করতে পারে না।
আজ দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক ও শায়খুল হাদিস, মুহাদ্দিসে
কাবির, প্রথিতযশা ফকিহ, ফজিলাতুশ শায়খ মাওলানা সাঈদ আহমাদ
পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর তিরোধানে পুরো মুসলিম উম্মাহ শোকাহত, যিনি
দীন ও উম্মাহর খেদমতে নিজের কর্তব্য পরিপূর্ণরূপে আদায় করেছেন এবং
পুরোটা জীবন হাদিসে নববি ও দীনি উলুমের খেদমতে ব্যয় করেছেন।
তিনি বিরাট ইলমি সম্পদ রেখে গেছেন, যাতে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ও
গৌরবময় রচনা।

মুসলিম উম্মাহ তার মতো একজন হাদিসের মহান শায়খ ও ফিকহে
হানাফির বিশিষ্ট মুফতিকে হারিয়েছে, যিনি নিজের পুরোটা জীবন ইসলাম
ও মুসলিম উম্মাহর খেদমতে ব্যয় করেছেন- আমি তাদের খেদমতে সান্ত্বনা
পেশ করছি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন তাকে নিজের প্রশস্ত রহমতে
আচ্ছাদিত করেন এবং পরিবার, উলামায়ে দেওবন্দ এবং মুসলিম উম্মাহকে
সবর ও সান্ত্বনার তওফিক দান করুন।

শোকবার্তা- ৮৫

প্রেরক: হযরত মাওলানা আবদুল হামিদ ইসমাইল সাহেব
পরিচালক, জামেআ দারুল উলুম জাহেদান, ইরান

অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে এই সংবাদ আসে যে, হিন্দুস্তানের গর্বিত আলেমে দীন শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাল্লাহ সৎক্ষিপ্ত অসুস্থতার পর ইনতিককাল করেছেন। নিঃসন্দেহে হযরত মাওলানা পালনপুরির তিরোধান মুসলিম বিশ্বের দীনি ও ইলমি হালকার জন্য বড় একটা ক্ষতি। শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হিসেবে দারুল উলুম দেওবন্দের তার খেদমতসমূহ ভুলবার নয়। হাজারো ছাত্র ও আলেমদের ইলমি দীক্ষা এবং বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ রচনাবলি তার খেদমতসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

অধম এই দুঃখ ও বেদনার মুহূর্তে নিজের এবং দারুল উলুম জাহেদানের সমস্ত সাথীদের পক্ষ থেকে মরহুম মাওলানা পালনপুরির উত্তরাধিকারীগণ, ভক্ত, বিশ্বব্যাপী তার ছাত্রবৃন্দ এবং ইসলামিক বিশ্বের সমস্ত ইলমি হালকা বিশেষ করে দারুল উলুম দেওবন্দের শুরা সদস্যদের খেদমতে সাক্ষ্যনা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তাআলা মরহুমকে পরিপূর্ণ ক্ষমা করুন এবং আত্মীয়-স্বজনকে সবরে জামিল দান করুন। আমিন!

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه، وأكرم نُزُلَه، ووسع مُدْخَلَه، اللهم لا تُحَرِّمْنَا أَجْرَه
ولا تَفْتِنَّا بَعْدَه.

আবদুল হামিদ

খাদেম, দারুল উলুম জাহেদান, ইরান
২৬ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ৮৫

প্রেরক: মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম কাসেমী

উস্তাযে হাদিস, জামেআ দারুল উলুম জাহেদান, ইরান

আমাদের মুকাররম শায়খ আল্লামা মুফতি মাওলানা সাঈদ আহমাদ
পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর সন্তানাদির সমীপে

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

আশা করি আপনারা কুশলে থাকবেন।

অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে আমরা এই সংবাদ পেয়েছি যে, আমাদের
প্রিয় মহান শায়খ আল্লামা সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ প্রস্থান
করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى.

আমরা তার অসুস্থতার সংবাদ রাখছিলাস এবং তার জন্য দোয়া করছিলাম
এমতাবস্থায় তিরোধানের সংবাদ এসে পৌঁছে। আল্লাহর নিয়তি-নির্ধারিত।
নিঃসন্দেহে আমরা, আপনারা এবং ইসলামিক বিশ্ব বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে
হারিয়েছি। এই দুঃখ সকলের, বিশেষ করে আপনাদের শাইখের সন্তানাদি ও
পরিবারের জন্য, তবুও আমরা আপনাদের সবাইকে এই বেদনায় সান্ত্বনা দিচ্ছি।
ভাইয়েরা! আমি শায়খকে তার কিতাবাদি ও রচনাবলির মাধ্যমে পরিচয়
করি, বিশেষ করে ইমাম ওয়ালিউল্লাহ দেহলবির হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার
ব্যখ্যাৎ 'রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ'র মাধ্যমে। অতঃপর যখন দারুল উলুম
জাহেদানের তাখাসুস বিভাগে এই কিতাব পাঠদানের দায়িত্ব অধমের
ওপর অর্পণ করা হয়, তখন আমি মরহুম শাইখের ব্যখ্যাৎ থেকে খুব
উপকৃত হয়েছি। যেন আমি তার সামনে বসে ছাত্রত্ব গ্রহণ করছি। আমি
তার কাছে একবার পত্র লিখি যে, আমি আপনার দূরের একজন অযোগ্য
ছাত্র; আপনার উত্তম দোয়ার প্রত্যাশী। অতঃপর যখন তিন বছর পূর্বে ভাই
মুফতি আবদুল কাদের আরেফির সাথে হিন্দুস্তান ভ্রমণ করি, আমি কাছে
থেকে তার সাক্ষাতের খুব আগ্রহী ছিলাম। আল্লাহ তাআলা তার ঘরে এই
আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন। তিনি আমাদেরকে সাদরে গ্রহণ করেন, আনন্দ
প্রকাশ করেন এবং আমাদেরকে তার শান অনুযায়ী মেহমানদারি করেছেন।

.....
 আমরা তার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম, যেন ইতিপূর্বে তাকে বারবার দেখেছি। তার ব্যক্তিত্ব, গাম্ভীর্য, সহনশীলতা ও চরিত্র আমাদেরকে প্রভাবান্বিত করেছে। আমরা তার মজলিস ও বরকত থেকে উপকৃত হই। আর এটাই ছিল প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ, আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল পুনরায় তার সাথে সাক্ষাৎ করব এবং তার বরকত ও ফয়জ থেকে উপকৃত হব। কিন্তু..... কতই-না আকাঙ্ক্ষা কবরের নিচে চাপা পড়ে আছে।

বস্তুত যে জিনিস দুঃখ ও বেদনা হ্রাস করেছে তা হচ্ছে যে, মরহুম তার উলুম ও মাআরিফ রচনাবলিতে গচ্ছিত রাখায় তিনি নিজের ফয়জ ও মাআরিফে সর্বদা জীবিত থাকবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার তওফিক দান করুন। আমাদের বেদনা এ কারণে আরও হ্রাস হয় যে, আল্লাহ তাআলা রমজানের শেষ দশকে তার ওফাত নির্ধারণ করেছেন, তিনি লাইলাতুল কদর পেয়েছেন বলে আমরা আশাবাদী। আল্লাহ তাকে সৎ সন্তানাদি দান করেছেন এবং তাদের দ্বারা তার চক্ষু শীতল করেছেন। সুতরাং পুণ্যবান ছাত্র, মূল্যবান রচনাবলি, নেক সন্তানাদি এবং বিশ্বে রয়েছে তার ধার্মিক বন্ধু-বান্ধব, এটা কতই-না সম্মান ও মর্যাদার বিষয়। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা দান করেন। মুহাদ্দিসে কাবির আল্লামা শাইখের তিরোধানে আমি আপনাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছি এবং আন্তরিকভাবে দোয়া করি যেন আল্লাহ তাআলা তাকে নিজ মাগফিরাত ও রহমতে আচ্ছাদিত করেন এবং তার ওপর বদান্যতা ও অনুগ্রহের বারিধারা বর্ষণ করেন এবং আপনাদেরকে সবুর ও সান্ত্বনার তওফিক দান করেন। আর যেন তোমাদেরকে নিয়ে এবং উম্মতে মুসলিমকে নিয়ে তার সকল উত্তম আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন, আপনাদেরকে তার তরিকায় ইসলাম ও মুসলমানের খেদমত করার তওফিক দান করেন এবং আপনাদেরকে শ্রেষ্ঠ সালাফের শ্রেষ্ঠ খালাফ হওয়ার তওফিক দান করেন। আর তার কাছেই সাহায্য কামনা করা হয়।

মুহাম্মাদ কাসেম কাসেমী

মুফতি ও উস্তাযে হাদিস, জামেআ দারুল উলুম জাহেদান, ইরান
 ১১ শাওয়াল ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ৮৭

প্রেরক: হাইআতু উলামায়িল মুসলিমিন ইরাক

আল্লাহ তাআলার তকদিরের প্রতি সন্তুষ্ট থেকে হাইআতু উলামায়িল মুসলিমিন ইরাক হিন্দুস্তানের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, ফকিহ ও মুফতি শায়খ সাঈদ আহমাদ বিন ইউসুফ পালনপুরির মৃত্যুসংবাদ জানাচ্ছে। তিনি ২৬ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি^১ মোতাবেক ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ৮১ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

শায়খ সাঈদ আহমাদ পালনপুরি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে গুজরাট প্রদেশের বনসকণ্ঠ জেলার কালিড়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। পালনপুরের একটি মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন, সেখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং আরবি ও দীনিয়াতের জ্ঞানার্জন করেন। অতঃপর সাহারানপুরের মাজাহিরুল উলুমে ভর্তি হন এবং সেখানে দ্বিতীয় মারহালা সমাপ্ত করেন এবং মারহালায় আলিয়ার এব শ্রেণী শেষ করেন। তারপর জামেআ ইসলামিয়া দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে হাদিস, তাফসির, ফিকহ ও অন্যান্য শাস্ত্রের জ্ঞানার্জন করেন এবং ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে ফারেগ হন।

মরহুম ইফতা বিভাগ থেকে বেরোবার পরে সেখানে (সহকারী মুফতি) হিসাবে মনোনীত হন, তারপর দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দিরে উচ্চস্তরের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে সেখানকার প্রধান শিক্ষক ও শায়খুল হাদিস হন।^২ মরহুম ইলমে প্রাচুর্যতা ও বড় বড় রচনাকর্মে উদ্যোগী ছিলেন, এছাড়াও তিনি ওয়ায়েজ ও সুভাষী খতিব ছিলেন।

হিন্দুস্তান ও বাইরের বিপুল সংখ্যক উলামা ও তালিবে ইলম হযরতের ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন। আরবি-উর্দু উভয় ভাষায় তার রচনাবলি রয়েছে।

১. হজরতের ওফাতের সময় হিন্দুস্তান, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে রমজানের ২৫ তারিখ ছিল এবং আরব রাষ্ট্রে ছিল ২৬ তারিখ।- মুহাম্মাদ আমিন

২. দারুল উলুম আশরাফিয়ার নয়, বরং দারুল উলুম দেওবন্দের।- অনুবাদক

.....
 হাদিস, উলুমে হাদিস, তাফসির, ফিকহ, ফালসাফা, লুগাত ইত্যাদি শাস্ত্রে।
 তন্মধ্যে থেকে তাফসিও হেদায়াতুল কুরআন (উর্দু ভাষায়), ইমাম
 দেহলবির আলফাউজুল কাবিরের আরবিকরণ, আলআউনুল কাবির শরহুল
 ফাউজিল কাবির (আরবি), ফয়জুল মুনয়িম (মুকাদিমায়ে সহিহ মুসলিমের
 উর্দু ব্যাখ্যা), তুহফাতুদ দুরার (শরহে উর্দু নুখবাতিল ফিকার), মাবাদিউল
 ফালসাফা (ফাসলাফার পরিভাষার আরবি সঙ্কলন), মফতাহুত তাহজিব (তাফতাজানির তাহজিবুল মানতিকের উর্দু শরাহ), আসান নাহ্ (উর্দু ভাষায়
 দুই ভলিউমে, প্রাথমিক ছাত্রদের পাঠ্যবই), আপ কেসে ফতোয়া দে?
 (আল্লামা মুহাম্মাদ আমিন বিন আবেদিন-এর শরহু উকুদি রাসমিল
 মুফতি-এর উর্দু ব্যাখ্যা), মাশাহির মুহাদ্দিসিন ও ফুকাহা ও রুওয়াতে
 কুতুবে হাদিস (বড় বড় মুহাদ্দিসদের সংক্ষিপ্ত উর্দু জীবনী, ছাত্র-শিক্ষক যার
 মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন), তাহজিবুল মুগনি (আল্লামা মুহাম্মাদ বিন তাহির
 পাটনি হিন্দির ‘আলমুগনি ফি আসমায়ির রিজাল’-এর আরবি শরাহ)।
 এছাড়াও রয়েছে অনেক আলোচনা, প্রবন্ধ, জীবনী, বিন্যাস এবং সম্পাদনা
 ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা শায়খ সাঈদ আহমাদ পালনপুরির ওপর রহম করুন, তার
 ইলমি সাধনা কবুল করুন এবং একে তার জন্য সাক্ষী ও জান্নাতের মাধ্যম
 করুন। হিন্দুস্তানের মুসলমান, মুসলিম উম্মাহ, তালিবে ইলম এবং
 দাঈদেরকে উলামায়ে রাব্বানি ও দাঈ হিসাবে কবুল করুন, যারা শরয়ি
 উলূমের সংরক্ষণ ও মানবজাতির মাঝে এর প্রচার করবেন।

প্রধান দপ্তর

২৭ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি, মোতাবেক ২০ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকবার্তা- ৮৮

প্রেরক: সাইয়েদ আবু বকর আদনি ইবনে আলি মাশহুর (ইয়েমেন)

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন

হিন্দুস্তানের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস উস্তায সাঈদ আহমাদ পালনপুরির ওফাতে তার আত্মীয়স্বজন, দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্র-শিক্ষক এবং সকল সন্তানসন্ততি ও পরিবারের প্রতি অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে শোক প্রকাশ করছি। আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিন এবং আল্লাহর প্রিয় সৎ বান্দাদের সাথে তার স্তর বৃদ্ধি করুন। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে বিরাট প্রতিদান দিন, আপনাদেরকে সাত্বনা দান করুন এবং তার উত্তম স্থলাভিষিক্ত দান করুন। তার বিয়োগে আপনাদের ভাঙ্গা হৃদয় প্রতিদান-সওয়াব দিয়ে জোড়া দিন। আর মহান ক্ষমাতাবান আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই।

বার্তা-প্রেরক: রাবেতায়ে তারবিয়ায়ে ইসলামিয়া ও শিক্ষা ইনস্টিটিউট ইয়েমেন

হাবিব আবু বকর আদনি ইবনে আলি মাশহুর
ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
২৬ রমজান ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ৮৯

প্রেরক: জনাব আমির বিন মুহাম্মাদ ফেদা বাহজাত (মদিনা মুনাওয়ারা)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ফজিলাতুশ শায়খ মুহাদ্দিস সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাল্লাহুর ওফাতে তার ছাত্র, ভক্ত ও সহকর্মীদের প্রতি সাত্বনা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

ফজিলাতুশ শায়খ মুহাদ্দিস সাঈদ আহমাদ পালনপুরির রাহিমাহুল্লাহুর ওফাতের সংবাদ আমরা পেয়েছি। চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়েছে এবং অন্তর হয়েছে ব্যথিত। আর আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইরে কিছু বলতে পারব না। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আমি তার সকল ছাত্র, ভক্ত ও মাশায়েখ সহকর্মীদের বলছি, আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে সান্ত্বনা দান করুন, আপনাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন, এই দুঃখে আপনাদেরকে সবার দান করুন এবং উম্মাহকে উত্তম স্থলাভিষিক্ত দান করুন।

আমি তার উপমহাদেশীয় ছাত্র ও তালিবে ইলমদের বলব, দয়া করে আপনারা ইলম অন্বেষণে, অর্জনে, মজবুতকরণে, দৃঢ়তায় এবং মুখস্থকরণে আত্মনিয়োগ করুন। কেননা উলামাদের প্রস্থান আপনাদেরকে এসব বিষয়ে যোগ্যতাজর্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা সাঈদ আহমাদ পালনপুরিকে ক্ষমা করে দাও, তার প্রতি দয়া কর, তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান কর এবং তাকে অনুগ্রহপ্রাপ্ত আমবিয়া, সিদ্দিকিন, শূহাদা এবং সালেহিনের অন্তর্ভুক্ত করে নাও।

আল্লাহর করুণার মুহতাজ
আমির বিন মুহাম্মাদ ফেদা বাহজাত
মদিনা মুনাওয়ারা
২৬ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি

বাংলাদেশ, মিয়ানমার এবং নেপালের বার্তাসমূহ

শোকবার্তা- ৯০

প্রেরক: হযরত মাওলানা আহমাদ শাফি সাহেব
মুহতামিম, দারুল উলুম হাটহাজারি, বাংলাদেশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হযরতুল আল্লাম মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি
(শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক, দারুল উলুম দেওবন্দ)- এর শ্রদ্ধেয়
আত্মীয়স্বজন ও সাহেবজাদাবন্দ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
গত ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরির দিনের সূচনায় আচমকা এক
দুঃখজনক ও বেদানাদায়ক সংবাদ আসে যে, দারুল উলুম দেওবন্দের
শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক, বর্তমান যুগের নির্ভীক মুতাকাল্লিমে
ইসলাম, সমালোচক মুহাদ্দিস, বিরাট ফকিহ, বাগে কাসেমীর ফুল হযরত
মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি সাহেব বোম্বের একটি
হাসপাতালে আল্লাহর ডাকে রওনা করেছেন এবং মাওলায়ে হাকিকির
সাক্ষাতে গিয়ে মিলিত হয়েছেন। ইন্নািল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।
মরহুম মুফতি সাহেব ছিলেন বর্তমান যুগের একজন বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব, আদর্শ
মুহাদ্দিস, একনিষ্ঠ ফকিহ, দেওবন্দিয়াতের মুখপাত্র, প্রজ্জ্বলিত ও দীপ্তমান
মাহতাবে শরিয়ত, বিচক্ষণ, উঁচু চিন্তার অধিকারী, স্পষ্টবাদী, রসিক,
সুভাষী ও বিশুদ্ধভাষী, উলুম ও শাস্ত্রের সমন্বয়কারী, ইতিহাস সৃষ্টিকারী
একজন গভীর জ্ঞানী আলেম। তিনি শায়খুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া
মুহাজিরে মাদানি রাহিমাতুল্লাহুর আমিন ও আমানতদার এবং ফকিহু
ইসলাম মুফতি মুজাফফর হুসাইন রাহিমাতুল্লাহুর মহান খলিফা ও যোগ্য
স্থলাভিষিক্ত ছিলেন।

মরহুম মাওলানা নিজের নিবেদিত চেষ্টা-সাধনা, ইলম গভীরতা,
আল্লাহপ্রদত্ত মেধা, স্বতন্ত্র স্মৃতি ও বিরল শানের দরসের মাধ্যমে দারুল
উলুম দেওবন্দে এক উল্লেখযোগ্য মর্যাদা অর্জন করেছিলেন এবং দীর্ঘকাল
পর্যন্ত দারুল উলুম দেওবন্দের মসনদে হাদিসকে সজ্জিত ও প্রধান

.....

শিক্ষকের পদ উজ্জ্বল করে রেখেছিলেন। তার জ্ঞান ও হেকমতের ঝর্ণা থেকে দেশ ও বিদেশের হাজারো ইলম অন্বেষণকারী তৃপ্ত হয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী অনুযায়ী (আলেমের মৃত্যু এমন মসবিত, যা পূরণ করা যায় না এবং এমন ছিদ্র যা বন্ধ করা যায় না)^১: মাওলানা মরহুমের তিরোধান মুসলিম উম্মার জন্য অপূরণীয় ক্ষতি ও হৃদয়বিদারক ঘটনা। অত্যন্ত আফসোসের কথা এই যে, তার তিরোধান ধর্মীয় অঙ্গনে সৃষ্টি শূন্যতা কখনো পূরণ হবে না।

এই বেদনাদায়ক প্রস্থানে আমি নিজে এবং দারুল উলুম হাটহাজারির আসাতিজা ও ছাত্ররা অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত। আমরা অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সাথে এই দুঃখে অংশীদার হচ্ছি।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে মিনতি এই যে, তার সমস্ত দীনি খেদমত কবুল করুন, তার মূল্যবান ইলমি কারনামা দ্বারা কেয়ামত পর্যন্ত আগন্তুক তালেবানে উলুমে নবুওয়াতকে উপকৃত করুন, তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন এবং আত্মীয়-স্বজনকে সবুনে জামিলের তওফিক দান করুন। আমিন!^২

আহমাদ শফি

মুহতামিম, মঈনুল ইসলাম হাটহাজারি, বাংলাদেশ
২৭/৯/১৪৪১ হিজরি

১. এই হাদিস আলমুজামুল কাবির এবং মাজমাউজ জাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ- এ রয়েছে। এতে উসমান বিন আইমান ও ইসমাইল বিন সালেহ নামে দুজন অপ্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী রয়েছেন।- অনুবাদক

২. আহ! শাইখুল ইসলাম হজরত মাওলানা আহমাদ শফি সাহেবও গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ পরপারে রওনা করেন। রাহিমাহুল্লাহু তাআলা।- অনুবাদক

শোকবার্তা- ৯১

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল হালিম বুখারি সাহেব
মুহতামিম, জামেআ ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে কুদওয়াতুল উলামা হযরত আল্লামা মুফতি আবুল কাসেম নুমানি
কাসেমী সাহেব দামাত বারকাতুহুম
মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
হামদ ও সালাতের পর! মেজাজ পরিপূর্ণ সুস্থ আছে বলে আশাবাদী।
আরজ এই যে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানতে পারি যে, গত ২৫ রমজানুল
মোবারকে দারুল উলুম দেওবন্দেও গর্বিত ও খ্যাত শায়খুল হাদিস ও
প্রধান শিক্ষক হযরত আল্লামা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি
রাহিমাহুল্লাহুর ওফাত হয়ে গেছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।
এটা ইসলামিক বিশ্বের জন্য বিরাট এক ক্ষতি। মরহুম দীর্ঘ এক যুগ থেকে
দারুল উলুম দেওবন্দের উল্লেখযোগ্য ও প্রতীয়মান খেদমত আঞ্জাম
দিয়েছেন। সহিহ বুখারি, জামে তিরমিযি এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার
মূল্যবান ও বেমেসাল ব্যাখ্যাগ্রন্থসহ আরো অনেক রচনাবলি দ্বারা ইলমি
জগতকে তৃপ্ত করেছেন। আমরা জামেআর ইসলামিয়া পটিয়ার শূরা
সদস্যবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ এবং সমস্ত ছাত্ররা এই দুর্ঘটনার সংবাদ শুনে অত্যন্ত
মর্মান্বিত হয়েছি। আল্লাহ তাআলা হযরত মরহুমের দরজা বন্ধ করুন,
হযরত মরহুমকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন। এছাড়াও
দারুল উলুম দেওবন্দের কর্তৃপক্ষ এবং মরহুমের আত্মীয়স্বজনকে সবার ও
সান্ত্বনা দান করুন। আমিন সুম্মা আমিন!

মুহাম্মাদ আবদুল হালিম বুখারি

খাদেমুল ইহতেমাম, জামেআ ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

শোকবার্তা- ৯২

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ উমর ফারুক সাহেব সন্দ্বীপি
মাদানিনগর, নারায়ণগঞ্জ (বাংলাদেশ)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে হযরতে আকদাস মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম সাহেব নুমানি
জিদা মাজদুহ (দারুল উলুম দেওবন্দ), হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ
আমিন সাহেব পালনপুরি এবং হযরত মুফতি সাহেবের সাহেবজাদাবন্দ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
আপনারা সুস্থ আছেন বলে আশাবাদী। উল্লেখ্য কথা এই যে, আমাদের
উস্তাযে মুহতারাম মাদরে ইলমি দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও
প্রধান শিক্ষক হযরতে আকদাস মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব
পালনপুরি রহ. এর ওফাতে বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম বিশেষত বিভিন্ন
জেলায় বড় বড় পদ ও দায়িত্বে নিয়োজিত মরহুমের ছাত্ররা অত্যন্ত দুঃখ ও
আফসোস প্রকাশ করেছেন। পুরো দেশের মাদরাসা ও মসজিদ কর্তৃপক্ষ
হযরতে আতদাসের জন্য ইসালে সওয়াবের ব্যবস্থা করেছেন এবং সমস্ত
মাশায়েখ ও মাশাহির উলামায়ে কেরাম নিজেদের হালকায় মাগফিরাতের
দোয়া করেছেন। এমনকি কিছু কেন্দ্রীয় মসজিদে জুমুআর শেষ খুতবায়
অনেক দোয়া হয়েছে এবং এখনও এই ধারাবাহিকতা চলমান। এই
মর্মান্তিক বিচ্ছেদে পুরো দেশের মাশাহির উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখ,
বিশেষত আল্লামা আবদুল হালিম বুখারি, আল্লামা নুর হুসাইন সাহেব
কাসেমী,^১ সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মুফতি ওয়াক্কাস সাহেব যশোরি, মুফতি
মাহফুজুল হক সাহেব (জামেআ রহমানিয়া), মাওলানা মামুনুল হক সাহেব,
মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক সাহেব, মাওলানা আবু বকর সাহেব
(মাদানিনগর), মুফতি ইয়াহিয়া সাহেব (মাসনা মাদরাসা যশোর), মাওলানা

^১. উসতাজে মুহতারাম মাওলানা নুর হুসাইন সাহেব কাসেমি কুদ্দিসা সিরবুহু গত ১৩
ডিসেম্বর ২০২০ এ ইনতিকাল করেন। কুদ্দিসা সিরবুহু।- অনুবাদক

.....

জহির সাহেব (উত্তরা) মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব (কমলাপুর),
 মাওলানা রেজাউল করীম পির সাহেব, মুফতি ফয়জুল করীম সাহেব,
 মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ সাহেব, মুফতি জাফর সাহেব ঢালকানগর,
 মাওলানা আশরাফ রহমান সাহেব (বসুন্ধরা), মাওলানা আবদুল কুদ্দুস
 সাহেব (ফরিদাবাদ), মুফতি ইনআম সাহেব সাহেব (বসুন্ধরা), মুফতি
 মিজান সাহেব চরমোনাই, মুফতি নুমান সাহেব কাসেমী (মারকাজুল
 হানারি), আল্লামা নুরুল হুদা সাহেব ফয়জি, মাওলানা আশিক এলাহি পির
 সাহেব উজানি, মাওলানা আবু জাফর সাহেব (মালিবাগ), মুফতি মুহাম্মাদ
 আলি সাহেব (আফতাবনগর), মাওলানা নেয়ামতুল্লাহ সাহেব (বরিশাল),
 মাওলানা জুনায়েদ (আহমাদ) সাহেব বাবুনগরি, মাওলানা বশির সাহেব
 নরসিংদি, মাওলানা নাসির সাহেব নরসিংদি, মুফতি শাহাদাত হুসাইন
 সাহেব (মুকিম, মদিনা মুনাওয়ারা), মাওলানা মহিউদ্দিন সাহেব
 (মাদানিনগর), মাওলানা শাহিনুর পাশা (সিলেট), মাওলানা হাসান জামিল
 সাহেব, মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ আইয়ুব, মাওলানা মনজুর সাহেব
 (ইসলামবাগ), মাওলানা ফয়সল আহমাদ সাহেব জালালাবাদি
 (মাদানিনগর) প্রমুখ শোক প্রকাশ করছেন এবং প্রার্থনা করছেন যেন
 আল্লাহ তাআলা হযরতে আকদাস মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি
 রাহিমাহুল্লাহুকে ক্ষমা করে দেন, জান্নাতুল ফিরদাউসে উঁচু মাকাম দান
 করেন, আত্মীয়স্বজন ও ভক্তদের সবরে জামিলের তওফিক দান করেন
 এবং দারুল উলুমকে উত্তম বিনিময় দান করেন। আমিন সুম্মা আমিন!

মুহাম্মাদ উমর ফারুক সন্দ্বীপি

(সাবেক) খাদেম, হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি

নাওয়ারালাহু মারকাদাহ

নোট: হযরতে আকদাসের ইনতিকালের পরে মুফতি মুহাম্মাদ আমিন
 সাহেব পালনপুরি এবং মরহুমের সাহেবজাদাদের পরামর্শক্রমে বাংলা

.....
ভাষায় হযরতের জীবনী বিন্যাসের কাজ শুরু হয়ে গেছে। দোয়া করি যাতে
আল্লাহ তাআলা দ্রুত পূর্ণাঙ্গতায় পৌঁছান।^১

শোকবার্তা- ৯৩

মসজিদে কাকরাইল (বাংলাদেশ) মারকাজ নিজামুদ্দিনের অধিনিষ্ঠ শুরা
সদস্যদের পক্ষ থেকে

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ
আহমাদ পালনপুরি নাওয়ারালাহু মারকাদাহুর শ্রেয় পরিবারবর্গ ও
আত্মীয়স্বজন!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
এই দুনিয়া থেকে একজন আলেমে রাব্বানির তিরোধান শ্রেফ একটি
খান্দান, গোত্র, এলাকা কিংবা একটি দেশের ক্ষতি নয়, বরং এটা মুসলিম
উম্মাহর যৌথ ক্ষতি। আমরা আহবাবে মশোয়ারা বাংলাদেশ- নিজামুদ্দিনের
অনুসারীরা এই দুঃখজনক ঘটনায় নিজেরাও সান্ত্বনা পাওয়ার উপযুক্ত,
তারপরও নিজেদের বন্ধু-বান্ধব ও আহলে ইলম ও উলামায়ে হিন্দ বিশেষত
উলামায়ে দেওবন্দ এবং আহলে দারুল উলুম দেওবন্দের খেদমতে মাসুনন
সান্ত্বনা পেশ করছি। এই শেষ যুগে ধারাবাহিকভাবে অনেক মুসলিহিন ও
উলামায়ে রাব্বানির তিরোধান মুসলিম উম্মাহর মাথার উপর থেকে
বটবৃক্ষের ছায়া উঠে যাওয়ার নামান্তর। হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ
আহমাদ সাহেব পালনপুরি স্বয়ুগে দারুল উলুম দেওবন্দ এবং
উপমহাদেশের উলামাদের মাঝে প্রথম সারির আলেমে দীন ছিলেন। তার
সহচর্যের প্রভাবে এবং তার যবানের বিশেষ এক আন্দাজে বয়ান দ্বারা
মুসলিম উম্মাহর অনেক মাসায়েল সমাধান হচ্ছিল। এই ইলমি সত্তা থেকে

^১. স্বাক্ষরছবিটি বিন্যস্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। -অনুবাদক

.....
অগণিত আহলে ইলম ও সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছিল, এখন তিরোধানে তাদের বড় ক্ষতি হয়ে গেল।

আজ দারুল উলুম দেওবন্দের ইলমের ফুটন্ত এই পুষ্প- আল্লাহ তাআলা একে সর্বদা উদ্দীপ্ত ও উজ্জ্বলই রাখুক- মাকাতিব, মাদারিস, মাসাজিদ এবং মারাকিজের এই পরম্পরা এবং এগুলোর পুষ্পদ্যান ও উপবনের ফলে আহলে বাতিল শঙ্কিত ও পেরেশান। এটা এই মহান ব্যক্তিদের কারণেই। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত সবাইকে তার শান অনুযায়ী উত্তম বিনিময় দান করুন।

اللهم وأكرم نُزْلَهُ، ووسع مُدْخَلَهُ، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

শ্রদ্ধেয়! এই দুঃখজনক ঘটনায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মরহুমের আত্মীয়স্বজন ও ভক্ত, দারুল উলুম দেওবন্দ এবং আমাদের সবাইকে সবরে জামিল এখতিয়ারের তওফিক দান করুন। মরহুমের উলুমে কুদসিয়ার নুর ও উৎকৃষ্টতা দ্বারা পরবর্তীদেরকে আলোকিত ও বেশি থেকে বেশি উপকৃত হওয়ার তওফিক দান করুন। তাকে নিজ রহমতের ছায়ায় আচ্ছাদিত করে স্থায়ীভাবে প্রশান্ত করুন, জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন, আত্মীয়স্বজনকে সবরে জামিলের তওফিক দান করুন এবং পুরো মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

ওয়াসিফুল ইসলাম এবং সমস্ত শুরা সদস্যবৃন্দ, দাওয়াত ও তাবলিগ বাংলাদেশ
অধীনস্থ, আলমি মারকাজ বস্তি হযরত নেজামুদ্দিন

শোকবার্তা- ৯৪

প্রেরক: মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দিন ইয়াঙ্গুনি

জামেআ সাইয়েদুনা আবু বকর সিদ্দিক ইয়াঙ্গুন, মিয়ানমার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় ভাই হযরত মাওলানা ইবরাহিম সাইদি কাসেমী সাহেব এবং অন্যান্য
ভাইবৃন্দ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

গত ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ইলমে দীনের সাথে সম্পৃক্তদের জন্য যে হৃদয়ভাঙ্গা সংবাদ আসে তা হচ্ছে, উস্তাযুল আসাতিজা, ফকিহুল আসর, মহান মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর মৃত্যুর ঘটনা। হযরতে আকদাসের সত্তা এমন এক বর্ণাধারা ছিল, যা থেকে না শুধু উপমহাদেশ, বরং আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ, বাংলাদেশ এবং বার্মার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মুসলমানরা উপকৃত হতে ছিল। যিনি এই অধঃপতনের যুগে সুন্যাহর অনুসরণের ওপর ভিত্তিশীল দীনে খালেস দিন এবং ত্রুটি ও গোলমালহীন সমবাকে প্রায়োগিক আকৃতিতে মূর্ত করে দেখিয়েছেন। যিনি নিজের কথা, কর্ম এবং কর্ম দীক্ষার মাধ্যমে শরিয়ত ও তরিকতের উৎকৃষ্ট সমন্বয় ব্যাপক করে আকাবিরদের ফয়েজ ও জ্ঞানকে জীবিত ও নবায়ন করেছিলেন। আজ এই পবিত্র ব্যক্তিত্ব আমাদের থেকে বিচ্ছেদ হয়ে গেছেন এবং আমরা এই বর্ণাধারা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আল্লাহ তাআলা বিশেষ কৃপায় হযরত মুফতি সাহেব রাহিমাহুল্লাহুকে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন, যা এ যুগে বিরল। হযরতের শিক্ষা, দীক্ষা-পদ্ধতি, সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক, তাসাউফ ও সুলুকে আকাবিরে দেওবন্দের উৎকৃষ্ট প্রতিচ্ছবি চমকাত। বিনয়, নম্রতা, সময়ের মূল্যায়ন, নীতির প্রাধান্য, মধ্যপন্থা, সুন্যাহ ও নামাযের পাবন্দি, সহজবোধ্য শব্দে কুরআন, হাদিস, ফিকহ এবং তাফসির ইত্যাদি জ্ঞানের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও বুঝানোর সক্ষমতা ছিল তার অনন্য বৈশিষ্ট্য।

.....
 মরহুম হযরত বার্মায় তিনবার আগমন করেছিলেন, দুই সফরে অধম খেদমতের সৌভাগ্য অর্জন করি। যেহেতু বান্দার শ্বশুরালয় ফসিন বুঢ়ে অবস্থান করতেন। এছাড়াও হযরতওয়ালার সাথে একই বুমে প্রতিরাত অতিবাহিত করার তওফিক হয়েছে, অতঃপর হজের নিয়তে হারামাইন শরিফাইনে গেলে হযরতুল উস্তায মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব পালনপুরি মুদাজিল্লুহ এবং হযরতওয়ালার রাহিমাছল্লাহুর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। তারা অনেক স্নেহের আচরণ করেছেন।

কয়েক বছর পূর্বে প্রথমবার আগমন করলে ইয়াঙ্গুনের অধিকাংশ মসজিদ ও মাদরাসা ভ্রমণ করেন এবং উৎকৃষ্টতর উপদেশমালা দ্বারা বার্মাবাসীকে ধন্য করেন। একটি ঘটনা মনে পড়ল যে, হযরতওয়ালার দ্বিতীয়বার এসে অনেক নম্র আচরণ করেন (কেননা প্রথমবার অনেক কঠোরতার ফলে আমরা খাদেমরা সবাই ভীতবিহ্বল হয়ে যাই) এই ভ্রমণে বড় একজন আলেম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! প্রথমবার তো ভয়-ভীতি ও ঐশ্বর্যের কারণে এবং সংশোধনীর উদ্দেশ্যে আলেমদেরকে তিরস্কারে কারণে আমরা নিকটবর্তী হতে ভয় করতাম। এইবার নম্রতা এখতিয়ার করলেন কেন? হযরতওয়ালার অনেক চমৎকার জবাব দিয়েছিলেন যে, “এইবারও গোস্তাগ হলে দারুল উলুম দেওবন্দের বদনাম হবে, দারুল উলুমের কারণে আমি নিজেকে বদলে ফেলেছি” (সেসময় হযরত মরহুমকে দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক বানানো হয়েছিল) যেহেতু তিনি সত্যকথনে বেনজির ছিলেন এবং (وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ)-এর প্রত্যয়ন ছিলেন। তিনি নীতিবান তো ছিলেনই, কিন্তু স্নেহশীলও ছিলেন। অধমের ওপর হযরতের বিশেষ স্নেহ ও অনুগ্রহ রয়েছে। বার্মায় আসতে বান্দার জন্য তুহফাতুল আলমায়ির পূর্ণ সেট হাদিয়া এনেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে উভয় জগতে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং তার কবরকে আলোকিত করুন।

হযরত মুফতি সাহেবের তিরোধানের সংবাদ অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, ইসালে সওয়াব ও মাগফেরাতের দোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

.....
আমরা সকল খাদেম; হযরতের আত্মীয়স্বজন, মুরিদিন, ভক্ত, অনুরাগী
এবং ছাত্রদের দুঃখ ও বেদনায় বরাবর শরিক এবং আমরা নিজেরাও সান্ত্বনা
পাওয়ার উপযুক্ত। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি যেন সকল
মর্মান্বিতদের সবরে জামিল ও বিরাট বিনিময়ের দৌলত দিয়ে মালামাল
করেন, হযরত মরহুমকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করেন
এবং আপন রহমতে আচ্ছাদিত করেন।

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه، وأكرم نُزُلَه، ووسع مُدْخَلَه، وأبدله داراً خيراً من
داره، وأهلاً خيراً من أهله، اللهم لا تُحرِّمْنَا أَجْرَه ولا تَفْتِنَّا بَعْدَه، اللهم اغفر له
وارحمه، وأسكنه و أدخله الجنة واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره
حفرة من حفر النيران. آمين ثم آمين يا رب العالمين!

মুহাম্মাদ জালালুদ্দিন ইয়াঙ্গুনি

খাদেম, জামেআ সাইয়েদুনা আবু বকর সিদ্দিক ইয়াঙ্গুনি, মিয়ানমার

২ শাওয়াল ১৪৪১ হিজরি

শোকবার্তা- ৯৫

প্রেরক: হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ খালেদ সিদ্দিকি

সাধারণ সেক্রেটারি, জমিয়তে উলামা নেপাল

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হযরত শাইখের ওফাত পুরো উম্মতের জন্য ক্ষতিকর!

উম্মুল মাদারিস দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক
হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রহ. এর মৃত্যুসংবাদ
সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত হই। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি
রাজিউন। হযরতওয়ালা রাহিমাছল্লাহ আনুমানিক অর্ধশতাব্দী থেকে মসনদে
হাদিসের শোভা এবং ইলম ও তাহকিক জগতের শাহানশাহ ছিলেন। তার
জ্ঞানের কিরণ থেকে না জানি কত মানুষ সরাসরি অথবা মাধ্যমে উপকৃত
হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে দারস-তাদরিস, তালিফ-তাহকিক ছাড়াও
হককে হক হিসাবে সাব্যস্তকরণ এবং বাতেল ফিরকার খণ্ডনেও অগাধ

.....
 যোগ্যতা দিয়েছিলেন। আকিদায়ে খতমে নবুওয়াতের জন্য তার চিন্তাধারা এবং মৃত্যু অবধি এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি; নিঃসন্দেহে এটা ইশকে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সাক্ষ্য সাক্ষ্য দিচ্ছে। সামগ্রিক দৃষ্টিকোণে হযরতওয়ালা রাহিমাহুল্লাহ আকাবির-সালাফের স্মৃতি, বরং তাদের সুদর্শন চিত্র ছিলেন।

রিজাল শূন্যতার এ যুগে এমন ব্যক্তিত্ব থেকে দারুল উলুম দেওবন্দ, বরং পুরো উম্মতের বঞ্চিত হয়ে যাওয়া; এটা দারুল উলুমের ক্ষতির পাশাপাশি পুরো উম্মতেরও ক্ষতি। তাই হযরতের ওফাতে জমিয়তে উলামা নেপাল দারুল উলুম দেওবন্দ এবং পুরো উম্মতের খেদমতে সাক্ষ্য প্রকাশ করছে এবং প্রার্থনা করছে যেন আল্লাহ তাআলা হযরতের মর্যাদা বৃদ্ধি করে করেন এবং উম্মতকে হযরতের স্থলাভিষিক্ত ও উত্তম বিনিময় দান করেন। আমিন!

মুহাম্মাদ খালেদ সিদ্দিকি

সাধারণ সেক্রেটারি, জমিয়তে উলামা নেপাল

২৬ রমজান ১৪৪১ হিজরি

যুক্তরাজ্য এবং আফ্রিকার বার্তাসমূহ

শোকবার্তা- ৯৬

প্রেরক: শাইখে তরিকত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সালিম দহোরাতে সাহেব
 প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, ইসলামিক দাওয়াহ একাডেমি লেস্টার (যুক্তরাজ্য)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

শ্রদ্ধেয় হযরত মুফতি মুহাম্মাদ আমিন সাহেব দামাত বারাকাতুহুম এবং
 হযরত মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর সমস্ত
 সাহেবজাদাবন্দ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

মাসনুন সালাম বাদ পরকথা এই যে, গত ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১
 হিজরি তারিখে মুহাদ্দিসে কাবির, ফকিহুন নাফস, বা-আমল আলেম,
 ইয়াদগারে সালাফ, অসংখ্য রচনাবলির লেখক, পূর্ণাঙ্গতার সমন্বয়কারী,

.....
উস্তাযুল আসাতিজা, উম্মুল মাদারিস দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক হযরতে আকদাস মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ এই জগত থেকে স্থায়ী জগতের দিকে রওনা করার সংবাদ আসে। অন্তরে বড় ধাক্কা লাগে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি এবং অন্তর ভেঙ্গে পড়ে। ইল্লালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى.

ইসালে সওয়াব ও দোয়ার তওফিক হয়েছে। মসজিদে ঘোষণার মাধ্যমে শহরবাসীর কাছেও ইসালে সওয়াব ও দোয়ার দরখাস্ত করা হয়েছে। হযরত বুড়ো বয়সে অতিক্রম করছিলেন, কিন্তু মনে এ কথা উদয় হয়নি যে, ইলম ও আমলের এই মূর্ত, মাসলাকে দেওবন্দের পতাকাবাহী ও সংরক্ষক আমাদেরকে এভাবে হঠাৎ বিরহে বিচ্ছেদে ফেলে চলে যাবেন। সবসময়ই এই দোয়া থাকত যেন আয়ু দীর্ঘ হয় এবং তার থেকে উপকৃত হতে থাকুক। কিন্তু বান্দারা আল্লাহর তকদিরের সামনে অক্ষম। যখন মুসলিম উম্মার নৌকা ঘূর্ণাবর্তে এবং চতুর্দিকের ঝড়ে বেষ্টিত, এমতাবস্থায় তার তিরোধান ‘আলেমের মৃত্যু আলমের মৃত্যু’-এর সঠিক প্রত্যয়ন। পূর্ণাঙ্গতার সমন্বয়কারী এমন হস্তিরা দুনিয়া থেকে অতি দ্রুত প্রস্থান করছেন এবং আফসোস এই যে এমন মহৎ ব্যক্তিদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ারও কেউ নেই।

وہ ایک تھے مگر کارواں لگتے تھے * وہ تھے خاک نشیں مگر آسماں لگتے تھے

تیکر عشق و وفا مجسمہ صبر و رضا * وہ استقامت کے کوہِ گراں لگتے تھے

ہزاروں گل ہیں میرے چمن کی زینت * وہ حضرت مفتی سعید خود گلستاں لگتے تھے

ابنہ آئے گا نظر ایسا کمالِ علم و فن * گو بہت آئیں گے دنیا میں رجالِ علم و فن

বাস্তবতা হল, হযরত মুফতি সাহেবের বিদায় না শুধু তার বংশ অথবা দারুল উলুম দেওবন্দের জন্য, বরং মুসলিম বিশ্বের জন্য বিরাট এক দুর্ঘটনা। আজ সেই বাক্যগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে মন চাচ্ছে, যা ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহুর ওফাতে হযরত আব্বাদ বিন আওয়াম

.....
 রাহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন: (يَنْبَغِي لِلْأَهْلِ الْإِسْلَامِ أَنْ يُعْزِّيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَبِي) : ইমাম আবু ইউসুফের ওফাতে মুসলমানরা একে অপরকে সান্ত্বনা প্রদান করা উচিত।

হযরত মুফতি সাহেব দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু থেকে বিমুখী হয়ে একনিষ্ঠতা, পরিশ্রম ও উদ্যমশীলতার সাথে নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সূদূর দীনের খেদমতের জন্য ওয়াকফ করে আমাদের জন্য বিরাট নমুনা রেখে গেছেন। এই মেহনতের ফল এই ছিল যে তিনি নিজের প্রাথমিক জীবন থেকেই উন্নতির সিঁড়ি আরোহণ করেই চলছেন, শেষতক ইলমি জগতে নিজের এক পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সর্বশেষ উপমহাদেশ বরং দুনিয়ার বিরাট বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দের ঐ মসনদে আসীন হন, যাতে কোনো এককালে বসতেন শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দি, মুহাদ্দিসুল আসর আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি, শায়খুল আরাব ওয়াল আজম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানি রাহিমাহুল্লাহ এবং জ্ঞান ও শাস্ত্রের বিদ্বানেরা। তিনি না শুধু এই মসনদের হক আদায় করেছেন, বরং এর মহত্ত্ব ও মর্যাদা শোভিত করেছেন। এমনিভাবে তার রচনাবলি ঈর্ষণীয় গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে, বিভিন্ন মাদরাসায় তার লিখিত কিতাবাদি পাঠ্যভুক্ত। আর কমই মাদরাসা অথবা আলেমের মাকতাবা তার কিতাবাদি থেকে খালি হবে, কেউ যথাযথ বলেছেন:

بغير اس کے ہرگز کسی نہ پائی * فضیلت نہ عزت نہ فرماں روائی
 وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ * جو کرتے ہیں محنت زیادہ

সত্য প্রকাশ ও নিষ্ঠুরতায় তিনি বেনজির ছিলেন, এ ব্যাপারে তিনি কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, দল অথবা প্রভাবশালীকে ভয় করতেন না। প্রশংসা ও নিন্দায় প্রভাবিত হওয়া স্বভাবগত জিনিস, কিন্তু এমনটা মনে হত যে তিনি এই মারহালার অতিক্রম করে গেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে লিখনী ও বক্তব্যে বোঝা-বোঝানোর যে যোগ্যতা দান করেছিলেন, এতে দূরদূরান্ত পর্যন্ত তার অদ্বিতীয় কেউ দৃষ্টিগোচর হত না। তিনি বক্তব্যে সাধারণ

.....
মানুষের আকিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির হেফাজতের খাতিরে সহজ পদ্ধতিতে এমন কঠিন বিষয়বস্তু বয়ান করে মানুষকে আশ্বস্ত করতেন, যার আলোচনা করতে সবাই হিম্মতও করতে পারে না। বারবার দেখা গেছে যে, প্রোথামের আগে অথবা নামায়ে পাঠকৃত আয়াতকে আলোচ্যবিষয় বানিয়ে এমন সমন্বিত ও মনোমুগ্ধকর তাফসির করতেন, মনে হত যেন এখনই কিতাব দেখে এসেছেন। জ্ঞানে এতটা প্রশস্ততা ও গভীরতা ছিল যে, মানুষ আশ্চর্য ও হয়রান হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকত!

আমার যবান হযরতের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ সঠিকভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম নই। বিচক্ষণ ও আহলে দিল বুজুর্গরাই তার আসল মর্যাদা বুঝতে সক্ষম, কিন্তু এতে কারো দ্বিমত নেই এবং এ কথা সূর্যের চেয়েও সুস্পষ্ট বিষয় যে, তিনি বর্তমান যুগের সেরা স্বতন্ত্র আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের বদৌলতে ইলম ও আমলের জাঁকজমক প্রতিষ্ঠিত ছিল। যদ্বারা দারুল উলুম দেওবন্দ আবাদ ও আলোকিত ছিল। তিনি ছিলেন গ্রহণযোগ্য শিক্ষক, বিশিষ্ট বক্তা, সফল লেখক, সততা ও নিষ্ঠার মূর্ত, অমুখাপেক্ষী ও তাকওয়ার প্রতীক, উপদেশ, কল্যাণকামিতা ও সত্যকথনে স্বতন্ত্র এবং অত্যন্ত মেধাবী ও বিচক্ষণ। তাকে এবং তার কৃকৃত কাল স্মরণ করতে থাকবে। দৃঢ় প্রত্যাশী যে, তার জীবনের অনেক দিকদিগন্ত জীবনচরিতের আকৃতিতে আলোকময় হয়ে সামনে আসবে, যা থেকে উলামা ও তলাবা অনেক কিছু শিখতে পারবে। এছাড়া এও আশাবাদী যে, জ্ঞান ও দর্শনে ভরপুর তার ওয়াজও কিতাবের আকৃতিতে বিন্যস্ত হয়ে প্রকাশিত হবে, যাতে করে কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ এগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে।

হযরত মুফতি সাহেব যুক্তরাজ্যেও আগমন করতেন, আমাদের একাডেমিকেও নিজের শুভাগমন ও দোয়ায় ধন্য করতেন। বান্দাও তার স্নেহ ও মহব্বতে উপকৃত হতে ছিলাম। তিনি যেখানেই যেতেন আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দের মিশন নিয়ে যেতেন এবং বিদেশের মাটিতে সালাফের পদ্ধতিতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ফিকির করতেন। মতাদর্শের স্থিতির জন্য উর্দু ভাষা শিক্ষা ও প্রসারের ওপর তাগিদ দিতেন এবং দীনের খাদেমদেরকে সাহস যোগাতেন এবং সামনে অগ্রসর হতে উৎসাহ প্রদান করতেন। এ অধ্যায়ে তিনি বড় প্রশস্তমনা ও নিবেদিত ছিলেন।

অন্তরের গহীন থেকে প্রার্থনা করি, যেন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত মরহুমকে ক্ষমা করে দেন, তার কবরকে নুরে এলাহির বারিধারা বানিয়ে দেন, জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করেন এবং তার দীনি ও ইলমি খেদমতসমূহ কবুল করেন। তার আধ্যাত্মিক ও আপন সন্তানদের মাধ্যমে— যাদের সংখ্যা হাজারের অধিক— এবং রচনাবলির মাধ্যমে তার ইলমি ও রুহানি ফয়েজ কেয়ামত পর্যন্ত চলমান রাখেন এবং দারুল উলুম দেওবন্দ ও উম্মতেক তার উত্তম বিনিময় প্রদান করেন। দীনের এই দুর্গের হেফাজত করেন এবং এর ফয়েজ কেয়ামত অবধি চালু ও অবিরাম রাখেন। আত্মীয়স্বজনকে সবরে জামিল ও বিরাট প্রতিদান দান করেন। (আমিন) ওয়াসসালাম।

বান্দা মুহাম্মাদ সালিম দহোরাতি

খাদেমুল হাদিস, ইসলামিক দাওয়াহ একাডেমি লেস্টার, যুক্তরাজ্য
২৭ শাওয়াল ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৯ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকবার্তা- ৯৬

প্রেরক: হযরত মাওলানা ইসমাইল সাহেব সাদিউত রাভিদারভি
পরিচালক, জামেআ সিরাজুল উলুম লন্ডন (ইউ/কে)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি কুদ্দিসা সিরবুহুর ব্যক্তিত্ব বিরল ছিল। তিনি দীনের খেদমতের জন্য নিজের জীবনকে নিবেদিত করেছিলেন। এই লক্ষ্য নিয়েই তিনি দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছেছেন এবং এই লক্ষ্যের পূর্ণাঙ্গতায় তিনি এই ধ্বংসশীল জগৎ ত্যাগ করেছেন। প্রতি বছর রমজানুল মোবারকের শুরুতে হযরত আমাকে বলতেন: “ইসমাইল! বরকতময় মাস এসে গেছে। আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দারা এই বরকতময় মাসে নিজের রবের সাথে সাক্ষাতে মিলবেন”— তার এই কাঙ্ক্ষিত বাণী

.....
সম্পর্কে কীই-বা বলব, তিনিও এসব নেককারদের আলোকিত দলে
অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন।

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و پریدا

তার তিরোধানে সৃষ্ট শূন্যতা আল্লাহ তাআলাই পূরণ করবেন। আল্লাহ তাআলার প্রশস্ত রহমতের কাছে বড় আকাঙ্ক্ষার সাথে প্রার্থনা করি যেন তিনি উম্মতকে হযরতে আকদাসের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন। হযরতের পরিশ্রমগুলো কবুল করেন, খেদমতগুলোকে তার মাগফিরাত এবং জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম প্রাপ্তির মাধ্যম বানিয়ে দেন। তার আত্মীয়স্বজনকে সবরে জামিলের তওফিক দান করেন, বিশেষ করে তার ছেলে-মেয়ে এবং পরিবারকে। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা সমস্ত আধ্যাত্মিক সন্তানাদি এবং পুরো উম্মকে সবরে জামিল দান করেন। রাব্বুল ইজ্জত তার সন্তানাদি ও তাদের বংশধরকে দীনের খেদমতের জন্য ভরপুর কবুল করেন এবং তাদেরকে সর্বদিক থেকে নিজের হেফাজত ও নিরাপদে রাখেন। আমিন!

ইসমাইল সাদিউত রাভিদারভি
খাদেম, জামেআ সিরাজুল উলুম লণ্ডন (ইউ/কে)

শোকবার্তা- ৯৮

প্রেরক: হযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ সাহেব সালুজি
প্রিন্সিপাল, দারুল উলুম জাকারিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

শ্রদ্ধেয় জনাব মাওলানা ওয়াহিদ আহমাদ, মাওলানা আহমাদ সাইদ,
মাওলানা হুসাইন আহমাদ এবং মরহুম আল্লামা মুফতি সাইদ আহমাদ
সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর অন্যান্য সাহেবজাদাবন্দ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ
আপনাদের সম্মানিত পিতা হযরত আল্লামা মুফতি সাইদ আহমাদ সাহেবের
তিরোধানের বেদনাদায়ক সংবাদ শুনে অন্তরের যে অবস্থা হয়েছিল তা
বর্ণনার প্রয়োজন নেই। যেহেতু এটা শুধু একজনের মৃত্যুর ঘটনা নয়, বরং
এমন একজন মমতাজ আলেম, বিরাট ফকিহ ও মুহাদ্দিস, দূরদর্শী লেখক
ও মুহাক্কিক, অতি সফল ও বিরল শিক্ষক এবং মাকবুল ও মাহবুব দাঈ
ইলাল্লাহর মৃত্যু ছিল, যার ব্যাপারে “আলেমের মৃত্যু আলমের মৃত্যু” এবং
“জাতির কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে” বলা হয়েছে। কিন্তু একজন মুমিন বান্দার
বৈশিষ্ট্য হল, সে এমন নাজুক ও মর্মান্তিক ঘটনা এবং দুঃখ ও বেদনার
সামনে সারেভার হয় না, বরং আল্লাহর তকিদরের প্রতি পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট
থেকে সেই কথাই বলে, যার শিক্ষা আমাদেরকে নিচের আয়াতে কারিমায়
দেওয়া হয়েছে :

﴿وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾
﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾

অনুবাদ: আর অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা,
মাল ও প্রাণ এবং ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে। আর সুসংবাদ দাও
সবরকারীদেরকে। তারা ঐসব লোক, তারা যখন বিপদে পতিত হয়, তখন
বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর মালিকানাধীন এবং নিশ্চয় আমরা তার-ই
দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। এ সমস্ত লোকদের প্রতিই রয়েছে তাদের
পালনকর্তার পক্ষ থেকে অফুরন্ত অনুগ্রহ এবং বিশেষ রহমত। আর এ সব
লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত! [সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫৫-১৫৭]

إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى

নিশ্চয় আপনাদের সম্মানিত পিতা রাহিমাহুল্লাহ যে অবিনশ্বর ও উজ্জ্বল
রচনাবলি বিশ্বে রেখে গেছে, তা শুধু আপনাদের সকলের নয়, বরং বিরাট
ইসলামিক বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দ (তিনি যার প্রতিপালিত এবং

নিজ সময়ে দেওবন্দের ইলমি সিপাহসালার এবং পূর্বসূরীদের রীতিনীতির
বাণীবাহী ছিলেন) বরং হিন্দুস্তানের মুসলিম উম্মাহর শ্রদ্ধা ও গর্বের পাত্র
ছিলেন। তার এই রচনাবলি ও কৃত্ত্ব এতটা সুস্পষ্ট যে এগুলোকে ব্যাখ্যা
করা সূর্যেও সামনে চেরাগ রাখার নামান্তর। আমরা এই নাজুক ও
বেদনাদায়ক মুহূর্তে আপনাদের সকলের খেদতমতে মাসনুন সান্ত্বনা পেশ
করছি এবং প্রার্থনা করছি:

عظم الله عز وجل أجوركم، وأحسن عزاءنا وعزاءكم، وجعلكم خير خلف لخير
سلف، ونسأله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويسكنه فسيح جناته، وجعل فضائله
وما قدم للإسلام والمسلمين والعلوم الإسلامية وطلبتها في ميزان حسناته، يوم لا
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

শোকপ্রকাশে

(১) শাব্বির আহমাদ (প্রিন্সিপাল, দারুল উলুম জাকারিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা)

(২) রেজাউল হক (শায়খুল হাদিস, অত্র দারুল উলুম)

(৩) আবদুল কুদ্দুস কাসেমি নিরানভি (শিক্ষক, অত্র দারুল উলুম)

(৪) আব্বাস আদম নদবি (শিক্ষক, অত্র দারুল উলুম)

এবং অত্র দারুল উলুমের সমস্ত শিক্ষকবৃন্দ

২৬ রমজানুল মোবারক ১৪৪১০ হিজরি

শোকবার্তা-৯৯

মাওলানা আব্বাস আলি জিনা (সভাপতি, জমিয়তে উলামা সাউথ আফ্রিকা)
এবং মাওলানা জহির আহমাদ রাকি (মুহতামিম, জামেআতুল উলুম
আলইসলামিয়া সাউথ আফ্রিকা, জোহানসবার্গ)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বখেদমতে হজরদ মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম সাহেব দামাত
বারাকাতুহুমুল আলিয়া

(মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا
آنکھ حیران ہے، کیا شخص زمانے سے اٹھا

.....

বাস্তবতা হল, হযরত মুফতি সাহেবের ওফাতের সংবাদ আমরা খুদ্দামে জমিয়তে উলামা সাউথ আফ্রিকা/আসাতিজায়ে মাদরাসা জামেআতুল উলুম আলইসলামিয়া সাউথ আফ্রিকা, রোকনে শুরা, কর্তৃপক্ষসহ সকল আলেমদের অন্তর বিদীর্ণ করে দিয়েছে। এই ঘটনায় আমরা অনেক বিচলিত। আমরা আপনাদের দুঃখে ও বেদনায় বরাবর শরিক। আর সাত্ত্বনা পেশ করছি, বিশেষভাবে দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম সাহেবের খেদমতে এবং সাধারণভাবে উলামায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ, খাদেম ও শুরা সদস্যবৃন্দের খেদমতে। আর দোয়া করি যেন আল্লাহ তাআলা মরহুম হযরত মুফতি সাহেবকে পরিপূর্ণ ক্ষমা করে দেন এবং তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করেন। আপনাদের সবাইকে, বন্ধুবান্ধব, ভক্ত, সন্তানাদি ও আত্মীয়স্বজনকে সবরে জামিল দান করেন এবং দারুল উলুম দেওবন্দকে নিজের তরফ থেকে উত্তম বিকল্প দান করেন। আমিন! ওয়াসসালাম।

পক্ষে:

মাওলানা আব্বাস আলি জিনা উফিয়া আনহু
সভাপতি, জমিয়তে উলামা সাউথ আফ্রিকা

পক্ষে:

জহির আহমাদ রাকিব উফিয়া আনহু
মুহতামিম, জামেআতুল উলুম আলইসলামিয়া সাউথ আফ্রিকা, জোহানসবার্গ

.....

মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হজরতে আকদাস মাওলানা মুফতি সাইদ আহমাদ পালনপুরি রহ. মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দের পাহাদার ও পতাকাবাহী ছিলেন। এ কারণে দারুল উলুম দেওবন্দের শ্রদ্ধেয় মজলিসে শুরা এ বিষয়ে একটি কিতাব লিখতে তাকে অনুরোধ করেছিল। মজলিসে শুরা অনুষ্ঠিত ১৬-১৭ শাবান ১৪৩৭ হিজরি হযরত মুফতি সাহেবের কাছে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করে। যার নমুনা নিচে দেওয়া হল:

“

দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্রদেরকে আকাবিরের মতাদর্শ ও চিন্তাধারা সম্পর্কে অবগত করার বিষয়টি আলোচনায় আসে, এ ব্যাপারে মজলিসে শুরা হযরত সদরুল মুদাররিসিনের কাছে অনুরোধ করছে যে, তিনি ‘দেওবন্দিয়াত কী’ শিরোনামে একটি লেখা বিন্যস্ত করে দেন, যাতে আকাবিরদের মানহাজ, মতাদর্শ ও মেজাজ সুস্পষ্ট করা হবে। এ বিষয়ে লেখা হযরত মাওলানা কারি মুহাম্মাদ তায়্যিব সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর কিতাবও নজরে রাখবেন।

”

১. বইটির নাম : উলামায়ে দেওবন্দ কা দীনি বুখ আওর মাসলাকি মেজাজ, পৃষ্ঠাসংখ্যা: ১৯৬। বইটির অনুবাদ হওয়া দরকার।- অনুবাদক

যখন এই প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিল তখন হযরতওয়ালা তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআনের পূর্ণাঙ্গতার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তারপর আসান বয়ানুল কুরআনের পুনঃনিরীক্ষণ ও সংশোধনের কাজে মগ্ন হয়ে যান। ফলে প্রস্তাব পূরণে বিলম্ব হয়ে যায়। অতঃপর আসান বয়ানুল কুরআনের পুনঃনিরীক্ষণ ও মুদ্রণকাজ থেকে ফারোগ হয়ে হযরতওয়ালা এ বিষয়ে লিখতে শুরু করেন। ভূমিকাস্বরূপ কিছু কথা লেখার পরে বিষয়টি আরও অতিরিক্ত বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বোম্বে চলে যান। কিছুদিন পরে সুস্থ হয়ে বোম্বেই ছোট মেয়ের বাসায় চলে যান। পরে বিলকুল সুস্থ হয়ে গেলে দেওবন্দ ফেরার ইচ্ছা পোষণ করেন, কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে দেশজুড়ে লকডাউন থাকায় বাধ্য হয়ে বোম্বে অবস্থান করতে হল; দেওবন্দ আসতে পারেননি। পরিশেষে ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মঙ্গলবারে ধ্বংসশীল এই জগত থেকে বিদায় নেন। ফলে মজলিসে শুরার প্রস্তাবিত আবেদন অপূর্ণাঙ্গ রয়ে গেল। তবে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় অধম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হযরতওয়ালার বিভিন্ন লিখনি যা তার বিভিন্ন কিতাবাদিতে বিক্ষিপ্ত আছে, সেগুলো উপস্থাপন করা যৌক্তিক মনে করছি। ইনশাআল্লাহ, এই লেখাগুলো আলেমদের জন্য উপকারী এবং উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শ বুঝতে সাহায্যকারী ও মদদগার প্রমাণিত হবে। তিনি তার অপ্রকাশিত রচনা ‘দেওবন্দিয়াত কী’ বই মাসনুন খুতবার পরে নিম্নোক্ত শিরোনাম ও পাঠ্যাংশের দিয়ে শুরু করেছেন:

দারুল উলুম দেওবন্দের মতাদর্শ

দারুল উলুম দেওবন্দের চার নং বিধি এরকম:

“

(৪) দারুল উলুম দেওবন্দের মতাদর্শ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হানাফি মাজহাব^১ এবং এর মহান প্রতিষ্ঠাতাদ্বয় হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ

^১. এখানে হানাফি মাযহাবের বন্ধন তাহাফফুজ তথা সতর্কতার জন্য, তাআলুম তথা পড়ার জন্য নয়। চারই মাযহাবের ছাত্রদের জন্য দারুল উলুম দেওবন্দের দরজা খোলা,

.....
কাসেম সাহেব নানুতভি এবং হযরত মাওলানা রশিদ আহমাদ সাহেব
গাঙ্গুহি কুদ্দিসা সিরবুহুমার মতাদর্শ মাফিক হবে।

”

দেওবন্দিয়াত কী

হযরতওয়ালা তার অপ্রকাশিত বই ‘দেওবন্দিয়াত কী’ এর একজায়গায়
লিখেন:

“এখানকার তলাবাগণ এবং বাইরের মানুষ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন:
দেওবন্দিয়াত কী? আমি তাদেরকে সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে থাকি যে,
দেওবন্দিয়াত: (إحياء بدعت) বিদআতের মূলোৎপাটন এবং (أحياء سنت)
সুন্নাহর জীবনদানের আন্দোলনের নাম। আবার কখনো জবাব দিই যে,
দেওবন্দিয়াত: ইসলামের সংশোধিত এডিশনের নাম।”

এর ব্যাখ্যায় হযরতওয়ালা কিতাবের অন্যত্র লিখেছেন:

একটি যথার্থ ঘটনা

সূরা হাদিদের ১৬ নং আয়াতে রয়েছে:

﴿لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا
كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ
فَاسِقُونَ﴾

অনুবাদ: ইমানদারদের জন্য কি এখনো সময় হয়নি যে, তাদের অন্তর
আল্লাহর উপদেশের সামনে এবং আল্লাহর নাজিলকৃত দীনের সামনে মাথা
নত করবে। হবে না সেসব লোকের ন্যায়, যাদেরকে ইতিপূর্বে আসমানি
কিতাব দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিস্টান, অতঃপর এ অবস্থায় তাদের
ওপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। তারপর তাদের অন্তর নিষ্ঠুর হয়ে যায়।

বিভিন্ন মাজহাবের ছাত্ররা নিজেদের ফিকহ পড়ে হাদিস শরিফ অধ্যয়নের জন্য এখানে
এসে থাকেন, তবে শুরার সদস্য হওয়ার জন্য এই শর্ত আবশ্যিক।- সাঈদ আহমাদ।

.....
আর তাদের অনেক লোক আজ আনুগত্যের সীমাতিক্রমকারী। [সূরা হাদিদ, আয়াত : ১৬]

উপরিউক্ত আয়াতে একটি সুন্নাতে ইলাহির বিবরণ রয়েছে। যখনই কোনো ধর্মের ওপর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়, তখন সাধারণ মানুষের অন্তর শক্ত হয়ে যায়। আমলেও শিথিলতা সৃষ্টি হয় এবং নতুন নতুন রুসম-রেওয়াজ অস্তিত্ব লাভ করে। আর এভাবে ধর্মের মূল চিত্র বিকৃত হয়ে যায়। অতীতের উম্মতেরা এভাবে বিকৃত হয়ে বিলুপ্ত হত, পরে অন্য নবি প্রেরিত হতেন এবং দীনের সংস্কার করতেন।

শেষ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যেহেতু নতুন কোনো নবি আসবেন না, এ কারণে তার আনীত ধর্ম কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এজন্য এ উম্মতের ব্যাপারে আল্লাহর রীতি এইযে, দীর্ঘ এক যুগ পরে মুজাদ্দিদের আগমন ঘটে, যিনি বিকৃতি উচ্ছেদ করে ধর্মকে মূল আকৃতিতে ফিরিয়ে নেন। যেমন নতুন কাপড় পরলে এক সপ্তাহ পরে ময়লাযুক্ত হয়ে যায়, কিন্তু মানুষ একে ফেলে দেয় না; বরং ধোপার কাছে দেওয়া হয়। সে ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফিরিয়ে দেয়। এমনিভাবে মিল্লাত ময়লাযুক্ত হলে মুজাদ্দিদ এর অবস্থা সংশোধন করেন।

একটি উদাহরণ: মনে করুন, অনেক বড় একটি বিল্ডিং আছে এবং তা ব্যবহৃতও হচ্ছে। যদি এর খোঁজখবর না নেওয়া হয়, তাহলে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরে এ তিনটি জিনিস অবশ্যই সৃষ্টি হবে:

ক. বিল্ডিংয়ের ছাদে মাকড়সা জাল বুনা করবে, অতঃপর জালগুলো পুরাতন হয়ে ঝুলে থাকবে। মাকড়সার এই জালে মাছি আটকা পড়ে এবং মাকড়সা এগুলো ভক্ষণ করে। জালগুলো বিদীর্ণ হয়ে গেলে মাকড়সা নতুন করে জাল বুনা করে এবং পুরাতন জালগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে ঝুলে থাকে। ফলে ছাদ বিশীভাব মনে হয়।

খ. দেয়ালের প্রিন্টিং মিটিমিটে হয়ে যাবে এবং দাগ দৃষ্টিগোচর হবে।

গ. আগ্নিনায় অবিরাম চলাচলের কারণে পরিখা তৈরি হবে, যেমনটা ট্রাফিকের কারণে সড়ক ফেটে যায়।

এমতাবস্থায় মুজাদ্দিদ বাঁশের আগায় ঝাড়ু বেঁধে, প্রিন্টের বালতি ও ব্রাশ হাতে এবং পাত্রে মসলা ও হাতনি নিয়ে আগমন করেন। সর্বপ্রথম ছাদের

.....
জাল পরিক্ষার করেন, তখন বিদআতের সহযোগীরা সামনে এসে বলে: আপনি কী করছেন? এগুলো তো ফানুস, এগুলো তো ছাদের শোভা। মুজাদ্দিদ বলেন: এগুলো ফানুস নয়, এগুলো মাকড়সার জাল; এগুলো পরিক্ষার করলে ছাদ মূল আকৃতিতে দৃষ্টিগোচর হবে।

অতঃপর তিনি প্রিন্টের বালতি খুলেন এবং ব্রাশ দ্বারা নতুন করে রঙ করেন। তখন সেউ পুরাতন রীতিনীতির অনুসারীরা এসে বলে: করছেনটা কী? এগুলো তো দেয়ালের ডিজাইন, এতেই দেয়ালের শোভা! মুজাদ্দিদ বলেন: এগুলো দাগ; নতুন করে কালার করলেই দেয়াল শোভা পাবে। অতঃপর পরিখায় মসলা ঢেলে হাতনি দ্বারা ভরাট করেন, তখন কুসংস্কারের সাপোর্টাররা পুনরায় সামনে এসে বলে: কী করছেন? এই পরিখাগুলো এজন্য রাখা হয়েছে, যাতে পথিক পিছলে না যায়। এগুলোকে এভাবেই থাকতে দিন। মুজাদ্দিদ বলেন: এগুলো ভরাট করলেই-তো আঙ্গিনা সুন্দর মানাবে।

মুজাদ্দিদ এবং রুসম-রেওয়াজের অনুসারীদের মাঝে এই দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলতে থাকবে। মুজাদ্দিদ নিজ দায়িত্ব আদায় করতে থাকবেন এবং বিরোধীরা আপন জেদে গোঁ ধরে থাকবে। কিন্তু এই মিল্লাতের সাথে আল্লাহর চিরনীতি এটাই যে, সময়ে সময়ে এ ধরনের মুজাদ্দিদ আসতে থাকবেন, যাতে দীনের মূল্যাকৃতি বিকৃত না হয়ে যায়। বরং দীন মূল আকৃতির দিকে ফিরে আসে।

আগে ভূপৃষ্ঠে দূরত্ব ছিল, বিদায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নবি প্রেরিত হতেন। অতঃপর যখন দূরত্ব সঙ্কুচিত হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে তখন খাতামুন নাবিয়্যিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী সকল মানুষের দিকে প্রেরিত হন। আজকের পৃথিবী এতটা উন্নীত হয়েছে যে, সকল মানুষ একই পরিবারের মতো হয়ে গেছে।

সুতরাং প্রথমে মুজাদ্দিদও পৃথক পৃথক রাষ্ট্র ও ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় আসতেন, অতঃপর যোগাযোগের মাধ্যম উন্নীত হওয়ার সময় নিকটবর্তী হলে বিশ্বব্যাপী মুজাদ্দিদের আগমন ঘটে। আর ঐ বিশ্বব্যাপী মুজাদ্দিদ হল, দারুল উলুম দেওবন্দ এবং এর মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামি মক্তব ও আরবি মাদরাসাসমূহ। তারা সবাই মিলে দীন সংস্কারের কাজ আঞ্জাম

.....
 দিয়েছেন। এরই নাম দেওবন্দিয়াত। ধর্মকে মূল গঠনের দিকে ফিরানোই—
 এর মিশন।

আমার বড় মামা যিনি হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ. এর ছাত্র ছিলেন, ডাবিলের শেষ বছরের ছাত্র ছিলেন। আহলে ইলম ছিলেন, আরবি কিতাবাদি মুতাল্লাআয় অভ্যস্ত ছিলেন। দারুল উলুম দেওবন্দে আমার শিক্ষকতার সময়ের ঘটনা: আমি বাড়ি যাই, মামা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: দেওবন্দ এবং আজহারের মাঝে তফাৎ কী? অদ্ভুত প্রশ্ন ছিল। কেউ কি জিজ্ঞাসা করে, হাতি এবং মশার মাঝে পার্থক্য কী? জামে আজহার হাজার বছর পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে আনুমানিক আশি হাজার ছাত্র পড়ালেখা করে। আর দারুল উলুম দেওবন্দের মাত্র দেড়শ বছর হয়েছে, এতে মাত্র পাঁচ হাজার ছাত্র লেখাপড়া করে। কিন্তু মামুজিকে পার্থক্য বুঝাতে হবে! আমি আরজ করলাম, আজহার হচ্ছে একটি বিদ্যানিকেতন (ইউনিভার্সিটি) এবং দারুল উলুম দেওবন্দ হচ্ছে একটি মিশনের (আন্দোলন) নাম। আজহার নিজের ফুজালাদের দুনিয়া (কর্মসংস্থান) সৃষ্টি করে এবং দারুল উলুম দেওবন্দ ছাত্রদেরকে দীনের মেহনতের জন্য তৈরি করে।

আর এর দলিল হল, আপনি পৃথিবীর প্রান্তপ্রান্ত খুঁজলে খুব অল্পই আজহারি আলেমকে দীনের খেদমত করতে দেখবেন। সারা পৃথিবী অনুসন্ধান করুন, পৃথিবীর বৃহৎ অংশে দারুল উলুম দেওবন্দের ফুজালা অথবা দারুল উলুম দেওবন্দের দিকে সম্বন্ধ মাদরাসার ফুজালাদেরকে দীনের খেদমত করতে দেখবেন। মক্তবের লাইনে, আরবি মাদরাসার মাধ্যমে এবং তাবলিগ জামাতের মাধ্যমে দীনের ফিকিরকারী এদেরকেই পাবেন। এরা ফারেগ হয়ে ঘরে বসে থাকে না, নিজের দুনিয়া অর্জনে লিপ্ত হয় না; বরং তুচ্ছ বেতনে অথবা বিনা-বেতনে দীনের খেদমতকারী তাদেরকেই পাবেন।

এমনিভাবে আপনি কোনো ইসলামিক কুতুবখানায় প্রবেশ করুন, দেখবেন দীন সংক্রান্ত একশতম কিতাব কোনো আজহারি আলেমের লেখা এবং প্রত্যেক দশম কিতাব ফুজালায়ে মাদারিসের। মামুজান রাহিমাহুল্লাহ আমার কথা শুনে সমর্থন জানান। কেননা তাজদিদে দীন তথা দীন সংস্কারের কাজ মাদারিসে ইসলামিয়া পড়োয়ারাই আঞ্জাম দিচ্ছেন।

.....
দ্বিতীয় উদাহরণ: একটি বলে লাথি মারলে তা দূর পর্যন্ত গড়াইয়া যায় এবং রাস্তায় ময়লা থাকলে অবশ্যই ময়লাযুক্ত হবে। যে দীন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আজ পনেরোতম শতাব্দীতে প্রবেশ করেছে, এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে দীন অবশ্যই ময়লার মুখোমুখি হয়েছে। দীনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন জিনিসও দীনের ভিতরে ঢুকানো হয়েছে। সুতরাং আবশ্যিক ছিল মুজাদ্দিদ আগমন করতে থাকবেন এবং বল^১ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে থাকবেন। প্রথম তিন যুগের শ্রেষ্ঠত্ব হাদিস শরিফ দ্বারা প্রমাণিত। সে যুগগুলো এসব কুসংস্কার থেকে অনেকটাই নিরাপদ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে চিন্তাগত ও আমলগত খারাবি দৃষ্টিগোচর হতে লাগে এবং ভ্রষ্ট ফিরকা অস্তিত্বে আসে। এহেন পরিস্থিতিতে মুজাদ্দিদের পক্ষে এসব ভ্রষ্ট ফিরকার মূলোৎপাটন করাও জরুরি হয়ে দাঁড়ায়, যাতে মানুষ তাদের হাতে শিকার না হয়।

দারুল উলুম দেওবন্দকেও প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই পাঁচটি ফিরকার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ১৫ মহররম ১২৮৩ হিজরিতে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এখনও তা প্রাথমিক অবস্থায় ছিল, এমতাবস্থায় গায়রে মুকাল্লিদরা একটি লিফলেট প্রচার করে এবং ফিকহে হানাফির দশটি মাসআলা নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানায়। এই চ্যালেঞ্জ অখণ্ড ভারতের সমস্ত হানাফিদেরকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্রদের মাঝে। যেন তারাই টার্গেটে ছিলেন। তখনকার সুপুত্র হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. ‘আদিব্লায়ে কামেলা’ লিখে তাদের জবাব দেন। পরে গায়রে মুকাল্লিদরা ‘মিসবাহুল আদিব্লা’^২ নামে এর রদ লিখলে হযরত শায়খুল হিন্দ কুদ্দিসা সিরবুহু ‘ইজাহুল আদিব্লা’ নামে এর দাতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। আজও যার জবাব দেওয়া হয়নি,

১. দীন ইসলাম অভীষ্ট।- অনুবাদক

২. মিসবাহুল আদিব্লাহ: এই নাম ভঙ্গিমাহীন। এই নামের মর্ম হচ্ছে, লেখক আদিব্লায়ে কামেলার দলিলসমূহের বিশ্লেষণ করেছেন। অথচ বইটি আদিব্লায়ে কামেলার খণ্ডনে লেখা হয়েছে। লেখক পরবর্তী সময়ে কাদিয়ানি হয়েছিল। [জলসায়ে তাজিয়াত কা শরয়ি হুকুম: চেতনার মশাল, পালনপুরি কুদ্দিসা সিরবুহু]- অনুবাদক।

.....
কিন্তু তাদের সাথে এখনো আমাদের ঝগড়া-ঝাটি চলমান। উভয় তরফে হাজারো কিতাব অস্তিত্ব লাভ করেছে।

দ্বিতীয় ফিরকা শিয়াদের ছিল। শুধু দেওবন্দই নয়, বরং পূর্ব ইউপি শিয়াদের আখড়া ছিল। আমার মহল্লায় এখনো ইমামবাড়া বিদ্যমান। তারা দীর্ঘদিন রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। বলা হয়, তারা যাকে ইচ্ছা ক্ষমতায় বসাত। তাইতো দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা নানুতাবি কুদ্দিসা সিরবুহু পাঁচশ পৃষ্ঠায় ‘হাদিয়াতুশ শিয়া’ বই লিখেছেন এবং এত বড় কলেবরে ‘আবে হায়াত’ লিখেছেন। অপর প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা রশিদ আহমাদ সাহেব গাঙ্গুহি কুদ্দিসা সিরবুহু ‘হেদায়াতুশ শিয়া’ রচনা করেছেন। মাওলানা খলিল আহমাদ সাহেব সাহারানপুরি কুদ্দিসা সিরবুহুও তাদের বিরুদ্ধে কিতাব লিখেছেন। অদ্যাবধি এই ধারাবাহিকতা চলমান, তবে এখন এতে তুরা বাকি থাকেনি। কারণ, দেওবন্দ এবং পূর্ব ইউপি এখন মোটামুটি শিয়া মুক্ত। নানুতা, আমরোহা ইত্যাদিতে থাকলেও তারা নিরব। ফলে আমাদের ফুজালারাও চুপচাপ।

তৃতীয় ফিরকা হচ্ছে নেচারালিজম বা প্রকৃতিবাদের। তারা ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় কলেজ-ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং মুসলমানদেরকে ইংরেজদের চিন্তাদাস বানানোর চেষ্টা করেছিল। এই ফিরকার প্রতিষ্ঠাতার না শুধু কার্যত পদক্ষেপ নিয়েছে, বরং ধর্মকে বিকৃত করার জন্য বিভিন্নভাবে অপব্যখ্যাও করেছে। তাদের মোকাবেলাও করেছেন হযরত নানুতাবি কুদ্দিসা সিরবুহু। ‘তাসফিয়াতুল আকাইদ’ এরই ধারাবাহিকতার অংশ, যাতে প্রকৃতিবাদের নাস্তিকতার খণ্ডন করা হয়েছে।

দারুল উলুম দেওবন্দের চতুর্থ মোকাবেলা হয়েছে ইংরেজ এবং হিন্দুদের মহাজোটের সাথে। ‘মেলায়ে খোদাশনাসি’ প্রকাশিত পুস্তিকা। সেই সেমিনারেও হযরত নানুতাবি কুদ্দিসা সিরবুহু বক্তব্য প্রদান করেন। হিন্দুদের নতুন একটি ফিরকা আর্য সমাজ সৃষ্টি হলে তাদের সাথেও হযরত নানুতাবির মোকাবেলা হয়। তাদের খণ্ডনে তার বিভিন্ন কিতাবাদি রয়েছে। যেমন: হুজ্জাতুল ইসলাম, ইনতিসারুল ইসলাম এবং কুবলা নুমা ইত্যাদি। পঞ্চম ফিরকা ছিল পির পূজারীদের। দারুল উলুম দেওবন্দ যখন সমাজ শুদ্ধির চেষ্টা শুরু করে, তখন প্রথমদিকে বাদাযুনি আলেমরা মোকাবেলায় উত্তীর্ণ হয়, অতঃপর এ ময়দান বেরলভি আলেমরা দখলে নেয়। এই ঝগড়া

.....
আজও চলমান। তাদের মোকাবেলায় হযরত মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহির নেগরানিতে মাওলানা খলিল আহমাদ সাহারানপুরি ‘আলবারাহিনুল কাতিআ’ নামক বই লিখেছেন।

মোটকথা, এসব বাতিল ফিরকার বিরুদ্ধে দারুল উলুম প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মোকাবেলা শুরু হয়ে যায় এবং ফুজালারা এ ব্যাপারে অসম কৃতিত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। ওরা তো ভ্রষ্ট ফিরকা ছিল, যাদের সাথে প্রথম দিন থেকেই মোকাবেলা শুরু হয়ে যায়। অতঃপর দারুল উলুম প্রতিষ্ঠার পরপরই মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানি নবুওয়াতের দাবি করে বসে এবং ফিতনা বাড়তে থাকে। তখন অন্যান্যদের ছাড়াও ফুজালায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ তার মোকাবেলা করেছেন। এ বিষয়ে হযরত আল্লামা কাশ্মিরি কুদ্দিসা সিরবুহু এবং তার ছাত্রদের সোনালী খেদমত রয়েছে। তারা আদালতে মোকদ্দমা লড়েছেন, মিছিল করেছেন এবং সারা বিশ্ববাসীকে জানান দিয়েছেন যে, কাদিয়ানিরা অমুসলিম।

অতঃপর স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় ‘মওদুদি আন্দোলন’ শুরু হয়, এর প্রতিষ্ঠাতা ইকামতে দীন ও হুকুমতে ইলাহিয়া প্রতিষ্ঠা করাকে দীনের মৌলিক উদ্দেশ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর চিন্তাগতভাবে বল মুসলিমলীগের পাল্লায় চলে যায়। সুতরাং লীগি মন-মানসিকতার লোকেরা এই আন্দোলনের সহযোগী হয় এবং দেশ ভাগের সময় মওদুদিবাদের প্রতিষ্ঠাতা এবং এই আন্দোলনের সমর্থক উলামারা হযরত করে পার্শ্ববর্তী দেশে চলে যান।

যখন এই দল দিল্লিতে বৈঠক করে এবং গঠনতন্ত্র উপস্থাপন করে, তখন এর দ্বিতীয় দফা এরকম ছিল: “এই জামাতের কর্মীরা শ্রেফ আল্লাহ এবং তার রাসুলের মানসিক দাসত্ব করবে”- এর ওপর হযরত শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি কুদ্দিসা সিরবুহু তাকে ধরলেন যে, সাহাবাদের ব্যাপারে বল, তারা সত্যের মাপকাঠি কিনা? হানাফিরা তাদেরকে সত্যের মাপকাঠি মানে। (কোনো মাসআলায়) কোনো একজন সাহাবির বক্তব্য ও আমল থাকলে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ এতে গবেষণা করতেন না, বরং তাদের বক্তব্য ও আমল গ্রহণ করতেন। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম সত্যের মাপকাঠি- এ কথা জামাতে ইসলামি ভাইয়েরা অদ্যাবধি স্বীকার করেননি। উল্টো তারা বলেন, আমরা

.....
কই সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করি? সমালোচনা করা কিংবা সমালোচনা না করা বিষয়বস্তু নয়, বরং বিষয়বস্তু হচ্ছে সত্যের মাপকাঠি হওয়া।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব মুহাদ্দিসে দেহলবি কুদ্দিসা সিরবুহু ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা’য় বিষয়টি বিশদাকারে লিখেছেন যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরব কান্দিত্তে দায়িত্ব পালনে প্রেরিত এবং সাহাবায়ে কেরাম পুরো বিশ্বে দীন পৌঁছানোর জন্য প্রেরিত। সুতরাং তারা ছিলেন রাসুলের রসুল (দূত)। নবির যেভাবে নিষ্পাপ হয়ে থাকেন, তাদেরকেও মাহফুজ মানা জরুরি। দুনিয়ার কোনো ভূখণ্ডে সকল সাহাবায়ে কেরাম একসাথে যাননি, এককভাবে গিয়েছেন। সুতরাং দীন বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদের ওপর ভরসা রাখা জরুরি। আর সত্যের মাপকাঠি হওয়ার উদ্দেশ্যে এটাই। কারণ, পুরো দীন অধ্যাদেশভিত্তিক নয়, কিছু অংশ গবেষণাভিত্তিক। এসব গবেষণামূলক মাসআলাও এ সকল সাহাবায়ে কেরামের ওপর ভরসা করা জরুরি।

বিষয়টি এতটা গড়াইয়েছে যে বেশ কয়েকজন বড় বড় আলেম (হযরত মাওলানা আলি মিয়া সাহেব নদবি রাহিমাহুল্লাহ, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনজুর নুমানি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ) এই আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান। তবে লীগি ধারার লোকদের সমর্থন অব্যাহত ছিল, অথবা যারা পৃথক হয়ে নতুন চিন্তা (ওয়াহিদি চিন্তা) প্রতিষ্ঠা করেছেন, তারাও জামাত থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।^১

১. ওয়াহিদি চিন্তা: ওয়াহিদুদ্দিন খান একজন ভারতীয় ইসলামিক স্কলার ছিলেন। দুই শতাব্দিক কিতাবের লেখক। তার অনেক দৃষ্টিভঙ্গি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিপরীত। যেমন: শাতিমে রসুলের ব্যাপারে তার মত হল, তাকে হত্যা করা যাবে না। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দৃষ্টিতে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। এছাড়াও ফুকাহাদের অযথা সমালোচনা করা, জিহাদ-সংক্রান্ত আয়াত-হাদিসের মনগড়া ব্যাখ্যা করা, নুজুলে ইসা, হজরত মাহদি, দাজ্জাল, ইয়াজুজ-মাজুজ ইত্যাদিকে শ্রেফ প্রতীক আখ্যা দেওয়া, খতমে নবুওয়াতের অর্থ বিকৃতি, তাকিলিদে শাখসি অস্বীকার করা ইত্যাদি তার অন্যতম চিন্তাধারা।— অনুবাদক

যেহেতু হযরত শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি কুদ্দিসা সিরবুহুর সম্পর্ক কংগ্রেসের সাথে ছিল, তাই জামাতে ইসলামির সাথে মতানৈক্যকে রাজনৈতিক রঙ দেওয়া হয়েছে, অথচ রাজনীতির সাথে এর আদৌ কোনো সম্পর্ক ছিল না। এটা একান্ত ধর্মীয় বিষয় ছিল। আর যারাই চিন্তাগত বিকৃতি সাধন করবে, তাদের প্রতিহত করা ফুজালায়ে দারুল উলুম দেওবন্দের জিন্মাদারি।

বর্তমানে দারুল উলুম দেওবন্দে সাতটি বিষয়ের ওপর লেকচার পেশ করা হয়: (১) রেজাখানিয়াত (২) মওদুদিয়াত (৩) গায়রে মুকাল্লিদিয়াত (৪) রদে ইসায়িয়াত (৫) হিন্দুয়াজম (৬) শিয়াবাদ (৭) কাদিয়ানিবাদ। দারুল উলুম দেওবন্দে এই ধারাবাহিকতা এ কারণে চালু করা হয়েছে, কারণ ঐশ্বরিক ফিরকার এবং অন্য ধর্মের আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করা জরুরি।

একটি নেহায়েত সমন্বয়কারী লেখা

হাকিমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারি মুহাম্মাদ তায়্যিব সাহেব (সাবেক মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ) এর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব ‘উলামায়ে দেওবন্দ কা দীনি বুখ আওর মাসলাকি মেজাজ’ বইয়ের শুরুতে যে ভূমিকা লেখা হয়েছে তা পূর্ণ সমর্থন করত হজরতে আকদাস মাওলানা মুফতি আহমাদ আলম পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ লিখেন:

হযরত মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি সাহেব কিতাবের শুরুতে যে ভূমিকা লিখেছেন, এতে তীক্ষ্ণদৃষ্টির সাথে কিতাবের পর্যালোচনা করেছেন। আমি তা এখানে উপস্থাপন করা যৌক্তিক মনে করছি:

উলামায়ে দেওবন্দের শিক্ষার মৌলিক উৎস হচ্ছে, কুরআন-সুন্নাহ

উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য আদৌ আলাদা কোনো কিতাব রচনার জরুরত ছিল না, কারণ উলামায়ে দেওবন্দ এমন কোন ফিরকা অথবা গোষ্ঠী নয়, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চিন্তা ও আমলের পৃথক কোনো পথ বেছে নিয়েছেন। বরং ইসলামের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য চৌদ্দশ বছর যাবৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে

.....
কেরামের যে মতাদর্শ চলে আসছে, তাই উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শ।
দীন এবং এর মৌলিক শিক্ষার উৎস হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ। আর কুরআন-
সুন্নাহর সমস্ত শিক্ষা নিজ সমন্বয়কারী আকৃতি ও রূপে উলামায়ে দেওবন্দের
মতাদর্শের ভিত্তি।

উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে

আলাদা কোনো কিতাব রচনার প্রয়োজন নেই

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদার যে-কোনো নির্ভরযোগ্য হাতে
নিয়ে দেখুন, এতে যা কিছু লেখা থাকবে তাই উলামায়ে দেওবন্দের
আকিদা। হানাফি ফিকহ ও উসুলে ফিকহের যে-কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাব
মুতাল্লাআ করুন, এতে যে ফিকহি মাসায়েল ও নীতিমালা থাকবে, তাই
উলামায়ে দেওবন্দের ফিকহি মতাদর্শ। আখলাক ও তাসাউফের যে কোনো
নির্ভরযোগ্য ও স্বীকৃত কিতাব দেখুন, সেই তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধি
আখলাকের অধ্যায়ে উলামায়ে দেওবন্দের উৎস। আশিয়ায়ে কেরাম,
সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবয়্যিন থেকে নিয়ে আউলিয়ায়ে উম্মাত ও
বুজুর্গানে দীন অবধি যেসব ব্যক্তিদের শান এবং ইলমি ও আমলি মহত্ব-
মর্যাদার ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের ইত্তিফাক রয়েছে, সেসব
ব্যক্তিরাই হচ্ছেন উলামায়ে দেওবন্দের জন্য আদর্শ ও অনুসরণযোগ্য।

মোটকথা, দীনের কোন প্রাপ্ত এমন নেই যাতে উলামায়ে দেওবন্দ
ইসলামের প্রসিদ্ধ ও অবিচ্ছদ্য ব্যাখ্যা এবং এর সঠিক মেজাজ ও মাজাকের
সাথে প্রকাশ্যে মতানৈক্য রাখেন। ফলে মতাদর্শের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে
আলাদা কোনো কিতাব রচনার প্রয়োজন নেই। তাদের মতাদর্শ জানতে
হলে তা বিশদাকারে তাফসিরে কুরআনের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি, স্বীকৃত
হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, ফিকহে হানাফি, আকিদা-কালাম এবং তাসাউফ-
আত্মশুদ্ধির সেসব কিতাবাদিতে বিদ্যমান আছে, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে
উম্মতের নিকট নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এই শেষ যুগে এমন দুটি
কারণ সংঘটিত হয়েছে, যার ফলে উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শ, চিন্তাধারা
এবং ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা একটি স্বতন্ত্র রচনাকারে স্পষ্ট করা অনুভব হচ্ছে।

দুটি কারণে স্বতন্ত্র রচনার প্রয়োজন হয়েছে

প্রথম কারণ: ইসলাম মধ্যপন্থার ধর্ম। কুরআনে কারিম মুসলিম উম্মাহকে মধ্যপন্থী উম্মত বলে এ কথার ঘোষণা দিয়েছে যে, এই উম্মতের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মধ্যপন্থা। আর উলামায়ে দেওবন্দ যেহেতু এই দীনের ধারক-বাহক, তাই তাদের মতাদর্শ-মাশরাব এবং মেজাজ-মাজাকে স্বভাবতই মধ্যপন্থা পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। তাদের পথ বাড়াবাড়ি ও শিথিলতার মধ্য দিয়ে এভাবে অতিক্রম করেছে যে, তাদেরকে এই দুই বস্তুর কোনো কিছুই স্পর্শ করেনি।

এটা মধ্যপন্থার বৈশিষ্ট্য যে, বাড়াবাড়ি ও শিথিলতার দুটোই তাদের প্রতি অপবাদকারী। বাড়াবাড়ি তাদের ওপর শিথিলতার অপবাদ আরোপ করে এবং শিথিলতা তাদের ওপর বাড়াবাড়ির অপবাদ আরোপ করে। এ কারণে উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধেও উগ্রবাদী চিন্তাধারার পক্ষ থেকে পারস্পরিক সাংঘর্ষিক প্রোপাগান্ডা আরোপ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ: উলামায়ে দেওবন্দের মধ্যপন্থা এই যে, তারা কুরআন-সুন্নাহর ওপর পরিপূর্ণ ঈমান আনয়ন ছাড়াও সালাফে সালাহিনের ওপর ভরসা এবং তাদের অনুসরণ করাকেও গ্রহণ করে থাকেন। তাদের দৃষ্টিতে কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সালাফে সালাহিনের বক্তব্য এবং তাদের আমলের কেন্দ্রীভূত গুরুত্ব রয়েছে। পাশাপাশি তারা ভক্তি ও মহব্বতকেও নিজেদের মতাদর্শের গুরুত্বপূর্ণ অংশ আখ্যা দেন। কিন্তু অন্যদিকে এই ভক্তি ও মহব্বতকে ইবাদত ও ব্যক্তিপূজার সীমানা পর্যন্ত পৌঁছতে দেন না, বরং স্তর-বিন্যাসের নীতি সর্বদা তাদের দৃষ্টিগোচরে থাকে।

এখন যারা কুরআন-সুন্নাহর ওপর ঈমান ও আমলের দাবিদার, কিন্তু এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সালাফে সালাহিনকে কেন্দ্রীয় মর্যাদা দিতে প্রস্তুত নয়, বরং নিজেদের বুদ্ধি ও চিন্তাকে কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট মনে করে; তারা উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে ব্যক্তিপূজার অপবাদ আরোপ করে এবং এই প্রোপাগান্ডা করে যে, তারা (নাউজুবিল্লাহ) নিজেদের পূর্বসূরিদেরকে মাবুদ বানিয়ে রেখেছে।

অন্যদিকে যারা সালাফে সালাহিনের মহব্বত ও ভক্তিকে সত্যিই ব্যক্তিপূজার সীমানা পর্যন্ত নিয়ে গেছে, তারা উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে এই অপবাদ দেয় যে, তাদের অন্তরে সালাফের মহব্বত ও মর্যাদা নেই,

.....
অথবা তারা ইসলামের এই অনুসৃত ব্যক্তিদের ব্যাপারে (নাউজুবিল্লাহ)
গোস্তাগিতে লিপ্ত।

এই বিরোধপূর্ণ প্রোপাগান্ডার ফলস্বরূপ বাস্তবতা সম্পর্কে অনবগত কোনো
ব্যক্তি উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শ ও মেজাজের ব্যাপারে ভুল ধারণার
শিকার হতে পারে। তাই কিছুদিন যাবৎ এই প্রয়োজন অনুভব হচ্ছে যে,
উলামায়ে দেওবন্দের মধ্যপন্থা মতাদর্শকে ইতিবাচক ও সমন্বয়কারী
আন্দাজে এমনভাবে উপস্থাপন করা হোক যে, একজন নিরপেক্ষ মানুষ
তাদের অবস্থান যথাযথ বুঝতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় কারণ এটা সংঘটিত হয়েছে, ‘উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শ’ মূলত
চিন্তা ও আমলের সেই পদ্ধতির নাম, যা দারুল উলুম দেওবন্দের
প্রতিষ্ঠাতাগণ এবং এর নির্ভরযোগ্য আকাবিররা নিজেদের মাশায়েখ থেকে
অবিচ্ছেদ্য সনদের সাথে অর্জন করেছেন এবং যার পরম্পরা তাবেয়িন
রাহিমাহুমুল্লাহ এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মাধ্যমে
রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সংযুক্ত। এটা চিন্তা
ও বিশ্বাসের একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি ছিল, এটা আমল ও আত্মশুদ্ধির
একটি আদর্শ ব্যবস্থাপনা ছিল, এটা একটি মধ্যপন্থী মেজাজ ও চিন্তাধারা
ছিল, যা কেবল কিতাব অধ্যয়নে অথবা সনদ অর্জন করলে হয় না, বরং
এই মেজাজে রঙ্গিন বুজুর্গদের সাহচর্যের মাধ্যমে ঠিক সেভাবে অর্জন হতে
পারে, যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম দুজাহানের বাদশা রাসুলে কারিম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, তাবেয়িন সাহাবায়ে কেরাম থেকে
এবং তাদের নির্ভরযোগ্য ছাত্ররা তাবেয়িন থেকে অর্জন করেছিলেন।

অন্যদিকে দারুল উলুম দেওবন্দ- সাধারণত যার দিকে এই মতাদর্শের
সম্বন্ধ করা হয়ে থাকে- এমন একটি বিদ্যাপীঠ, যা এক শতাব্দীর বেশি
সময় থেকে ইসলামি জ্ঞানের শিক্ষার খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছে। এ
যাবৎ সেখানকার ফুজালাদের সংখ্যা লক্ষাধিক হওয়া তাজ্জবেবের কিছু নয়।
এছাড়াও পরবর্তীতে উপমহাদেশে হাজারো এমন দীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত
হয়েছে, যার সবগুলোই দারুল উলুম দেওবন্দকে নিজেদের কেন্দ্র আখ্যা
দিয়ে এর দিকে নিজেদেরকে সম্বন্ধ করে এবং এগুলোর ফুজালাদেরকেও
সমাজে ‘উলামায়ে দেওবন্দ’-ই বলা হয়।

.....

**সকল ফুজালা মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দের সহিহ মুখপাত্র হতে
পারেন না**

এখন স্পষ্ট কথা যে, এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে লক্ষাধিক পড়ুয়াদের মাঝে প্রতিজনের ব্যাপারে এ কথা বলা যাবে না যে, তিনি ‘উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শের’ সত্যিকার মুখপাত্র। যে-কোনো নিয়মতান্ত্রিক বিদ্যাপীঠ— যা কোনো বিশেষ নেসাব, নিয়ম-নীতি ও কায়দা-কানুনের পাবন্দ— নিজের আওতাধীন শিক্ষার্থীদের খেদমত ততটুকুই আঞ্জাম দিতে সক্ষম এবং তাদের নেগরানি ততটুকুই করতে সক্ষম, যতটুকু তাদের ওপর আরোপিত নীতিমালা অনুমোদন দেবে। কিন্তু তা প্রত্যেক তালাবে ইলমের ব্যাপারে এ কথার পরিপূর্ণ নেগরানি করতে সক্ষম নয় যে, নির্জনতায় তার অন্তর ও দেমাগে কী কী চিন্তা লালিত হচ্ছে এবং সে কোন লাইনে সামনে এগোবার চিন্তা করছে; বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মকানুনের সম্পর্ক বিচ্ছেদের পরে এ ধরনের নেগরানি ও তত্ত্বাবধানের কোনো সম্ভাবনাই বাকি থাকে না।

সুতরাং এসকল প্রতিষ্ঠান থেকে এমনও কিছু লোক বেরিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হন, যারা শিক্ষাগত মর্যাদায় নিঃসন্দেহে ‘দারুল উলুম দেওবন্দ’র দিকে সম্বন্ধিত ছিল, কিন্তু তারা আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শ ও চিন্তাধারা অথবা তাদের ঐ অবিচ্ছিন্ন মেজাজ ও মাজাক— যা শ্রেফ কিতাবাদি থেকে অর্জন হয় না— যথাযথভাবে অর্জন করতে পারেননি। এই বিবেচনায় তারা উলামায়ে দেওবন্দের মুখপাত্র নন, কিন্তু শিক্ষাগত বিবেচনায় দারুল উলুম দেওবন্দ অথবা দারুল উলুমের আদর্শিক কোনো প্রতিষ্ঠানের দিকে সম্বন্ধ হওয়ার ভিত্তিতে কিছু লোক তাদেরকে উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শের মুখপাত্র মনে করে নিয়েছেন এবং তাদের প্রতিটি কথা উলামায়ে দেওবন্দের দিকে নিসবত করতে শুরু করেছেন।

তাদের কিছু ব্যক্তিত্ব এমনও ছিলেন যারা উলামায়ে দেওবন্দের কিছু আকিদা ও চিন্তার না শুধু খণ্ডন ও বিরোধিতা করতেন, বরং এগুলোকে ভ্রষ্টতা আখ্যা দিয়েছেন। তারপরও নিজেদেরকে উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শের মুখপাত্রও দাবি কতেন। কিছু লোক নিজেদের ব্যক্তিগত চিন্তা উলামায়ে দেওবন্দের দিকে সম্বন্ধ করতে শুরু করেছে। কেউ আবার

.....
মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দের সমন্বয়কারী ও পরিমিত আদর্শ থেকে কোনো এক শাখা গ্রহণ করত এই শাখাকেই ‘দেওবন্দিয়াত’র নামে পরিচিত করেছে এবং অন্যান্য দিকগুলো উপেক্ষা করেছে।

উদাহরণ কেউ কেউ এ কথা দেখে যে, উলামায়ে দেওবন্দ প্রয়োজনবোধে প্রত্যেক বাতিল দৃষ্টিভঙ্গির দলিলভিত্তিক খণ্ডন করে নিজেদের দায়িত্ব আদায় করেছে। ব্যস, তারা এই খণ্ডন করাকেই উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শ আখ্যা দিয়েছে এবং নিজেদের আমল দ্বারা এ কথার জানান দিয়েছে, মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দের শ্রেফ একটি নেতিবাচক আন্দোলনের নাম, যাদের মৌলিক উদ্দেশ্যে দীনের ইতিবাচক দিকের বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। অতঃপর বাতিল চিন্তাধারার খণ্ডনেও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন কার্যক্ষেত্র অতিক্রম করেছে, যা কার্যবন্টনের সীমানা পর্যন্ত তো সঠিক হতে পারে। কেউ কেউ এতে অতিরঞ্জন করে নিজেদের কর্মক্ষেত্রেই উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শ সীমাবদ্ধ হওয়ার অনুভূতির প্রকাশ করেছেন। কেউ বাতিলের খণ্ডনের নীতিমালা তো এখতিয়ার করেছে, কিন্তু খণ্ডনের পদ্ধতিতে আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দের অনুসৃত নীতিমালার দিকে পুরোপুরি কর্ণপাত করেনি। আবার কিছু কিছু লোকদের কার্যপদ্ধতি দ্বারা কিছু এমনটা অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে যে, মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দও (আল্লাহ না করুক) সেসব ফিরকাবন্দির একাংশ, যা দুনিয়ায় বিক্ষিপ্ত দৃষ্টিগোচর হয়। যাদের মতাদর্শ হল, নিজ দলের লোকের সকল ভুল-ভ্রান্তির ক্ষমাযোগ্য এবং বাইরের লোকের প্রত্যেক ভালো কাজও সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়ার উপযুক্ত। (হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি সাহেবের বক্তব্য পূর্ণ হয়েছে)

দেওবন্দিয়াত: মাসলাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অপর নাম

এছাড়াও হযরত মুফতি সাহেব নিজের ‘জলসায়ে তাজিয়াত কা শরয়ি হুকুম’ কিতাবে লিখেন:

এ বিষয়ে আমাকে কয়েকটি কথা আরজ করতে হচ্ছে:

১. দেওবন্দিয়াত: মাসলাকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অপর নাম, উভয়ের মাঝে কিঞ্চিৎ পরিমাণও পার্থক্য নেই। পৃথিবীর প্রত্যেক

.....
 ঐ মুসলমান, যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদাভুক্ত এবং সবধরনের বিদআত, কুসংস্কার ও কুপ্রথা মুক্ত; তারা দেওবন্দি। যদিও তারা কখনো দেওবন্দের নাম পর্যন্তও শুনেনি। আর যে তাদের পথ থেকে বিচ্যুত, তাকে দেওবন্দি বলা মুশকিল ব্যাপার। যদিও সে দেওবন্দে থাকুক এবং দারুল উলুমের পাশে বসবাস করুক। কিছু লোক মনে করেন যে, এটা কোনো নতুন ফিরকা। তাদের মূলনীতি ও আকিদা ভিন্ন। নিঃসন্দেহে! এতে কোনো সত্যতা নেই।

২. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদার ভিত্তি হচ্ছে, কুরআন, হাদিস এবং তিন স্বর্ণযুগের আমলের ওপর। অতএব, যে কথা কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত হবে এবং তিন স্বর্ণযুগের পরে সৃষ্ট হবে; তা কুসংস্কার ও বিদআতের আওতাভুক্ত হবে। আর দারুল উলুম দেওবন্দ কেবল একটি বিদ্যানিকেতন নয়, বরং বিদআতের নির্মূল এবং সুন্নাহ জীবিতকরণের একটি পরিকল্পিত মিশনের নাম। এ কারণে আমাদের ফুজালারা সর্বপ্রথম সুন্নাহকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরেন এবং পরে বিদআত নির্মূলের আশ্রয় চেষ্টা-সাধনা করেন।
৩. মানুষের সৃষ্ট কিছু জিনিস সুন্নাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়, মানুষ এগুলোকে সুন্নাহ মনে করতে থাকে। কিন্তু এককাল পরে বাস্তবতা উন্মোচন হয় এবং বাস্তব জিনিস সামনে আসে। যখন দেওবন্দিয়াতের আন্দোলন শুরু হয়, তখন বাদাযুনি ও বেরেলি আলেমরা অনেক মাসআলায় আমাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। তারা এগুলোকে বৈধ, বরং উত্তম আখ্যা দিতেন। আকাবিরি দেওবন্দ অত্যন্ত মেহনতের সাথে তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, এই জিনিসগুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের গণ্ডিবহির্ভূত। কিন্তু আজও এই মতানৈক্য বিদ্যমান।

এর একটি উদাহরণ হচ্ছে প্রচলিত মিলাদ জায়েয হওয়া এবং বিদআত হওয়া। হযরত হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রহ. এর কাছে প্রথমদিকে এই মাসআলা স্পষ্ট হয়নি। পরে এ বিষয়ে হযরত গাঙ্গুহি কুদ্দিসা সিরবুহুর সাথে তার দীর্ঘ চিঠি আদান-প্রদান হয়,

.....
 যা তাজকিরাতুর রশিদে মুদ্রিত।^(১) শেষ পর্যন্ত তা নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে হযরত হাকিমুল উম্মতের বক্ষ উন্মোচন হয়। অতঃপর এ বিষয়ে তিনি যে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তা কোনো আকাবির দিতে সক্ষম হননি।^(২)

৪. কোনো ধর্মের ওপর দীর্ঘসময় অতিবাহিত হলে তারা স্বীয় পথ থেকে সরে দাঁড়ায়। (ধর্মে শিথিলতা, কর্মে ঢিলে পড়ে যায়) আজ থেকে আনুমানিক ত্রিশ বছর আগে আমি হজরতে আকদাস মাওলানা মনজুর নুমানি রহ. থেকে সরাসরি শুনেছি— তিনি বেরলবিয়াতের শিরা-উপশিরা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি শুরুদিকে বেরেলিদের ঘাঁটি রায়বেরেলি থেকেই আলফুরকান প্রকাশ করতেন— তিনি আমাকে বলেছেন: “এখন দেওবন্দি এবং বেরেলিদের মাঝে মাত্র এক বিষয়ের দূরত্ব রয়ে গেছে”, অর্থাৎ বেরেলিরা দেওবন্দের নিকটবর্তী হয়নি, তারা নিজেদের নীতি-আদর্শ এক ইঞ্চিও হটেনি; বরং দেওবন্দিরা স্বীয় নীতিমালা থেকে সরে তাদের নিকটবর্তী হয়েছেন। এর অগণিত উদাহরণ রয়েছে, আমি কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করছি:

দেওবন্দিয়াতের বৈশিষ্ট্য হল: আশিয়া-আউলিয়া এবং তাদের কবরের যথাযথ মর্যাদাদান করা। তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকা। কিন্তু এখন আমরাও আউলিয়াদের কবরের সাথে সেই আচরণ করতে শুরু করেছি, যা বিদআতের আওতাভুক্ত করা হতে পারে। আকাবিরের কবরে নেইমপ্লেটের ব্যবহার ব্যাপক হয়ে গেছে। অথচ তিরমিযি শরিফে হাসান

(১) তাজকিরাতুর রশিদ, ১/১২৪-১৩৬, আশেক ইলাহি বুলন্দশহরি, মুদ্রণ: বিলালি স্টীম সাধুরা, পুরাতন ও সর্বপ্রথম নুসখা।— অনুবাদক

(২) দেখুন: ইমদাদুল ফাতাওয়া, কিতাবুল বিদআত, ৫/২৪৯-২৫৭, তারতিব: মুফতি মুহাম্মাদ শফি রাহ., মুদ্রণ: জাকারিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ। আরো পড়ুন: রশিদ আহমাদ গাজুহি কৃত ‘ফতোয়া মাওলিদ শরিফ’ পৃ. ১১২-১২৬, তালিফাতে রশিদিয়ার সাথে। মুদ্রণ: মাকতাবাতু হক বোম্বে; ইখতিলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুসতাকিম, পৃ. ৯২-১০৫, শহিদে মিল্লাত মাওলানা ইউসুফ লুখিয়ানভি রাহ.।— অনুবাদক

.....
সহিহ হাদিস আছে, সেখানে কবরের উপর লিখতে নিষেধ করা হয়েছে।^১ হ্যাঁ, এই মাসআলা ফিকহের কিতাবাদিতে অবশ্যই আছে যে, বড়দের কবরে লেখা যাবে। কিন্তু বড় কে? এর ফয়সালা কে করবে? আত্মীয়স্বজনের কাছে তাদের মৃত্যুই তো বড়। আমার মনে আছে যে, কাসেমি কবরস্থানে কোনো নেইমপ্লেট ছিল না, না ছিল হযরত গাঙ্গুহি কুদ্দিসা সিরবুহুর কবরে এবং না হযরত থানবির কবরে। কিন্তু এখন আমরা কাসেমি কবরস্থানে গেলে নেইমপ্লেট আর নেইমপ্লেট নজরে আসে।

এমনিভাবে কবর জিয়ারতের সুন্নাহ-সম্মত তরিকার ব্যাপারে হাফেজ কামালুদ্দিন মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহিদ ইবনুল হুমাম রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন: সুন্নাহ দ্বারা শুধু জিয়ারত করা এবং কবরের কাছে দাঁড়িয়ে দোয়া করা বিদিত। যেমনটা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকিউল গারকাদে গিয়ে করতেন।^(২)

আমি ছাত্রকালে হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ ইবরাহিম বলয়াবি কুদ্দিসা সিরবুহু (প্রধান শিক্ষক, দারুল উলুম দেওবন্দ) এর সাথে বেশ কয়েকবার মাকবারায়ে কাসেমীতে গিয়েছি, কবরস্থানের শুরুতে লাইটের পিলারের কাছে তিনি থেমে যেতেন এবং আনুমানিক দশ মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু

^১ হজরত জাবির রা. বলেন: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরসমূহ পাকা করতে, এতে লিখতে (নেইমপ্লেট লাগাতে), কবরের উপর বিল্ডিং বানাতে এবং পদদলিত করতে নিষেধ করেছেন। (সুনানে তিনমিয় ১/১২৫)– (মুহাম্মাদ আমিন পালনপুরি) হাদিস: ১০৫২। (অনুবাদক)

^২ .ফাতহুল কাদির লিল আজিজিল ফাকির, ২/১৫০, তাহকিক-তালিক: শাইখ আবদুর রাজ্জাক গালিব আলমাহদি, মাকতাবায়ে জাকারিয়া দেওবন্দ, রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ, ৩/৬৮৫, তুহফাতুল আলমায়ি, ৩/৪৬১। আর ফাতাওয়া হিন্দিয়ায় বলা হয়েছে, কবর জিয়ারতের সুন্নাহ-সম্মত নিয়ম হচ্ছে, জিয়ারত করা এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোয়া করা। হাত উঠাতে হলে (নিজের অন্য প্রয়োজনে দোয়া করতে হলে) কিবলামুখী হয়ে উঠানো। ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ৫/৩৫০, ১/১৬৯, কিতাবুল ফাতাওয়া, ৩/২২৪, খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানি।– অনুবাদক

.....
পড়তেন, তারপর ফিরে আসতেন। ব্যস, এটাই সুন্নাহ। কিন্তু এখন মানুষ রায়পুর ও জানজানায় নতশির হয়ে মুরাকাবায় বসে এবং মাথা জমি থেকে এক বিঘত উপরে থাকে। হতে পারে ভবিষ্যতে এই মাথা জমিনে লেগে যাবে এবং সাজদা শুরু হয়ে যাবে!

ফিকহের এই অংশের জবাব এই যে, যদি এমন মাসআলা সুন্নাহের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে একে পৃষ্ঠদেশে নিক্ষেপ করা হবে। এর ওপর ফতোয়া দেওয়া হবে না এবং না আমল করা হবে। যেমন: তাসভিব মুসতাহাব হওয়ার কথা সমস্ত কিতাবে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু হযরত ইবনে উমর রা. এ ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। এ কারণে আমরা এর ওপর আমলও করি না এবং ফতোয়াও প্রদান করি না। অন্যান্যরা এর ওপর আমল করেন। একই অবস্থা এই মাসআলার। সহিহ হাদিসে নিষিদ্ধ হওয়ার পরও এর ওপর আমল করার কোনো মানে হয় না।

এমনিভাবে শামি (১) (পঞ্চম খণ্ড; কিতাবুল হাজরি ওয়াল ইবাহা, লিবাস অধ্যায়ের শেষদিকে) এ রয়েছে যে, আউলিয়াদের কবরে চাদর চড়ানো বৈধ আছে, যদিও বিদআত। কারণ, আকাবিররা একে পছন্দ করেছেন। (পুরো বক্তব্য এরকম:) কিন্তু আমরা বর্তমানে বলব, যদি সাধারণ মানুষদের চোখে মর্যাদা প্রকাশের উদ্দেশ্যে করা হয়, যাতে তারা কবরবাসীকে হেয়জ্ঞান না করে এবং অসচেতন জিয়ারতকারীদের মাঝে আদব ও বিনয় সৃষ্টির লক্ষ্যে এমনটা করা হলে জায়েয। কেননা আমলের ভিত্তি নিয়তের ওপর নির্ভরশীল, যদিও তা বিদআত। (২) ফিকহের এই শাখাগত মাসআলার ও ভাজ করে রেখে দিয়েছি। এর ওপর না ফতোয়া প্রদান করি এবং না আমল করি। কারণ, আকাবিরের আমল তখনই দলিল হয়, যখন তা কুরআন, সুন্নাহ এবং তিন স্বর্ণযুগের আমল দ্বারা সমর্থিত

১. রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার: উপমহাদেশে ফাতাওয়া শামি নামে-ই পরিচিত।

২. রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার; কিতাবুল হাজরি ওয়াল ইবাহা, লিবাস পরিচ্ছেদ, ৬/৩৬৩, দাবুল ফিকির বৈরুত, ৯/৫৭৯ দাবুল মারেফা।

.....
হবে। সর্ববাস্থায় আকাবিরের আমল গ্রহণ করা আকাবিরপূজার নামান্তর,
আকাবিরের অনুসরণ নয়।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব দেহলবি রাহিমাহুল্লাহ হুজ্জাতুল্লাহিল
বালিগায় ধর্ম বিকৃতির সাতটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে থেকে
একটি হচ্ছে, মাশায়েখদের পছন্দ করা। অর্থাৎ আকাবিররা যে আমলকে
উত্তম বিবেচনা করেন, পরবর্তীরা একে ধর্মেও অংশ হিসেবে মেনে নেওয়া।
এ দ্বারাও ধর্ম বিকৃত হয়।^(১)

৫. এখন দেওবন্দিদের মাঝেও বুজুর্গদের মসজিদে দাফন এবং মাদরাসার
প্রতিষ্ঠাতাদের মাদরাসায় দাফন করার প্রচলন বেড়ে গেছে। নিজস্ব
মালিকানাধীন জায়গায় দাফন করা তো জায়েয, অথবা কবরস্থানে
দাফন করা হবে; মসজিদ এবং মাদরাসা কারও মালিকানা নয়।
মাদরাসা, প্রতিষ্ঠাতার নিজস্ব ওয়াকফ নয়, বরং পাবলিকের চাঁদায়
প্রতিষ্ঠিত। তারপরও প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠাতাকে দাফনের মতলব কী?
ভবিষ্যতে যখন মূর্খতার যুগ শুরু হবে, তখন এই কবরগুলোর পূজো
শুরু হয়ে যাবে।^২
৬. ঘণ্য কাজে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা জরুরি। দারুল উলুম দেওবন্দে
বিপ্লবের আগে হযরত হাকিমুল ইসলাম কারি তায়্যিব রহ. এর নেতৃত্বে
এই সিদ্ধান্ত হয় যে, পনেরো মুহররমে মসজিদে ছাড়াই দারুল উলুমের
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উৎসব পালন হবে। বড়রা সবাই এর ওপর একমত
হয়ে গেলেন। যদি এই ধারাবাহিকতা চালু হয়ে যেত, তাহলে আজকে
পরিস্থিতি কী দাঁড়াত, তা অনুমান করা কোনো মুশকিল বিষয় না।
তখন আমি ছোট শিক্ষক ছিলাম, তারপরও হযরত হাকিমুল ইসলাম
কুদ্দিসা সিররুহুর খেদমতে হাজির হই এবং এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা

১. বিস্তারিত দেখুন: হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১/২৫৯-২৬৪, রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ,
২/৩৬৭, ২/১১৫, আলআউনুল কাবির শরহুল ফাওজিল কাবির, পৃ. ৬৩-৬৮,
মাকতাবায়ে হিজাজ। আরও দেখুন: অধমের সঙ্কলিত দেওবন্দিয়াত ও আমরা, পৃ. ৮৮।

২. আরও দেখুন: তুহফাতুল কারি, ৬/১৩৭।- অনুবাদক।

.....
করে এই সংখ্যানুক্রম বুখে দিই। ফলে হযরত পরিকল্পিত প্রোগ্রাম স্থগিত করে দেন। এটা ছিল তার বিস্তৃত বিচক্ষণতার বহিঃপ্রকাশ যে, তিনি আমার মতো অযোগ্য লোকের কথা গ্রহণ করেছেন। ফলে ভবিষ্যতের শিক্ষা থেমে যায়।

এমনিভাবে এলাহাবাদের জনৈক ব্যক্তি রৌপ্যের পাঁচ টাকা নিয়ে এল এবং হযরত হাকিমুল ইসলাম কুদ্দিসা সিরবুহুকে দিয়ে বলল, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে সজাগ অবস্থায় এসেছেন এবং এই রুপিগুলো দিয়ে বলেছেন, শতবার্ষিকী মাহফিলে এক রুপি দিবেন, এক রুপি দিবেন হযরত হাকিমুল ইসলামকে...। সেদিন বিকেলেই পুরাতন দারুল হাদিসের নিচতলায় মজলিস অনুষ্ঠিত হয় এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সালিম সাহেব কুদ্দিসা সিরবুহু ভাষণ প্রদান করেন। খুব কালেকশ হয়। আমি পরেরদিন সকালে হযরত হাকিমুল ইসলাম কুদ্দিসা সিরবুহু কাছে যাই^১ এবং আততালিকুস সাবিহ^(২) এ সজাগবস্থায় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতের যেসকল শর্তসমূহ লেখা ছিল, সেগুলো দেখিয়ে আরজ করলাম, এখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য জগতে আছেন এবং অন্য জগতের বস্তু এ দুনিয়ায় আসতে পারে। হজরে আসওয়াদের ব্যাপারে বর্ণনা আছে যে, তা জান্নাতের পাথর।^(৩) কিন্তু ইন্ডিয়ার মুদ্রাপ্রস্তুতকারী টাকশালের ছাঁচে ঢালা মুদ্রা, যাতে রয়েছে তিন ব্যাপ্তাকৃতি এবং সালও মুদ্রিত। এই মুদ্রা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

১. জলসায়ে তাজিয়াত কা শরয়ি হুকুম: চেতনার মশাল বইয়ে এই জায়গায় অনুবাদে একটু ভুল আছে, পাঠকবৃন্দ সংশোধন করে নিবেন।- অনুবাদক

২. আততালিকুস সাবিহ, ৫/৯০, মাকতাবা আলফাখরিয়া দেওবন্দ, লুমআততু তানকিহ ফি শরহি মিশকাতিল মাসাবিহ, ৭/৫৬৮, দারুন নাওয়াদির।- অনুবাদক

৩. দেখুন: সুনানে তিরমিযি: ৮৭৭, সুনানে নাসাঈ: ২৯৩৫। হাদিসটি সহিহ। অধমের দেওবন্দিয়াত ও আমরা, পৃ. ৯৮ থেকে।- অনুবাদক

.....
 ওয়াসাল্লামের মালিকানায় গেল কীভাবে? এবং তিনি ঐ ব্যক্তিকে
 দিলেন কীভাবে? নিশ্চয় সে ধোঁকাগ্রস্ত হয়েছে।

হযরত হাকিমুল ইসলাম কুদ্দিসা সিররুহু আমার এই কথাও মেনে
 নিলেন। পরেরদিন বাদ মাগরিব দাবুল হাদিসের উপরতলায় মজলিস
 অনুষ্ঠিত হয়। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সালিম সাহেব কুদ্দিসা সিররুহু
 ভাষণ প্রদান করেন, এতে তিনি পরিষ্কার বলেছেন: গতকালের বিষয়টি
 আমরা মহব্বতের আধিক্যতায় মেনে নিয়েছিলাম, এখন একে আর
 সামনে বাড়ানো যাবে না। (হযরতওয়ালা রাহিমাঃল্লাহুর কথা পূর্ণ হল)

দেওবন্দিয়াতের সংক্ষিপ্ত ও সমন্বিত সারসংক্ষেপ

এসব লিখনীর পরে আমি “দেওবন্দিয়াতের সংক্ষিপ্ত ও সমন্বিত
 সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা এবং একে একটু বিশ্লেষণ করা যৌক্তিক মনে
 করছি।

অধম লেখক দারুল উলুম দেওবন্দে “রেজাখানিয়াত” বিষয়বস্তুর ওপর
 তাকমিলাতের ছাত্রদের সামনে লেকচার পেশ করে থাকি। অধম প্রথম
 লেকচারে রেজাখানিয়াতের এই সারসংক্ষেপ পেশ করি যে,
 “রেজাখানিয়াত” ও বেরলবিয়াত একটি স্বতন্ত্র চিন্তাধারার নাম, যার ভিত্তি
 দুটি জিনিসের ওপর: এক. আশিয়া এবং আউলিয়াদের ভক্তি ও মহব্বতে
 সীমা থেকে অতিরঞ্জন করা। দুই. কুসংস্কার ও বিদআতকে দুর্বল ও
 হালকা, বরং বানোয়াট হাদিসের আশ্রয় নিয়ে বৈধ ও উত্তম বিবেচনা
 করা।”

অধম যখন এই লেকচার পেশ করি এবং রেজাখানিয়াত ও বেরলবিয়াতের
 সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করি, তখন ছাত্ররা দেওবন্দিয়াতের সারসংক্ষেপ
 পেশ করার আবেদন করে বসে। আমি ছাত্রদের সামনে দেওবন্দিয়াতের যে
 সারসংক্ষেপ পেশ করি থাকি তা এরকম :

“চিন্তাগত ও আমলগত মধ্যপন্থা এবং দীনের সহিহ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের
 নাম হচ্ছে দেওবন্দিয়াত”,

.....
 এটাই হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকিম এবং এটাই সফলতার পথ। কিন্তু যারা উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত না হওয়ায় তারা অজ্ঞতার ভিত্তিতে এমন কাজ করে বসেন, যা শরিয়ত ও সুন্নাহ পরিপন্থী। আমি কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি, যা থেকে আপনি আপনা-আপনি অনুমান করতে সক্ষম যে, অজ্ঞতার কারণে কী কী গলদ সংগঠিত হতে পারে:

প্রথম ঘটনা: কালেকশন করে কুরবানি করা

পনেরো-বিশ বছর আগের ঘটনা, তখন দারুল উলুম দেওবন্দে দাওরায়ে হাদিসের ছাত্ররা কুরবানির ঈদের সময় কালেকশন করে টাকা সংগ্রহ করত এবং কুরবানির জন্য বড় একটি পশু খরিদ করত। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ছয় কিতাবের লেখকদের পক্ষ থেকে কুরবানি করত এবং এ কথা বলে যে “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরবানির মাংস” ছাত্রদের মাঝে বিলি করত। আর ছাত্ররা নবীজির কুরবানির গোশত মনে করে একে বড় উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে খেত।

যে বছরগুলোতে দাওরায়ে হাদিসের ছাত্ররা এ ধরনের কুরবানি করত, তখন দাওরায়ে হাদিসে আমার কোনো দরস ছিল না। হ্যাঁ, হেদায়া চতুর্থ খণ্ডের সবক ছিল, সুতরাং হেদায়া চতুর্থ খণ্ডে কিতাবুল উজহিয়ার পাঠদানকালে হেদায়া ও মিশকাতের ছাত্রদেরকে বুঝাতাম যে, দাওরায়ে হাদিসের ছাত্ররা কালেকশন করে টাকা জমা করে এবং সাতশ তলাবা মিলে একটি বড় পশু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ছয় কিতাবের লেখকদের পক্ষ থেকে কুরবানি দেয়, এটা সঠিক নয়। মৃতদের পক্ষ থেকে করা কুরবানি জীবিতদের মালিকানা হয়ে থাকে। ফুকাহায়ে কেরাম সুস্পষ্টভাবে লিখেছে, বড় পশুতে সর্বোচ্চ সাতজন মানুষ শরিক হতে পারে; অষ্টম ব্যক্তি শরিক হলে অথবা কারও অংশ সপ্তমাংশের কম হলে কারও কুরবানির সহিহ হবে না। আর এখানে সাতজনের জায়গায় সাতশ অংশীদার, এটা বৈধ হয় কেমনে? এ কারণে দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্রদেরকে এ থেকে বিরত থাকা এবং এমন পদ্ধতি গ্রহণ না করা উচিত, যা কুরআন, হাদিস এবং সালাফে সালাহিন থেকে প্রমাণিত নেই এবং ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যেরও বিপরীত।

.....
মোটকথা, অধম তিন-চার বছর পর্যন্ত ছাত্রদেরকে বুঝাতে থাকলাম এবং হাস্যমুখে ছাত্রদের সমস্ত অভিযোগের জবাব দিতে থাকলাম। অবশেষে ছাত্ররা একে ত্যাগ করে এবং অধম আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

দ্বিতীয় ঘটনা: সূর্যাস্তের সময় সম্মিলিত দোয়া

আমি একবছর রমজানুল মোবারকে বৃটেনের ব্ল্যাকবার্নের একটি মসজিদে অবস্থান করছিলাম, আসর এবং তারাবির পরে বয়ান করতাম। নিকটবর্তী শহর বুন্টন থেকে মসজিদুল ফালাহের জিম্মাদরারা আসেন এবং অধমকে তাদের মসজিদে আসরের পরে বয়ান করতে দাওয়াত দেন। আমি গেলাম এবং আসরের পরে বয়ান করে চলে আসলাম। কিছুদিন পরে তারা পুনরায় আসেন এবং আসরের পরে তাদের মসজিদে বয়ানের জন্য আমন্ত্রণ জানালে আমি পুনরায় যাই এবং আসরের পরে বয়ান করি। অতঃপর ইফতারের পনেরো মিনিট বাকি থাকতে ইমাম সাহেব বললেন: হযরত! আমাদের এখানকার নিয়ম হল, ইফতারের পনেরো মিনিট বাকি থাকতে উপস্থিত সবাই মিলে দোয়া করি এবং আজকে আপনাকে এ উদ্দেশ্যেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যাতে ইফতারের আগে দশ মিনিট দোয়া করেন এবং আমরা সবাই আমিন বলব। এটা দোয়া করুলের মুহূর্ত। আপনি তো দারুল উলুম দেওবন্দের সম্মানিত শিক্ষক।

অধম ইমাম সাহেবকে বললাম: ইফতারের পূর্বে সম্মিলিত দোয়া সুন্নাত নয়, একাকী দোয়া করা মুস্তাহাব। তাই প্রত্যেক রোযাদারকে ইফতারের পূর্বে সংক্ষিপ্ত ও সমন্বয়কারী দোয়া করা উচিত এবং সম্মিলিত দোয়া থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেননা ইফতারের পূর্বে সম্মিলিত দোয়া করা সুন্নতের খেলাপ, কিন্তু অনেক মসজিদে ইফতারের সময় সম্মিলিত দোয়া হয় এবং মানুষ অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করে; এটা সঠিক নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً): তোমরা নিজেদের পরওয়ারদিগারকে কাকুতি-মিনতি করে ও চুপিসারে ডাক।^১ [সূরা আরারফ: ৫৫।]

১. তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ।

.....
আল্লামা উসমানি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন: যখন ‘সৃষ্টি ও কর্তৃত্ব’র মালিক এবং সমস্ত বরকতের উৎস ঐ সত্তাই, তাহলে নিজের ইহকালীন ও পরকালীন সকল প্রয়োজনে তাকে ডাকা উচিত। কাকুতি-মিনতি, নিষ্ঠা এবং বিনয়ের সাথে লৌকিকতা ছাড়া চুপিসারে। এ থেকে বোধহয় হয় যে, দোয়ায় আসল হল চুপিসারে করা। আর এটাই সালাফে সালাহিনের আমল।^১

এ কথা সুস্পষ্ট যে সম্মিলিত দোয়ায় খুব লৌকিকতা হয় এবং চুপিসারে— যা দোয়ায় আসল— এর বিপরীত হয়। এ কারণে দুর্বল দলিলের ভিত্তিতে সম্মিলিত দোয়াকে উত্তম আখ্যা দেওয়া কখনো সঠিক নয়। আল্লাহ তাআলা সমস্ত মুসলমানদেরকে সুন্নাতের ওপর আমল করার তওফিক দান করুন এবং সুন্নাহর বিপরীত আমল থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন! মোটকথা, আমি ইফতারের পূর্বে সম্মিলিত দোয়া করিনি এবং মানুষকে বুঝাতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত ইফতারের সময় হয়ে গেল, সবাই দস্তরখানে বসে গেলেন। তখন আমি বললাম, এখন সবাই যার যার করে দোয়া করুন:

يَا وَاسِعَ الْفَضْلِ! اغْفِرْ لِي

[হে প্রশস্ত অনুগ্রহশীল ও দয়াবান! আমাকে ক্ষমা করে দিন] আমি তিনবার এই দোয়া করি এবং সমস্ত উপস্থিতিরও। অতঃপর ইফতার করি, সবাই অধমের কৃতজ্ঞতা আদায় করলেন। বৃটেনের মুসলমানদের মাঝে মহৎ গুণ হল, কোনো আলেম তাদেরকে ভালোভাবে দীনের কথা বুঝালে তারা দ্রুত গ্রহণ করে ফেলে এবং তার কৃতজ্ঞতা আদায় করে।

তৃতীয় ঘটনা: আল্লাহর কাছে কি কোনো ছুটি নাই?

অধম একবছর রমজানুল মোবারকে ল্যানকাস্টারের (বৃটেন) একটি মসজিদে অবস্থান করছিলাম, রমজানের পরে ঈদের দিন কিছু তাবলিগি বন্ধুরা বললেন, আজ বিকেলে মাগরিবের পরে ব্ল্যাকবার্নে আমাদের

^১. তাফসিরে উসমানি।

.....
এলাকার পুরান সাথীদের জোড় রয়েছে; আমরা ব্ল্যাকবার্ন যাচ্ছি, আপনিও আমাদের সাথে চলুন। আমি বললাম, অবশ্যই যাব।

অধম মাগরিবের পরে ব্ল্যাকবার্নের কেন্দ্রীয় মসজিদে বক্তব্য প্রদান করি, বয়ানের পরে এক বুজুর্গ ব্যক্তি তাশকিলের জন্য দাঁড়িয়ে বললেন: আল্লাহ তাআলার মুআমালা উল্টো, প্রত্যেক কোম্পানির ও কারখানায় যখনই কোনো কাজ পূর্ণাঙ্গতায় পৌঁছে এক-দুই দিনের ছুটি মিলে, কিন্তু আল্লাহর ওখানে কোনো ছুটি হয় না, বরং কাজ আরো বেড়ে যায়। আজ ইদের দিন, বিদায় ইদের নামায বৃদ্ধি হয়েছে। সুতরাং আপনারা কখনো এই ধারণা পোষণ করবেন না যে, রমজানের রোযা পূর্ণ হওয়ায় ছুটি মিলে গেছে, বরং দীনের কাজের জিম্মাদারী বেড়ে গেছে। সুতরাং এক চিল্লার জন্য নাম লেখাও! আমি তাকে বসিয়ে নিজেই তাশকিল করি, তারপর দোয়া করি। ইশার নামাযের পরে বিশেষ জিম্মাদারদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাশকিলের জন্য দাঁড়ানো বুজুর্গ ব্যক্তি কে? বন্ধুরা জানালেন, তিনি এখানকার সবচেয়ে বড় জিম্মাদার। অধম তাদেরকে বললাম, তার কথা; “আল্লাহর মুআমালা উল্টো” এ কথা সঠিক নয়। সামনে আল্লাহর শানে এমন বাক্য কখনো ব্যবহার করবেন না, বরং “আল্লাহর শান অদ্ভুত” এ কথা বলবেন।

অতঃপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম: বলুন! আজ ইদের দিন রোযা রাখা হারাম না হালাল? তারা বললেন, জি হ্যাঁ, আজকে রোযা রাখা হারাম। আমি বললাম, এটা আবশ্যিক ছুটি। যে ইদের দিনে রোযা রাখবে সে আল্লাহর অবাধ্য হবে, অতঃপর এগারো মাসের ছুটি ঐচ্ছিক। ইচ্ছে হলে রোযা রাখো, না রাখার হলে না রাখো। এটা এত বড় স্বাধীন ছুটি, কোনো কারখানায় এত বড় ছুটি হতে পারে না। অথচ তিনি বললেন, আল্লাহর ওখানে কোনো ছুটি হয় না— এটা দীনের ভুল ব্যাখ্যা। সুতরাং ভবিষ্যতে এমন কথা থেকে বিরত থাকা উচিত, অন্যথায় দীনের ভুল ব্যাখ্যা করে আপনারা গুনাহগার হবেন এবং মানুষের গোমরাহির কারণ হবেন!! মোটকথা, তিনি আমার কথা মনোযোগ সহকারে শুনলেন এবং নিজের ভুল স্বীকার করে বললেন: আমি আলেম নই, আমি আলেমদের থেকে এ কথা শুনছিলাম বলে উল্লেখ করেছি, কিন্তু আপনার কথা সঠিক মনে হচ্ছে।

.....
সুতরাং ভবিষ্যতে এমন কথা বলা থেকে বিরত থাকব; আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

চতুর্থ ঘটনা: আল্লাহ তালাকে খোদা তাআলা বলা জায়েয

একবার অধম দিল্লির মারকায নিজামুদ্দিনে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস সাহেব পালনপুরির সঙ্গে সাক্ষাতে গেলে তিনি তার কিতাব ‘বিখরে মোতি ১ম খণ্ড’র কম্পোজ পাণ্ডুলিপি অধমকে দিয়ে বললেন: এটা আপনার মাকতাবা থেকে প্রকাশ করবেন। অধম বললাম, আমি আগে এটা দেখব, পরে প্রকাশ করব। তিনি বললেন, দেখার প্রয়োজন নাই, এই কিতাব অমুক মাদরাসার মুফতি সাহেব এবং অমুক মাদরাসার শায়খুল হাদিস সাহেব দেখেছেন; এতে গলদ কোনো কথা নেই। সুতরাং আপনি না দেখে তা প্রকাশ করে দেন। অধম বললাম, না দেখে কখনো নিজের মাকতাবা থেকে প্রকাশ করব না। অবশেষে তিনি বললেন, ঠিক আছে আপনার মর্জিমাফিক করবেন।

অধম ‘বিখরে মোতি ১ম খণ্ড’র কম্পোজ পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসি, দুই-তিনদিন পরে কেরালায় আমার দীর্ঘ সফর থাকায় দারুল উলুম দেওবন্দের দুইজন তালিবে ইলমকে পাণ্ডুলিপি দিয়ে বললাম, এটা মনোযোগসহকারে দেখবেন; কোনো ভুল থাকলে সংশোধন করবেন। সফর থেকে ফিরে আসলে দেখব, অতঃপর কেরালা থেকে ফিরে আসলে ছাত্ররা বলল, এই কিতাবে যেখানে যেখানে আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের কিতাবের রেফারেন্স রয়েছে এবং সেখানে ‘খোদা’ শব্দ এসেছে; লেখক একে ‘আল্লাহ’ শব্দে পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

আমি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস সাহেবকে অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করলে তিনি বললেন: হ্যাঁ, এই সংশোধন এজন্য করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার নামসমূহ তাওকিফি (কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত) এবং কুরআন-হাদিসে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর জন্য ‘খোদা’ শব্দ উল্লেখ হয়নি। বললাম, তাহলে যেসব উলামায়ে কেরাম ও বুজুর্গানে দীন আল্লাহ জাল্লা শানুহুর জন্য ‘খোদা’ শব্দ ব্যবহার করেছেন, তারা কি এই মাসআলা

.....
জানতেন না যে, আল্লাহ তাআলার নামসমূহ তাওকিফি? এ কথা শুনে মাওলানা চুপসে গেলেন! অধমের কাছে মাসআলার ওয়াজাহাত তলব করলে অধম নিম্নোক্ত ওয়াজাহাত পেশ করি:

“আল্লাহ তাআলার নামসমূহ অধ্যাদেশ-নির্ভর; এর মতলব হল, যে নাম কুরআন, হাদিস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত, সেসকল নাম শ্রুত ও অধ্যাদেশ-নির্ভর। ‘খোদা’ শব্দ যদিও কুরআন-হাদিসে উল্লেখ হয়নি, কিন্তু উর্দু ও ফারসি ভাষা সম্পর্কে অবগত সমস্ত মানুষ আল্লাহ জালা শানুহুর জন্য ‘খোদা’ শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। তাই আল্লাহ শানুহুর জন্য ‘খোদা’ শব্দ ব্যবহার করাতে কোনো অসুবিধা নাই, মাকরুহ হওয়া ছাড়া বৈধ। পুরাতন মাজাহিরুল হকের হাজারো জায়গায় رَسُوْلُ اللهِ এর অনুবাদে খোদা শব্দ রয়েছে। এছাড়াও শরহে আকাইদে নাসাফি এবং ও এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ নিবরাসে রয়েছে:

فَإِنْ قِيلَ: فَكَيْفَ يَصِحُّ إِطْلَاقُ الْمَوْجُودِ وَالْوَاجِبِ وَالْقَدِيمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ؟ قُلْنَا: بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ.

তরজমা: যদি বলা হয় যে, যেসব নাম ও গুণাবলি শরিয়ত অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহ উল্লেখ নেই। উদাহরণস্বরূপ: মজুদ, ওয়াজিব, কাদিম এবং ফারসি ভাষায় খোদা ইত্যাদি শব্দ; আল্লাহ তাআলার ওপর এগুলোর প্রয়োগ জায়েয হয় কীভাবে?— আমরা জবাবে বলব, এর বৈধতা ইজমা দ্বারা হয়েছে। আর ইজমা শরিয়তের দলিলসমূহের একটি। [মুহাম্মাদ আমিন, বিখরে মোতি ১/৮৫।]

অবশেষে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস সাহেব পালনপুরি অধমের কথা মেনে নেন এবং অধমের কৃতজ্ঞতা আদায় করেন। সংশোধনীর পরে ‘আলামিন কিতাবস্থান দেওবন্দ’ থেকে কিতাবটি প্রকাশ করি।

একটি ভুল খুতবা

অনেক খতিব জুমুআর দিনে একটি খুতবা পড়ে থাকেন, যাতে রয়েছে:

وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا رَبِّ! نَفْسِي نَفْسِي.
وَيَقُولُ نُوحٌ نَحْيُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا رَبِّ! نَفْسِي نَفْسِي.

ويقول إبراهيم خليل الله يوم القيامة: يا رب! نَفْسِي نَفْسِي.
ويقول إسماعيل ذبيح الله يوم القيامة: يا رب! نَفْسِي نَفْسِي.
ويقول داود خليفة الله يوم القيامة: يا رب! نَفْسِي نَفْسِي.
ويقول سليمان صاحب المملكة يوم القيامة: يا رب! نَفْسِي نَفْسِي.
ويقول يوسف صديق الله: يا رب! نَفْسِي نَفْسِي.
ويقول موسى كليم الله يوم القيامة: يا رب! نَفْسِي نَفْسِي.
ويقول عيسى روح الله يوم القيامة: يا رب! نَفْسِي نَفْسِي.
ويقول رسولنا و نبينا و هادينا و شفيعنا و سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم
القيامة: يا رب! أُمِّي أُمِّي.
ويقول الجليل الجبار جل جلاله وعم نواله: حيي حيي.

.....
বলতে থাকবে, তখন সকল নবী-রাসুলও আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও বলতে থাকবে; কেবল আমাদের নবী ছাড়া। এই ধারণা সঠিক নয়। কুরআনে কারিমের বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্ট এসেছে যে, আশ্বিয়া, আউলিয়া এবং পরহেযগার মানুষ কেয়ামতের দিন হাস্যোজ্জ্বল ও আনন্দিত হবেন। আল্লাহ তাআলার বাণী :

﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۖ﴾ ﴿صَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ﴾

সেদিন অনেক চেহারা (ইমানের কারণে) হর্ষোজ্জ্বল (এবং আনন্দের কারণে) হাস্যোজ্জ্বল ও উৎফুল্ল হবেন। [সূরা আবাসা, আয়াত : ৩৮-৩৯] এছাড়াও আল্লাহ তাআলার বাণী :

﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾

বড় ভীতি (অর্থাৎ দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁকের কারণে পুনরুজ্জীবিত হওয়া এবং ভীতি ও আতঙ্ক অবলোকনের অবস্থা) তাদেরকে চিন্তিত করবে না এবং (কবর থেকে পুনরুত্থিত হতেই) ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবেন (এবং বলবেন) এটা তোমাদের সাথে কৃত ওয়াদার দিন [যে, কেয়ামত আসবেই এবং সৎলোকদেরকে সৎকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে। সুতরাং এই সম্মান ও সুসংবাদ তাদের জন্য অধিক আনন্দের কারণ হবে। আর যে বর্ণনা দ্বারা ব্যাপক শঙ্কার কথা প্রমাণিত, যেহেতু ইমানদারদের জন্য তা ক্ষণিক সময়ের জন্য হবে; তাই তা না হওয়ার মতোই এবং এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়।] ১

সূরা মরিয়মে আল্লাহ তাআলার ইরশাদ করেন :

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِْدًا﴾

যেদিন আমি মুত্তাকিদেরকে মেহমান বানিয়ে রহমানের দিকে একত্রিত করব এবং অপরাধীদেরকে জাহান্নামের দিকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় হাঁকিয়ে নেব। ২

১. সূরা আমবিয়া: ১০৩। তরজমা ও তাফসির হজরত থানভি।

২. সূরা মরিয়ম: ৮৫-৮৬; তরজমায়ে হজরত থানভি।

.....
 আর ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ﴾ এ মুমিনদের অবস্থা নয়, বরং কাফেরদের অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত থানবি বয়ানুল কুরআনে লিখেন: যেদিন এমন ব্যক্তি (উপরে যার কথা উল্লেখ হয়েছে) নিজের ভাই থেকে, মা থেকে, বাবা থেকে, স্ত্রী থেকে এবং নিজের সন্তানাদি থেকে পলায়ন করবে; তাদের প্রত্যেকের (নিজেরই) এমন ব্যস্ততা হবে, যা তাকে অন্যদিকে মনযোগী হতে দিবে না। (এ তো হল কাফেরদের অবস্থা, সামনে কাফের- মুমিন সকলের সামগ্রিক অবস্থার বিবরণ)

একটি ব্যাপক ভুল

সাধারণত মানুষ যখন হযরত মাহদির নাম নেয় অর্থাৎ হযরত মাহদি বলে, তখন তার জন্য ‘আলাইহিস সালাম’ দোয়া বাক্য ব্যবহার করে এবং অনেক কিতাবেও হযরত মাহদির পরে ‘আলাইহিস সালাম’ লেখা আছে, কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেননা ‘আলাইহিস সালাম’ অথবা ‘আলাইহিস সালাতু ওয়াসালাম’ দোয়া বাক্য শুধু ফেরেশতা এবং নবীদের জন্য ব্যবহার করা হয়। নবী এবং ফেরেশতা ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দৃষ্টিতে জায়েজ নয়। কেননা এর দ্বারা যে নবী নয় সে নবী হওয়ার সংশয় সৃষ্টি হয় এবং মানুষের আকিদা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়ে যায়।

এছাড়াও হযরত মাহদির জন্য ‘আলাইহিস সালাম’ ব্যবহারে শিয়াদের সাদৃশ্য অবলম্বন আবশ্যিক হয়। শিয়ারা নিজেদের ইমামদেরকে আন্বিয়ায়ে কেরামের মতো নিষ্পাপ মনে কওে এবং তাদের জন্যও ‘আলাইহিস সালাম’ দোয়া বাক্য ব্যবহার করে। সুতরাং আহলে সুন্নাতকে এ থেকে বিরত এবং তার নাম নিতে হযরত মাহদির বলা উচিত।

এছাড়াও যদি আপনি হযরত মাহদির জন্য ‘আলাইহিস সালাম’ দোয়া বাক্য ব্যবহার করেন এবং হযরত আবু বকর, হযরত উমর এবং হযরত উসমানের জন্য ‘রাদিয়াল্লাহু আনহু’ ব্যবহার করেন; তাহলে দীন সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা মনে করবে, হযরত মাহদি, হযরত আবু বকর, হযরত উমর এবং হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও শ্রেষ্ঠ। অথচ সমস্ত

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য যে, আশ্বিয়ায়ে কেরামের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন হযরত আবু বকর, তারপর হযরত উমর, তারপর হযরত উসমান, অতঃপর হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুম। এজন্য আপনি যখনই হযরত মাহদির নাম নিবেন, ভুলেও ‘আলাইহিস সালাম’ বলবেন না, বরং ‘রাদিয়াল্লাহু আনহু’ বলবেন— এছাড়াও ‘ইমাম মাহদি’ বলবেন না, বরং ‘হযরত মাহদি’ বলবেন। কেননা ‘ইমাম মাহদি’ বললে শিয়াদের সাথে সাদৃশ্য আবশ্যক হয়; এ থেকে বিরত থাকা জরুরি, যাতে মানুষের আকিদা বিনষ্ট না হয়।

সুনানে তিরমিযির ব্যাখ্যাগ্রন্থ তুহফাতুল আলমায়িতে রয়েছে: হযরত মাহদির সাথে ‘ইমাম’ অথবা ‘আলাইহিস সালাম’ বৃদ্ধি করা ঠিক নয়। মাহদির ইমাম হওয়ার আকিদা শিয়াদের, আহলে সুন্নাত এর প্রবক্তা নয়। আর শিয়াদের দৃষ্টিতে তাদের বারো ইমাম নবুওয়াতের হাকিকতের ধারক ছিলেন, তাই তারা তাদের নামের সাথে ‘আলাইহিস সালাম’ বৃদ্ধি করে, কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এর প্রবক্তা নয়।^১

আব্দুরবুল মুখতারে রয়েছে: নবী এবং ফেরেশতারা ছাড়া অন্যদের ওপর দুরুদ প্রেরণ করা যাবে না, কিন্তু পরোক্ষভাবে (অর্থাৎ গায়রে নবী এবং ফেরেশতার জন্য “আলাইহিস সালাম” বলা জায়েয নয়। হ্যাঁ, (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ) বলতে পারবেন, কেননা এতে গায়রে নবীর ওপর পরোক্ষভাবে দুরুদ প্রেরণ করা হচ্ছে) আর সাহাবায়ে কেরামের জন্য রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং তাবেয়িন ও তাদের পরবর্তী উলামা, বুজুর্গ এবং অন্যান্য বুজুর্গের জন্য রাহিমাহুমুল্লাহ বলা মুস্তাহাব।

ফাতাওয়া শামিতে রয়েছে : সালাম, সালাতের হুকুমে। সুতরাং তা না অদৃশ্য ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করা জায়েয এবং না গায়রে নবীর জন্য এককভাবে ব্যবহার করা বৈধ। অতএব, আলাইহিস সালাম না বলা উচিত। এই হুকুমে জীবিত ও মৃত সবাই সমান, কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তির জন্য

^১. তুহফাতুল আলমায়ি, ৫/৬০০।

.....
 ‘আসসালামু আলাইকা’ কিংবা ‘সালামুন আলাইকা’ অথবা ‘আসসালামু আলাইকুম’ কিংবা ‘সালামুন আলাইকুম’ বলা জায়েয। এটা স্বীকৃত মাসআলা। সালাম নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ সেটাই, যা ইমাম নববি রাহিমাল্লাহ সালাত নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে বয়ান করেছেন যে, এটা আহলে বিদআতের (অর্থাৎ শিয়াদের) প্রতীক।

এমনিভাবে কিছু লোক হযরত মরিয়মের নাম নিতে ‘আলাইহাস সালাম’ বলেন; এটাও সঠিক নয়। কেননা সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এ কথার ওপর একমত যে, আল্লাহ তাআলা কোনো নারীকে নবী বানাননি। কিন্তু আপনি বারবার হযরত মরিয়মের জন্য ‘আলাইহাস সালাম’ ব্যবহার করলে দীন সম্পর্কে মূর্থ লোকেরা মনে করবে হযরত মরিয়মও নবী ছিলেন, অথচ গায়রে নবীকে নবী মনে করা ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক। অতএব, হযরত মরিয়মের নাম নিতে ‘আলাইহাস সালামে’র বদলে ‘রাদিয়াল্লাহু আনহা’ বলবেন; কখনো ‘আলাইহাস সালাম’ বলবেন না। যদিও অনেক কিতাবাদিতে যেমন বেহেশতে জেওর এবং মারিফুল কুরআন ইত্যাদিতে হযরত মরিয়মের পরে ‘আলাইহাস সালাম’ লেখা আছে, কিন্তু তা রাইটারদের ভক্তি অথবা লেখকদের বিচ্যুতি।

ফলকথা, মানুষের মাঝে যে নবী নয় এমন ব্যক্তির জন্য ‘আলাইহিস সালাম’ অথবা নারী হলে ‘আলাইহাস সালাম’ দোয়া বাক্য কখনো ব্যবহার করবেন না। তিনি হযরত মাহদি, অথবা হযরত লুকমান হাকিম, কিংবা হযরত হাওয়া অথবা হযরত সারা-হাজেরা অথবা মুসা আলাইহিস সালামের সম্মানিত মাতা হলেও; তাদের প্রত্যেকের জন্য ‘রাদিয়াল্লাহু আনহু’ অথবা নারী হলে ‘রাদিয়াল্লাহু আনহা’ ব্যবহার করবেন। সাধারণত মানুষ এদিকে জ্ঞক্ষেপ করে না।

যাহোক, উম্মতের মাঝে প্রচলিত এ ধরনের ভুলকথা চিহ্নিত করা ও সংশোধন করা উলামায়ে দেওবন্দের যৌথ জিম্মাদারি। যদি উলামায়ে দেওবন্দ বিশেষত যারা অনুসরণীয় এবং অধিকাংশ লোক যাদের অনুসরণ করে, যদি তারা এদিকে দৃষ্টি না দেন তাহলে মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দ বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং দেওবন্দিয়াত ও বেরলবিয়াতের মাঝে কোনো পার্থক্য বাকি থাকবে না; একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ হয়ে যাবে।

এই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমি আমার কথা সমাপ্ত করছি এবং পাঠকদের খেদমতে আবেদন করছি, যদি আপনারা উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শ বুঝতে চান, তাহলে হযরতওয়ালা রাহিমাহুল্লাহ এবং হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি সাহেব যে কথাগুলো লিখেছেন, সেগুলো বারবার পাঠ করুন এবং চিন্তা-ফিকির করুন। ইনশাআল্লাহ মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দ বুঝার জন্য এই লেখাগুলো আপনাদের জন্য প্রদীপ প্রমাণিত হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে উলামায়ে দেওবন্দের মতাদর্শের ওপর অবিচল থাকার তওফিক দান করুন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন!

মুহাম্মাদ আমিন পালনপুরি

খাদিমুল হাদিস ওয়াল ফিকহ ও ফাতাওয়া বিন্যাসক, দারুল উলুম দেওবন্দ

২৩ শাওয়াল ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৬ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

মঙ্গলবার

একটি মাসআলা থেকে মত প্রত্যাহার

১৪৪১ হিজরি সনের শুরু দিকে অধম রেজাখানিয়াতের ওপর লেকচার পেশ করছিলাম, ছাত্ররা একটি চিরকুট দিল। সেখানে প্রশ্ন ছিল যে, মওদুদি ভাইয়েরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত কিনা? আমি তলাবাদেরকে বললাম, আপনারা এই প্রশ্ন মওদুদিবাদের ওপর লেকচারারকে করুন। ছাত্ররা বলল, হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরি দাওরায়ে হাদিসের ক্লাসে বলেছেন : “আগে আমার মত ছিল, মওদুদি ভাইয়েরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বাইরে, এখন আমার মত পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন আমি তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বাইরে মনে করি না।” বাসায় ফিরে অধম ফোনের মাধ্যমে ভাইজানের কাছে জানতে চাইলে তিনি বললেন: হ্যাঁ, এখন আমার মত পরিবর্তন হয়ে গেছে। আগে আমি তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বাইরে মনে করতাম, কিন্তু তারা তো চার মূলনীতি (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমায়ে উলামায়ে উম্মাহ এবং কিয়াসে সহিহ) বিশ্বাস করে, তাই

.....
তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত। এখন আমার মত সেটাই, যা ছিল হযরত মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ সাহেব মাদানি কুদ্দিসা সিরবুহুর।

মাওলানা আবু বকর গাজিপুরি কর্তৃক সমালোচনা থেকে রুজু
হযরত মাওলানা আবু বকর গাজিপুরি রাহিমাল্লাহ তার কিতাব ‘জমজম’ এ হযরতে আকদাস মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি কুদ্দিসা সিরবুহুর ওপর যে সমালোচনা করেছিলেন, মাওলানা গাজিপুরি এ থেকে রুজু বা মত প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। একবার অধম লেখক (মুহাম্মাদ আমিন পালনপুরি) মাগরিবের পরে ভাইজান হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরির সাক্ষাতে গেলে তিনি জানানেন, আজ মাওলানা মাওলানা আবু বকর গাজিপুরির ফোন এসেছে, তিনি দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছেন এবং ক্ষমা চেয়েছেন যে, আমি আপনার ব্যাপারে ‘জমজম’ নামক পুস্তিকায় যে সমালোচনা প্রকাশ করেছিলাম; এ থেকে রুজু করছি এবং আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কিছু ভাইয়েরা সমালোচনা প্রকাশ করতে পীড়াপীড়ি করেছিলেন, অন্যথায় আমি আপনার কিতাবাদি মুতালআ করে থাকি এবং এগুলোকে আহলে ইলমের জন্য উপকারী মনে করি।

মুহাম্মাদ আমিন পালনপুরি

খাদিমুল হাদিস ওয়াল ফিকহ ও ফাতাওয়া বিন্যাসক, দারুল উলুম দেওবন্দ

২৩ শাওয়াল ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৬ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

মঙ্গলবার

ভুল-ভ্রান্তির আলোচনা

হযরতওয়ালারএকটি মহৎ গুণ ছিল, যখনই কোনো আহলে ইলম তার কোনো ভুল সম্পর্কে সতর্ক করত, নিজের কথা থেকে প্রত্যাবর্তন করে নিতেন এবং ভুল কথার ওপর গোঁ ধরে থাকতেন না। সতর্ককারী তার চেয়ে ছোটই হোক না কেন। তাইতো তুহফাতুল কারি, তুহফাতুল আলমায়ি এবং ইলমি খুতবাতে যেসব বিচ্যুতি হয়েছে, সেগুলো হযরতওয়ালার তুহফাতুল কারির ১২শ খণ্ডের শেষদিকে প্রকাশ করেছেন, যা নিম্নোক্ত:

তুহফাতুল আলমায়ি (পূর্ণ) তুহফাতুল কারির প্রথম আট খণ্ড তাকরির-সমগ্র

দারসের তাকরির তাৎক্ষণিক হয়ে থাকে, এতে সকল কথা রেফারেন্সসহ বলা হয় না। অতঃপর বিন্যাসক তাকরির বিন্যস্ত করে উপস্থিত করলে পুনঃনিরীক্ষণ করা হয়, কিন্তু পুনঃনিরীক্ষণও যথাযথ হয় না। কেননা এতে ভাষার এবং রেফারেন্সের দুর্বলতা রয়ে যায়। রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআর প্রথম খণ্ডও দারসের তাকরির। সুতরাং এটা প্রকাশের পরে— পুনঃনিরীক্ষণের মাধ্যমে প্রকাশ হয়েছিল— এতে ভাষার দুর্বলতাও সামনে আসে এবং আলেমদের দৃষ্টি আকর্ষণও প্রাপ্ত হই। সুতরাং আমি এগুলো নতুন করে লিপিবদ্ধ করাই। সামনের খণ্ডগুলোতে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়নি। এমনিভাবে তুহফাতুল আলমায়ি মুকাম্মাল এবং তুহফাতুল কারির প্রথম আট খণ্ড তাকরির-সমগ্র হওয়ায় এতে কিছু বিচ্যুতি রয়েছে। অতএব, ভুলগুলো এখানে উল্লেখ করা জরুরি মনে করছি, যাতে এগুলো সংশোধন হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে দুজন বন্ধু আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন, আল্লাহ তাআলা তাদের উভয়কে উভয় জাহানে উত্তম বিনিময় দান করুন, তাদের ইলমে বরকত দান করুন এবং তাদের ফয়জ ব্যাপক ও পরিপূর্ণ করুন। আমিন।

.....
 এক. হযরত মাওলানা মুফতি আহমাদ সাহেব খানপুরি জিদা মাজদুহুম। তিনি হলেন জামেআ তালিমুদ্দিন ডাবিলের শায়খুল হাদিস এবং দারুল ইফতার প্রধান। আল্লাহ তাআলা তাকে তার মারেফাতের বড় একটা অংশ দিয়েছেন, ইলম ও আমলেরও বড় হিস্যা দিয়েছেন। তিনি আমার পাঁচ বছর পরে রওনা করে পঞ্চাশ বছর এগিয়ে গেছেন। আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা আরও বুলন্দ করুন। তিনি পর্যবেক্ষণ প্রেরণ করেছেন, এগুলো সামনে উল্লেখ করব।

দুই. হযরত মাওলানা মুফতি উমর ফারুক সাহেব লোহারভি জিদা মাজদুহুম। তিনি হলেন দারুল উলুম লন্ডনের শায়খুল হাদিস। ইলমে পাকাপোক্ত ও মাসলাকে অবিচলতা হচ্ছে তার বিশেষ গুণ। উঠতি যুবক, কিন্তু দূরদর্শী। তিনিও পর্যালোচনা পাঠিয়েছেন, তাও উল্লেখ করব।

এর মতলব **فَهْهُ الْبُخَارِي فِي تَرَاَجْمِهِ**

এর মতলব সাধারণত মনে করা হয় যে, যেহেতু ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মুজতাহিদ মনে করতেন, তাই তিনি নিজের ফিকহ কিতাবের অধ্যায়ে প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন। এই কথা এক স্তর পর্যন্ত বিশুদ্ধ, কিন্তু শতভাগ বিশুদ্ধ নয়। ইমাম সাহেব কঠিন শর্তসমূহের পাবন্দি করে পরিধি সঙ্কীর্ণ করে দিয়েছেন, অথচ ফিকহ উপস্থাপনের জন্য প্রশস্ততা জরুরি। যদিও ইমাম সাহেব আসার (সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য) এর আশ্রয় নিতেন এবং অধ্যায়ে দুর্বল হাদিস আনয়ন করতেন, তবুও হত না। হাসান লি-গায়রিহি হাদিসসমূহও দৃষ্টিগোচরে রাখা জরুরি হত।

বরং এই বাক্যের (সঠিক) মতলব হল, ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহুর মেধা ও দূরদর্শিতার আন্দাজ সহিহ বুখারির অধ্যায়সমূহ দ্বারা হয়ে থাকে। কোথাও তো ব্যাখ্যাকারীরা অধ্যায়ের উদ্দেশ্য নির্গত করতে অপারগ হয়ে যান। তিনি একই হাদিস বারবার উল্লেখ করেন এবং নতুন নতুন মাসআলার ওপর যুক্তি প্রদর্শন করেন। কোথাও তো অধ্যায়ের সাথে হাদিসের সম্পর্ক এতটা সূক্ষ্ম হয় যে, ইমাম সাহেবের কাছে হার মানতে হয়। সুতরাং যারা

.....
 মনে করেন যে, বুখারি শরিফ শ্রেফ হাদিসের নাম, তারা খামখেয়ালিতে লিপ্ত; সহিহ বুখারি মূলত অধ্যায় এবং অধ্যায়ের সাথে হাদিসের সম্পর্কের নাম। এই উৎকৃষ্টতা কিতাবের শেষ পর্যন্ত রয়েছে, বরং কিতাবুল ইতিসাম ও কিতাবুত তাওহিদে তো তার এই উৎকর্ষ পূর্ণাঙ্গতায় উপনীত হয়েছে। সুতরাং বুখারি শরিফ লক্ষ্য নিয়ে পড়া-পড়ানো উচিত। বছরের শুরুতে সময় বিনষ্ট করা এবং শেষে পৃষ্ঠা উল্টানো কোনোভাবেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

স্বচ্ছ পাথরের উপর শিকল টানার মতো যে ঝনঝন শব্দ শোনা যেত, তা কীসের আওয়াজ ছিল এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরআনে কারিমের ওহি কীভাবে আসত?

তুহফাতুল কারি (১/১৩১) এ লেখা হয়েছে: //এ ব্যাপারে বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে, কিন্তু ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহুর মত হচ্ছে, এটা ছিল আল্লাহ তাআলার আওয়াজ। এই মাসআলা তিনি কিতাবুত তাওহিদে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ নিজ মতের ওপর দুটি দলিল উপস্থাপন করেছেন....//

এ ব্যাপারে জেনে রাখা উচিত, কিতাবুত তাওহিদে সিফাতে কালামের আলোচনায় ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তাআলার জন্য সওত (আওয়াজ) প্রমাণ করেছেন, কিন্তু এ কথা বলেননি যে, স্বচ্ছ পাথরের উপর শিকল টানার মতো যে ঝনঝন শব্দ শোনা যেত, তা আল্লাহ তাআলার আওয়াজ ছিল। তিনি ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মওকুফ বর্ণনা এনেছেন—

إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئاً.

আল্লাহ তাআলা ওহি নাজিল করলে আসমানবাসী ‘একটি বস্তু’ শুনতে পায়।

অতঃপর অধ্যায়ের প্রথম হাদিসে রয়েছে—

.....
 إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنَحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ
 سُلْسَلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ.

যখন আল্লাহ তাআলা আসমানে কোনো বিষয় সিদ্ধান্ত নেন, তখন ফেরেশতারা নিজেদের বাহু নাড়াতে থাকেন।^১ আল্লাহ তাআলার ইরশাদের সামনে আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য, যেন তা স্বচ্ছ পাথরের উপর শিকল। এটা ফেরেশতাদের বাহু নাড়ানোর আওয়াজ হয়ে থাকে। আল্লামা আইনি রাহি লিখেন, যেন তা অর্থাৎ ফেরেশতাদের বাহু নাড়ানো থেকে সৃষ্ট আওয়াজ, মসৃণ পাথরের উপর শিকলের আওয়াজ। মোটকথা, এই আওয়াজ আল্লাহ তালার আওয়াজ হয়- এ কথার বিবৃতি নেই। এ কারণে তুহফাতুল কারি (১/১৩১) এ আমি লিখেছিলাম: কেউ বলেন, এটা ছিল হযরত জিবরিল আলাইহিস সালামের মূল আওয়াজ, আবার কেউ বলেন, হযরত জিবরিল আলাইহিস সালামের বাহুর আওয়াজ। আর আল্লামা রাজি রাহি. (عَلَى قَلْبِكَ) এর দুটি ব্যাখ্যা করেছেন।^২

অতঃপর তুহফাতুল কারি (১/১৩৩) এ একটি প্রসঙ্গকথা রয়েছে যে, কুরআনে কারিমের ওহি সর্বদা হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম নিয়ে আসতেন, তারপর এ কথার পক্ষে দলিল দিয়েছি। হযরত মাওলানা মুফতি আহমাদ সাহেব খানপুরি জিদা ফাজলুহ এর ওপর পর্যালোচনা করেছেন, যা হুবহু নিচে তুলে ধরা হল:

পৃষ্ঠা নম্বর: ১৩৩:- প্রসঙ্গকথা (১) উলামায়ে কেরাম বলেছেন, কুরআনে কারিমের ওহি সর্বদা হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম নিয়ে আসতেন,

১. جَنَاحٌ এর অনেক অর্থ রয়েছে। ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে ‘বাহু’ অর্থ হবে। ফেরেশতারা দুই, তিন, চার বাহু থেকে নিয়ে বহু বাহু বিশিষ্ট। জিবরিলে আমিনের ছয়শ বাহু রয়েছে, যেমনটা কুরআন-হাদিসে উল্লেখ আছে। অনেকে মনে করেন, পাখির ন্যায় ফেরেশতাদেরও ডানা রয়েছে, এ কথা গলদ। কারণ ফেরেশতারা শক্তিশালী জাতি, বাহুতেই থাকে শক্তি; ডানায় নয়। হিন্দুরা ফেরেশতাদেরও পূজা করে, তাই বহু হাত বিশিষ্ট মূর্তি বানায়।- অনুবাদক।

২. দেখুন: তাফসিরে কাবির ২৪/১৬৬, সূরা শূআরা: ১৯৪।

ওহির প্রথম আকৃতিতে কুরআনে কারিমের ওহি আসত না.....(এর সূত্র কী?) এই হাদিস ওহি নাজিলের আকৃতি ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে যে, যেটা ঘটনা বেজে ওঠার ন্যায় সেটাও হযরত জিবরিল আলাইহিস সালামেরই মাধ্যমে আসত। যেমনটা সৃষ্টির আলোচনা অধ্যায়ে রয়েছে:

قَالَ: كُلُّ ذَاكَ يَأْتِي الْمَلِكُ أَحْيَانًا فِي مِثْلِ صَلَاطَةِ الْجَرَسِ، فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ، وَ يَتِمُّ لِي الْمَلِكُ أَحْيَانًا رَجُلًا فَيَكَلِّمُنِي، فَأَعْيِي مَا يَقُولُ

“প্রত্যেকবার কখনো ফেরেশতা ঘটাবধনীর ন্যায় আসেন এবং সমাপ্ত হতেই ফেরেশতা যা বলেন আমি মুখস্থ করে নিই, এটা আমার ওপর সবচেয়ে কষ্টদায়ক হয়। আবার কখনো ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে আমার সাথে কথা বলেন। তিনি যা বলেন আমি মুখস্থ করে ফেলি।”^১ আল্লামা উসমানি রহ. বলেন, প্রথম অবস্থায় ফেরেশতা প্রকাশ হন না, বরং অন্তরে অবতীর্ণ হতেন এবং অন্তরেই ওহি অবতীর্ণ হত। অন্তরের চোখেই তিনি ফেরেশতা দেখতেন এবং অন্তরের কানেই ওহি শুনতেন। যেমনটা কুরআনে মাজিদে রয়েছে: (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قُلُوبِكُمْ)^২ কুরআন নাজিলের অনেক ঘটনা হাদিসে এমনভাবে বিদ্যমান, যদ্বারা বোধ হয় যে, কুরআনের ওহিও প্রথমে আকৃতিতে আসত। ইফকের ঘটনায় হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিরুপস্থিত প্রমাণে নাজিলকৃত আয়াসমূহের সময় ওহি নাজিলের যে অবস্থা হযরত আয়েশার হাদিসে রয়েছে, তা এরকম:

فَوَاللَّهِ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرْخَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ الْعَرَقُ مِثْلَ الْجُمَانِ، وَهُوَ فِي يَوْمٍ شَاتٍ، مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ.

১. সহিহ বুখারি: ১/৪৫৭।

২. ফজলুল বারি ১/৫৫৫।

.....
 অধমের নিজের অনুভূতি হল, কুরআনে ওহি প্রথম আকৃতিতে বেশি আসত, ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চূড়ান্ত পর্যায়ের শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও দুর্বলতা অনুভব করতেন।

নাসিরুদ্দিন তুসি ইসলামের সর্বপ্রথম অবজারভেটরি (মানমন্দির) কোন বাদশার যুগে আবিষ্কার করেছিলেন?

তুহফাতুল কারি শরহে সহিহ বুখারিতে (১/৪৭) রয়েছে:

//সর্বপ্রথম তৈমুর লংয়ের শাসনামলে নাসিরুদ্দিন তুসি অবজারভেটরি আবিষ্কার করেন, নাসিরুদ্দিন তৈমুর লংকে বললেন, আমাদেরকে অবজারভেটরি তৈরি করা উচিত। তৈমুর লং জিজ্ঞাসা করল, এতে খরচ কত পড়বে? নাসিরুদ্দিন আনুমানিক পঞ্চাশ হাজারের কথা বললেন।//

এর ওপর হযরত মুফতি উমর ফারুক সাহেব নিম্নোক্ত পর্যালোচনা করেছেন, তার কথা সঠিক :

বান্দার অসম্পূর্ণ অনুসন্ধান অনুযায়ী নাসিরুদ্দিন তুসি এবং তৈমুর লং উভয়জন সমকালীন ছিলেন না, বরং উভয়ের যুগ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। নাসিরুদ্দিনের মৃত্যু এবং তৈমুর লংয়ের জন্মের মধ্যখানে ষাট বছরের বেশি ব্যবধান রয়েছে। নাসিরুদ্দিন তুসির জন্মসন: ১৮ ফেব্রুয়ারি ১২০১ খ্রিস্টাব্দে এবং ওফাত ২৬ জুন ১২৭৪ খ্রিস্টাব্দে।^১ অথচ তৈমুর লংয়ের জন্ম ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে এবং ওফাত ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৪০৫ খ্রিস্টাব্দে।^২ এ হিসেবে তাদের উভয়ের মাঝে কথোপকথন এবং পরে তৈমুর লংয়ের শাসনামলে নাসিরুদ্দিন তুসি কর্তৃক অবজারভেটরি প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।

মূলত নাসিরুদ্দিন তুসি কারো মন্ত্রী বা উপদেষ্টা থেকে থাকলে সে হল হোলাকু খান (যাকে মানুষ হালাকু খান লিখে ও বলে) যার জন্ম হয়েছে ১২১৭ খ্রিস্টাব্দে এবং ৮ ফেব্রুয়ারি ১২৬৫ খ্রিস্টাব্দে ওফাত।^৩ হিজরি সন

১. ইনসাইক্লোপিডিয়া অব বৃটেনিকা, ১২/৭০, প্রকাশ ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ।

২. ইনসাইক্লোপিডিয়া অব বৃটেনিকা, ১১/৭৮৪, প্রকাশ ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ।

৩. ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা, ৬/১৩১।

.....
 হিসাবে হালাকু খান ৬৬৪ অথবা ৬৬৩ হিজরিতে নিহত হয়েছে।^১ আর নাসিরুদ্দিন তুসির জন্ম ৫৯৭ হিজরিতে^২ এবং ওফাত হয়েছে ১২/১৮ জিলহজ ৬৭২ হিজরিতে।^৩ এ কারণে নাসিরুদ্দিন তুসি যে অবজারভেটরি স্থাপন করেছিলেন, তা হোলাকু খানের মনন তৈরি করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; তৈমুর লংয়ের নয়। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।

গুজারিশ: ক্লাসে এই ঘটনা তাৎক্ষণিকভাবে বলেছিলেন এবং ঘটনাবলিতে বিষয়বস্তু অতীষ্ট হয়, ঢঙের একটা তেমন গুরুত্ব থাকে না।

বুখারি শরিফে হেরাক্লিয়াসের হাদিস কতবার এসেছে?

তুহফাতুল কারি শরহে সহিহ বুখারি (১/১৭২) এ রয়েছে:

//এই বর্ণনা বুখারি শরিফে বারো জায়গায় এসেছে; কোথাও দীর্ঘ কোথাও সংক্ষিপ্ত//

হযরত মুফতি ফারুক সাহেব অনুসন্ধান করে এই হাদিস সতেরো জায়গায় পেয়েছেন, তিনি বলেন :

অধমের অসম্পূর্ণ অনুসন্धानে হেরাক্লিয়াসের হাদিস সহিহ বুখারিতে বারোখ জায়গায় এসেছে, যার তালিকা নিম্নোক্ত:

নোট: তালিকায় সহিহ বুখারি মাতবুআ কাদিমি করাচির পৃষ্ঠা নম্বর ও খণ্ড নম্বরের রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে।

ক্রমিক	কিতাব	অধ্যায়	কতবার এসেছে	متصل	পৃষ্ঠা নম্বর	খণ্ড নম্বর

১. আলইবার ফি খাবারি মান গাবার, ৩/৩১১-৩১২, জাহাবি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত, আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৩/২৮৮, ইবনে কাসির, দারুল ইহয়ায়িত তুরাসিল আরবি বৈরুত।

২. ফাওয়াতুল ওয়াফিয়াত ৩/২৫২, দাবুস সিকাফাহ বৈরুত।

৩. আলইবার ফি খাবারি মান গাবার, ৩/৩২৬, আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৩/৩১৩।

				না মেলুকা		
১	ইমান	كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم	১	মতুলা	৪-৫	১
২	সালাত	باب بلا ترجمة، بعد باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم	১	মতুলা	১৩	
৩	যাকাত	كيف فرضت الصلاة في الإسراء	১	মেলুকা	৫০	১
৪	শাহাদাহ	وجوب الزكاة	১	মেলুকা	১৮৭	১
৫	জিহাদ	من أمر بإنجاز الوعد	১	মতুলা	৩৬৮	১
৬	জিহাদ	قول الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسينين	১	মতুলা	৩৯৩	১
৭	জিহাদ	من استعان با لضعفاء والصالحين في الحرب	১	মেলুকা	৪০৫	১
৮	জিহাদ	هل يرشد المسلم	১	মতুলা	৪১১	১

		أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب				
৯	জিহাদ	دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة إلخ	২ হাফেজ সাহেবের তাহকিক অনুযায়ী (ফাতহ ৮/৬৩)	متصلا	৪১২ ৪১৩	১
১০	জিজিয়া ও মুওয়াদাআহ	قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر إلخ	১	متصلا	৪১৮	১
১১	তাফসির	فضل الوفاء بالعهد	১	متصلا	৪৫০	২
১২	আদাব	قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلخ	২ আইনির তাহকিক অনুযায়ী	متصلا	৬৫৩ ৬৫৪	২
১৩	ইসতিজান	صلة المرأة أمها ولها زوج	১	متصلا		২
১৪	আহকাম	كيف يكتب إلى أهل الكتاب	১	متصلا		২
১৫	আখবাবুল আহাদ	ترجمة الحكام وهل يجوز	১	معلقا	১০৮৭	২

		ترجمان واحد				
১৬	তওহিদ	ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد	১	معلقا	১১২৫	২
১৭		ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله بالعربية وغيرها	১	معلقا		

কিবলা পরিবর্তনের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু সালামা গোত্রে কোন সাহাবির জানাজায় গমন করেছিলেন?

তুহফাতুল কারি শরহে সহিহ বুখারি (১/২৬৩) এ রয়েছে:

//মোটকথা, কিবলা পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হাসেল হয়নি, তাই ষোল-সতেরো মাস পরে পুনর্বীর কিবলা পরিবর্তন হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বনু সালামার এক যুবক সাহাবি বশির বিন বারার জানাজায় শরিক হতে তার মহল্লায় গিয়েছিলেন।//

তুহফাতুল আলমায়ি শরহে সুনানে তিরমিযি (২/১৬৫) এ রয়েছে:

//মোটকথা, কিবলা পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হাসেল হয়নি, তাই ষোল-সতেরো মাস পরে পুনর্বীর কিবলা পরিবর্তন হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বনু সালামার এক যুবক সাহাবি বশির বিন বারার জানাজায় শরিক হতে তার মহল্লায় গিয়েছিলেন।//

এর ওপর মুফতি ফারুক সাহেবের মনোহর তাহকিক লক্ষ্য করুন:

বান্দার হস্তগত হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমের জীবনসংক্রান্ত কিতাবাদিতে বিশর বিন বারা নামে কোন সাহাবির আলোচনা মিলেনি। ফাতহুল বারিতে বিশর বিন বারা বিন মাবুর নাম এসেছে, ফাতহুল বারিতে রয়েছে:

তাহকিকি কথা হচ্ছে, (কিবলা পরিবর্তনের পরে) বনু সালামায় সর্বপ্রথম নামায জুহরের নামায পড়েছেন, যখন বিশর বিন বারা বিন মাবুর ইনতিকাল করেন।^১

কিন্তু অধমের অসম্পূর্ণ খেয়াল এই যে, এটা হাফেজ ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহুর অনুমান, কেননা কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে মৃত্যুপ্রাপ্ত সাহাবি হলেন হযরত বিশর বিন বারা বিন মাবুর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার পিতা হযরত বারা বিন মাবুর রাদিয়াল্লাহু আনহু; হযরত বিশর বিন বারা নয়। ফাতহুল বারি (১/১২১) এ আছে:

والذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشرة أنفس، فبمكة من قريش: عبد الله بن شهاب والمطلب بن أزهري الزهريان والسكران بن عمرو العامري. وبأرض الحبشة منهم: خطاب - بالمهملة - ابن الحارث الجمحي وعمرو بن أمية الأسدي وعبد الله بن الحارث السهمي وعروة بن عبد العزى وعدي بن نضلة العدويان.

ومن الأنصار بالمدينة: البراء بن معمر ومهملات وأسعد بن زرارة.

নামায ফরজ হওয়ার পরে এবং কিবলা পরিবর্তনের আগে দশজন মুসলমান মারা গেছেন.... মদিনার আনসারদের মধ্য থেকে বারা বিন মাবুর এবং আসআদ বিন জুরারা।

১. ফাতহুল বারি ১/১২; কিতাবুল ইমান, সালাত ইমানের অংশ অধ্যায়।

.....
হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানির অপর কিতাব আলউজাবু ফি বায়ানিল আসবাব (আসবাবু নুজুলিল কুরআন)^১ এ রয়েছে:

قال الواحدي: قال ابن عباس في رواية الكلبي : كان رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ماتوا على القبلة الأولى ، منهم أسعد بن زرار ، وأبو أمامة أحد بني النجار ، والبراء بن معرور أحد بني سلمة ، وأناس آخرون ، جاءت عشائهم فقالوا : يا رسول الله توفي إخواننا وهم يصلون إلى القبلة الأولى ، وقد صرفك الله تعالى إلى قبلة إبراهيم ، فكيف ياخواننا ؟ فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾.

অনেক সাহাবি প্রথম কেবলার ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের মধ্যে ছিলেন বনু নাজ্জারের আবু উমামা আসআদ বিন জুরারা এবং বনু সালামার বারা বিন মারুর..... ।

হযরত বিশর বিন বারা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কিবলা পরিবর্তনের সময় জীবিত ছিলেন, তার ওফাত (শাহাদত) হয়েছিল খায়বার যুদ্ধের সময় সালাম বিন মিশকামের স্ত্রী যয়নাব বিনতে হারিসের হাদিয়াকৃত বিষ মিশ্রিত বকরির ভূনা মাংস খাওয়া কারণে। হাফেজ ইবনে হাজার রাহি. ফাতহুল বারিতে^২ বলেন:

قال أبو إسحاق: لما اطمأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد فتح خيبر أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية، وكانت سألت: أي عضو من الشاة أحب إليه ؟ قيل لها: الذراع، فأكثرت فيها من السم، فلما تناول الذراع لآك منها مضغة ولم يسغها، وأكل معه بشر بن البراء فأساغ لقمته ، فذكر القصة، وأنه صفح عنها، وأن بشر بن البراء مات منها.

খায়বার বিজয়ের পরে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্ত হলেন, সালাম বিন মিশকামের স্ত্রী যয়নাব বিনতে হারিস নবীজির জন্য

^১. আলউজাবু ফি বায়ানিল আসবাব, পৃ. ৯৪, আলইলমিয়া বৈরুত ।

^২. ৭/৫৬৮-৫৬৯ ।

একটি ভুনা বকরি হাদিয়া পাঠায়। সে ইতিপূর্বে (সাহাবায়ে কেরামকে) জিজ্ঞাসা করেছিল, বকরির কোন অংশ নবীজির কাছে অধিক প্রিয়? তাকে রানের কথা বলা হয়েছিল। ফলে সে রানে অধিক পরিমাণে বিষ মিশ্রিত করে। অতঃপর রান হাতে নিয়ে নবীজি এ থেকে এক মাংসখণ্ড চর্বন করেন, কিন্তু গিলেননি। তার সাথে বিশর বিন বারা খেয়েছেন এবং লোকমা গিলে ফেলেন। অতঃপর পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন। নবীজি তাকে ক্ষমা করে দেন, অতঃপর বিশর বিন বারা এ কারণে মৃত্যুবরণ করেন। হাফেজ ইবনে হাজার রাহি. আলইসাবা ফি তাময়িজিস সাহাবা কিতাবে লিখেন:

وأما بشر فشهد العقبة مع أبيه، وشهد بدرا وما بعدها، ومات بعد خير من أكلة أكلها مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الشاة التي سَمَّ فيها، قاله ابن إسحاق. বিশর বিন বারা বিন মাবুর..... বিশর পিতার সাথে বাইআতে আকাবায় উপস্থিত ছিলেন এবং বদর ও পরবর্তী যুদ্ধে অংশ নেন। খায়বার যুদ্ধের পরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঐ বকরি থেকে খাওয়ার কারণে ওফাত লাভ করেন, যাতে বিষ মিশ্রিত করা হয়েছিল। আবু ইসহাকের বর্ণনানুযায়ী।^১

সারকথা, বান্দার অসম্পূর্ণ খেয়ালে ফাতহুল বারি (১/১২০) এ বিশর বিন বারা বিন মাবুর রদিয়াল্লাহু আনহুমা কথায় অনুমান-নির্ভর, এই অনুমান অন্যান্য শরহ ও আমালিতেও আছে। কোথাও হাফেজ ইবনে হাজারের রেফারেন্সে, আবার কোথাও তার রেফারেন্স ছাড়া।

একটি হাদিস দ্বারা ইমাম বুখারির যুক্তি প্রদান এবং এর জবাব: সহিহ নয়

তুহফাতুল কারি শরহে সহিহ বুখারি (১/৫৮০-৮১) এ রয়েছে:

^১. আলইসাবা ফি তাময়িজিস সাহাবা ১/৪২৬।

.....
 //এই হাদিস দ্বারা ইমাম বুখারির যুক্তি প্রদান এভাবে যে, সাজদার হালতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাপাকি রাখা হয়, তারপরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদায় থাকলেন, নামায অবিরাম রাখলেন। বোধহয় যে নামায চলাকালে নামাজির উপর কোন নাপাকি পতিত হলে নামায ফাসেদ হয় না।

জবাব: এই যুক্তি প্রদর্শন সহিহ নয় যে, নামায অবিরাম ছিল; এর কোনো দলিল নেই। নামায তো ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদায় এ কারণে পড়ে থাকলেন যে, হৃদয়ভাঙ্গা ঘটনায় নবীজি ভেঙ্গে পড়েছিলেন। দুঃখ ও বিষাদের কারণে মাথা উঠাননি, অতঃপর মেয়ে পিঠ থেকে নাপাকি সরালে মাথা উঠান এবং ত্বরিত বদদোয়া শুরু করে দেন। এটাই নামায বাকি না থাকার দলিল, অন্যথায় নামায সমাপ্ত করে অভিশাপ দিতেন।//

মুফতি ফারুক সাহেবের সংশোধন:

বান্দা বলে, একই বর্ণনা ইমাম বুখারি রাহি. সামনে অন্য সূত্রে উল্লেখ করেছেন, সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সমাপ্ত করে বদ দোয়া করার কথা আছে। বর্ণনার শব্দ এরকম:

فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ.

অতঃপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পূর্ণ করলেন।^১ ইমাম মুসলিম রহ. অন্য সূত্রে এই রেওয়ায়েত নকল করেছেন, সেখানেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সমাপ্ত করে বদ দোয়া করার কথা আছে উল্লেখ হয়েছে। এর শব্দ এরকম :

فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ.

১. সহিহ বুখারি ১/৭৪, সালাত অধ্যায়।

.....
অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সমাপ্ত করে উচ্চকণ্ঠে তাদের প্রতি অভিসম্পত করেন।^১

গুজারিশ: তুহফাতুল কারির জবাব এর ওপর ভিত্তি করে যে, এখানে আনীত রেওয়ায়েত নামায পূর্ণ করার কথা নেই। যখন ইমাম সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর কাছে রেওয়ায়েত রয়েছে এবং অন্যত্র নকলও করেছেন, তাহলে যুক্তি প্রদর্শনের জায়গায় আনলেন না কেন? তিনি তো তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন। রেওয়ায়েত বিল মানাও তো হয় এবং এতে রাবীদের হস্তক্ষেপও হয়। এতৎসত্ত্বেও আমি নিজের জবাবের দুর্বলতা স্বীকার করছি। বাকি রইল ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহুর পছন্দনীয় জবাব: পছন্দনীয় জবাব এই যে, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিঠে রাখা নাপাকির টেরই পাননি। ফলে তিনি পূর্ব থেকে অর্জিত পবিত্রতার ভিত্তিতে সাজদায় থাকলেন। কিন্তু এই জবাবেরও ইসতিদরাক করা হয়েছে।^২

দুই হাদিসে দুই ঘটনা, একটি নয়

তুহফাতুল কারি শরহে সহিহ বুখারি (৬/৩১৯) এ রয়েছে:

//অধ্যায়ের উভয় বর্ণনায় মক্কা বিজয়ের ঘটনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবু থেকে গাধার উপর আরোহন করেন। এর উপরে গদি ছিল এবং গদিতে কম্বল বিছানো ছিল। পিছনে বসালেন হযরত উসমা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এবং অন্যান্য সাহাবিরা সাথে চলছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবায় পৌঁছে চাবি খুঁজলেন এবং খুলে কাবা ধৌত করলেন।//

বান্দার অসম্পূর্ণ অনুসন্ধানে অধ্যায়ের দ্বিতীয় বর্ণনায় অবশ্যই মক্কা বিজয়ের ঘটনা, কিন্তু অধ্যায়ের প্রথম হাদিসে মক্কা বিজয়ের ঘটনা নয়। বরং বদর যুদ্ধের পূর্বে মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের ইসলাম প্রকাশের পূর্ব-মুহূর্তে মদিনা মনোয়ারায় সংঘটিত ঘটনা। যখন নবী সাল্লাল্লাহু

১. সহিহ মুসলিম ২/১০৮, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়্যার।

২. ফাতহুল বারি, উমদাতুল কারি।

.....
আলাইহি ওয়াসাল্লাম খজরাজ গোত্রের নেতা হযরত সাদ বিন উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর শয্যাপাশে যাচ্ছিলেন।

বাবের প্রথম হাদিস সম্পর্কে হযরত মাওলানা আহমাদ আলি সাহেব মুহাদ্দিসে সাহারানপুরি নাওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু (ওফাত: ১২৯৭=১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ) ‘আলখাইরুল জারি’র রেফারেন্সে সহিহ বুখারির টীকায় লিখেন: শীঘ্র এ কথা আসবে যে, এই ঘটনা মক্কা বিজয়ের সময় সংঘটিত হয়েছিল।

অধর্মের অসম্পূর্ণ খেয়ালে সহিহ বুখারির টীকায় বর্ণিত এই কথা অনুমান। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন।

গুজারিশ: এই সংশোধন সঠিক। হাদিসের পরবর্তী হাওলা দ্বারাও এ কথা সুস্পষ্ট।

মুসলিম শরিফের বাবে النَّاصِيَةِ عَلَى শব্দ থাকায় ধোঁকা লেগেছে

//মুসলিম শরিফে প্রথম বর্ণনার শব্দ এরকম: (مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ)
অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কপোল ও পাগড়ির উপর মাসাহ করেছেন।//

সহিহ মুসলিমে (مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ) ‘বা’ অব্যয়ের সাথে তো বর্ণনা বিদ্যমান,^১ কিন্তু (عَلَى نَاصِيَتِهِ) عَلَى অব্যয়ের সাথে বর্ণনা খুঁজে পাইনি।

অজুর বেঁচে থাকা পানি দাঁড়িয়ে পান করাতে দুটি হেকমত না একটি?

তুহফাতুল আলমায়ি শরহে সুনানে তিরমিযি (১/২৭৭) এ রয়েছে:

//ওজুর পরে বেঁচে থাকা পানি পানে দুটি দর্শন নিহিত: এক. তা বরকতময় পানি, কেননা বর্তনে হাত হাত ডুবিয়ে পানি নিয়ে ওজু করা হয়েছে। দুই. দাঁড়িয়ে পান করলে এর বরকতময় পানির প্রভাব পুরো শরীরে পৌঁছবে। যেমন: জমজমের পানি অল্প হলে দাঁড়িয়ে পান করবে, যাতে এর প্রভাব

^১. সহিহ মুসলিম ১/৩১৪, পবিত্রতা অধ্যায়।

.....
 পুরো শরীরে পৌঁছে। এখন মানুষ বদনা অথবা টেপ থেকে ওজু করে
 বিদায় প্রথম হেকমত বাকি থাকেনি, কিন্তু দ্বিতীয় হেকমত এখনো বহাল।
 তাই ওজুর পরে কিছু পানি দাঁড়িয়ে পান করা উচিত।//

বান্দার অসম্পূর্ণ খেয়ালে এতে দুই দৃষ্টিকোণে কথা আছে:

প্রথমত: ওজুর পরে বেঁচে থাকা পানি পানের দুটি হেকমত হওয়াতে কথা
 আছে, কেননা প্রথম হেকমত ওজুর পরে বেঁচে থাকা পানি পানে, কিন্তু
 দ্বিতীয় দর্শন ওজুর বেঁচে থাকা পানি পান করার কারণে নয়, বরং তা
 দাঁড়িয়ে পানের। সুতরাং ওজুর পরে বেঁচে থাকা পানি পান করার দর্শন
 একটি হল, দুটি নয়।

দ্বিতীয়ত: যদি উপরিউক্ত হেকমত দুটি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে বদনা
 অথবা নল থেকে ওজুর অবস্থায় দ্বিতীয় হেকমতের বহালে কথা আছে,
 কেননা দ্বিতীয় হেকমতে ঐ বরকতময় পানি উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে, প্রথম
 হেকমতে যার আলোচনা এসেছে, অর্থাৎ ঐ পানি যা বর্তনে হাত নিক্ষেপের
 ফলে বরকতময় হয়েছে। অথচ লুটা অথবা নল থেকে ওজু হালতে এই
 পানিতে হাত নিমজ্জিত হয় না, বিদায় ঐ পানি বরকতময় হয় না। তারপর
 কিছু পানি দাঁড়িয়ে পান করার কোন হেতু হয় না।

সারকথা, দ্বিতীয় দর্শনের ভিত্তি প্রথম দর্শনের ওপর নির্ভর করে, এ কারণে
 যখন বদনা অথবা টেপ থেকে ওজুর হালতে প্রথম দর্শন বাকি থাকেনি যা
 ছিল ভিত্তি, তাহলে দ্বিতীয় দর্শনও বাকি থাকবে না যা ছিল ভিত্তিশীল।
 অতএব, এই দর্শনের ভিত্তিতে বদনা অথবা টেপ থেকে ওজুর পরে কিছু
 পানি দাঁড়িয়ে পান করার প্রামাণিকতা অভিযোগমুক্ত নয়। আল্লাহ তাআলা
 ভালো জানেন।

**দোয়া সূচনা ও সমাপ্তিতে ইমাম এক-আধ বাক্য উচ্চ আওয়াজে
 বলবে না, যাতে সম্মিলিত কৈফিয়ত ও আবশ্যিকতা খতম হয়**

তুহফাতুল আলমায়ি শরহে সুনানে তিরমিযি (২/৯৬) এ রয়েছে:

সারকথা হল, নিঃসন্দেহে দুটি জিনিস সংশোধনযোগ্য: এক. সম্মিলিত
 কৈফিয়ত। দুই. দোয়ার বাধ্যবাধকতা, অর্থাৎ একে জরুরি মনে করা। এই
 দুটির সংশোধনের যে পদ্ধতি প্রস্তাব করা হয় যে, দোয়া বিদআত; একে

.....
বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এটা তরিকা সঠিক পদ্ধতি নয়। এ তো আরও গলদ হয়ে গেল যে, যে জিনিসের মূল প্রমাণিত একে বিদআত আখ্যা দিলেন এবং বান্দাদেরকে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের কাছে দোয়ার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।

সংশোধনের সঠিক পদ্ধতি হল, সাধারণ অবস্থায় উচ্চস্বরে দোয়া করবে না, বরং সবাই নিজের ভাষায় নিজের প্রয়োজনসমূহ চাইবে, তবেই সম্মিলিত অবস্থা আপনা-আপনি খতম হয়ে যাবে। তিন নামাযের পরে তো মানুষ নফল শেষ করে দোয়া করবে এবং এ কথা প্রকাশ যে, সবাই একসাথে নফল থেকে ফারেগ হয় না, সুতরাং সম্মিলিত অবস্থা এমনিতেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অন্য দুই নামাযে যখন যার তাসবিহাত পূর্ণ হবে, দোয়া শুরু করবে এবং দোয়া পূর্ণ হলে খতম করবে; ইমামের আগে হোক বা পরে। সুতরাং এতেও সম্মিলিত কৈফিয়ত বাকি থাকবে না।

বাধ্যবাধকতা খতম করার পদ্ধতি এই যে, ইমাম সাহেব সময়ে সময়ে মানুষকে এ কথা বুঝাবেন যে, সালামের অপর সালামের মাধ্যমে ইমাম-মুজাদির সম্পর্ক খতম হয়ে যায়, সালামেই নামায পূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং কারও কোনো প্রয়োজন হলে যেতে পারবে, বরং ইমামেরও কোনো প্রয়োজন হলে যেতে পারবেন। অন্যান্য লোক নিজেদের তাসবিহাত পূর্ণ করে নিজের দোয়া কামনা করবে; তাদের সাথে ইমাম থাকা জরুরি নয়।

নোট: কিছু ইমাম এভাবে দোয়া করেন যে, দোয়া শুরু ও শেষের কথা মানুষ টেরই পায় না, তারা দোয়া শুরু এবং শেষে একটি বাক্যও উচ্চস্বরে বলে না; এই পদ্ধতি সঠিক নয়। দোয়া শুরু ও সমাপ্তির সময় এক-আধ বাক্য বললে এটা উচ্চস্বরে দোয়া নয়।//

বান্দার অসম্পূর্ণ খেয়ালে নোট এবং পূর্বের বক্তব্যে সংঘর্ষ রয়েছে, কেননা হযরতওয়ালার বক্তব্য অনুযায়ী সালামের মাধ্যমে যখন ইমাম-মুজাদির সম্পর্ক খতম হয়ে যায় এবং সাধারণ অবস্থায় উচ্চস্বরে দোয়া প্রার্থনা করে না, বরং প্রত্যেককে নিজের মনের প্রয়োজন চাইতে হবে। আর তিন নামাযে মানুষ নফলের পরে দোয়া করবে এবং নফল থেকে সবাই একসাথে ফারেগ হতে পারে না- এ কথা সুস্পষ্ট। বাকি দুই নামাযে প্রত্যেকের তাসবিহাত পূর্ণ হলে দোয়া শুরু করবে এবং সমাপ্ত হলে শেষ

করবে; ইমামের আগে হোক বা পরে। তাহলে ইমাম দোয়ার গুরু-শেষে এক-আধটু বাক্য উচ্চৈঃস্বরে বলবে কেন?

“আমার চক্ষুর শীতলতা শপথ” উম্মে রোমান খেয়েছিলেন, আবু বকর নয়

তুহফাতুল আলমায়ি শরহে সুনানে তিরমিযিতে (৪/৪৬৬) রয়েছে:

//এমনিভাবে অস্পষ্টভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্যের শপথ করাও বৈধ আছে এবং তা অনর্থক শপথের স্তরে। উদাহরণস্বরূপ: আরবি ভাষায় অস্পষ্ট বাক্য হিসেবে এই শপথ করা হয়: (لَعْمُرُكَ!): তোমার জীবনের শপথ, (لَعْمُرِي): আমার জীবনের শপথ, (إِيَّيْ وَ إِيَّيَّ وَاللَّهِ): জি আল্লাহর শপথ! হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও একটি ঘটনায় শপথ করেছিলেন: (وَقُرَّةُ عَيْنِي): আমার চক্ষুর শীতলতা শপথ! এসব কসম বেহুদা কসমের স্তরে, এতে কোনো পাকড়াও নেই।//

বান্দার অসম্পূর্ণ অনুসন্ধান হিসেবে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি. (وَقُرَّةُ) শব্দে কসম করেননি, বরং তার স্ত্রী (উম্মে রোমান) রাদিয়াল্লাহু আনহা করেছিলেন। সহিহ বুখারিতে (১/৮৫) রয়েছে:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَانَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنْاسًا فَقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً: مَنْ كَانَ عَنْدهُ طَعَامٌ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَمَنْ كَانَ عَنْدهُ طَعَامٌ أَرْبَعَةً فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ. أَوْ كَمَا قَالَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرَةٍ، وَأَبُو بَكْرٍ وَثَلَاثَةٌ. قَالَ: فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي - وَلَا أَدْرِي هَلْ قَالَ: امْرَأَتِي - وَخَادِمِي بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ. وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ

.....
 بَعْدَمَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ. قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَصْيَافِكَ؟ - أَوْ
 ضَيْفِكَ؟ - قَالَ: أَوْعَشَيْتُهُمْ؟ قَالَتْ: أَبَوَا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَعَلِبُوهُمْ.
 فَذَهَبْتُ فَاخْتَبَأْتُ، فَقَالَ: يَا غَنَرُ. فَجَدَعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا. وَقَالَ: لَا أَطْعَمُهُ
 أَبَدًا. قَالَ: وَابِمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنَ اللَّقْمَةِ إِلَّا رَبًّا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، حَتَّى
 شَبِعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَتْ قَبْلُ. فَنَظَرَ أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا شَيْءٌ أَوْ أَكْثَرُ. قَالَ
 لَامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتُ بَنِي فِرَاسٍ. قَالَتْ: لَا وَفَرَّةَ عَيْنِي، لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِمَّا قَبْلُ بِثَلَاثِ
 مَرَّاتٍ. فَكَلَّ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ الشَّيْطَانُ - يَعْنِي يَمِينُهُ - ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا
 لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ. وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ
 قَوْمٍ عَهْدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ، فَتَفَرَّقْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْاسُ اللَّهِ
 أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، غَيْرَ أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ. قَالَ: أَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ،
 أَوْ كَمَا قَالَ.

যে নারীর একাধিক বিবাহ হবে, তাকে পাবে কে?

ইলমি খুতবাতে “যে নারীর একাধিক বিবাহ হবে, তাকে পাবে কে”
 শিরোনামের অধীনে রয়েছে:

//এখানে মানুষ একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করে: এক ব্যক্তির স্ত্রী ছিল,
 তারপর তার ইনতিকাল হয়ে গেল এবং স্ত্রীরও অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেল।
 অতঃপর ঘটনাক্রমে দ্বিতীয় স্বামীও মারা গেল, তারপরে স্ত্রী তৃতীয় বিয়ে
 করে নিল। সুতরাং পরকালে এই স্ত্রীকে পাবে কে? দুনিয়ায় তার তিনজন
 স্বামী হয়ে গেল।

এর সঠিক জবাব হল, এ কথা জানা নেই। দুনিয়ায় ভবিষ্যতে সংঘটিত
 বিষয় অথবা মৃত্যুর পরে আহুত বিষয়াদির সেসব প্রশ্নেরই আমরা উত্তর
 জানি, যার আলোচনা কুরআন-হাদিসে এসেছে এবং যার আলোচনা
 কুরআন-হাদিসে আসেনি আমরা এর জবাব জানি না। পরকালের ব্যাপারে
 মনের ঘোড়া দৌড়ানো যাবে না, অনুমান চলবে না। ইহকালীন বিষয়েই

.....
 অনুমান কার্যকর, অধ্যাদেশ অর্থাৎ কুরআন-হাদিসে কোন কথা আসলে
 আমরা বাতলে দিতে পারি; অন্যথায় পারি না।

এই মাসআলা কুরআন-হাদিসে না স্পষ্টভাবে এসেছে এবং না
 পরোক্ষভাবে। তাই বিশুদ্ধ জবাব হল, এ কথা জানা নেই! অবশ্য
 কিতাবাদিতে কয়েকটি উক্তি রয়েছে, কিন্তু তা আলেমদের বক্তব্য।
 কুরআন-হাদিসের বক্তব্য নয়, তাই দ্ব্যর্থহীন নয়:

প্রথম মত: এই স্ত্রীকে সর্বশেষ স্বামী পাবে। কেননা প্রথম স্বামী মারা
 যাওয়ায় বিবাহ খতম হয়ে গেছে, অতঃপর দ্বিতীয় স্বামীও মারা গেলে তার
 বিবাহও খতম হয়ে গেছে বলে অন্যের সাথে বিবাহ বৈধ হয়েছে। অতঃপর
 তৃতীয়জনের সাথে বিবাহ হয়েছে, সুতরাং সে সর্বশেষ স্বামী। স্ত্রী তার
 বিবাহে শেষপর্যন্ত ছিল, সুতরাং তাকে সেই পাবে।

কিন্তু তৃতীয় স্বামীও তো কোনো-না-কোনো সময় মরবে অথবা স্ত্রী মরবে;
 যে-কোনো একজন মারা গেলে বিবাহ খতম হয়ে যাবে। তারপরও
 তৃতীয়জনের জন্য প্রাধান্যতার কারণ কী? স্ত্রী মরলেও বিবাহ খতম হয়ে
 যায়, স্বামী মরলেও খতম হয়ে যায়। ব্যস, এটুকু পার্থক্য যে, স্বামী মারা
 গেলে বিবাহ ইদত পর্যন্ত বাকি থাকে এবং স্ত্রী মারা গেলে সাথে সাথে
 বিবাহ খতম হয়ে যায়।

দ্বিতীয় মত: কিতাবাদিতে লেখা আছে, কেয়ামতের দিন নারীকে স্বাধীনতা
 দেওয়া হবে, সে যাকে পছন্দ করবে তাকে ঐ স্ত্রী দেওয়া হবে।

তৃতীয় মত: কিতাবাদিতে এ কথা লিখা আছে যে, এই তিন স্বামীর মধ্য
 থেকে ঐ নারীর সাথে যার আচার-আচরণ ভালো হবে, তাকে ঐ নারী
 দেওয়া হবে।

কিন্তু এ সকল বক্তব্য আলেমদের, এই মাসআলা কুরআন-হাদিসের
 স্পষ্টভাবে আসেনি এবং পরোক্ষভাবে। এ কারণে বিশুদ্ধ জবাব হচ্ছে, এ
 কথা জানা নেই। তাকে পাবে কে- এ কথা পরকালে জানা যাবে?//

বান্দার অসম্পূর্ণ রায় হল, (কিতাবের) যেখানে যেখানে এই মাসআলা
 কুরআন-হাদিসে না আসার কথা আছে, সামনের মুদ্রণে সেখানে ‘হাদিসে’র
 সাথে ‘সহিহে’র কয়েদ সংযুক্ত করলে ভালো হবে। কেননা দুর্বল হাদিসে
 এই মাসআলা এসেছে। উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু
 আনহার প্রশ্নের জবাবে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

.....
তাকে এখতিয়ার প্রদান করা হবে। সে তাদের মধ্য থেকে উত্তম চরিত্রের
অধিকারী স্বামীকে গ্রহণ করবে। এই বর্ণনা ইমাম তবারানি রাহিমাহুল্লাহুর
সূত্রে শায়খ ইবনুল কায়্যিম (৬৯১-৭৫১ হিজরি) তার হাদিল আরওয়াহ
গ্রন্থে এবং আল্লামা নুরুদ্দিন হাইসামি রাহিমাহুল্লাহ (ওফাত: ৮০৭ হিজরি)
মাজমাউজ জাওয়ায়েদ কিতাবে নকল করেছেন। এতে সুলাইমান বিন আবু
কারিমা নামক রাবী একক, আবু হাতেম ও ইবনে আদি রাহিমাহুল্লাহ
তাকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন।

ঘটনাটি হযরত শায়খুল হিন্দ ও কালিদ মাসনাবির রচনার

ইলমি খুতবাত দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে:

হযরত থানবি কুদ্দিসা সিরবুহুর ঘটনা: একবার তার উজতাজ মাওলানা
খলিল আহমাদ সাহেব থানাভবন আগমন করেন, হযরত থানবি খুব
আনন্দিত হন এবং খুব মেহমানদারি করেন। থানার পরে মজলিসে বসেন।
হযরত থানবি রাহিমাহুল্লাহ আরজ করলেন, হযরত! এখন আমার বয়ানুল
কুরআন লেখার রুটিন, অনুমতি হলে লেখার জন্য যাব? হযরত বললেন,
ঠিক আছে যাও! হযরত থানবি চলে গেলেন এবং দশ মিনিট পরে ফিরে
আসেন। হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, আসলেন কেন? বললেন, হযরত! আমি
আমার রুটিন পূর্ণ করেছি। মানুষ এভাবে সময় বিন্যাস করলে সফলতা
অর্জন হবেই।//

বান্দার অসম্পূর্ণ খেয়ালে এতে দুই ধরনের কথা আছে:

এক. হযরত মাওলানা খলিল আহমাদ সাহেব সাহারানপুরি কুদ্দিসা
সিরবুহুকে (১২৬৯-১৩৪৬ হিজরি) হযরত থানবি কুদ্দিসা সিরবুহুর উস্তায়
আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ব্যাখ্যার দিকে কর্ণপাত ছাড়া- কারণ এর অধ্যায়
অনেক প্রশস্ত- পরিষ্কার ও স্পষ্ট এটাই যে, উস্তায় দ্বারা প্রচলিত অর্থে
উস্তায় অভীষ্ট। অথচ হযরত মাওলানা খলিল আহমাদ সাহেব প্রচলিত অর্থে
হযরত থানবি কুদ্দিসা সিরবুহুর উস্তায় ছিলেন না। হযরত থানবি তার
সামনে প্রসিদ্ধ অর্থে ছাত্রত্ব গ্রহণ করেননি। কেননা হযরত থানবি জুমাদাল
উখরা ১২৯৫ হিজরিতে দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং ১৩০১

.....
হিজরির শুরুদিকে ফারোগ হন।^১ অথচ দারুল উলুম দেওবন্দে মাওলানা খলিল আহমাদ সাহেব সাহারানপুরি কুদ্দিসা সিররুহুর নিয়োগ ১৩০৮ হিজরিতে হয়েছে।^২ অর্থাৎ তার নিয়োগের আগেই হযরত থানবি দরসে নেজামি পূর্ণাঙ্গ করেছিলেন।

তাজকিরায় খালিলে হযরত মাওলানা খলিল আহমাদ সাহেব কুদ্দিসা সিররুহুর নামকরা ৩৬জন ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেও হযরত থানবি কুদ্দিসা সিররুহুর নাম নেই।^৩

হযরত খাজা আজিজুল হাসান মাজজুব রাহিমাছল্লাহুর বিন্যস্ত হাকিমুল উম্মতের জীবনচরিত ‘আশরাফুস সাওয়ানেহ’র

প্রথম খণ্ডের- যা ঐ তিন খণ্ডের মধ্যে, যা অক্ষরে অক্ষরে হযরত থানবি রাহিমাছল্লাহ দেখেছিলেন- যষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২৭ এ হযরত থানবির প্রাথমিক কিতাবাদিও এবং সপ্তম অধ্যায়ে পৃ. ৩৬ এ অবশিষ্ট আসাতিজায়ে কেরামের নাম উল্লেখ আছে, তাদের মাঝে হযরত মাওলানা খলিল আহমাদ সাহেব কুদ্দিসা সিররুহুর নাম নেই।

মূলত আগমনকারী উস্তায় ছিলেন শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দি কুদ্দিসা সিররুহ (১২৬৮-১৩৩৯ হিজরি)। সুতরাং আশরাফুস সাওয়ানেহে রয়েছে:

হযরতওয়ালার সময়-বিন্যাস অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ছিল, মনে হত যেন এক মেশিন যা সদাক্ষণ চলমান, কোনো সময় বেকার নয়। প্রকাশ থাকে যে, এমন প্রচুর ব্যস্ত মানুষের রুটিনের বিকল্প নেই। আর রুটিন তখনই সম্ভব যখন আখলাক ও মুরওয়তের কাছে পরাজিত হবে না এবং প্রত্যেক কাজ যথাসময়ে করবে। হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব দেওবন্দি

১. দেখুন: আশরাফুস সাওয়ানেহ, ১/২৭ ষষ্ঠ অধ্যায়, এদারায় তালিফাতে আশরাফিয়া মূলতান।

২. দেখুন: মুকাদ্দিমা ফাতওয়া মাজাহিরুল উলুম (ফাতাওয়া নামে প্রসিদ্ধ) ১/৪১, মাকতাবাতুশ শাইখ করাচি।

৩. দেখুন: তাজকিরায় খালিল, পৃ. ২৩৪।

.....
কুদ্দিসা সিরবুহ হযরতওয়ালার শিক্ষক ছিলেন। তিনি একবার তার ওখানে মেহমান হন, হযরতওয়ালার আরাংের সমস্ত ব্যবস্থাপনা করে রচনাকর্মের সময় এলে আদবের সাথে আরজ করলেন: হযরত! আমি এ সময় লিখি, আপনি অনুমতি দিলে কিছু সময় লিখে চলে আসব। বললেন: অবশ্যই লেখ, আমার কারণে কখনো নিজের ক্ষতি কর না। সো, সেদিন লিখতে হযরতওয়ালার মন বসেনি, কিন্তু নাগাহ হতে দেননি; যাতে বরকতহীন না হয়। সামান্য কিছু লিখে পুনরায় খেদমতে চলে আসেন।^১

দুই. হযরত থানবি কুদ্দিসা সিরবুহুর উস্তাযের আগমনের সময় বয়ানুল কুরআন রচনার কথা ইলমি খুতবাতে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ তখন মসনবির শরাহ: কালিদ মসনবি রচনা করছিলেন। হযরত থানবি বলেন: একবার হযরত মাওলানা শুভাগমন করেন, আমি তখন মসনবির শরাহ লিখছিলাম। বুটিনের সময় আমি মাওলানার আরাম-বিশ্রামের ব্যবস্থাপনা করে সামান্য লেখার অনুমতি চাইলাম। বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই! আপনি নিজের ক্ষতি করবেন না। আমি সামান্য কাজ করে ত্বরিত উপস্থিত হয়ে যাই, প্রতিদিন অল্প অল্প কাজ করলেও ধারাবাহিকতার একটা বরকত থাকে, ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এতে এক ধরনের বরকতহীনতা এসে যায়।^২

যেখানে সন্দেহ হবে তাহকিক করবে এবং সত্যের অনুসরণ করবে

এ পর্যন্ত সমস্ত পর্যালোচনা ছিল হযরত মাওলানা মুফতি উমর ফারুক সাহেবের। মুফতি সাহেব দীর্ঘ ও দলিলভিত্তিক পত্র পাঠিয়েছেন, আমি এতে শ্রেফ শিরোনাম লাগিয়েছি, বাকি লেখা তারই। তবে কিছু পর্যালোচনায় আরবি পাঠ বিলুপ্ত করেছি। আল্লাহ তাআলা মুফতি সাহেবকে উত্তম বিনিময় দান করুন। ইলমি খুতবাত, তুহফাতুল আলমায়ি মুকাম্মাল

১. আশরাফুস সাওয়ানেহ, ১/৩০-৩১, ষষ্ঠ অধ্যায়।

২. মালফুজাতে হাকিমুল উম্মত, মালফুজ নম্বর: ১৮৬, ১/১৭৬। মুফতি উমর ফারুক সাহেবের পর্যালোচনা পূর্ণ হয়েছে।

এবং তুহফাতুল কারির শুরু আট খণ্ড তাকরির-সমগ্র, আর তাকরিরে বিচ্যুতি হয়ে যায়। আবার তুহফাতুল আলমায়ির আট খণ্ড এবং তুহফাতুল কারির বারো খণ্ড আনুমানিক তিনি-তিন বছরে লেখা হয়েছে, এমতাবস্থায় বিচ্যুতি আবশ্যিক। আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করে দিন। আরও বিচ্যুতি হবে, কোথাও সন্দেহ হলে তাহকিক করবেন এবং সত্যের অনুসরণ করবেন; আমার লেখার ওপর ভরসা করবেন না।

খানপুরির শুদ্ধকরণ

সামনে সেসব শুদ্ধকরণ সন্নিবেশিত, যা হযরত মুফতি খানপুরি সাহেব পাঠিয়েছেন; পাঠকেরা (নিজ নিজ কিতাবে) সংশোধন করে নিবেন:

তুহফাতুল কারি প্রথম খণ্ড:

১. পৃষ্ঠা: ১০০- //আজহার নামক একজন সাহাবি ছিলেন// [তার নাম জাহির ছিল। শামায়েলে তিরমিযি, নবীজির রসিকতা অধ্যায়]
২. পৃষ্ঠা: ১০১- //অতঃপর নবীজি তার লুঙ্গির দিকে তাকান// [লুঙ্গি সংক্রান্ত ঘটনা হযরত জাহিরের নয়, বরং উবাইদ বিন খালেদ মুহারিবির। শামায়েলে তিরমিযি, নবীজির লুঙ্গি অধ্যায়]
৩. পৃষ্ঠা: ১৩১- //তিনি আবু জাহেলের ভাই ছিলেন, তার আরও একজন ভাই হলেন আমার বিন হিশাম। তিনিও মুসলমান হয়েছিলেন।// [আমর তো আবু জাহেলেরই নাম ছিল]
৪. পৃষ্ঠা: ১৫৪- //যেমন: এখানে উভয় সনদ আবদুল্লাহ বিন মুবারকে এসে একত্রিত হয়েছে, তাই তিনি মাদারুল ইসনাদ।// [ইবনুল মুবারকের জায়গায় জুহরি হওয়া উচিত।]
৫. পৃষ্ঠা: ২৯৮- নেজার বিন মাআদ বিন আদনানের দুই ছেলে ছিল: রবিআ ও মুজার// [বলা হয়, তার চারজন ছেলে ছিল: মুজার, রবিআ, আনমার ও জায়েদ।]
৬. পৃষ্ঠা: ৩২৯- (সর্বশেষ লাইন) //হযরত সাইদের দাদার নাম হুজ্জ-
حُزْن(দুঃখ) ছিল, তিনি সাহাবি ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম তার নাম রাখেন সাহল।// [حُزْن: দুঃখ, কষ্ট, বহুবচন:

.....
 حَزَن এবং حَزْن: অসমান শক্ত ভূমি, বদমেজাজি মানুষ। বহুবচন:
 حَزُون হযরত সাইদের দাদার নাম হাজন-حَزْن ('হা' অব্যয়ের
 যবরের সাথে), বদমেজাজ অর্থে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লাম কোমল মেজাজের অর্থে সাহল-سَهْل রাখতে
 চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এতে সম্মত হননি।^১ বর্ণনার শেষাংশে
 ইবনে মুসায়্যাবের উক্তি রয়েছে: (فَمَا زَالَتِ الْحَزُونَةُ فِينَا بَعْدُ): এরপর
 আমাদের বংশে সর্বদা মেজাজের কঠোরতা ছিল।]

৭. পৃষ্ঠা: ৩৯৭- // কাউকে স্বেচ্ছায় হত্যা করা হলে মতানৈক্য
 রয়েছে: তিন ইমাম রাহিমাহুমুল্লাহুর মতে তার থেকে হারামে
 কেসাস নেয়া হবে এবং ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুমুল্লাহুর মতে
 হারামে কেসাস নেয়া যাবে না।// [এ মাসআলায় ইমাম আহমাদের
 মাজহাবও ইমাম আবু হানিফার মতো। আল-আবওয়াব ওয়াত
 তারাজিমে আছে: আবু হানিফা ও আহমাদের মতে তার থেকে
 কেসাস নেয়া হবে না, বরং তাকে বেরুতে বাধ্য করা হবে।]^২
৮. পৃষ্ঠা: ৩৪৮- মতানৈক্য কী? সনদে মতানৈক্য না মতনে? জানা
 নেই। টীকায় লিখেছেন: ইবনে শিহাব জুহরি থেকে সুফিয়ানের
 রেওয়ায়েত কোনো কিতাবে নেই।// [এই বর্ণনা কিতাবুত তাওহিদ;
 নবীজির বাণী (القرآن رجل آتاه الله) অধ্যায়ে জুহরি-সালিম,
 সালিম-পিতার সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে।]
৯. পৃষ্ঠা: ৪১৮- //সুতরাং অধিকতর সম্ভাব্য তিনি ৯ হিজরিতে
 মুসলমান হয়েছেন।// [একই অধ্যায়ের অধীনে হাফেজ ইবনে
 হাজার রাহি. ফাতহুলবারিতে আল্লামা বাগাভি ও ইবনে হিব্বানের
 ১০ম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণের বক্তব্য নকল করে একে সহিহ

১. দেখুন: সহিহ বুখারি ২/৯১৪, হাজন নামকরণ অধ্যায়।

২. আল-আবওয়াব ওয়াত তারাজিম ১-২/৪৭৮, দাবুল বাশায়ের বৈরুত।

.....
বুখারির বিদায় হজের বর্ণনা দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। দেখুন:
১/১৭৫, ইহয়াউত তুরাস বৈবুত, الإنصات অধ্যায়ে।]

১০. পৃষ্ঠা: ৪৩৭- // কাদামে আদম-آدم قدم // [কাদে আদম-آدم قدم]
১১. পৃষ্ঠা: ৪৩৭- লাইন: ১৬- //যখন সে পানি দেখবে// [যখন সে স্বপ্ন দেখবে]
১২. পৃষ্ঠা: ৪৫৫- //হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে হেফাজত করুন এবং শয়তানকে আমাদের থেকে হেফাজত করুন এবং এই সন্তানাদি থেকে হেফাজত করুন// [হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে হেফাজত করুন এবং শয়তানকে এই সন্তানাদি থেকে]
১৩. পৃষ্ঠা: ৪৭৭- //কিন্তু এই হাদিস দ্বারা এই যুক্তি প্রদর্শন দুর্বল, কেননা এই বর্ণনা মুসনাদে আহমদেও রয়েছে। সেখানে আছে: (اِئْتِنِي بِحَجَرٍ) কোনো পাথর নিয়ে এসো।^১// [হযরত শাহ সাহেব রাহি. এর জবাব দিয়েছেন: এখানে অধ্যাদেশ-সূচক নির্দেশ অবস্থার ওপর রাখার জন্য। যেমনটা সাদ তার পুত্র কায়েসকে বলেছেন: (انحر) গাজওয়ায়ে সিফুল বাহারের ঘটনা।]
১৪. পৃষ্ঠা: ৭৫৮- গুনদারের শব্দ এরকম: (إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ) এর دَخَلَ (إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ) হওয়া উচিত]
১৫. পৃষ্ঠা: ৫১৮- //ব্যাখ্যা: (১) এই হাদিসের বর্ণনাকারীদের মাঝে কিছুটা বিজড়ন আছে, টীকায়ও বিজড়ন। প্রশ্নকারী হলেন: আমার বিন উমারা, যিনি ইয়াহিয়ার ভাই।// [প্রশ্নকারী হলেন আমার বিন আবু হাসান, যা পরবর্তী অধ্যায় অর্থাৎ الكعنين إلى الرجلين باب غسل الرجلين إلى الكعنين এ হাদিস: حدثنا موسى قال نا وهيب عن عمرو عن أبيه شهدت عمرو (بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد) এ বিবৃত হয়েছে। এমনিভাবে

১. মুসনাদে আহমদ ১/৪৫০।

.....
 (হাদিস: ১৯২) এবং باب الوضوء من التور (হাদিস: ১৯৯) আবু হাসানের দুই ছেলে: উমরা ও আমর। অতঃপর উমরার ছেলে হলেন ইয়াহিয়া এবং তার ছেলে হলেন আমর। আমর বিন ইয়াহিয়া তার পিতা: ইয়াহিয়া থেকে নকল করেন যে, আমার চাচা অর্থাৎ আমর বিন আবু হাসান ওজুর প্রিয় ছিলেন, তাই তিনি আবদুল্লাহ বিন জায়েদকে জিজ্ঞাসা করলেন। যেমনটা হাদিস নম্বর: ১৯৯ এ রয়েছে।

১৬. পৃষ্ঠা: ৫২০- //ব্যখ্যা: সহিহ হচ্ছে আমর বিন উমরা বিন আবু হাসান।// উপরে (১৫) নম্বরে থাকা আলামতসমূহের ভিত্তিতে এখন এর প্রয়োজন নেই।]
১৭. পৃষ্ঠা: ৫৮১- //জবাব: নামায অবিরাম থাকার ওপর এই যুক্তি প্রদর্শন সহিহ নয়। এর কোন দলিল নেই, নামায তো ভেঙ্গে গিয়েছিল।// [এই জবাব সঠিক নয়, কারণ এই বর্ণনা (باب المرأة) (হাদিস: ৫২০) এ রয়েছে। শব্দ এরকম: (فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال) বুঝা গেল যে, নামায অবিরাম ছিল।]
১৮. পৃষ্ঠা: ৫৮২- //একজন বড় মাপের মুহাদ্দিস ছিলেন হাম্মাদ বিন সালমা, তিনি এই হাদিসের ওপর অভিযোগ করেছেন// [অভিযোগকারী হলেন ইয়াহিয়া বিন সাঈদ আলকাত্তান। ফাতহুল বারি]
১৯. পৃষ্ঠা: ৫৮৩- // হযরতুল উস্তায় রাহি. অধ্যায়ের উদ্দেশ্য এটা বয়ান করেছেন....// [ওজুতে প্রয়োজন হলে সাহায্য গ্রহণ বৈধতার মাসআলা পূর্বে এসে গেছে। এখানে নাপাকি দূরীকরণে সাহায্য গ্রহণের কথা হওয়া উচিত।]

আরও কিছু বিদ্যুতি

তুহফাতুল কারিতে আরও কিছু ভুল রয়েছে, আমার জ্ঞানে এসেছে অথবা অন্যরা বাতলে দিয়েছেন। এখন সেগুলো উল্লেখ করছি:

১. তুহফাতুল কারি (২/১১০, কিতাবুল হায়েজ, অধ্যায়: ১৬) এর এই পাঠ: “দম না দিতে পারলে দশটি রোযা রাখবে; তিনটি হজের দিনগুলোতে এবং সাতটি বাড়ি ফিরে”- এই পাঠ কেটে দিবেন। এখানে এ কথা সহিহ নয়।
২. তুহফাতুল কারি (১/৫০৩) এ তাবাসসুমের (মুচকি হাসি) সজ্জা রয়েছে: “অর্থাৎ চেহারায় হাসির আলামত প্রকাশ পাবে এবং দাঁত দৃষ্টিগোচর হবে, কিন্তু আওয়াজ সৃষ্টি হবে না” এই পাঠ্যাংশ এভাবে করে দিন: “অর্থাৎ চেহারায় হাসির আলামত প্রকাশ পাবে, ঠোট খুলবে না, দাঁত দেখা যাবে না এবং আওয়াজও সৃষ্টি হবে না।”
৩. তুহফাতুল কারি (২/৯২) এর পাঠ: “তিনটি মাসআলায় হাতা-জামার সম্পর্ক” এই পাঠ্যাংশ এভাবে করে দিন: “তিনটি মাসআলা জটলা হয়ে গেছে”
৪. তুহফাতুল কারি (৪/৫১৮) এ আয়াতে কারিমা: (مَثَلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ) এর তরজমা রয়ে গেছে। তরজমা এরকম হবে: যা তার কতলকৃত পশুর বরাবর হবে, যার ফয়সালা তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায্যবিচারক লোক করবে”
৫. তুহফাতুল কারি (৪/৫০৫) এ হযরত জাবাআ রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে রয়েছে যে, তিনি হলেন হযরত জুবায়ের বিন আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ে। এ কথা গলদ, বরং তিনি হলেন জুবায়ের বিন আবদুল মুত্তালিবের মেয়ে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো বোন। একে সংশোধন করে নিন।
৬. তুহফাতুল কারি (১/৩৮৫): মেজাজে দিআবা অর্থাৎ ভাল্লাগা ছিল।
৭. তুহফাতুল কারি (৫/২৭৮) ১৮নম্বর লাইনে থাকা দৃষ্টি আকর্ষণ সঠিক নয়, একে ঠিক করে নিন।
৮. তুহফাতুল কারি (৫/১৭৫) শেষ লাইন: “মূল্য বলার অধিকতর হকদার ক্রেতা” এখানে ক্রেতার জায়গায় বিক্রেতা লিখে নিন।

-
৯. তুহফাতুল কারি (৫/১৯৪) ১২ নং লাইনে সূরা ফাতহের জায়গায় সূরা নাসর লিখে নিন।
১০. তুহফাতুল কারি (৫/২৮৫) এ পাঠ্যাংশে পাঠ রয়ে গেছে, বুখারি শরিফ থেকে মিলিয়ে লিখে নিবেন।
১১. তুহফাতুল কারি (১/১৮৫) এর শেষ টীকায় আলফিকহুল আকবরের পাঠ শুদ্ধ নয়। মূল পাঠ এরকম:
- إيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص أي: من جهة المؤمن به نفسه.... والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد، متفاضلون في الأعمال.
১২. তুহফাতুল কারি (২/৪৩০) শেষ লাইন: ‘আতা বলেন’ এর জায়গায় ‘ইবনে জুরাইজ বলেন’ হবে।

কিলোমিটারের হিসাবে সফরের দূরত্ব কতটুকু

দারুল উলুম দেওবন্দ এবং মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুরের পুরাতন ফতোয়া হল সোয়া সাতাত্তর কিলোমিটার। এই হিসাব ইংরেজি মাইলের হিসাবে। শরয়ি মাইল ইংরেজি মাইল থেকে ২৪০ গজ বড় হয়ে থাকে।^১ আর শাহি মুরাদাবাদের ফতোয়া ৮২ কিলোমিটারের ওপর^২ এবং মাজমাউ লুগাতিল ফুকাহা কিতাবে আনুমানিক ৮৯ কিলোমিটারের হিসাব লাগানো হয়েছে। আমি সতর্কতাবশত একে গ্রহণ করেছি। রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআতে (৩/৫৫৭) আছে:

মাইলে শাব্দিক অর্থ: مَدُّ البصر অর্থাৎ যদূর দৃষ্টি পতিত হয় তা এক মাইল। পরিভাষায় চার হাজার হাতে হয়, হাত হয় চব্বিশ আঙ্গুলের এবং আঙ্গুল হয় ছয় যবের। এটাই হচ্ছে হাশিমি মাইল ও শরয়ি মাইল। কোনো এক যুগে এরচে বড় মাইলে উমাভি প্রচলিত হয়েছিল এবং নিকট-অতীত যুগে এরচে ছোট ইংরেজি মাইল প্রচলিত হয়; এগুলো বিবেচিত নয়। সুতরাং কিলোমিটারের হিসাব লাগানোর সময় এ কথা খেয়াল রাখা জরুরি।

১. আওজানে শরয়িয়া।

২. কিতাবুন নাওয়াজিল, পঞ্চম খণ্ড।

অতএব, প্রচলিত সোয়া সাতাত্তর কিলোমিটারের হিসাব সঠিক নয়। মাজমাউ লুগাতিল ফুকাহা কিতাবে আনুমানিক ৮৯ কিলোমিটারের কথা বলা হয়েছে। এখন যে-কোনো মত/ফতোয়ার ওপর আমল করা ঠিক আছে, তবে সতর্কতা উত্তম।

পরিশেষে ইমাম মুহাম্মদ রাহিমাল্লাহুর একটি মূল্যবান উপদেশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে: কারও যদি কোথাও সন্দেহ হয় যে, সে মুসাফির কিনা? সেখানে পূর্ণ নামায পড়া উত্তম। হাদিসে আছে: সন্দিহান কথা ছেড়ে দাও এবং সন্দেহাতীত কথা গ্রহণ কর। আল্লাহ তওফিকদাতা।^১

একটি ভুল বোঝাবুঝির অপনোদন

কেউ বলে, হযরতওয়ালা তাবলিগ বিরোধী ছিলেন, এ কথা সঠিক নয়। হযরতওয়ালা তাবলিগ জামাতের বিরোধী ছিলেন না, বরং তিনি তাবলিগি ভাইদের দীনের ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের খণ্ডন করতেন এবং প্রকাশ্যে এগুলো প্রকাশ করতেন। কেননা মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দের সংরক্ষণ জরুরি, দাওয়াত ও তাবলিগের কাজও জরুরি। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের তাবলিগে বেরুতে তাগিদ দিতেন। হযরতওয়ালা দাওয়ায়ে হাদিসের ছাত্রদেরকে উদ্দেশ্য করে সর্বশেষ যে নসিহত করতেন, তা লক্ষ্য করলে বাস্তবতা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। হযরতওয়ালা দাওয়ায়ে হাদিসের ছাত্রদেরকে নসিহত করতে গিয়ে বলতেন:

মাদরাসা পড়ুয়া ছাত্ররা তিন প্রকার: প্রথমত যাদের মাঝে মুতাল্লাআ করার যোগ্যতা তৈরি হয়নি; না আরবি কিতাবাদি মুতাল্লাআর যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে এবং না উর্দু মুতাল্লাআর। এমন ছাত্ররা আগামী বছর তাবলিগ জামাতে যাবেন অথবা কোন মসজিদে ইমাম হবেন কিংবা কোন মজ্বে পাঠদানে লেগে যাবেন। কারণ বেচারার পাঠ করার যোগ্যতা নাই, তারপরও ওরা বেকার নয়। তারাও শ্রেষ্ঠতম লোক, কাজের লোক। আখের লক্ষাধিক মসজিদ-মজ্বে রয়েছে, সেগুলো সামলাবে কে? যে শায়খুল হাদিস হতে পারবে সে কি গ্রামের মসজিদের ইমাম হবে?! সেখানে তৃতীয় স্তরের

^১. তুহফাতুল কারি (১২/৩৬৮-৩৮৪) বিচ্যুতির আলোচনা সমাপ্ত হল।

.....
ফুজালাদের প্রয়োজন। যে মাদরাসায় পড়ানোর ও শায়খুল হাদিস হওয়ার যোগ্যতা রাখে সে জামাত নিয়ে শহরে-গ্রামে খোড়াই ঘুরবে? এমনটা হলে সকল পড়ুয়ারা খতম হয়ে যাবে, জামাত নিয়ে ঘোরার জন্যও লোকের প্রয়োজন। সুতরাং এসব ছাত্র এ কাজে লাগবে।

দ্বিতীয়ত যাদের যথাযথ আরবি যোগ্যতা তৈরি হয়নি, কিন্তু তারা এক-দুই বছর মেহনত করলে যোগ্যতা পাকাপোক্ত হয়ে যাবে। এমন ছাত্রদের উর্দু যোগ্যতা তো হয়, কিন্তু তারা আরও এক-দুই বছর পড়লে আরবির যোগ্যতা পাকাপোক্ত হতে পারে। পরে সারা জীবন হাতে আছে, জামাতেও বের হও, অন্য কাজও কর। দিনের সকল কাজ আপনাদেরকেই করতে হবে, কিন্তু এখনো পড়াশোনা চালু রাখুন। অতঃপর আরবির যোগ্যতা পাকাপোক্ত হয়ে এবং আরবি কিতাবাদি মুতাল্লাআর যোগ্য হয়ে গেলে তাদের যোগ্যতা পাকাপোক্ত ধরা হবে।

তৃতীয়ত যাদের যোগ্যতা আল্লাহর ফজলে পাকাপোক্ত হয়ে গেছে, তারা যেন নিজেদের লাইন পরিবর্তন না করেন। এইযে যোগ্য ফুজালা ব্যাপকহারে নিজেদের লাইন পরিবর্তন করে নেন। কেউ কম্পিউটার শিখতে লাগেন, কেউ ইংরেজি পড়তে লাগেন, কেউ জামেআ মিল্লিয়ায় চলে যান, কেউ আবার আলীগড়ে চলে যান, কেউ তো ব্যবসায় নেমে পড়েন; এমনটা করবেন না। সূরা নাহলে এর উদাহরণ এসেছে: (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَظَتْ غَزْلَهُمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَأَتْ) তোমরা ঐ বৃদ্ধার মতো হয়ো না, যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুতা কাটল এবং ভালো করেই সুতা কাটলো, অতঃপর সন্ধ্যায় সমস্ত কাটা সুতা টুকরো টুকরো করে ফেলে।— এই যোগ্য ফুজালারা নিজেদের লাইন পরিবর্তন করে নিলে তাদের দৃষ্টান্ত হবে ঐ বৃদ্ধার ন্যায়। অতএব, তারা এখন জামাতে বেরুবে না, মাদারিসে আরবিয়ায় যেখানেই সুযোগ হবে পাঠদানে লেগে যাবে। অতঃপর উচ্চাঙ্গের যোগ্যতা সম্পন্ন হলে দশ বছর, মাধ্যমিক হলে পনেরো বছর, সাধারণ হলে বিশ বছর দিবারাত্র পড়াবে। অতঃপর তাদের জ্ঞান পাকাপোক্ত হয়ে গেলে যা ইচ্ছা করবে। জামাতে বেরুবে অথবা অন্য কোনো কাজ করবে। নিজের

.....
 পছন্দ অনুযায়ী দীনের যে-কোনো কাজ করবে। কিন্তু আগে যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ইলমের রাস্তা সমতল করে নিবে।^১

একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আবেদন

পরিশেষে অধম লেখক সমস্ত ফুজালাদের বিশেষভাবে মরহুমের ছাত্রদের সমীপে আবেদন করছি যে: মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দের সংরক্ষণ করা আমাদের সকলের যৌথ জিম্মাদারি, এ কারণে ঘণ্য কাজ বিলকুল বরদাশত না করা উচিত। ভর্তসনার পরোয়া না করে যে জিনিস আপনারা কুরআন, হাদিস ও ফিকহের আলোকে সত্য মনে করবেন, তা দ্ব্যর্থহীন খুল্লামখাল্লা প্রকাশ করা উচিত। অবশ্য যদি কোনো আহলে ইলম ও মর্যাদাবান ব্যক্তি থেকে দীনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অথবা আমলে কোনো ভুল হলে তার সামাজিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে এমনভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা উচিত, যাতে তার মনঃপীড়া না হয়। সত্য প্রকাশকালে আঘাত-কুৎসা, অপমান-অবজ্ঞা থেকে একেবারে বেঁচে থাকা উচিত। সম্বন্ধিত ব্যক্তি আপনা থেকে ছোট ও নীচু স্তরের হোক না কেন, কেননা সম্বন্ধিত ব্যক্তিকে আঘাত ও অসম্মান করা এবং তাকে অবজ্ঞা ও অপমান করা অধিকাংশ সময় তাকে সত্য গ্রহণে বাধা প্রদান করে। এখানে হযরত গাঙ্গুহি কুদ্দিসা সিররুহুর একটি ঘটনা উল্লেখ করা যৌক্তিক মনে করছি, যাতে বোধহয় যে সংশোধনের এই পদ্ধতি কতটা ফলপ্রসূ ও উপকারী:

হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি কুদ্দিসা সিররুহু গুরাদিকে মিলাদ ইত্যাদি বিদআতের ব্যাপারে শিথিল ছিলেন, কুতবুল ইরশাদ হযরত গাঙ্গুহি কুদ্দিসা সিররুহুর সংশোধনী প্রচেষ্টার ফলে তিনি সঠিক অবস্থান গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে তাদের পরস্পর দীর্ঘ পত্র বিনিময় হয়, যা তাজকিরাতুর রশিদ ইত্যাদি কিতাবে আছে। সেগুলো পাঠ করলে অনুমান হয় যে, কী প্রশস্ততার সাথে তিনি হযরত থানবির সমস্ত সংশয় ও সন্দেহ দূর করেছেন এবং হযরত থানবির ওপর কত বড় অনুগ্রহ করেছেন। স্বয়ং

^১. তুহফাতুল কারি ৭/৪০৫-৪০৬।

.....
হযরত থানবি কুদ্দিসা সিরবুহু ‘ইয়াদে ইয়ারা’ কিতাবে এর বিবরণ এভাবে
তুলে ধরেছেন:

“আমি দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিশুদ্ধ আকিদা সত্ত্বেও— আলহামদুলিল্লাহ—
মতানৈক্যপূর্ণ কয়েকটি মাসআলায় আহলে হক ও আহলে বিদআত সম্পর্কে
একটি ভুল ধারণায় ছিলাম। আর গলদের ওপর অনেক ধারণা ও বহু
আমল নির্ভরশীল, অর্থাৎ কিছু অর্থাৎ রসমি আমল। উদাহরণস্বরূপ, প্রচলিত
মিলাদ অনুষ্ঠান ইত্যাদি, যা কিছু খারাবির কারণে উলামায়ে কেরাম
জনসাধারণকে উন্মুক্তভাবে এবং সাধারণ মানুষের সাথে বিশিষ্টদেরকেও
বারণ করেন। এসব খারাবিকে তো আমি সর্বদা নিন্দনীয় ও
সম্পাদনকারীকে তিরস্কৃত মনে করতাম। এটা বিশুদ্ধ আকিদার কারণে
ছিল। সাধারণ মানুষকে সর্বদা এসব খারাবি সম্পর্কে সতর্ক করতাম, কিন্তু
আমার অন্তরে এই খেয়াল বদ্ধমূল হয়েছিল যে, নিষিদ্ধতার কারণ
এগুলোই। অতএব, যেখানে এই কারণ থাকবে না নিষিদ্ধও হবে না।
সুতরাং বিশিষ্টরা যেহেতু এই খারাবি থেকে মুক্ত, তাই তাদেরকে বারণ
করার প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে সাধারণ মানুষকেও উন্মুক্তভাবে বারণ
করার প্রয়োজন নেই, বরং তাদেরকে মূল জিনিসের অনুমতি দিয়ে খারাবির
সংশোধন করা উচিত; বরং অনুমতি প্রদানে এই অগ্রাধিকার ও যৌক্তিকতা
মনে করতাম যে, এভাবে আকিদারও সংশোধন হয়ে যাবে, যার ফেসাদ
নিষিদ্ধতা ভিত্তি। আর একেবারে নিষেধ করলে সাধারণ মানুষ উল্টো বুঝবে
এবং আকিদার সংশোধনও হবে না। এভাবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে যায়
এবং নিয়মিত দরস-তাদরিস ও ফিকহ-হাদিস ইত্যাদির চর্চা সত্ত্বেও মন
কখনো এর বিপরীত দিকে স্থানান্তর ও ভ্রূক্ষেপ করেনি। হযরত কুদ্দিসা
সিরবুহুর শুরুরিয়া কোন ভাষায় আদায় করব যে, তিনি নিজেই নেহায়েত
মহব্বত ও আন্তরিকতার সাথে মরহুম মৌলবি মুনাওয়ার আলি সাহেব
দরবঙ্গভির কাছে এ বিষয়ে আমার সম্বন্ধে আফসোস প্রকাশ করেছেন।

আর এই ভুলের পরম্পরার একটি ভুল এও হয়েছিল যে, কিছু দরবেশ
থেকে— শরিয়তের ওপর যাদের অবস্থার সঙ্গতি কৃত্রিমতা মুক্ত নয়— আমি
(خُذْ مَا صَفَا وَدَعْ مَا كَدِرَ): “পরিস্কার জিনিস ধরে রেখো এবং কদমাক্ত
জিনিস ত্যাগ কর” এই ধারণায় শিকার হয়ে কিছু জিকির-ফিকিরের শিক্ষাও

.....
 গ্রহণ করেছিলাম এবং তাদের কাছে যাতায়াত ও সুহবতেরও সুযোগ হত। আর খারাবির আবশ্যিকতা সম্পর্কে ঐ ধারণাই ছিল যে, যেহেতু বিশিষ্টদের আকিদা তো এমনিতেই সঠিক, সেখানে খারাবি আবশ্যিক নয়। আর ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে সর্বসাধারণকে হক-বাতিল সম্পর্কে সতর্ক করা খারাবি উচ্ছেদের জন্য যথেষ্ট। তো, হযরত রাহিমাহুল্লাহও বিশেষভাবে এরও ওপর আফসোস প্রকাশ করেছেন।- সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, যেমনিভাবে হাদিসে এসেছে যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেহায়েত স্নেহ ও লজ্জার কারণে সরাসরি কাউকে তিরস্কার করতেন না, এমনিভাবে হযরত কুদ্দিসা সিরবুহুও তার কাছে বারবার উপস্থিতি সত্ত্বেও এ বিষয়ে সরাসরি কখনো হস্তক্ষেপ করেননি। এরচে বড় স্নেহ ও দয়া এই যে, কখনো কেউ অভিযোগ করলে তিনি আমার কর্মে ব্যাখ্যা ও একে উত্তম বহনস্থলে বহন করতেন।

এই ভুলের একটি শাখা এই ছিল যে, হযরত পির ও মুর্শিদে কিবলা ও কাবা হাজি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ বিদিত মাসায়েলে মতানৈক্য ও ঝগড়া দূরীকরণের লক্ষ্যে সামগ্রিকভাবে একটি বক্তব্য প্রদান করেন এবং আমাকে এর ব্যাখ্যা লিখতে নির্দেশ দেন। যেহেতু আমার অন্তরে ঐ ধারণাই বদ্ধমূল ছিল, বিদায় ব্যাখ্যাও এরই মাফিক শিরোনামে লিপিবদ্ধ করি এবং তা হযরত হাজি সাহেবকে পড়ে শুনাই। যেহেতু সাধারণ মানুষের অবস্থা, মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার দিকে হযরতের পুরোপুরি দৃষ্টি ছিল না- একাত্ততা, সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশার স্বল্পতা এবং সুধারণার ভিত্তিতে- তাই তিনি এই দীর্ঘ লেখা পছন্দ করেন এবং এতে কোথাও কোথাও সংশোধন ও কমেবেশিও করেছেন। যাহোক, ঐ শিরোনামগুলো আমার ছিল, কিন্তু যেহেতু হযরত নিজেই মূল বিষয়বস্তু বলে ব্যাখ্যা লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সুতরাং এই লিখন তিনি নিজের তরফে লিখিয়েছেন এবং দস্তখত ও সীল দিয়ে সুসজ্জিত করেন। নিজের তরফে ছাপানোর অনুমতি প্রদান করেন, যা “ফয়সালা হাফতে মাসআলা” শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। কিছু নির্বোধ একে নিজেদের বিদআতের সমর্থক মনে করে, এটা কীভাবে সম্ভব?! কেননা এতেও সেসব খারাবির সুস্পষ্ট খণ্ডন রয়েছে। এতে শ্রেফ সহিহ আকিদা ও নির্মল সমঝ মানুষের জন্য অনুমতি ও পারমিট

.....
রয়েছে, যার ভিত্তি উপরিউক্ত ধারণা করা যে, আওয়ামের খারাবির প্রভাব
বিশিষ্টদেও ওপর পড়বে কেন?

সারকথা, হযরত কুদ্দিসা সিরবুহু এসব বিষয়ে মৌলবি মুনাওয়ার আলি
সাহেবের সাথে আলোচনা করেন। মৌলবি সাহেব আমার কাছে এগুলো
উল্লেখ করতেই হযরতের বরকতে সামগ্রিকভাবে নিজের ভুলের ওপর
সতর্ক হয়ে যাই, কিন্তু অধিকতর অন্তর্দৃষ্টির জন্য এ ব্যাপারে চিঠি আদান-
প্রদানের প্রয়োজন অনুভব করি। সুতরাং উভয় তরফে কয়েকবার চিঠি
বিনিময় হয় এবং ঐ চিঠিপত্র তার জীবনীতে প্রকাশিত হয়েছে।

যাহোক, পরিশেষে আল্লাহর অশেষ কৃপায় আমি অন্তর্দৃষ্টি ও তাহকিকের
সাথে নিজের ভুল বুঝতে পারি এবং এ সম্পর্কে অবগত হওয়ায় ইলমের
এক বিরাট জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়, যা দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ ছিল। যার
সারসংক্ষেপ হল, বাস্তবতায় নিষিদ্ধতার ভিত্তি আকিদার ফাসাদের ওপর।
কিন্তু আকিদার ফাসাদ ব্যাপক, সম্পাদক এতে সরাসরি জড়িত হোক বা
এর হেতু হোক। সুতরাং কর্তা সাধারণ মূর্খ হলে তো স্বয়ং তার আকিদা
বিনষ্ট হবে এবং বিশিষ্ট হলে যদিও তার আকিদা সহিহ, কিন্তু তার কারণে
অন্যান্য সাধারণ মানুষের আকিদা বিনষ্ট হবে। আর ফাসাদের কারণ
হওয়াও নিষিদ্ধ। যদিও আওয়ামকে ওয়াজের মাধ্যমে এই খারাবি সম্পর্কে
সতর্ক করা সম্ভব, কিন্তু এ দ্বারা সকল আওয়ামের সংশোধন হবে না।
সকল পর্যন্ত ওয়াজও পৌঁছে না। সুতরাং যদি কোন সাধারণ ব্যক্তি ঐ
বিশেষ ব্যক্তির আমল শুনল এবং সংশোধনের বিষয়টা তার পর্যন্ত না
পৌঁছাল না, তাহলে ঐ ব্যক্তি এই সাধারণ ব্যক্তির ভ্রষ্টতার কারণ হয়ে
গেলেন। প্রকাশ থাকে যে, একজন মানুষের গোমরাহিরও কারণ হওয়া মন্দ
কাজ। কোন আমলে কিছু কল্যাণ থাকলেও নীতিমালা হল, কল্যাণ-
অকল্যাণ একত্রিত হলে এবং আমল শরিয়তের দৃষ্টিতে খোদ অভীষ্ট না
হলে সেখানে এই আমলই ছেড়ে দেওয়া উচিত। সুতরাং এই নীতির
ভিত্তিতে এসব উপকারিতা অর্জনের ইহতেমাম করবে না, বরং এসব
খারাবি থেকে বাঁচতে এই আমলই ছেড়ে দিবে। অবশ্য আবশ্যিক আমলে
খারাবি ঢুকে পড়লে, আমল ত্যাগ করবে না, বরং যথাসম্ভব এসব খারাবির

.....
সংশোধন করা হবে। সুতরাং হাদিসে নববি ও মাসায়েলে ফিকহিয়ার থেকে এসব বিধি-বিধান ও নীতিমালা বিবৃত, দক্ষ ব্যক্তির অগোচরে নয়।^১

উম্মতের সংশোধনে কুতবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি কুদ্দিসা সিরবুহুর অপর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি গলদ ও অশ্লীল কাজ একেবারে বরদাশত করতেন না; ভর্ৎসনার পরোয়া না করে যে কথা কুরআন-হাদিসের আলোকে সত্য মনে করতেন, তা স্পষ্টত ও খুল্লামখোলা প্রকাশ করতেন এবং এমন পদ্ধতি গ্রহণ করতেন যাতে তার কর্ম দ্বারা কারও ভুল বোঝাবুঝি না হয়। সুতরাং কেউ তার খেদমতে হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রাহিমাহুল্লাহুর পুস্তিকা “ফয়সালা হাফতে মাসআলা” পেশ করলে— যা মূলত হযরত থানবি কুদ্দিসা সিরবুহুর লেখা— তিনি বলেছিলেন: “একে গোসলখানায় নিমজ্জিত করে দাও”— কেউ বলল, নিজের শাইখের পুস্তিকা গোসলখানায় নিমজ্জিত করছেন?! জবাবে বলেন, আমরা শাইখের হাতে তাসাউফের বাইআত করেছি, ফিকহের ক্ষেত্রে নয়; ফিকহের ক্ষেত্রে তিনি আমাদের অনুসারী।^২

মোটকথা, কুতবুল ইরশাদ মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি কুদ্দিসা সিরবুহুর যেখানে কল্যাণকামিতার সাথে মুসলমানদেরকে প্রচলিত বিদআত সম্পর্কে অবগত করতেন, সেখানে এমন কর্মপদ্ধতিও উপস্থাপন করেছেন যে, তার কর্ম দ্বারা কারও হক-বাতিল ও সুন্নাত-বিদআত বুঝতে সামান্যতম সংশয় ও জটিলতা সৃষ্টি না হয়।

এই দুই মূলনীতিই হযরত রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি কুদ্দিসা সিরবুহুর পরে হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি নাওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু এখতিয়ার করে ইয়াহিয়ায়ে সুন্নাতের ব্যাপারে এমন কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, যা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর একই মাসলাকি মেজাজ ও বুচির অধিকারী ছিলেন আমাদের উস্তাযে মুকাররম, ফাকহুন নাফস, মুসলিহে উম্মত হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব

^১. ইয়াদে আয়ারা, পৃ. ৭-১০।

^২. মাজালিসে হাকিমুল ইসলাম, পৃ. ১২৯।

.....
পালনপুরি (সাবেক শায়খুল হাদিস ও প্রধান শিক্ষক, দারুল উলুম দেওবন্দ) নাওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু ওয়া রাহিমাল্লাহু রাহমাতান ওয়াসিআহ।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এসব বুজুর্গদের পদাঙ্ক অনুসরণে ইয়াহিয়ায়ে সুনাত তথা সুনাহ জীবিতকরণের তওফিক দান করুন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন!

মুহাম্মাদ আমিন পালনপুরি

খাদেমে হাদিস, ফিকহ ও ফাতাওয়া বিন্যাসক, দারুল উলুম দেওবন্দ
২৫ শাওয়াল ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৮ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
বৃহস্পতিবার

সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম: সাঈদ আহমাদ বিন ইউসুফ বিন আলি পালনপুরি দেওবন্দি হানাফি।

জন্মস্থান: কালিড়া, জেলা: বনসকণ্ঠ (উত্তর গুজরাট) ইন্ডিয়া।

জন্ম-তারিখ: (সংরক্ষিত নেই, আনুমানিক) ১৩৬০ হিজরি মোতাবেক ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ।

পিত্রালয়: ডাবহাড এলাকার নতুন বস্তি মুজাহিদপুরা, জেলা: মাহসানা (উত্তর গুজরাট) ইন্ডিয়া।

স্থায়ী বসবাস: মহল্লা আন্দোরোনে কুটলা দেওবন্দ, জেলা: সাহারানপুর (উত্তর প্রদেশ) ইন্ডিয়া।

শিক্ষা: কালিড়ার মক্তবে উর্দু দীনিয়াত ও কুরআনে পাকের নাজেরার জ্ঞান অর্জন করেন। ফারসির প্রাথমিক শিক্ষা ছয় মাস দারুল উলুম ছাপিতে বিভিন্ন আসাতিজা থেকে এবং পরবর্তী ছয় মাস আপন মামা মাওলানা আবদুর রহমান শাইরা থেকে অর্জন করেন। মুসলিহে উম্মাহ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ নজির মিয়া সাহেবের মাদরাসায় ইসলামিয়া আরাবিয়া পালনপুরে ভর্তি হয়ে বিভিন্ন শিক্ষক থেকে ফারসির অবশিষ্ট কিতাবাদি ও শরহে জামি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন।

১৩৭৬ হিজরির শাওয়ালে উত্তর প্রদেশের মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুরে ভর্তি হয়ে আরবি মাধ্যমিক ও মানতিক-ফালসাফার শিক্ষার্জন করেন। অতঃপর ১৩৭৯ হিজরির শাওয়ালে দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে আরবির সর্বোচ্চ জ্ঞানার্জন করেন এবং ১৩৮২ হিজরিতে দাওরায়ে হাদিস পড়েন। দাওরায়ে হাদিসের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থানে উত্তীর্ণ হন। পরে শাওয়াল ১৩৮২ হিজরিতে ইফতা বিভাগে ভর্তি হন, একই বছর শায়খ মাহমুদ আবদুল ওহাব মাহমুদ মিসরির কাছে হিফজে কুরআনে কারিমের সূচনা করেন এবং পরের বছর শাইখে তরিকত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া সাহেব কান্ধলভির হাতে বাইআত হন। ঐ বছরই কর্তৃপক্ষ ফাতাওয়া লেখার জন্য তাকে সহকারী মুফতি হিসেবে নিয়োগ দেয়, বছরের শেষে কিছু কুচক্রীদের কারণে স্থায়ীভাবে নিয়োগ হয়নি। পরে হযরত

.....
আল্লামা মুহাম্মাদ ইবরাহিম বলয়াবি রহ. এর মাধ্যমে আশরাফিয়া রান্দিরে উচ্চস্তরের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ হয়।

শিক্ষকতা: শাওয়াল ১৩৮৪ থেকে শাবান ১৩৯৩ হিজরি পর্যন্ত নয় (৯) বছর দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দিরে উচ্চস্তরের কিতাবাদির পাঠদান করেন। পরে ১৩৯৩ হিজরির শাবানে দারুল উলুম দেওবন্দে মাধ্যমিক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ হয়, তিনি শাওয়ালে দেওবন্দে গমন করেন এবং জিলকদ থেকে পাঠদানের সূচনা করেন। দারুল উলুমের মসজিদে কাদিমে হযরত নানুতাবি কুদ্দিসা সিররুহুর ‘আবে হায়াত’ ইত্যাদি কিতাবের পাঠদানের সূচনা করেন। মৃত্যু অবধি তিনি সেখানে ৪৮ বছর পাঠদানের খেদমত আঞ্জাম দেন।

অন্যান্য খেদমত: ১৩৯৫ এবং ১৪০২ হিজরিতে দারুল ইফতার নেগরানি ও ফতোয়া লেখার কাজও আঞ্জাম দিয়েছেন। যখন দারুল উলুম দেওবন্দে ‘মজলিনে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত’ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন থেকে মৃত্যু অবধি তিনি এর প্রধান পরিচালক হিসাবে ছিলেন। উপরিউক্ত খেদমত ছাড়াও দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম সাহেব তাকে তাহরিরি ও তাকরিরি যেসব খেদমত সোপর্দ করেছেন, তিনি সেগুলো সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিসে তালিমির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। ১৪২৯ হিজরির শাবানে মজলিসে শুরা তাকে শায়খুল হাদিসের পদের পাশাপাশি প্রধান শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্যও মনোনীত করে এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই দুই গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন।

রচনাবলি: তার প্রকাশিত সঙ্কলন ও রচনাবলির সংখ্যা পঞ্চাশ (৫০) এবং যেসব সম্পাদিত কিতাবের সংখ্যা আমার জানা অনুসারে সতেরো (১৭)।

প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড: উপরিউক্ত ইলমি খেদমতসমূহ ও সঙ্কলন-রচনার ভিত্তিতে ভারত সরকার তাকে গণপ্রজাতন্ত্রী প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে, কিন্তু তিনি তা গ্রহণে এ কারণে যাননি যে, সেখানে গেলে ফটোগ্রাফ হবে এবং মিডিয়া একে খুব প্রচার করবে। অতঃপর বারবার ফোন আসতে থাকলে দুই বছর পরে তিনি ছেলে মাওলানা মুফতি হুসাইন আহমাদকে প্রেরণ করেন, তিনি অ্যাওয়ার্ড ও পুরস্কার গ্রহণ করেন।

.....
বেতন প্রত্যাবর্তন: তিনি ১৪২৪ হিজরিতে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে বেতন গ্রহণ বন্ধ করে দেন এবং ১৩৮৪ থেকে ১৪২৩ হিজরি পর্যন্ত যে পরিমাণ বেতন দারুল উলুম আশরাফিয়া রান্দির এবং দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে গ্রহণ করেছিলেন তা ফিরিয়ে দেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত দীনি কোনো দীনি কাজের বিনিময় গ্রহণ করেননি।

কুরআনে কারিমের সাথে মহব্বত: তিনি ফারেগ হওয়ার পরে তাকমিলে ইফতা ও ফতোয়া লেখার পাশাপাশি কুরআনে কারিম মুখস্থ করেন, অধম লেখককেও মুখস্থ করান। বিয়ের পরে স্ত্রীকে হাফেজা বানান এবং তার বদৌলতে নিজের এগারো ছেলে, দুই মেয়ে, তার বড় ছেলে মরহুম মুফতি রশিদ আহমাদের দুই ছেলে; হাফেজ মাসিহুল্লাহ এবং হাফেজ সামি উল্লাহ এবং পাঁচ পুত্রবধূকে হাফেজ বানান। অবশিষ্ট পুত্রবধূদের হিফজে কুরআন চলমান থাকা অবস্থায় তিনি আল্লাহর কাছে চলে গেলেন।

সফর: উপরিউক্ত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি দেশ ও বিদেশে ভ্রমণ করতেন এবং দীনের আলোচনা শোনার আত্মহীদেরকে নিজের উপদেশমালা দ্বারা ধন্য করতেন, কিন্তু পাঠদান চলাকালে ভ্রমণ করতেন না। তিনি দীনের দাওয়াত ও মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দের হেফাজত ও প্রসারের লক্ষ্যে হিন্দুস্তান ছাড়াও আফ্রিকা, আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন, তুর্কি, বুখারা, সমরকন্দ, বার্মা এবং বাংলাদেশ ইত্যাদির সফর করেছেন। তার বক্তব্য সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলেই বড় আত্মহের সাথে শোনত।

হারামাইন শরিফাইনের জিয়ারত: তিনি আটবার হারামাইন শরিফাইনের জিয়ারতে ধন্য হন, চারবার হজ এবং চারবার উমরার জন্য। পঞ্চাশ (৫০) তওয়াফের ফজিলত অর্জনের লক্ষ্যে প্রথম উমরা সন্থীক ১৪২১ হিজরির শাবান মাসে করেন।

বাইআত ও ইরশাদের অনুমতি: তিনি যেমনিভাবে বাহ্যিক জ্ঞানে পূর্ণাঙ্গতার অধিকারী ছিলেন, তেমনিভাবে বাতেনি জ্ঞানেও ভরপুর ছিলেন। তিনি ছাত্র জমানা থেকে শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর কাছে বাইআত ছিলেন এবং হযরত মাওলানা মুফতি মুজাফফর হুসাইন সাহেব মাজাহিরি রাহিমাহুল্লাহুর কাছ থেকে বাইআত ও ইরশাদের ইজাজতপ্রাপ্ত ছিলেন। এছাড়াও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানির খলিফা হযরত মাওলানা সাইয়েদ

.....
 মাহমুদ সাহেব পঠিরভি রাহিমাল্লাহু থেকেও তিনি বাইআত ও ইরশাদের অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন।

ওফাত: ২৫ রমজানুল মোবারক ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ১৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার সকালে সাড়ে ছয় ও পৌনে সাতটার মাঝামাঝি সময়ে তিনি পরজগতের দিকে রওনা করেন। ইল্লালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। জানাজার নামায পড়ান সাহেবজাদা হাফেজ মৌলবি ওয়াহিদ আহমাদ সাহেব। লকডাউন সত্ত্বেও জানাজায় যথেষ্ট মানুষ উপস্থিত হয়েছেন, জানাজার পরে বোম্বের যোগেশ্বরীর অশিউরা মুসলিম কবরস্থানে সুন্নাহ পদ্ধতিতে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাআলা হযরতকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন!

মুহাম্মাদ আমিন পালনপুরি

খাদেমে হাদিস, ফিকহ ও ফাতাওয়া বিন্যাসক, দারুল উলুম দেওবন্দ
 ৩ জিলহজ ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ২৫ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
 শনিবার